Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3x

2/16

101

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM.

Bhadaini, Varanasi-I

No. 2/16

Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

-9·78				
12·5·78				

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

চতুর্থ ভাগ

শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক ঃ—
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
৪।৪, একডালিয়া রোড, বালিগঞ্জ হইতে
ব্রহ্মচারী কুসুমকুমার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মুদ্রাকর—
শ্রীগোপাল চন্দ্র আঢ্য
ফ্যালকন্ প্রেস
২, চার্চ্চ লেন, কলিকাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্তিস্থান :

১। ব্রহ্মচারী কুসুমকুমার,
আনন্দময়ী আশ্রম, ২।২৪ ভদৈনী, বেনারস।

২। শ্রীযুক্ত শশধর ভট্টাচার্য্য আনন্দময়ী মন্দির,
৪।৪, একডালিয়া রোড বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

৩। শ্রীযুক্ত অমলেন্দু সেন
কুইন্সওয়ে, হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, নিউ দিল্লী।

৪। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
'রুবীলজ', রিসলদারবাগ, লক্ষ্ণৌ।

৫। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
"দেবালয়", ২৮ ডি, এ, ভি কলেজ রোড, দেরাদুন।

প্রথম মুদ্রণ—১৩৫২

দ্বিতীয় মুদ্রণ—১৩৫৫

[সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মূল্য তিন টাকা মাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হইল। প্রথম ভাগ হইতে তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠাঙ্কের ও অধ্যায়ের সংখ্যা একই ধারাবাহিক ক্রমে দেওয়া হইয়াছিল। চতুর্থ ভাগে পৃষ্ঠাঙ্কের ও অধ্যায়ের সংখ্যা এক হইতে দেওয়া হইয়াছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ ১৩৪৫এর বৈশাখ হইতে ১৩৪৬এর চৈত্রমাস পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল—মোট ৬৫ অধ্যায় ও ৮৯৭ পৃষ্ঠা ও চতুর্থ ভাগে ১৯ অধ্যায় ও ৩২৬ পৃষ্ঠা, সর্ব্বসমেত ৮৪ অধ্যায় ও ১২২৩ পৃষ্ঠা প্রকাশিত হইল। কাগজের অপ্রাপ্যতা হেতু এই ৬ বৎসর প্রকাশের কোন কার্য্য করা সম্ভব হয় নাই। শ্রীশ্রীমার ইচ্ছা হইলে আরও অনেক কথা প্রকাশিত হইবে আশা করা যায়।

অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। } নিবেদিকা—
শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকা

চতুর্থভাগের প্রথম মুদ্রণ বহুদিন হয় নিঃশেষ হওয়া সত্ত্বেও কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু এতদিন উহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। ছাপা, প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই যথাসাধ্য সুন্দর করিবার প্রয়াস করিয়াছি ও আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগিবে। কাগজও মুদ্রণের দুর্ম্মূল্যের কারণ পুস্তকের মূল্য-বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছি।

ঝুলন-পূর্ণিমা,
ভাদ্র—১৩৫৫,
আনন্দময়ী আশ্রম,
বেনারস।

নিবেদক—
প্রকাশক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ ভাগ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
সাতাকুণ্ডে আগমন	...	১

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরৈকোড়া আগমন	...	২৭
পরৈকোড়ায় ভ্রমণ ও কীর্ত্তন	...	২৯
অষ্টগ্রামে কীর্ত্তনে মার প্রথম ভাবাবেশ	...	৩৫

তৃতীয় অধ্যায়

মা ও জ্যোতির্ব্বিদ	...	৪০
জটু কৃত আরতির আধ্যাত্মিক ব্যাখা	...	৪২

চতুর্থ অধ্যায়

পটিয়ায় মুসলমান মুন্সেফের সহিত কথাবার্ত্তা	...	৪৪

পঞ্চম অধ্যায়

কক্সবাজারে আগমন	...	৫১
কক্সবাজারে ভক্ত-সঙ্গে সমুদ্র-স্নান	...	৬৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/16

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
রামকূট গমন	...	৭৭
রামকূটের পথের বিশেষ ঘটনা	...	৮০
নিশীথ রাত্রিতে নাম কীর্ত্তন	...	৮১
কক্সবাজারে প্রত্যাবর্ত্তন, পথের দৃশ্য	...	৮৩
সমাধির প্রকার ভেদ ও শরীরের উপর তাহাদের প্রতিক্রিয়া	...	৮৪
জ্যোৎস্নালোকে সমুদ্রকূলে কীর্ত্তন	...	৯০
জমাট কীর্ত্তনে, আনন্দের ছড়াছড়ি	...	৯৩
রামকূট দলের কীর্ত্তন	...	৯৫
শিশুদের নিয়ে সচ্চিদানন্দ খেলা	...	৯৮

সপ্তম অধ্যায়

রামু আগমন ও তথায় পঞ্চবটী স্থাপন	...	১১৮

অষ্টম অধ্যায়

কক্সবাজার ত্যাগ	...	১২৫
চট্টগ্রাম আগমন	...	১২৭
পরৈকোড়ার গমন	...	১২৮
পরৈকোড়া ত্যাগ	...	১২৯
নির্ম্মলা মাকে নিয়া কীর্ত্তন	...	১৩০
মাকে বিদায় দিবার করুণ দৃশ্য	...	১৩৫
কলিকাতা যাওয়ার পথে চাঁদপুর আগমন	...	১৩৭
চাঁদপুর হইতে কলিকাতা যাত্রা	...	১৮০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম অধ্যায়

রাত্রিতে কলিকাতায় আগমন ... ১৪২
৺কাশী আগমন ; অহোরাত্র কীর্ত্তন ... ১৪৫
দিল্লীর পথে এলাহাবাদে ভক্তদের মাকে দর্শন ... ১৪৮

দশম অধ্যায়

দিল্লী আগমন ... ১৫০
দোল পূর্ণিমার উৎসব ... ১৫২

একাদশ অধ্যায়

বেরিলী যাত্রা ... ১৭৩
বেরিলী ধর্ম্মশালায় কীর্ত্তন ... ১৭৯
মার নিকট কীর্ত্তন ... ১৮৫
ভক্তসহ নৌকা-ভ্রমণ ... ১৯১
নৈনিতাল যাত্রা ... ১৯৪

দ্বাদশ অধ্যায়

নৈনিতাল আগমন ... ১৯৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নৈনিতালে থাকিয়া কৃষ্ণনগরের ভক্তদের নিবেদন অনুভব ... ২০৫
ভাবের নানা স্তরের অবস্থার বিবরণ ... ২১২
নয়না-দেবীর মন্দিরের সম্মুখে পণ্ডিতদের যজ্ঞ ... ২১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
নৈনিতাল হইতে আলমোড়া গমন	...	২২৩
জড়-সমাধি	...	২২৬
আত্মজ্ঞানী	...	২৩১
মা—সর্ব্ব অবস্থায়ই সমাধিতে আছেন	...	২৩৮
কালীমঠে গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন	...	২৪০
কৈলাস যাওয়ার অঙ্গীকার	...	২৪৪
নৈনিতাল যাত্রা	...	২৪৬

পঞ্চদশ অধ্যায়

বেরিলী গমন	...	২৫২
তথায় মার লীলার বিবরণ	...	২৫৪

ষোড়শ অধ্যায়

জামসেদপুর যাত্রাপথে লক্ষ্ণৌ ও কাশী	...	২৬০
হাওড়া ষ্টেশন হইয়া জামসেদপুর আগমন	...	২৬২
জামসেদপুর হইতে কলিকাতায় আগমন	...	২৬৬

সপ্তদশ অধ্যায়

কলিকাতার জন্মোৎসব উপলক্ষে কীর্ত্তন ও লীলার বিবরণ	...	২৬৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
কলিকাতা হইতে বাইশারী ও বরিশাল যাত্রা	...	২৮২
বরিশালে আগমন	...	২৯২
চাঁদপুর আসিয়া কসবা হইয়া খেওড়া যাত্রা	...	২৯৪

উনবিংশ অধ্যায়

জন্মস্থান খেওড়ায় আগমন ও বাল্য-জীবনের স্নেহ-ভালবাসার স্মৃতি	...	২৯৫
খেওড়া হইতে চাঁদপুর হইয়া ঢাকা যাত্রা	...	৩০১
ঢাকা আগমন	...	৩০৩
উৎসবে কীর্ত্তন ও আনন্দ	...	৩০৫
ঢাকা হইতে কলিকাতা যাত্রা	...	৩১৭
কৈলাস যাত্রার পথে কলিকাতা আগমন	...	৩২০

—:(*):—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬/১৮

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী।

চতুর্থ ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

—০০:০০—

৮ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৩।

আজ মাকে প্রাতে শশীবাবু নিয়া গিয়া ফটো তুলিলেন। পরে মাকে কালীবাড়ী নিয়া যাওয়া হইল। কাল জ্যোতিষদাদা ট্রেণ ফেল করায় আজ আসিয়া পৌঁছাইলেন না অথচ প্রথম হইতে কথা ছিল জ্যোতিষদাদা আজ আসিলেই আমরা আজই আদিনাথ রওনা হইব। মা আজই চলিয়া যাইতে চাহিলেন। ভোলানাথ ও ভক্তেরা বাধা দেওয়ায় মা সীতাকুণ্ডে আগমন। বলিলেন, "আমার যখন আজ যাওয়ার খেয়াল হইয়াছে অখন আজ সীতাকুণ্ডে চল"। সেই অনুসারে আজ ১১টার গাড়ীতে আমরা সীতাকুণ্ডে আসিয়াছি। শশীবাবু সঙ্গে আসিয়া মাকে শঙ্কর মঠে উঠাইয়াছেন। শঙ্কর মঠে যে সন্ন্যাসী আছেন, তিনি মাকে দেখিয়াই খুব যত্ন করিয়া গ্রহণ করিলেন। পাহাড়ের উপরে সুন্দর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একখানা ঘরে আমাদের জায়গা দিলেন। নীরব নির্জ্জন অতি সুন্দর স্থান।

৯ই মাঘ, শুক্রবার।

আজ প্রাতে মা পাহাড়ে বেড়াইয়া আসিলেন। পরে ঘরে আসিয়া বসিলে কথা হইতেছিল। আমি বলিলাম, "মা, তুমি সেদিন বলিয়াছিলে সেই এক বই পড়িলে আর কিছুই অজানা থাকে না।" মা বলিলেন, "ঠিকইত, সেই এক বই পড়িলে আর কোন ভাষা কেন, কোন বিষয়ই অজানা থাকে না; ধরোনা যেমন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। সর্ব্বাংশে উপমা হয় না, বুঝে নিবে।" আজ চট্টগ্রাম হইতে অনেক ভক্ত আসিয়াছেন। জ্যোতিষদাদাও আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আসিয়াই শুনিলেন তাহার একমাত্র মেয়েটি মারা গিয়াছে! কিন্তু মার কৃপায় তিনি কিছু-মাত্র বিচলিত হইলেন না। যেন কিছুই হয় নাই, বাহিরে এই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। মার আজ খাওয়ার দিন, মঠের স্বামিজীও আজ মার খাওয়ার জন্য রুটী তরকারী পাঠাইয়াছেন। একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এতদিন বিশেষ লক্ষ্যও করি নাই, কিন্তু আজই বিশেষভাবে মা এইদিকে লক্ষ্য করাইয়া দিলেন। কথাটী এই—মায়ের গায়ের জামা যতই তৈয়ারী করি, কখনও দেখি জামাগুলি বেশ গায়ে লাগিল, আবার দু-একদিনের মধ্যেই জামাগুলি গায়ে লাগে না। ছোট হইয়া গেল, মা হাসিয়া বলেন, "আমি মোটা হইয়াছি।" লেংটীও তাই। এখন এই ঘটনা এত ঘন ঘন হইতে লাগিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে আমি বলিলাম, "মা একি হয় ? ২।১ দিনেই তুমি মোটা হইয়া যাও ; জামা গায় লাগে না। আবার, দু-একদিন পরে সেই জামাই বেশ গায় লাগে। এত শীঘ্র শীঘ্র শরীরের এত পরিবর্ত্তন কি সম্ভব ?" তখন মা হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তোমরাই ত পরাইতেছ ; দেখিতেছ, একবার গায়ে লাগিতেছে, আবার ছোট হইয়া যাইতেছে ; কোন জামা, কোন লেংটিই সব সময় ঠিক লাগিতেছে না, এর কারণ কি ?" মার এই কথায় ও হাসিটুকুতে যেন আমার এ'দিকটায় খেয়াল পড়িল। তাই ত এ' কি করিয়া হয় ? অথচ এই ঘটনা পুনঃ পুনঃ হওয়া সত্ত্বেও খেয়াল করি নাই।

ভোলাগিরি মহারাজের আশ্রম হইতে একটি ব্রহ্মচারী আসিয়া মাকে তাহাদের আশ্রমে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। আজ বৈকালেও অনেকে আসিয়াছেন। মা নানা কথা বলিতেছেন। কথায় কথায় বলিতেছেন "যে বাস্তবিক গুরুকে শ্রদ্ধা করে সে কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারে না ; যদি কাহাকেও ঘৃণা করা হয়, তবে গুরুকেই ঘৃণা করা হইল। কারণ গুরু যে মহান, তিনি যে সকলের মধ্যেই আছেন ; এ বিশ্বাস থাকা দরকার। আর ধৈর্য্যই হইল সাধনার অঙ্গ।"

গুরুতে শ্রদ্ধা। ধৈর্য্য, সাধনার অঙ্গ।

ভোলাগিরি মহারাজের আশ্রমের ব্রহ্মচারীটি গীতার কথা উঠাইয়াছেন, "আচ্ছা মা, গীতায় যে বলা হইয়াছে 'সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' ইত্যাদি। কৃষ্ণকে আশ্রয় করিতে বলিতেছে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবকী নন্দন কৃষ্ণ ?" মা বলিলেন, "বাহিরের দিক দিয়া এই মেয়েটাকে ত গীতা পড়াও নাই বাবা।" তবে এই যে শ্লোকটী যে যখন পড়িবে তখনই ত সে বলিবে "আমাকে ভজনা কর, এই আমি কে ?—পরমাত্মা। তবেই হইল কৃষ্ণ কে ? না পরমাত্মা।" আবার কথা হইতেছে—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াভহঃ।"

স্ব-ধর্ম্ম কি !

মা বলিতেছেন, "ধর্ম্ম মানে কি ? যে ধারণা করিয়াছে। চোর চুরি বিদ্যাই ধরিয়াছে ; কিন্তু আবার দেখা যায় সেই চোরই সাধু হইয়া যায়। তবেই চুরিটা তাহার স্বধর্ম্ম নয়, যাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম তাহা কখনও পরিবর্ত্তন হয় না। যাহা পরিবর্ত্তন হয়, তাহা ধর্ম্ম নয়—অধর্ম্ম। তোমার স্বভাব হচ্ছে ধর্ম্ম ; তাহা ছাড়িয়া অপর যে সব পরধর্ম্ম (অধর্ম্ম) নেওয়া, সর্ব্বদাই তোমার পক্ষে ক্ষতিকর। আবার জগতে যেমন আগুণের ধর্ম্ম, জলের ধর্ম্ম, সেইরূপ সংস্কার অনুযায়ী যার যার যে স্বভাবটি প্রকাশ থাকে, গুরুশক্তি দ্বারা তাহার ভিতর দিয়াও তদমুখী করাইয়া নেন।"

জানিনা কোথা হইতে খবর পাইয়া ক্রমে ক্রমে আজ অনেক স্থানীয় লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মচারীটি প্রশ্ন করিতেছেন "আচ্ছা মা, এই যে বলা হয়, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এর অর্থ কি ?" মা হাসিয়া বলিলেন, "অনেক দিন পূর্ব্বে রমনার কালীবাড়ী হইতে যাইতে ৩টী গৈরিক বেশ ধারিণীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত দেখা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে একজন হঠাৎ আমাকে ডাকিয়া নানা কথা প্রসঙ্গে বলিতেছে, 'দেখুন, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।" তখন আমি বলিলাম, জগৎ মিথ্যা কি করিয়া বলি, জগতের ভিতরেই সকলের জন্ম ; জন্মিয়াই এই জগৎ দেখিতেছ ; বাস্তবিক যখন সেই জ্ঞান হইবে তখন বলা চলে জগৎ মিথ্যা। এই কথায় তিন সন্ন্যাসিণীর ভিতর ঝগড়া লাগিল, "এক সাদা কাপড় পরা ঘোমটা দেওয়া স্ত্রীলোকের কাছে আবার কি কথা বলিতে গিয়াছিলে, সে কি বলিবে ? ইত্যাদি।" এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মচারীটি বলিলেন "মা কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মই বিবর্ত্তিত হইয়া জগৎ হইয়াছেন, কাজেই জগৎও সত্য আমিও সত্য।" মা বলিলেন, "এক হিসাবে তাহাও ঠিকই। জগতের যে গতাগতি, তাহারও আদি অন্ত নাই, সেই হিসাবে জগৎও সত্য। আর এক কথা, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাস্তবিক তত্ত্ব না বুঝা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জগৎও সত্য মানিয়া নিতে হইবে। তবে এসব কথা শুনিয়া লাভ কি ! এক কান দিয়া শুনিবে আর এক কান দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। শোনা তখনই হয়, যখন কর্ম্মতে প্রকাশ পায়। কাজেই প্রকৃত শোনাও হয় না।" এইরূপ নানা কথা হইল, রাত্রি প্রায় ১১টায় মা শুইলেন। মেয়েরা যাঁহারা চট্টগ্রাম হইতে আসিয়াছেন, সকলেই মার ঘরে শুইবার জন্য একটু কষ্ট করিরা একঘরে শুইলেন।

"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যার" তাৎপর্য্যার্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০ই মাঘ, শনিবার।

আজ মা ভোরে উঠিয়াই উপরে পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেলেন। জ্যোতিষদাদা, অখণ্ডানন্দগিরি সঙ্গে গেলেন। পরে ধীরে ধীরে আরও অনেকে মার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মা সেখানে মুক্ত স্থানে এক গাছতলায় কম্বল বিছাইয়া বসিলেন। স্থানীয় লোকেরা, এক মাতা আসিয়াছেন খবর পাইয়া একে একে দর্শন করিতে আসিতেছেন। আজ মা খাইবেন না, আমি গিয়া একটু সামান্য দুধ খাওয়াইয়া আসিলাম। মা গাছতলায়ই বসিয়া আছেন। বেলা ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। দুপুরবেলা মা নামিয়া আসিলেন। বৈকালে মাকে একটু ফল খাওয়ান হইল। সন্ধ্যাবেলায় সকলে মিলিয়া মার কাছে কীর্ত্তন করিল। এই নির্জ্জন পাহাড়ও সজন হইয়া দাঁড়াইল। চট্টগ্রাম হইতে প্রায়ই লোক যাওয়া আসা করিতেছেন। কথায় কথায় মা বলিতেছেন, "বই পড়া বিদ্যা যেমন টাইম-টেবল দেখিয়া রাস্তা চলা। টাইম-টেবলে যাহা থাকে, তাহা ছাড়া রাস্তায় আরও কত কি আছে। যাহা বিশেষ, যতটা প্রকাশ করিতে পারিয়াছে তাহাই টাইম-টেবলে থাকে, তাহা ধরিয়া ধরিয়া সেই রাস্তায় চলিলে দেখা যায় আরও কত দেখিবার ও জানিবার বিষয় আছে। টাইম-টেবলে কি আর সব লিখিতে পারে? সেইরূপ শাস্ত্রেও কি আর সব লিখিতে পারে? যাহারা সেই পথে চলে তাহারা বুঝিতে পারে যে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহা সত্য,

শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মত চলায় সত্যানুভব হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা ছাড়া আরও কত কি বিষয় আছে। শাস্ত্রে আর কতটুকু লিখিতে পারে? প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও কত কি দেখেন, জানেন। তবে যেমন টাইম-টেবেল দেখিয়াই ট্রেনের পথ চলিতে হয়, সেইরূপ শাস্ত্র উপদেশ মতই প্রথম প্রথম চলিতে হয়। তবেই শাস্ত্রীয় কথার ভিতরেও অনন্ত ভাব নিহিত থাকে কিন্তু।"

আজ জ্যোৎস্না রাত্রি, মা অনেকক্ষণ বাহিরে বসিয়া রহিলেন। ভক্তেরা ও সকলে মাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। মার মধুর কথা শুনিতেছেন। রাত্রি প্রায় এগারোটায় সকলে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

১১ই মাঘ, রবিবার।

আজও সকালে উঠিয়া মা পাহাড়ে গেলেন। সঙ্গে ২।৪ জন গেলেন। অনেকক্ষণ তথায় থাকিয়া মা নীচে নামিয়া আসিলেন। পরে মুখ হাত ধুইয়া একটু জল খাইয়া মা মুড়ি-দিয়া শুইয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় ১টায় ভোগ হইল। আজও বহু লোক মার দর্শনে আসিয়াছেন। ঘরে জায়গা হয় না, মা বাহিরে আসিয়া বসিলেন। এই মঠের মোহন্ত ব্রহ্মচারীটি মাকে খুবই যত্ন করেন। রোজই মার জন্য নিজের রান্না হইতে কিছু কিছু পাঠাইয়া দেন। বৈকালে ব্রহ্মচারীটি আসিয়াছেন, মার সহিত কথা হইতেছে। আরও অনেক লোক আসিয়াছেন মা এই আশ্রমের মালিক ব্রহ্মচারীটিকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "বাবা তুমি আসিয়াছ; এদের কিছু বল। আমি ত' তোমার মেয়ে, আমি ত' কিছুই জানি না।" ব্রহ্মচারীটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০ই মাঘ, শনিবার।

আজ মা ভোরে উঠিয়াই উপরে পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেলেন। জ্যোতিষদাদা, অখণ্ডানন্দগিরি সঙ্গে গেলেন। পরে ধীরে ধীরে আরও অনেকে মার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মা সেখানে মুক্ত স্থানে এক গাছতলায় কম্বল বিছাইয়া বসিলেন। স্থানীয় লোকেরা, এক মাতা আসিয়াছেন খবর পাইয়া একে একে দর্শন করিতে আসিতেছেন। আজ মা খাইবেন না, আমি গিয়া একটু সামান্য দুধ খাওয়াইয়া আসিলাম। মা গাছতলায়ই বসিয়া আছেন। বেলা ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। দুপুরবেলা মা নামিয়া আসিলেন। বৈকালে মাকে একটু ফল খাওয়ান হইল। সন্ধ্যাবেলায় সকলে মিলিয়া মার কাছে কীর্ত্তন করিল। এই নির্জ্জন পাহাড়ও সজন হইয়া দাঁড়াইল। চট্টগ্রাম হইতে প্রায়ই লোক যাওয়া আসা করিতেছেন। কথায় কথায় মা বলিতেছেন, "বই পড়া বিদ্যা যেমন টাইম-টেবল দেখিয়া রাস্তা চলা। টাইম-টেবলে যাহা থাকে, তাহা ছাড়া রাস্তায় আরও কত কি আছে। যাহা বিশেষ, যতটা প্রকাশ করিতে পারিয়াছে তাহাই টাইম-টেবলে থাকে, তাহা ধরিয়া ধরিয়া সেই রাস্তায় চলিলে দেখা যায় আরও কত দেখিবার ও জানিবার বিষয় আছে। টাইম-টেবলে কি আর সব লিখিতে পারে? সেইরূপ শাস্ত্রেও কি আর সব লিখিতে পারে? যাহারা সেই পথে চলে তাহারা বুঝিতে পারে যে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহা সত্য,

শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মত চলায় সত্যানুভব হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা ছাড়া আরও কত কি বিষয় আছে। শাস্ত্রে আর কতটুকু লিখিতে পারে? প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও কত কি দেখেন, জানেন। তবে যেমন টাইম-টেবেল দেখিয়াই ট্রেনের পথ চলিতে হয়, সেইরূপ শাস্ত্র উপদেশ মতই প্রথম প্রথম চলিতে হয়। তবেই শাস্ত্রীয় কথার ভিতরেও অনন্ত ভাব নিহিত থাকে কিন্তু।"

আজ জ্যোৎস্না রাত্রি, মা অনেকক্ষণ বাহিরে বসিয়া রহিলেন। ভক্তেরা ও সকলে মাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। মার মধুর কথা শুনিতেছেন। রাত্রি প্রায় এগারোটায় সকলে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

১১ই মাঘ, রবিবার।

আজও সকালে উঠিয়া মা পাহাড়ে গেলেন। সঙ্গে ২।৪ জন গেলেন। অনেকক্ষণ তথায় থাকিয়া মা নীচে নামিয়া আসিলেন। পরে মুখ হাত ধুইয়া একটু জল খাইয়া মা মুড়ি-দিয়া শুইয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় ১টায় ভোগ হইল। আজও বহু লোক মার দর্শনে আসিয়াছেন। ঘরে জায়গা হয় না, মা বাহিরে আসিয়া বসিলেন। এই মঠের মোহন্ত ব্রহ্মচারীটি মাকে খুবই যত্ন করেন। রোজই মার জন্য নিজের রান্না হইতে কিছু কিছু পাঠাইয়া দেন। বৈকালে ব্রহ্মচারীটি আসিয়াছেন, মার সহিত কথা হইতেছে। আরও অনেক লোক আসিয়াছেন মা এই আশ্রমের মালিক ব্রহ্মচারীটিকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "বাবা তুমি আসিয়াছ; এদের কিছু বল। আমি ত' তোমার মেয়ে, আমি ত' কিছুই জানি না।" ব্রহ্মচারীটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন, "তুমি ত' বল মেয়ে, আমি ত জানি মা; তুমি ত কিছুই জান না; কিন্তু এই যে আজ ক'দিন যাবত এত লোক আসিতেছে, তোমার মধুর কথা শুনিবার জন্য মুখের দিকে চাহিয়া থাকে—কই আমি ত আজ ১৭।১৮ বৎসর যাবত এই জায়গায় বসিয়া আছি, এত লোক ত একত্র করিতে পারি নাই। আসল কথা, ইহারা তোমার মধ্যে যে আনন্দ দেখিতেছ, সেই আনন্দটী নিজেরা পায় না বলিয়াই তোমার কাছে আসে। তোমার মধুর বাণী শুনিবার জন্য মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।" মা হাসিয়া বলিলেন, "তা যদি বল বাবা, তবে বলিতে হয় মধুর আস্বাদ ইহারা জানে। তাই ত আমি বলি সবই নিজের মধ্যেই আছে। খণ্ড আনন্দে প্রাণটা তৃপ্ত হইতেছে না তাই মানুষ অখণ্ড আনন্দ পাইবার জন্য অখণ্ডের সন্ধান করিতেছে। শান্তি ও আনন্দই সকলে চায়। আবার এই জাগতিক শান্তি ও আনন্দে মানুষ তৃপ্ত হইতেছে না, পূর্ণ শান্তি ও আনন্দের খোঁজ করিতেছে! তবেই বুঝিতে হইবে সেই পূর্ণ আনন্দের অনুভব তাহার আছে, তাইত মানুষ এই খণ্ড আনন্দে তৃপ্ত হইতেছে না। সেই জন্যই সাধনার দরকার। ধর সকলকেই সমুদ্রে যাইতে হইবে, কিন্তু যাওয়ার পথ অনেক আছে। তোমরা এ মেয়ের আবদার একটু রক্ষা করিও, সকলে সেইদিকে যাইবার জন্য একটু একটু সময় দিও। বাসায় ত ছেলেমেয়েদের কত

মানুষ খণ্ড আনন্দে তৃপ্ত নয়, তাই অখণ্ড আনন্দের খোঁজ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবদারই রক্ষা করিতে হয়, এ মেয়েটার এ আবদারও একটু রক্ষা করিও।”

একজন বলিলেন, “মা, যখন দেখিতে পাই মানুষ ইচ্ছা করিলেই কিছু হয় না, ডাক্তার রুগীকে বাঁচাইবার জন্য কত চেষ্টাই না করে, কিন্তু বাঁচাইতে পারে না। উকিল মোকৰ্দ্দমা জিতিবার জন্য কত ইচ্ছা কত চেষ্টাই না করে; কিন্তু তবুও হারিয়া যায়। চাষা কত পরিশ্রম করে, আশা করে ক্ষেতে ভাল ফসল যেন হয়; কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হয় না। মানুষের যখন কিছুই শক্তি নাই, তখন তিনি যেমন করাইবেন সেইরূপই হইবে; সেই দিকেও যদি তিনি নেন, যাইতে পারিব, নতুবা আমাদের চেষ্টায় কি হইবে।” মা বলিলেন, “দেখ, এই কথা বলিবার আমরা অধিকারী নই। কারণ এই যে ‘তিনি’ বলিতেছি ইহা মুখের কথা মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের তাঁর সহিত কোন পরিচয়ই হয় নাই। বাস্তবিকই, সাধন ভজন করিতে করিতে এমন একটা অবস্থা আসে, যখন মানুষ বুঝিতে পারে আমার কিছুই ক্ষমতা নাই, তিনি যেমন করাইতেছেন আমি তেমনই করিতেছি। এখন যে তোমাদের চেষ্টা করিতে বলিতেছি, সে হইল যতটুকু তোমরা পার ততটুকু তোমরা কর, অর্থাৎ যতটুকু শক্তি কাজে লাগাও। তারপর তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে—এ অতি সত্য কথা। কিন্তু সে অনুভূতি কোথায়? বাস্তবিক এই অনুভূতি হইলে ত দুঃখ কষ্ট কিছুই

সাধন-ভজন জন্য চেষ্টা করা দরকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার নাই। তোমরা যে অহং বুদ্ধি দ্বারা লেখাপড়া, কাজ কর্ম্ম সব কিছু করিতেছ, সেইরূপ ঐ দিকে যাইবার জন্য একটু একটু চেষ্টা করিও। সব আমরা করিতে পারি আর ধর্ম্ম কাজের কথা হইলেই 'তিনি না করাইলে কি করিয়া করিব?' এ কথা বলা চলে না।" একজন বলিল, "মা, গীতায় আছে—মা বলিলেন, "সেই অবস্থা স্থায়ী হইবার জন্যই ঐদিকের একটু কর্ম্ম করিতে বলা হইতেছে। আমি ত কিছু বলিনা, তোমরা যাহা বলাইতেছ তাই বলা হইতেছে।" ষ্টেশন মাষ্টারেরা আসিয়াছেন। মা বলিলেন, "সব দিকের মাষ্টারীটি করা চাই।" কথায় কথায় সন্ধ্যা হইয়া গেল, সকলে মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। সন্ধ্যার

মন্ত্র শিখিলে মন্ত্রের শক্তি দেখা যায়।

পর আবার দু-চারজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন একজন কবিরাজ বলিতেছেন, "আচ্ছা মা, সাধারণ লোকের মধ্যেও দেখা যায় কেমন মন্ত্র-শক্তি, ওঝারা ভূত ঝাড়িবার মন্ত্র শিখিয়া ভূত ঝাড়ে, এইসব। কিন্তু ভবসাগর পার হওয়ার জন্য জপাদি ত কত লোকে করিতেছে কিন্তু মন্ত্র-শক্তি ত কিছুই দেখিতেছি না।" মা বলিলেন, "মন্ত্র শিখিয়া কি বলিয়াছ; বাবা! কথা হইল এই, এই সব জাগতিক মন্ত্র শিখা সহজ, ঐ পথের মন্ত্রও যদি শিখিতে পার, তবে নিশ্চয়ই মন্ত্র শক্তিও দেখিতে পার—কিন্তু ঐদিকের মন্ত্রই যে শিখা হয় নাই। তবে যত টুকু শিখ ততটুকু ফল হয় বই কি। গুরু শক্তির ক্রিয়া ত নিশ্চয়ই আছে।" সেই লোকটি বলিল, "কিন্তু জপাদিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলেই করিতেছে।" মা বলিলেন, "উহু। যদি এতই সহজ হইত, তবে আর দুর্লভ বস্তু বলিয়া কথা হইত না। কত ঋষি মুনিরা যুগ-যুগান্তর কত সাধনা করিয়া গিয়াছেন—একথাও থাকিত না।" কথাবার্ত্তার পর সকলে মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

১২ই মাঘ, সোমবার।

আজ প্রাতে উঠিয়া মা আর পাহাড়ে গেলেন না। সকাল বেলার গাড়িতে চট্টগ্রাম হইতে স্বরেন ঘোষাল, দ্বিজেন্দ্র ঘোষাল মহাশয়েরা সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপেন্দ্র পাল মহাশয়ের স্ত্রীও আসিয়াছেন। যশোদা ঘোষাল ও চন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয়ের স্ত্রী পূর্ব্বেই আসিয়াছেন। তাহারা আসিয়া চন্দ্রনাথ দর্শনে গেলেন। বেলা প্রায় ১০।১১ টায় মা শুইয়া পড়িলেন। বেলা ১৷৷০ টায় সকলে চন্দ্রনাথ হইতে ফিরিলেন। মা উঠিলে সকলে মাকে নিয়া আনন্দ করিতেছেন। মা কথায় কথায় শচীদাদার বোন মনোরমাদিদির পতিভক্তি ও সকলের সেবার ভাবের প্রশংসা করিতেছেন। বলিতেছেন, "এই ভাবটা বড় দেখা যায় না। একদিন আমি তাহার চুলগুলি নিয়া খেলা করিলাম। অপর একদিন চুলগুলি আমার গলায় জড়াইয়া বলিলাম, 'আমার মাফলার। ও যদি মরিয়া যায় তবে আমার মাফলার ও চলিয়া যাইবে, তোমরা এইগুলি একটু কাটিয়া রাখিয়া দিও।' শুনিলাম বিধবা হওয়ার পর তাহার মা তাহাকে চুল কাটিতে দেয় নাই। শেষে শুনিলাম, তাহার স্বামী তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চুলগুলির অতি যত্ন করিয়াছে। সেও চুল বিছাইয়া স্বামীকে তাহার উপর শোওয়াইয়াছে। আমি ত আর এসব কথা পূর্ব্বে তাহাদের কাছে শুনি নাই। তারপর একদিন মনোরমা আমাকে একা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'মা, তুমি আমার চুলগুলি নিয়া এত খেলা কেন করিলে? তখন আমি বলিলাম, 'দেখ, হয়ত তোমার স্বামীর স্মৃতি তোমার ভালবাসার তীব্র ইচ্ছা তাহা উপলক্ষ্য স্বরূপ হইয়া চুলগুলি রাখিয়া দিতে বলিয়াছি। বাস্তবিক আমি ত বলি—আমি কিছুই বলিনা তোমরাই বলাইয়া নিও। আরও ত কত লোকের চুল সুন্দর থাকে, কিন্তু তোমার চুলগুলি নিয়া এ সব হইল কেন?" মার কথায় সত্যই শচীবাবু তাহার দিদির এক গোছা চুল কাটিয়া আয়না দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছেন। আর মনোরমাদিদিও নিজের চুল দিয়া মার পায়ের জুতা ও মাফ্‌লার তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। মনোরমা দিদির কথা বলিয়া মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আচ্ছা পুরুষ কে?" অনেক পুরুষরা কাছেই ছিল। তাহারা হাসিতে লাগিল। মা হাসিয়া মেয়েদের বলিতেছেন, "দেখ, তোমরা ও যেমন পতির মুখের দিকে চাহিয়া থাক, কিছু চাও, পুরুষরাও কিন্তু আবার আর একজনকে চাহিতেছে কাজেই তাহারা ও স্ত্রীলোক। পুরুষ যে হইবে তাহার কোন রকম ইচ্ছা চাওয়া বা অভাব থাকিবে না। সে স্থির, ধীর। কাজেই সকলে সেই পরম পতিকে চাহিতেছি। তাই সকলেই স্ত্রীলোক।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় চট্টগ্রামের দল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কতক চলিয়া গেল। যাহারা রহিলেন মাকে নিয়া সকলে বারান্দায় বসিয়া আছেন। রাত্রি হইলে মাকে নিয়া সকলে ভিতরে গেলেন। মা ঘরে গিয়া বসিলেন। একজন তাহার নাতিদের জন্য ৩ জোড়া করতাল আনাইয়াছেন, মা এক জোড়া করতাল নিয়া বাজাইতে বাজাইতে মধুর স্বরে হরিবোল হরিবোল বলিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হরিবোল বলিতে লাগিলেন। মাকে কখনও করতাল হাতে নিতেও দেখি নাই, আজ এই প্রথম দেখিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সুন্দর করতাল বাজাইলেন, যেন সর্ব্বদাই বাজাইয়া অভ্যাস। আরও নানা কথা নিয়া কত আনন্দ করিতেছেন। নানা রকমের কথা বলিয়া আনন্দ করেন বলিয়াই সকলেই আনন্দ পায়।

"পুরুষ" ইচ্ছাও অভাব রহিত।

হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "গোপালজী মনে করিতেছে।" জোতিষদাদার কাছে শুনিয়াছি মীরা (গোপালজীর স্ত্রী) মারা গিয়াছে। রাত্রি প্রায় ১১টায় সকলে বিশ্রাম করিতে গেলেন। জটু, হীরু, গণেশ, রমেশ, শীতল ঠাকুর (চট্রগ্রামের রাজরাজেশ্বরের বাড়ীর পূজারী) দামু প্রভৃতি ছেলেরা থাকায় কাজ কর্ম্মের খুব সুবিধা হইতেছে। পাহাড়ের উপরে জল উঠান, বাসন মাজা প্রভৃতি কাজ তাহারা মহানন্দে ছুটাছুটি করিয়া করিতেছে। রুগ্না যাহারা আসিয়াছেন, তাহারাও বলিতেছে, "এখানে আসিয়া এত অসুবিধার মধ্যে ও কোনই অসুখ বোধ করিতেছে না। আজ একটি স্ত্রীলোক সুরেন ঘোষালদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি বলিলেন, "আমার পা একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছিল, মোটেই হাঁটিতে পারিতাম না। একদিন স্বপ্নে দেখি আনন্দ-ময়ীমার কাছে যাওয়ায় আমি আরোগ্য লাভ করিয়াছি। আমার বাবা ঢাকা থাকেন, তাই বাবার কাছে গেলাম। অনেক চিকিৎসার পর একটু ভাল হইলাম—এর মধ্যেই মা ৭ দিনের জন্য ঢাকা গেলেন, সংবাদ পাইয়াই বাবা আমাকে নিয়া মার আশ্রমে গেলেন। মা তখন মাঠে বটগাছের তলায় বসিয়া ছিলেন, পরে মা যখন উঠিয়া আশ্রমে গেলেন আমিও সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমে যাইতে পারিলাম। সেই হইতেই আমি ধীরে ধীরে ভাল হইয়া গেলাম।

১৩ই মাঘ, মঙ্গলবার।

আজ মা সকালে প্রায় ৭টায় উঠিলেন। মুখ ধুইয়া একটু দুধ খাইলেন। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া বেলা প্রায় ১১টায় মা শুইয়া পড়িলেন। বেলা ২টায় মার ভোগ হইল। আজও মা করতাল নিয়া বাজাইতে বাজাইতে গান ধরিলেন।

"জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে
এ নাম বল বদনে শুনাও কাণে বিলাও জীবের দ্বারে দ্বারে"

বৈকালে অনেকে মার দর্শনে আসিলেন। ষ্টেশন-মাষ্টারবাবু রোজই বৈকালে আসেন। যে সকল ভক্ত চট্টগ্রাম হইতে সকালে আসিয়া সন্ধ্যায় পুনরায় ফিরিয়া যান, তাহারা ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধ্যার পূর্ব্বে নামিয়া যান। মা হাসিয়া বলেন, "তুমিত পারের কর্ত্তা, কর্ত্তার পেছনে পেছনে থাকিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারের চিন্তা থাকে না।" মাষ্টারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আমরা সংসারী-জীব, আমাদের উপায় কি?" মা বলিলেন, "শুধু নাম, আমি জানি নামেই সব হয়। যত বেশী সময় পার তাঁর জন্য দাও, নাম বেশী নিতে না পার তাঁর প্রসঙ্গ আলোচনা কর নতুবা নাম সংকীর্ত্তন বা সৎ পুস্তকাদি পাঠ কর—যে করিয়াই হৌক্ বেশী সময় তাঁর দিকে মনটা রাখিতে চেষ্টা কর।" সন্ধ্যার পরে জ্যোতিষ দাদা 'মা' গাইয়া দিলেন, সকলে মিলিয়া সেই সঙ্গে যোগ দিল। অনেকক্ষণ নাম হইল রাত্রি প্রায় ১১টায় সকলে বিশ্রাম করিতে গেলেন। মাও শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু মার ভাবটা যেন কেমন হইতেছে। যেন কেমন গাছাড়া, নিস্তব্ধ রাত্রিতেও কেবল এপাশ ওপাশ করেন। জানিনা কি হইবে।

১৪ই মাঘ, বুধবার।

আজও মা প্রাতে উঠিয়াই পাহাড়ে চলিয়া গেলেন। প্রায় ৮টার সময় পাহাড় হইতে নামিয়া মুখ ধুইয়াই বলিলেন, "চল আমরা একটু বেড়াইয়া আসি।" এই বলিয়াই নীচে নামিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি, জ্যোতিষদাদা ও অখণ্ডানন্দ স্বামী চলিলাম। নীচে নামিয়াই ভোলানাথকে গিয়া বলিলেন, "চল, আমরা সকলে শম্ভুনাথের বাড়ী যাই।" তখনই সকলে চলিল। মা বলিলেন, "সেখানেই খাওয়া দাওয়া হইবে।" শুনিয়া জটু প্রভৃতি ছেলের দল মহানন্দে জিনিষ-পত্র নিয়া রওনা হইল। মা তখনই রওনা হইয়া গেলেন। আজ চন্দ্রনাথবাবুর স্ত্রীর নাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামবেদ, বিনোদবাবুর স্ত্রীর নাম যজুর্ব্বেদ, যশোদাবাবুর স্ত্রীর নাম ঋক্‌বেদ এবং যশোদাবাবুর ভগ্নীর নাম অথর্ব্ববেদ রাখিলেন। ইহারা ৪জন আজ কয়দিন যাবতই মার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। পথে যাইতে যাইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বাড়ী কোন দেশে?" মা উত্তর দিলেন, "নাই দেশে।" "কোন জিলা?" "ব্রহ্ম জিলা।" সকলে এই কথায় আনন্দ করিতে করিতে চলিল। আবার অন্য একজন এই কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন, "বাড়ী কোথায়?" উত্তরে "ব্রহ্মনগর।" "তোমার কে আছে," উত্তরে মা বলিলেন "আত্মানন্দ।" সে ভাবিয়া লইল সত্যই বুঝি তাই। একেবারে শম্ভুনাথের মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানেই শম্ভুনাথের ভোগ দিয়া সকলে প্রসাদ পাইবেন স্থির হইল। মার আজ খওয়া নাই। আমি নিজে ভাতে ভাত পাক করিয়া নিলাম। কারণ কাহারও হাতে খাওয়া নিষেধ। মার নিয়ম আবার এক এক সময় এমনই কঠিন যে, আমাকে নিষ্ঠামত থাকিতে বলিয়াছেন, তাই মার প্রসাদও কেহ ছুঁইলে বা মিষ্টি মিঠাই ছোঁয়া গেলে আমাকে নিতে নিষেধ করিয়াছেন। মা বলেন, "সব কাজই ঠিক ঠিক মত করা দরকার।" সারাদিন পাহাড়ে পাহাড়ে কাটিয়া গেল। পাণ্ডারা মার কাছে প্রার্থনা জানাইল, "ভক্তদের নিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিয়া আরতি দেখিয়া গেলে আমরা খুব আনন্দিত হই।" তাহাই হইল। পাণ্ডারা শম্ভু

"সব কাজই ঠিক ঠিক মত করা দরকার।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাথের আরতির পর মাকে আসিয়া আরতি করিল। সন্ধ্যা বেলায় তাহারা পুনরায় নানা রকম ভোগ দিয়া ভক্তদের খাওয়ার ব্যবস্থা করিল। মা সন্ধ্যা বেলায় সকলকে স্থিরভাবে বসিতে বলিয়া নাম ধরিলেন—"জয় শিব শঙ্কর, বম্ বম্ হর হর।"

সকলে স্থিরভাবে বসিয়া সঙ্গে সঙ্গে নাম ধরিলেন। ঐ নির্জ্জন পাহাড়ে মা স্থিরভাবে বসিয়া নাম করাইতেছেন, ভক্তেরাও চারিদিকে বসিয়া ঐ নাম করিতেছেন—কেমন একটা নিস্তব্ধ ভাবে সকলের প্রাণ ভরিয়া গেল। রাত্রি প্রায় ৯টায় পাণ্ডারা প্রচুর পরিমাণ ভক্তদের জলযোগ করাইলেন। মাও একটু জল খাইলেন। রাত্রি প্রায় ১০টায় আমরা মার সঙ্গে মঠে রওনা হইলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি—ভক্তেরা 'মা', 'মা' কীর্ত্তন করিতে করিতে মার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। মাও হাততালি দিয়া ভক্তদের উৎসাহ দিতেছেন। কি আনন্দ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। মঠে আসিয়াই মা কেমন একেবারে চুপ হইয়া গেলেন। শুইয়া পড়িলেন, আর শব্দ নাই। সকলে মার এই ভাব দেখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

১৫ই মাঘ, বৃহস্পতিবার।

আজও মা পাহাড়ে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়াও চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। মার যে ভাব, দেখিলে কথা বলিতে ভয় হয় আজ সেই ভাব। কেমন যেন একটা ভাব। কোন দিকেই আজ আর লক্ষ্য নাই। মা যখন আমাদের মত হইয়া খেলা করেন তখনই

মার চুপ ভাবে অবস্থিতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা মার সহিত মিশিবার সাহস পাই। কিন্তু মার এই অবস্থায় কেমন ভয় হয়। মার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে সাহস হয় না। আমি পাহাড়ের উপর যাইয়া একটু দুধ খাওয়াইয়া দিলাম। সামান্য একটু খাইয়াই নিষেধ করিলেন—আর খাইবেন না; অনুরোধ করিতে সাহস হইল না। মধ্যাহ্নেও প্রায় কিছু খাইলেন না। পায়খানাও আশ্চর্য্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে—বলেন, যাহা খান রং একটু পরিবর্ত্তন হইয়া ঠিক তাহাই পায়খানা হয়। খাওয়া দাওয়ার পর ও পড়িয়া রহিলেন। ভোলাগিরি মহারাজের আশ্রমের ব্রহ্মচারিটি (দশরথ) মাকে তাহাদের আশ্রমে নিবার জন্য বড়ই অনুরোধ করিতে ছিলেন; স্থির হইয়াছে আজ বৈকালে মা তথায় যাইবেন। বৈকালে ৩টার সময়েই তাহারা কীর্ত্তন নিয়া আসিয়া মাকে নীচে নামাইয়া নিয়া গেলেন। মঠের মোহন্ত ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দকে মা নিজে গিয়া ডাকিয়া সঙ্গে নিলেন। চলিবার সময় বলিতেছেন, "বাবা আগে যাইবে, মেয়ে পিছে পিছে যাইবে।" এমনই মার বিধান, কোন অঙ্গেরই ত্রুটি নাই। এই ব্যবহারের জন্যই বিরুদ্ধ মতাবলম্বী লোকেরা ও মার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত। আশ্রমে গিয়া সকলে বসিলেন। মার জন্য তাহারা উচ্চাসন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু মা গিয়া নীচে সকলের সঙ্গেই বসিয়া পড়িলেন। একটু কীর্ত্তন হইল। পরে দশরথ ব্রহ্মচারী দাঁড়াইয়া বলিলে, "সীতাকুণ্ডবাসী ধন্য হইল, মা আজ ৭ দিন হয় এখানে আসিয়া সকলকে ধন্য করিয়াছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যাদি।” সেখানে কৃষ্ণ বড় না শিব বড় এই নিয়া তর্ক উপস্থিত হইল। মা হাসিয়া বলিলেন, “সবই ঠিক, যে যেখান হইতে যাহা বলিতেছে ঠিকই বলিতেছে” নানা কথার পর ব্রহ্মচারীরা নিজেদের গুরু গিরিমহারাজের আরতি করিয়া আসিয়া মাকেও সেই ভাবে আরতি করিল। পরে দশরথ ব্রহ্মচারী নিজ হাতে মাকে খাওয়াইয়া দিলেন। ভক্তদেরও খুব যত্নের সহিত খাওয়াইলেন। আজও রাত্রি প্রায় ১০টায় শঙ্কর মঠে ফিরিয়া যাওয়া হইল। শুইতে যাওয়ার পূর্ব্বে মাকে একটু জল খাওয়াইতে বসিয়াছি। খাওয়ার পর ও মা বসিয়া কথা বলিতেছেন—কিন্তু ঐ রকম ভাব। একটা কথায় ভোলানাথ যেমন বলিলেন, “ইহা হইল কেন?” হঠাৎ মা ভোলানাথের এই ভাবের কথার উত্তরে বলিলেন, “যাহা হইবার হইবেই। যাহা আছে লেখা, তার সঙ্গে হবে দেখা।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। আবার কথা উঠিয়াছে—শাহবাগে কীর্ত্তনে ধূপের গন্ধ পাইয়াছিল, অথচ ধূপ দেওয়া হয়ই নাই। এই কথায় মা বলিলেন, “সূক্ষ্ম শরীর-ধারীরা ও তোমাদের কাজের সাহায্য করে। যে যে ভাবের সে সেই ভাবের কাজে সাহায্য করিতে আসে—সর্ব্বদাই ইহা করিতেছে। তোমরা দেখিতে পাওনা এইমাত্র।” অনেক রাত্রিতে মা বিশ্রাম করিলেন। কিন্তু আজও মার সেই ভাব—একটুও চুপ করিয়া যেন থাকিতেছেন না। কথা বলিতেও যেন ভয় হয়। কেমন একটা ভাবে আছেন। বলিলেন, “হাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাত লাগিয়া গিয়াছে খুলিতে পারা যায় না।" আমি তাড়াতাড়ি গিয়া খুলিয়া দিতেই, মা একটু মুখখানা বাঁকাইয়া বলিলেন, "এতে কিছু হয় না, সেইদিন আর নাই। এই ভাবে কয়দিন শরীর টিকিবে ৪০ বৎসর ত প্রায় হইয়া গেল।" এই কথায় মনটা আমার দমিয়া গেল। কিন্তু উপায় নাই মা ঐ ভাবেই গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়

——:০:——

১৬ই মাঘ, শুক্রবার।

আজ চট্রগ্রাম ফিরিবার কথা। বৈকালে ৩টার গাড়ীতে যাইতে হইবে। মা তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সারিতে বলিলেন। সকলে মিলিয়া তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া শেষ করা হইল। মা চলিয়া যাইবেন, সীতাকুণ্ড বাসীরা সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। আশ্রমের মোহন্ত ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দও খুবই দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। বেলা প্রায় ২টায় মা সকলকে নিয়া রওনা হইলেন। পথে পথে লোক দাঁড়াইয়া মাকে দর্শন করিতেছে, প্রণাম করিতেছে, কেহ কেহ কাঁদিতেছে। শুনিলাম, আমি যখন নীচে পাক করিতেছিলাম, তখন মেহার কালীবাড়ীর একটি সাধু ও সেই সঙ্গে ডাক্তার অতুলবাবু মার কাছে আসিয়াছিলেন। ইহাদের সঙ্গে ভোলাগিরির আশ্রমে দেখা হইয়াছিল। অতুলবাবু মাকে দার্জ্জিলিং দেখাইয়াছিলেন, পুনরায় অযাচিতভাবে মাকে এখানে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা,—বলিলেন, "মা, দার্জ্জিলিংও ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছিলে—আবার এখানে তোমাকে দেখিলাম।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ নাকি মঠে আসিয়া দেখিলেন, মা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছেন, তিনি নীচে বসিয়া মা, মা, বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতে লাগিলেন। মাও হঠাৎ পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলেন। মাকে দেখিয়া তিনি আনন্দে তুই হাত দিয়া মার চরণ জড়াইয়া ধরিলেন। পরে অনেকক্ষণ মার কাছে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়া বিদায় নিলেন। যাক্ মা ধীরে ধীরে গিয়া ষ্টেশনে পৌঁছাইলেন। অনেক লোক আসিয়াছেন। ষ্টেশন মাষ্টারও আসিয়াছেন। গাড়ী আসিবার একটু দেরী আছে। ষ্টেশন মাষ্টার আসিয়া বলিলেন, "মা, কিছুইত হয়না।" মা

নামও কর ও যাঁর নাম কর, তাঁর উপর নির্ভর কর, যেমন রোগী বৈদ্যের উপর করে।

বলিলেন, "নামও করিতে হয়, আবার সেই নামে রুচি হইবার জন্য আহার-বিহারও নিয়মমত করা দরকার। যেমন ঔষধ খাইলে পথ্যও ঠিকমত করা দরকার নতুবা ব্যাধি মুক্ত হওয়া যায় না। তোমরা একেবারে রুগী হইয়া থাক, সেই বৈদ্যের উপরে ভার দিয়া বসিয়া থাক, যেমন রুগীরা ডাক্তারের কথামত ঔষধ ত খায়—আবার ওঠা-বসা, চলা-ফেরা পর্য্যন্ত সবই ডাক্তারের কথামত করিতে হয়—তবেই ফল পাওয়া যায়।" এই সব কথায় কথায় গাড়ী আসিয়া পড়িল। স্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারীও ষ্টেশনে আসিয়াছেন। আজ ১৮ বৎসর যাবত এইভাবে একই স্থানে আছেন—তবুও আজ তাহার প্রাণটা মার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইতেছে। মা হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, "হবেই ত—মেয়েটার জন্য বাবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন খারাপ ত হবেই"। এই বলিয়া "বাবা, বাবা" বলিয়া ডাকিতেছেন—তাহাতে বাবাটির অবস্থা আরও খারাপ হইতেছে। রাস্তায় যাহারা প্রণাম করিতেছিল, অনেকেই গরীব গৃহস্থ ঘরের স্ত্রীলোক। মা সকলকেই, "মা তবে এখন আসি" বলিয়া একটু হাসিয়া হাত দুইখানি জোড় করিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া তাহাদের ব্যাকুলতা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছিলেন। কেহ কেহ মাকে ধরিয়া কাঁদিয়াই দিল। সীতাকুণ্ডবাসীরা সকলেই বলিতেছে,—"মা আবার কবে দেখা পাব ?" মা বলিলে, "তোমারাত রোজ বৈকালে মঠে যাইতে, এখন হইতে সেই সময়তে যাহার যে নাম ভাল লাগে তাহাই একটু করিও, আমার যদি খেয়াল হয়, আমিও ঐ সময়তে তোমাদের কথা খেয়াল করিব।" এইভাবে সকলের নিকট বিদায় নিয়া মা গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ীতে উঠিয়াই মা শুইয়া পড়িলেন।

বেলা প্রায় ৫টায় চট্টগ্রামে পৌঁছিলাম। ঘোষালবাবুরা অনেকেই ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। উপেন্দ্র প্যাল মহাশয়ের মোটরে মা কালীবাড়ী আসিলেন। গতবার কালীবাড়ীর মোহন্ত মাকে এবিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করিয়া দিয়াছিলেন। আজও তিনি ষ্টেশনে গিয়া মাকে নিয়া আসিলেন। শশীবাবু প্রভৃতি অনেকেই ষ্টেশনে ছিলেন। আসিবার সময় দ্বিগেন্দ্র ও সুরেন্দ্রবাবুর অনুরোধে মা তাহাদের বাসা হইয়া আসিলেন। মা সন্ধ্যার পরে যশোদাবাবুর বাসায় একটু জল খাইয়া আসি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেন। বহুলোক দর্শন করিতে আসিয়াছে। রাধা-মাধব কুটীরের সুরেনবাবুরা আসিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। গত-বারও ইহাদের কীর্ত্তনে সকলেই খুব আনন্দ পাইয়াছিলেন মা বসিয়া আছেন। মেয়ে পুরুষে সব মাকে ঘেরিয়া আছে। পঁটিয়ার আশ্রমের হেমবাবু আসিয়া মার চরণ বন্দনা করিলেন। ইনি শাহবাগে মার কাছে খুব যাইতেন। বহু বৎসর মার সহিত দেখা নাই, কিন্তু মা ইহাকে দেখিয়াই বলিলেন, "কেমন আছ? এই বলিয়াই একটু হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক ধরি-য়াছিত?" উনি বলিলেন, ঠিকই ধরিয়াছ মা? কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। একটি কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। সীতাকুণ্ডে গিরি মহারাজের আশ্রমে একটি ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন, "মা আমি যদি হরি হরি বোলি তবেই হয়—আবার দীক্ষার দরকার কি? আর এমন যদি হয়, আমি সারাজীবন হরি হরি করিলাম, আর আমার ৫০ বৎসরের সময় কুলগুরু আসিয়া আমাকে শক্তিমন্ত্র দিল, তখন উপায় কি? মা বলিলেন, তুমি ত বোঝনা কি নামে তোমার কাজ হইবে। কিন্তু অন্তর্দ্রষ্টা ও গুরু তোমার ভাব বুঝিয়া মন্ত্র দিবে। কিছুদিন সাধন করিলে বুঝিবে যে ঐ নামই তোমার দরকার ছিল কিন্তু তুমি বোঝ নাই। দেখ, বাস্তবিক যদি তুমি তাঁকে চাও, তবে তোমার কোন গোলমালই হইতে পারে না। আর তুমি যদি ঠিক ধরিয়া থাকিতে পার যে, হরি হরি বলিতেছি, এই নামেই আমার হইবে—আমার দীক্ষার দরকার নাই—তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতেই তোমার কাজ হইবে। কেমন জান, যেমন তোমার ভাল নাম আমি জানি না, তবুও তোমাকে যদি আমি তোমার সাধারণ নামেই ডাকি, তবুও তুমি আমার কাছে আসিবে। আসিয়া আবার হয়ত তুমিই বলিবে, 'আমার ভাল নাম কিন্তু এই,' যেমন দেখ টুনু, মিনু ডাক নাম থাকে আবার স্কুলে কি চাকুরী করিবার সময় রেজেষ্ট্রী খাতায় তোমরা আবার নিজেদের ভাল নাম লিখাও, তেমন আর কি"—এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন আচ্ছা, "আমি জানি না কুলগুরু আমার কি পথ দেখাইবে। যে নিজেই পথ জানে না। কিন্তু যদি কুলগুরুর কাছে দীক্ষা না নিয়া সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে নেই, তবে দেশের লোক গালাগালি করিবে যে দেখ কুলগুরু ত্যাগ করিল।" মা বলিলেন, "দেখ এক ত আছে যাহার কাছে প্রাণে ভক্তি আসিবে তাহার কাছেই দীক্ষা নিবে। কারণ মনে মনে বিরক্ত ভাব নিয়া নিয়ম রক্ষার মত দীক্ষা নিলাম, তাহাতে কাজ হয় না। আবার আছে, যদি কুলগুরু ত্যাগ করিলাম বলিয়া মনে একটা সংশয় থাকে তবে বলিতেছি —একটি শিশু তোমাকে একটি বীজ দিল, তুমিও জান না কি সেই বীজ শিশুও জানে না; কিন্তু তুমি যদি তাহা মাটিতে পুঁতিয়া যত্ন কর; কিছুদিন পর গাছ ও ফল হইবেই। তুমি জানিতে পারিবে কিসের বীজ ছিল। তোমার বা শিশুর যে বীজ সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞান ছিল না তাহাতে গাছ বা ফল হইবার কোন বাধা নাই। আসল কথা কাজ চাই। কাজ কর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় দাও, বাস্তবিক তাঁকে চাও—দেখিবে সব ঠিক মিলিয়া যাইবে। কারণ তিনি যে স্বয়ং প্রকাশ।" অনেকেই বলিলেন, "তাঁর কৃপা হইলে চাইতে পারিব।" মা বলিলেন, "এই যে তিনি বলিতেছ, এখনও ত তাঁর সহিত পরিচয় হয় নাই। শুধু মুখেই বল তাঁর ইচ্ছা। তোমরা পড়াশুনা করিয়া পাশ কর, সংসার কর, কত কাজ কর্ম্ম কর এই যে তোমাদের নিজেদের শক্তি আছে বলিয়া মনে কর—ইহা দ্বারাই তাঁকেও একটু ডাক। সেই সময় তাঁর ইচ্ছা বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন ? তাঁর ইচ্ছা না হইলে কিছুই হয় না—ইহা অতি সত্য কথা ; বাস্তবিক বলিবার আমরা অধিকারী নই।" রাত্রি প্রায় ২টায় মা বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

তাঁর ইচ্ছা না হইলে কিছুই হয়না ইহা সত্য কথা, কিন্তু ইহা বাস্তবিক বলার অধিকারী সকলে নয় ; কাজকরা দরকার।

১৭ই মাঘ, শনিবার।

আজ বেলা ১২টায় পরেকোড়া জ্যোতিষদাদাদের বাড়ী রওনা হইবার কথা, সেই বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। মা সকালে উঠিয়াছেন। ঘোষাল পরিবারের অনেকেই আসিয়াছেন। ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথের কন্যা, উপেন্দ্র পালের স্ত্রী মার জন্য খাবার করিয়া নিয়া আসিয়াছেন, আজ মার খাবার দিন। মাকে মুখ ধোওয়াইয়া একটু জল খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। আরও ২।১ বাসায় মাকে একটু পদধূলি দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া নিয়া গেল। বেলা প্রায় ১টার সময় মার সঙ্গে ভক্তবৃন্দ সকলে পরৈকোড়া রওনা হইলেন। তিনবেদ ও অন্যান্য অনেকেই সঙ্গে ছিলেন, ফটো-গ্রাফার শশীভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীও এই গ্রামে—তিনিও মার পুরাতন ভক্ত। কত ভাবে তিনি এবারও মার ফটো তুলিয়াছেন। শশীবাবুও সঙ্গে আসিয়াছেন। তার উৎসাহে জ্যোতিষদাদার মুখে মার করুণার ২।৩টি ঘটনা শুনিলাম। রাত্রিতে মা জ্যোতিষদাদার মেয়েটির কথায় বলিতেছেন, এই মেয়ের বিবাহের সময়—জ্যোতিষ বলিয়াছিল, মেয়েটির বৈধব্য যোগ আছে। একদিন রাত্রিতে ছোট্ট একটী সোণার রেকাবি করিয়া একখানা অমৃতি নিয়া আসিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিল। পরে সেই রেকাবীর সোণা দিয়াই মেয়ের বিবাহের সব গহনা গড়াইয়া দিল। মেয়েটি যে সধবা মরিতে পারিয়াছে ইহাত ভালই হইয়াছে," এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। প্রায় বেলা ৩।৪টার সময় পরৈকোড়ার ঘাটে পৌঁছাইলাম। জ্যোতিষদাদার ভাইপো কীর্ত্তনের দল নিয়া ও পালকী নিয়া ঘাটে মাকে আনিতে গিয়াছে। শশীবাবুরই এইসব উৎসাহ।

পরৈকোড়া আগমন

মা ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য একটু পালকীতে উঠিয়াই নামিয়া পড়িলেন। করুণাময়ী হাঁটিয়া চলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন চলিতেছে, বহু ভক্ত—এইভাবে জ্যোতিষদাদার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানেও অনেকক্ষণ কীর্ত্তন চলিল। পরে তাহাদের মাধব ও মনসার মন্দিরের মধ্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোঠায়—যেখানে দূর্গাপূজা হয় মা আমাদের নিয়া সেই ঘরে বিশ্রাম করিতে গেলেন। পরৈকোড়ায় মাকে অনেকের বাড়ীতে নিল। সকলের বিশ্বাস মার পদধূলি পড়িলেই গৃহের মঙ্গল হইবে। গঙ্গাচরণবাবুর বাড়ীতে তাহার ভাই সুরেনবাবু নিয়া গেলেন। তাদের ঠাকুর মন্দিরের দরজাতেই পঞ্চবটীতলা। সুরেনবাবু মাকে দেখাইয়া বলিলেন,—"মা, আমার বাবা এখানে বসিয়া সাধন করিতেন।" মা বলিলেন, তোমরা এই স্থানটা একটু আমার বসিবার জন্য বাঁধাইয়া পরিস্কার করিয়া রাখিও। এই বলিয়া সেখানে বসিয়া পড়িলেন—বৃক্ষটি স্পর্শ করিলেন। পরৈকোড়া সেনদের বাড়ীতে যখন নিল—তখন একটি রুগ্ন অতি-বৃদ্ধকে ধরাধরি করিয়া মাকে দর্শন করাইবার জন্য নিয়া আসিল। পরে শুনিলাম মকে দর্শন করিবার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত সেই বৃদ্ধ বাঁচিবার জন্য আকাঙ্খা প্রকাশ করিয়াছিল—কি করিয়া ভাল হয় তাই বলিত। কিন্তু দেখা হইবার পরেই বলিতে লাগিল, "এখন যাইতে পারিলে হয়।" কি করিয়া ঐ রুগ্ন বৃদ্ধের মার দর্শনের পর হইতেই এইরূপ ভাবের পরিবর্ত্তন হইল মাই জানেন। মার ঘুরিয়া বেড়ানোর এই সবই কারণ কিনা মা বলিতে পারেন। কত স্থানেই এইরূপ দেখা যাইতেছে যে মাকে দেখে নাই কিন্তু দেখিবার একটা প্রবল আকাঙ্খা—মাও গিয়া তথায় উপস্থিত হইতেছেন। আবার হয়ত কেহ স্বপ্নে বা ছায়ারূপে দেখিতেছে—পরে মা সশরীরে গিয়া তথায় উপস্থিত হইতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮ই মাঘ, রবিবার।

আজ বেলা প্রায় ৭টায় মা উঠিয়াছেন। সিন্দুরে মার মুখ কপাল সব ভরিয়া আছে। আমি সব পরিষ্কার করিয়া দিলাম। জমিদার যোগেশবাবুর ছেলেরা মার দর্শনে আসিয়াছেন, আরও কয়েকজন আসিয়াছেন। যোগেশবাবুর ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "'ওঁ'এর রূপ কি? কি ভাবে সাধন করিতে হয়? মা বলিলেন, "সব বিষয় সব সময় বলা হয় না, গুরু বলে দেন। আর এ সব অনুভবের জিনিষ, ইত্যাদি।" আজ মাকে একটু দুধ খাওয়াইয়া দিলাম। ২৫ পদ দিয়া ভোলানাথের ভোগ দেওয়া হইল। যোগেশবাবুর ছেলেরা মাকে তাঁহাদের বাড়ী একবার পদধূলি দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া গেলেন। ভোগের পর বেলা প্রায় ৩টায় যোগেশবাবুর নাতিটি মাকে নিতে আসিল। প্রায় ৪টায় মা সকলকে নিয়া যোশেবাবুর বাড়ী গেলেন। দশভূজার মন্দিরে গিয়া বসিলেন। পরে মেয়েরা মাকে ভিতরের উঠানে নিয়া গেলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক মা তথায় ছিলেন। ইতিমধ্যে মাকে নিয়া গ্রাম ঘুরিবার জন্য কীর্ত্তনের দল গিয়া অনেকেই তথায় উপস্থিত হইলেন সেই বাড়ী হইতেই বহুলোক মার সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন করিতে করিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় জ্যোতিষদাদার বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। পথে অবনী শর্ম্মার বাড়ীও যাওয়া হইল। অবনীবাবু তাহার ভাইকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন মাকে যেন একবার তাহাদের বাস্তুভিটায়

পরৈকোড়ায় ভ্রমন ও কীর্ত্তন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেওয়া হয়। তিনি কোন কার্য্যবশতঃ আসিতে পারিলেন না। আর একটি পণ্ডিত মহাশয় মাকে নিজের বাড়ীর নিকট নিয়া যাইবার জন্য বিশেষ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলের মত না হওয়ায় সেই রাস্তায় না নিয়া মাকে অপর রাস্তায় নিয়া আসা হইল। পণ্ডিত মহাশয় মার কাছে খুব দুঃখ করিতে করিতে চলিলেন, "আমার বাড়ীর নিকট দিয়া গেলে একবার স্ত্রীলোকদের ও নাতিটিকে মার চরণতলে দিতে পারিতাম।" তিনি সেই সঙ্গে সঙ্গেই চলিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুদূর গিয়াই দেখা গেল পণ্ডিত মহাশয়ের নাতিটি রাস্তায়ই আছে—বাড়ীর মেয়েরাও মা যে রাস্তায় চলিয়াছেন সেই রাস্তারই এক-ধারে আসিয়া মাকে দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে, দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের মহা আনন্দ। তখনই নাতিটিকে মার চরণে প্রণাম করাইলেন এবং বলিলেন, "মা এই নাতিটির জন্যই আমি তোমাকে ঐ রাস্তায় নিতে চাহিয়াছিলাম। তোমার কৃপায় আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইল। পথে ক্ষিরোদবাবু (জমিদার) মাকে প্রণাম করিলেন। এইমাত্র তিনি গ্রামে পৌঁছাইলেন। সন্ধ্যার পর ক্ষিরোদবাবু মাকে নিজের বাড়ীর করুণাময়ীর মন্দিরে নিয়া গেলেন। ভক্তেরা কীর্ত্তন করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে গিয়া তথায় খুব কীর্ত্তন করিলেন। ভোলানাথও খুব মাতিয়া উঠিলেন। ৪।৫ জন লোক কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবাবস্থায় পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়া মা চলিয়া আসিলেন। আজ প্রফেসার গিরিজাবাবু ছেলেদের নিয়া আসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত হইয়াছেন। ২ দিনের ছুটী পাইয়াছেন। সকলে মিলিয়া কীৰ্ত্তন করিতেছে—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥ মাকে জল খাওয়াইতে বসিয়াছি, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নাই মা হাততালি দিতে আরম্ভ করিলেন—"জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে, ও নাম বল বদনে শুনাও কাণে বিলাও জীবের দ্বারে দ্বারে"। মার মুখে এই নাম শুনিয়া সকলে এই নামেই কীৰ্ত্তন আরম্ভ করিল। প্রকাণ্ড উঠান লোকে প্রায় ভরিয়া গিয়াছে—ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলে কীৰ্ত্তন করিতেছে! এখানেও ২।৩ জন কীৰ্ত্তনে পড়িয়া গেল। রাত্রি প্রায় ১২টায় মা এবং সকলেই বিশ্রাম করিতে গেলেন।

১৯শে মাঘ, সোমবার।

আজ জ্যোতিষদাদা মাকে ১০০ পদ দিয়া ভোগ দিবেন। শশীদাদা সব বন্দোবস্ত করিতেছেন। দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া তিনি সকলের সেবা করিতেছেন। প্রায় ১৫০ পদের আয়োজন করিয়াছেন। সকালে বিছানায় থাকিতেই গিরিজাবাবু মার সহিত কি কথা বলিতেছিলেন। মা বিছানায় বসিয়াই উত্তর দিতেছেন। গিরিজাবাবুর সহিত কীৰ্ত্তনিয়া জ্যোতিষরুদ্র আসিয়াছেন। কথা বলিতে বলিতে মা গান ধরিলেন—

১। মা আমারে দয়া কর।

২। উঠ্‌লরে রব মধুমাখা।

৩। এসব দেবতা তেত্রিশকোটী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪। কিবা ঢল ঢল রূপ।

৫। কি জাতি কি নাম।

৬। কে রে নূতন যোগী।

এই কয়েকটী গান করিয়া মা নাম উঠাইলেন—জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ। সকলে যোগ দিল, খোল করতাল আসিল—খুব কীর্ত্তন চলিল। মা বসিয়া বসিয়া ছুলিয়া ছুলিয়া হাত তুলাইয়া নাম করিতেছেন, করাইতেছেন—চক্ষু জলে ভরা সে অপূর্ব্ব রূপের দিকে চাহিয়া সকলেই মুগ্ধ। এর মধ্যে কিছু খাবার আসিল, মা সকলকে নিজ হাতে লুটাইয়া দিলেন। পরে জ্যোতিষদাদা আসিয়া মাকে বাড়ীর মধ্যের উঠানে নিয়া গেলেন। সেখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন খুব জমিয়া উঠিল। পরে মা চুপ করিয়া দাঁড়াইলে ভোলানাথ খুব মাতিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল ও খুব মাতিয়া উঠিল খুব কীর্ত্তন হইল। পরে একটী পণ্ডিত মার কাছে গীতাপাঠ করিতে চাহিলেন। গীতাপাঠ আরম্ভ হইল। একাদশ অধ্যায় পাঠ হইল। পাঠের পরে পণ্ডিত মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "মা আপনি যে অনুগ্রহ করিয়া আমাদের দর্শন দিয়াছেন—ইহাতে গ্রাম ও পবিত্র হইল, আমরা ও পবিত্র হইলাম। আমাদের খুবই সৌভাগ্য।" মা হাতটী জোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা মেয়েকে এই রকম বলিতে নাই, আমি যে তোমাদের মেয়ে।" তিনি বলিলেন, "মা, তুমি যে মা ও মেয়ে সবই তুমি, কোনটা তুমি নও? তবে আমরা যে তোমাকে মাতৃরূপেই দেখিতেছি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ভাবে কথা বার্ত্তার পর কালী বাড়ীর একজন ভদ্রলোক আসিয়া মাকে একবার কালী বাড়ী নিয়া যাওয়ার প্রার্থনা জানাইলেন, ভোলানাথ রাজি হইয়াছেন। বেলা প্রায় ১১টা বাজে মার মুখ পর্য্যন্ত ধোয়া হয় নাই। পাঠের পর মার মুখ ধোয়াইয়া দেওয়া হইল এবং একটু দুধ খাওয়াইয়া সকলে মাকে কালী বাড়ী নিয়া গেলেন। সেখানে কিছু সময় বসিয়া মা বলিলেন, "বেশ সুন্দর সাধনার স্থান।" ঘটের কাছে একটু অপরিষ্কার ছিল, মা তাহাও লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ইহা কিসের মাটি?" তাহারা বলিলেন, "ইঁদুরের মাটি।" মা বলিলেন, "রোজ পরিষ্কার করিতে হয়। মা রোজ তোমাদের সেবা চাহিতেছেন। যাক্, মা সেখান হইতে উঠিলে, আরও বাসায় নিয়া গেলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। সর্ব্বদাই কথা উঠিলেই বলেন, "তোমরা যতটুকু পার তাঁর জন্য সময় দাও। অখণ্ড ভাবে চিন্তা না করিলে অখণ্ডকে পাওয়া যায় না।" কাল রাত্রিতে শুইবার পূর্ব্বে গিরিজাবাবু আবার ১৯২৪ সনে যখন মাকে তিনি প্রথম দেখিয়া ছিলেন, তখন একদিন যে সকলেই মার একটা শক্তির আভাষ পাইয়াছিলেন, সেই গল্প করিলেন। ইহার বাড়ী অষ্টগ্রাম—তাই অষ্টগ্রামের কথা ও উঠিল। এই অষ্টগ্রামেই মার প্রথম কীর্ত্তনে ভাবের প্রকাশ হয়। ভোলানাথ সেই গল্প করিলেন। গিরিজা বাবু ও বলিলেন,

অখণ্ড ভাবে চিন্তা না করিলে অখণ্ডকে পাওয়া যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমি ত এসব কথা গ্রামে শুনিয়াছি।" ভোলানাথ বলিলেন একবার পাড়াপ্রতিবাসীর কথায় তিনি নিজের বাসায় কীর্ত্তন দিয়াছিলেন—সকলে ঘরে বসিয়া সন্ধ্যা বেলা কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। উঠানে চৌকীর উপর মেয়েরা ও মা বসিয়াছেন। কীর্ত্তন আরম্ভ হইবার একটু পরেই চৌকির উপরেই মা পড়িয়া যান। অর্দ্ধেক শরীর প্রায় চৌকীর বাহিরে ছিল। অনেক পরে ভোলানাথ খবর পাইয়া ধরাধরি করিয়া ঘরে নিয়া শোয়াইয়া রাখেন। সারারাত কীর্ত্তন চলিল। ভোরে সকলে হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া আবার কীর্ত্তন আরম্ভ করিল কারণ মা এক ভাবেই পড়িয়া আছেন। মা বেলা প্রায় ৪টায় উঠিলেন! তারপর স্বাভাবিক ভাবেই চলাফেরা করিতে লাগিলেন। এই প্রথম; দ্বিতীয় বারও ভোলানাথ সকলকে নিয়া বাসায় কীর্ত্তন করিতেছিলেন এর মধ্যে গ্রামের একদল লোক কীর্ত্তন করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া যোগ দিল। তাহাদের হাতে ধূপতি ছিল। ঘরের মধ্যে মা ভাবাবস্থায় পড়িয়া গেলেন—কিছুক্ষণ পরেই সেভাব কাটিয়া গেল। এরপর কীর্ত্তনে যে ভাব হইত তাহা খুবই গোপন করা হইত। সকলে জানিতই না। আর একটি ঘটনা ভোলানাথ বলিলেন, যখন বাজিতপুর হইতে ঢাকা আসেন তখন ঠাটারীবাজার ভোলানাথের ভাই সুরেনবাবুর বাসার নিকটে একটি আখড়া আছে। ভোলানাথ মাকে নিয়া মধ্যে মধ্যে তথায় যাইতেন। একদিন মা মন্দিরের ভিতরে যাওয়ায় আখড়ার একটি লোক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে বাহিরে আসিবার জন্য বলিতে গেল; মা দরজায় বসিয়া ছিলেন সেই লোকটি গিয়া দাঁড়াতেই মা তাহার দিকে চাহিবা মাত্রই নাকি লোকটা "বাপরে বাপ আমি ইহাকে বাহিরে আসিতে বলিতে পারিব না" এই বলিয়া সভয়ে পিছাইয়া গেল। মা সেই ভাবে বসিয়া রহিলেন।

অষ্টগ্রামে কীর্ত্তনে প্রথম মার ভাবাবেশ।

কালী বাড়ী হইতে আসিয়া মা বিছানায় বসিলেন, কখনও কথা বলিতেছেন কখনও শুইয়া পড়িতেছেন। একটু পরেই তিনি মুখে কাপড় ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় দুইটায় উঠিয়া সকলের সহিত কথাবর্ত্তা বলিতে লাগিলেন। ভোগ ও প্রস্তুত। মা ও ভোলানাথ উঠানের মধ্যস্থানে ভোগে বসিলেন। চারিদিকে ভক্তবৃন্দেরা প্রসাদ নিতে বসিয়া গেল। মা অনেককেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "তুমি কোন জিনিষটি বেশী ভালবাস?" যে যে জিনিষটার নাম করিতেছে মা একটু নিজের থালায় রাখিতে বলিয়া তাহাকে সেই পাত্র সমেত দিয়া দিতে বলিলেন। সকলে আরম্ভ করিলে মা ভোগ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শশীবাবু ফটো তুলিলেন—সকলেই খুব আনন্দ করিতেছেন। কিন্তু দেখিতেছি মার খাওয়া প্রায় বন্ধ হইয়া আসিতেছে। ভাবটাও যেন কেমন দেখিয়া ভয় হয়। কেমন যেন সবটাতেই বাহিরের ভাবে ও উদাস। খাওয়াইতে বসাইলে ও অন্যদিকেই চাহিয়া থাকেন, কি হইবে জানিনা। খাওয়া দাওয়ার পর ভক্তরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে নিয়া বসিলেন। মা মধুর বাণীতে সকলকেই তৃপ্ত করিতেছেন। অনেক মেয়েলোকেরাই বলিতেছে, "কি করিব ঘরে যেন থাকিতে পারিতেছি না। তাই ছুটিয়া আসি।" ভদ্রলোকেরা কেহ কেহ বলিতেছেন, "এমন মূর্ত্তি যেন আর দেখি নাই। কত লোকে ঔষধপত্র দেয়—তাই সাধুর কাছে কত লোক আসে—আর ইনিত কিছুই দেননা—তবু ও যেন শুধু হাসি ও কথায় এত মিষ্টত্ব যে ছাড়িয়া যাইতে পারা যায় না।" দলে দলে আসিয়া কীর্ত্তন করিতেছে—দিন রাত্রি আনন্দ চলিতেছে। রাত্রি প্রায় ১২টায় মা বিশ্রাম করিতে গেলেন।

মার আর্কষণী-শক্তি।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়

—:o:—

২০শে মাঘ মঙ্গলবার।

আজও মা সকালে উঠিয়াছেন। আজ তুপুরে স্কুলের মাষ্টাররা সব ছাত্রদের নিয়া আসিয়াছেন। তাহাদের প্রসাদ দেওয়া হইবে। মা সিঁড়ির উপর বসিয়া আছেন। একটি মাষ্টার দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমাদের পরম সৌভাগ্য যে মা দয়া করিয়া আমাদের দর্শন দিয়াছেন। এখন আমরা মার প্রসাদ—মার হাতের প্রসাদ পাইতে চাই।" এত লোক কাজেই মার হাত ছোঁয়াইয়া ব্রাহ্মণেরা পরিবেশন করিতে লাগিলেন। উঠানে সব ছেলেরা (প্রায় ১৫০) মাষ্টারেরা সব বসিয়াছে। মার সহিত তাহাদের ফটো তোলা হইল। সকলের পাতায় খিচুড়ী তরকারী দিতেই করুণাময়ী মা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "সব বালক গোপালরা বসিয়াছে"—এই বলিয়া পাতা হইতে উঠাইয়া উঠাইয়া ছেলেদের নিজের হাতে মুখে দিয়া দিতে লাগিলেন। সকলে মহা সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিল। সব ছেলেদের ও মাষ্টারদের মুখে দিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে লীলা করিয়া মা শেষে যেখানে মাষ্টারেরা খাইতে বসিয়াছেন সেখানে গিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। হাসিয়া হাসিয়া মাষ্টারদের বলিতেছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তোমরা ছেলেদের মাষ্টার, একবার নিজের মনের মাষ্টারীটা কর।" একজন মাষ্টার বলিলেন, "মা সেটা যে পৃথিবী জয় করা অপেক্ষা ও কঠিন।" মা বলিলেন, "তবুও অভ্যাসেই সব হইয়া থাকে। যেমন আজ এই শিশুরা অবোধ অজ্ঞান কিন্তু ক্রমে ক্রমে নিয়মিত ভাবে পড়াশুনা করিতে করিতে ইহারাও একদিন জ্ঞানবান হইয়া যাইবে। তবেই প্রমান হইল চেষ্টা করিলে এই চঞ্চল মনের অজ্ঞানতাও দূর করা যায়।

মনের চঞ্চলতা অভ্যাসে দূর হয়।

যেমন ভিতরে অজ্ঞানের পর্দ্দা আছে তেমন জ্ঞানের দরজা ও আছে।" একজন বলিল, "কিন্তু মা কিছুতেই সেই কাজ করিতে ইচ্ছা করে না।" মা বলিলেন, "ইচ্ছা না করিলেও তোমরা নিত্য নিয়মিত ভাবে কতকটা সময় তাঁহাকে দিও। আজ যেমন শিশুদের জোর কয়িয়া পড়িতে বসাইতে হয়—কিন্তু ক্রমশঃ যতই সে শিক্ষা লাভ করিবে ততই পড়ার দিকে তাহার আকর্ষণ বাড়িবে; শেষে এমন সময় আসিবে যখন সে নিজেই পড়া ফেলিয়া উঠিতে চাহিবে না। পরিক্ষায় পাশ করিবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করে, তাহাকে আর বলিয়া বসাইতে হয় না। ইহাতেই তোমরা বুঝিতে পার, আজ তোমরা অজ্ঞানের মধ্যে থাকিলেও নিত্য নিয়মিত চেষ্টার ফলে একদিন জ্ঞানবান হইতে পার।" এইভাবে কথাবার্ত্তার পর মা গিয়া আবার পূজার মন্দিরের বারান্দায় বসিলেন। মাষ্টাররা প্রত্যেক ছেলেদের মার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে আদেশ দিলেন, নিজেরাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবীভাবে মাকে প্রণাম করিলেন। কেহ কেহ দেবীর স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া মাকে প্রণাম করিতেছেন। একে একে সকলে বিদায় নিলেন। মা ছেলেদেরও বলিয়া দিলেন, "তোমরা একটু একটু ভগবানের নাম করিও।"

সেন পাড়ার মেয়েরাও আসিয়া সেইদিন প্রাতে মাকে নিজেদের বাড়ী নিয়া গেল। প্রায় ৮।১০টি সেই বাড়ীরই; তাহারা মাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দ পাইল। একটু সুযোগ পাইলেই তাহারা মার কাছে ছুটিয়া আসে। সকলে মাকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকে। আজ প্রাতে সেন-বাড়ী হইতে আসিবার পর জ্যোতিষদাদা সেই বাড়ীরই একটি ভদ্রলোককে মার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন, "ইনি বিলাত ফেরত খুব ভাল জ্যোতিষ শাস্ত্র জানেন।" সকলে মিলিয়া মার হাত দেখাইতে বসিল। সেই ভদ্রলোক মাকে প্রণাম করিয়া মার আদেশ নিয়া মার হাত দেখিতে বসিলেন, "এমন হাত জীবনে দেখি নাই। আমি হয়ত ১০।১২ হাজার কুষ্ঠি করিয়াছি—হাত তো দেখিয়াছি ঠিকই নাই—কিন্তু এযে চতুঃসাগরী যোগ হাতে, আর ইহার ফলে কি না হইতে পারে? আমি কিছু জানি না, গুরুর ইচ্ছায় একটু কিছু কিছু বলি মাত্র। আমি দেখিতেছি মার চারটি গ্রহের যে যোগ আছে তার একটি গ্রহের কাজ মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। চারি আনা মাত্র কাজ হইয়াছে, এখনও কিছুই না। সমস্ত ডুবাইয়াও জল উপরে উঠিবে। জ্যোতিষদাদা বলিলেন—"মার সাধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভজন কি দেখিলেন জগতের কোন উপকার হইবে কিনা? তিনি বলিলেন, "সাধন ভজন কি বলিব? ইনি তাহার অতীত।" জ্যোতিষদাদা বলিলেন, "লোকে বলে ইনি কালী সাধক"। জ্যোতিষী অবিনাশ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "কালীই আসিবে এঁর সাধন করিতে। আর জগতের উপকার এই মাত্র বলিতে পারি চৈতন্যদেব প্রভৃতিরও কিছু কষ্ট করিয়া জগতের উপকার করিতে হইয়াছিল, এঁর দেখিতেছি সে কর্ম্মটুকুও করিতে হইবে না। এঁর সবই আপনা আপনি হইয়া যাইবে। যাকে বলে উপর থেকে পড়া। আমি জীবনে আর একটি মাত্র হাত এই রকম প্রায় দেখিয়াছি। তিনি মানস সরোবরে থাকেন। বয়স তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন ৩৫০ বৎসর তাঁর বিশিষ্টত্ব এই যে তিনি যোগী, যোগ করিতে হইয়াছে। মার দেখিতেছি তাহাও নাই। আমি কেতাবে যে সব চিহ্নের কথা পড়িয়াছি মাত্র কাহারও হাতে দেখি নাই। আজ মার হাতে তাহা দেখিলাম। আমার গুরু বলিয়াছেন—"এই সব রেখা যাহার হাতে থাকিবে তিনি অদৃষ্টের উপরে," এই ভাবে নানা কথা বলিয়া অন্যান্য সকলের হাত সামান্য দেখিয়াই অদৃষ্টের কথা বলিলেন। ঠিক জ্যোতিষীদের মত নয়, কেমন একটা ভাবে থাকিয়া সব বলেন। কিন্তু বলেন প্রায় ঠিক ঠিক। সকলের ভাবের কথাই বলিলেন, প্রায় মিলিয়া গেল। ইনিও খুব

এক বিচক্ষণ জ্যোতির্ব্বিদের মতে মা অদৃষ্টের উপরে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধন করেন। শুনিলাম, বিলাতেও নিজের, শিব নিয়া গিয়াছিলেন ও রোজ পূজা করিয়াছেন। পরে আমাকে একান্তে নিয়া বলিলেন, "দেখুন, আমি মার কাছে এতদিন আসি নাই। গতকল্য আমি পূজা করিতে বসিয়া মাকে দেখিয়াছিলাম। আমি এমন জিনিষ আর দেখি নাই! এঁর হাতে যে সব রেখা আমি বুঝিতেছি ইনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। এ বিষয়ে আমার কোন সংশয়ই নাই। তবে আমার এই ভয় হইয়াছে যে ইনি এই শরীর বেশীদিন রাখিবেন কি না। আপনাদের সকলের মাথার উপরেই সেই বিপদের চিহ্ন দেখিতেছি। তবে আজ মার শরীর রক্ষার জন্য আমারও চিন্তা, কাজেই আমি মাকেও এই কথা বলিয়া আলোচনা করিব।" সত্যই তিনি এক সময় একান্তে মার কাছে এ সব বলিলেন এবং মার শরীর রক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। মা বলিলেন, "যাহা হইবার হইবেই, তোমরা রাখিতে পার রাখ আমার ত সবই ভাল।" অবিনাশবাবু বলিলেন, "একটা সংঘর্ষই এই দেহ নষ্ট করিতেছে, তার পরিবর্ত্তন না হইলে দেহরক্ষা কষ্টকর হইবে। আমরা উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আমি ও মার কাছে যাইব, তখন আমার বিচারে যাহা হয় বলিব ও মার শরীর রক্ষার জন্য চেষ্টা করিব। অবশ্য আমাদের কি শক্তি, মার কাছে বসিয়া একথা বলা ধৃষ্টতা মাত্র; তবুও মার অনুমতি নিয়াই মার হাত দেখিতে সাহসী হইয়াছি ইত্যাদি ইত্যাদি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিনদিনই বহুদূর হইতে মাকে দেখিতে লোক আসিতেছে। সন্ধ্যা-বেলায় কীর্ত্তন ও খুব জমিয়া রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত চলিল। আজ জটু ১০।১২টা ধূপতি দিয়া মার আরতি করিল। সেই আরতিও দেখিবার জিনিষ। আরতি করিতে করিতে জটু যেন কেমন হইয়া যায়। আগুনের মধ্যে খেলা করে—কাপড় নিয়া একবার গলায় ফাঁসি দিতেছে—একবার হাত বাঁধিতেছে —একবার নিজের সম্মুখে পর্দ্দা দিতেছে—আবার সব উঠাইয়া কাপড় মাথায় দিয়া নাচিতেছে। মার কাছে আমি বসিয়াছিলাম —মা ধীরে ধীরে বলিলেন, "এই যে খেলা ইহারও অর্থ আছে —দেখ, প্রথম ধূপতি লইয়া সর্ব্বাঙ্গ দিয়া আরতি করিয়া স্তব্ধ হওয়ায় জ্ঞানের বাতি জ্বলিল—বাতি দিয়া আরতি করিল, তখন ফুলের মত হইয়া সুগন্ধ বিলাইল, ফুল দিয়া আরতি করিল। তখনও প্রারব্ধের খেলা চলে—জীবন্মুক্ত অবস্থাই ধর না। তখন বন্ধনে পর্দ্দা নিয়া ইচ্ছামত খেলিতেছে। পর্দ্দা টানান আছে, কিন্তু আলোও দেখা যায়। শেষে ঐ পর্দ্দা নিয়া একবার নিজকে ফাঁসি দিতেছে, একবার হাত বাঁধিতেছে—কোমরে জড়াইতেছে। সর্ব্বশেষে সব পর্দ্দা উঠাইয়া মাথায় দিয়া নাচিতেছে। মুক্ত হইল"! মা আরও বলিলেন, "এসব একদিকের সাধারণ ভাবে কথা বলা হইল"। আরতির এই গভীর অর্থ জটুকে শুনাইতে আমার ইচ্ছা হইল, কারণ জটু আরতি করিয়া খুব আনন্দ পায়। সকলেই তাহাকে আরতি

জটু কৃত আরতি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার জন্য আগ্রহ করিয়া নিয়া যায়। এজন্য মেডেলও পাইয়াছে, কিন্তু আজ আর জটুকে কিছু বলা হইল না। পরে চট্টগ্রাম গিয়া যশোদাবাবুর বাসায় বসিয়া জটুর সামনে এইসব কথা উঠিল—তখন মা সকলের কাছেই আরতির এই ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। যাক্ আজ রাত্রি প্রায় ১টায় মা বিশ্রাম করিয়া শুইয়া পড়িলেন। ভক্তেরাও বিশ্রাম করিতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ অধ্যায়

——:০:——

২১শে মাঘ, বুধবার।

আজ চট্টগ্রাম ফিরিবার কথা। পটিয়া হইতে নিরঞ্জনবাবুর ভাই কৌশকীবাবু আসিয়াছিলেন, তিনি পটিয়া হইয়া চট্টগ্রাম যাইবার অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন, তাই স্থির হইয়াছে। সকলে বেলা ১টায় খাওয়া দাওয়া করিয়া মার সহিত সামপানে পটিয়া রওনা হইল। পরৈকোড়ায় অনেকে চোখের জল ফেলিতেছেন। অনেকেই মাকে পুনরায় দর্শনের প্রার্থনা জানাইতেছেন। গ্রামের লোক সকলে মাকে বিদায় দিতে একত্র হইয়াছে। গ্রাম অন্ধকার করিয়া মা পটিয়া রওনা হইলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টার মধ্যেই পটিয়া পৌঁছিলেন। ঘাটেই মোটর ছিল, মার সহিত সকলে কৌশকীবাবুর বাসায় গেলেন। সেখানে উঠানে মার ও ভক্তদের বসিবার জায়গা করা হইয়াছে; ধীরে ধীরে অনেকেই মার দর্শনে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। একটি মুসলমান মুন্সেফ মার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেছেন, "ভগবান পাওয়ার উপায় তাঁর নাম করা, কিন্তু যদি কাহারও তাঁর নামে রুচি না থাকে সে কি করিবে?" মা বলিতেছেন, "শিশুর মত অভ্যাস করিতে হইবে। অভ্যাস করিতে করিতে অজ্ঞান শিশু যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিত জ্ঞানবান হইতে পারে, তেমন তোমাদেরও অভ্যাসের ফলে জ্ঞানের পর্দ্দা খুলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাবা প্রথম অন্ধ বিশ্বাস চাই, বিশ্বাসের কিন্তু চক্ষু নাই।" মুন্সেফবাবু বলিলেন, "কিন্তু যার বিশ্বাসও নাই ভক্তিও নাই—নাম করিবার রুচিও নাই—কিছুই নাই তাহার উপায় কি," মা হাসিয়া বলিলেন, "বাবা যার মনে উপায় কি এই কথা জাগিয়াছে, তাহার কিছু আছে বলিতেই হইবে।" এই কথা বলিয়া হাঁসিতে লাগিলেন।

নাম করিতে ইচ্ছা না করিলেও বুদ্ধি যেন মা ও অহঙ্কার যেন বাবা—এই দুইয়ের সাহায্যে নাম করার চেষ্টা দরকার।

মুন্সেফবাবুও মার এই কথা মানিয়া লইলেন। তাহারপর কথা হইতেছে—তিনি বলিলেন, "মা, আমিত কিছুই করিতে পারি না এ কাজও ত' তিনি করাইলে করিতে পারিব।" মা বলিলেন, "দেখ, যতটুকু শক্তি দিয়া তোমরা সব কাজ কর, সেই শক্তি টুকু দিয়াই তাঁর নাম টুকুও করিতে চেষ্টা করিও। আমি বলি কি বাবা" —এই বলিয়া আবার হাতখানি জোড় করিয়া বলিতেছেন, "আমি ত কিছু বলিতে পারি না, তোমরা যাহা বলাইতেছ তাই বলিতেছি। বুদ্ধি যেন মা, অহঙ্কার যেন বাবা, এই মা বাবার সাহায্যে তোমরা সব কাজ করিতেছ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই দুইটার খেলা তোমার মধ্যে চলিতেছে, ততক্ষণ এই দুটির সাহায্যেই তোমার তাঁর নামও করিতে হইবে। ঐদিকে যাওয়ার একটু চেষ্টাও করিতে হইবে। দেখ আমার পাগলের মত উল্টাপাল্টা কথা—আমি বলি কি এই যে ইচ্ছা করে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবুও তাঁর নাম, তাঁর দিকে যাইবার সহায়ক কর্ম্মাদি করিতে হইবে এর জন্য একটা তাপ হয়, এই তাপ সহ্য করার নামই তপস্যা ; তপ+সহ্যঃ=তপস্যা। আর সাধন অর্থ হইল স্ব+ধন ; যে ধন আর ক্ষয় হয় না—তাঁকে পাওয়ার যে চেষ্টা।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। মুন্সেফবাবুও মার কথা শুনিয়া খুব আনন্দ লাভ করিলেন! তিনি বলিতেছেন, “আচ্ছা, তাঁর দয়ায়ই সব হয়, কি আমার কর্ম্মফলে সব হয়।” মা বলিলেন, “দয়া ও কর্ম্ম কি রকম জান, (একটি ফুল হাতে নিয়া দেখাইয়া বলিতেছেন) যেমন এই ফুলটি আমি তোমাকে দিতে গেলাম আর, তুমি হাত বাড়াইয়া ফুলটি নিলে। এই ভাবেই দয়া ও কর্ম্ম মিলিয়া একটি কাজ হইল! এই রকম আর কি।” আবার মনের কথা উঠিয়াছে। মা বলিতেছেন, “মন যেমন চঞ্চল, আবার তেমনি সাধক। দেখনা সে শুধু আনন্দ চাহিতেছে তাহা না পাইয়াই সে ছুটাছুটি করিতেছে। আবার সে যে আরও অখণ্ড আনন্দের স্বাদ জানে তার প্রমান সে অখণ্ড আনন্দই চাহিতেছে ; কত ভাবে সে খণ্ড আনন্দ পাইতেছে কিন্তু তাহাতে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না, সে তৃপ্ত হইতেছে না। সে চায় অখণ্ড আনন্দ তবেই দেখ মহা সাধক ও বটে।” মার এই কথা শুনিয়া হাকিমবা খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

দয়া ও কর্ম্মফলের সমাধানের সহজ উদাহরণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীরোজবাবু ডাক্তার কালীবাড়ীতে ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেখান হইতে মাকে নেওয়ার জন্য লোক আসিল। মার কথা কেহ শুনিতে পাইবে না বলিয়া মাকে যাইতে দেওয়া হইল না। কিন্তু করুণাময়ী মা কাহারও বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। তাই একটু পরেই যখন মাকে জল খাওয়াইবার জন্য উঠাইয়া আনা হইল, তখন বলিলেন, "ট্রেণ কটায় ?" কৌশকীবাবু বলিলেন, '৭টায়'। মা বলিলেন, "যদি সময় থাকে চল একটু কালীবাড়ী হইয়া আসি"। তখনই মোটরে করে ভোলানাথ, মা, আমি, জ্যোতিষদাদা ও কৌশকীবাবু কালীবাড়ী গেলাম। আর সকলেই রহিলেন।

মা এককে নিয়া আছেন তাই আনন্দময়ী।

অল্প সময় পাঠের কাছে গিয়া মা বসিলেন,—পাঠক কৃষ্ণানন্দজী তখন বলিতেছেন, তাঁর সুখী হইয়া থাকিলেই আনন্দ, এই দেখ তার প্রমান এই আনন্দময়ী মা, জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ তাঁর মধ্যে কোন অভাব নাই—তাই তিনি আনন্দময়ী। হাজার হাজার লোক তাঁর কাছে গেলেও আনন্দ পাইতেছেন—কারণ তিনি যে আনন্দময় হইয়া গিয়াছেন। 'এক'কে নিয়া আছেন—তাই এক হইয়া গিয়াছেন। দুইয়েতেই অভাব কষ্ট। একে আর কোন অভাব নাই ইত্যাদি ইত্যাদি"।

পাঁচ সাত মিনিট থাকিয়া মাকে নিয়া আবার কৌশকীবাবুর বাসায় আসা হইল। মা বসিয়া আছেন। হঠাৎ দুইটি মেয়ে আসিয়া মাকে প্রণাম করিল। তার মধ্যে একটী মেয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াই কোলে শুইয়া মাকে জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, "আমাকে আপনার মেয়ে করিয়া নিলেন না ? এমন ভাবে আসিয়া মেয়েটি মাকে ধরিল যেন কতদিনের পরিচয়। মেয়েটির বয়স ১৫ বৎসর। পরিচয়ে জানিলাম, মেয়েটি ওখানকার পোষ্ট-মাষ্টারের মেয়ে,—সাধন ভজন করে। তার বাপ, মা কেহই মাকে দেখিতে আসে নাই—মেয়েটিই ছুটিয়া আসিয়াছে। কাঁদিয়া আকুল। নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম "নিরু"। মা বলিলেন, "যাইবে আমার সঙ্গে, চল"। মেয়েটি বলিল, "মা, বাবা যাইতে দিবেন না"। মা কৌশকীবাবুকে বলিলেন—"ওর বাবাকে বলিও যদি ইচ্ছা হয় ওকে নিয়ে যেন কক্সবাজার একবার যায়।" আমাদের কাছে, পরে বলিলেন, "এইসব মেয়ে যদি ছাড়িয়া দেয়, তবে বেশ সুন্দর একটা ভাব প্রকাশ পায়। মেয়েটির ভাব খুব ভাল। আর ইহাও দেখা যায়, যাহারা উন্নত হয়, ছোটবেলা হইতেই তাহাদের একটা বিশেষ ভাব প্রকাশ পায়। একবার সংসারে ঢুকিলে পরে ছাড়াইতে মুস্কিল হয়। আর সংসারে শান্তি পাওয়ার আশাও ভুল, ক্ষণিক একটু আনন্দ পাওয়া যাইতে পারে মাত্র।"

সংসারে শান্তি পাওয়ার আশা ভুল।

যাক্ মার রওনা হইবার সময় হইল। মা ষ্টেশনে যাইবার পথে আবার মুন্সেফবাবু আসিয়া মিলিলেন। মাকে বলিলেন, "আমাকে কিছু একটা বলিয়া যান। যেন আমি চিরদিন মনে রাখিতে পারি! বাণী কিছু বলুন"। মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন, "তুমি মনে করিও আমার মঙ্গল হইবে।" মার এই কথায় তিনি আনন্দ পাইলেন ও মার চরণধূলি নিয়া রাস্তা হইতেই বিদায় নিলেন। মা মোটরে ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। একটু পরেই দেখি মুন্সেফবাবু বিদায় নিতে পারেন নাই—আবার ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গাড়ী আসিল—মা গাড়ীতে উঠিলেন। এর মধ্যে হাঁপাইতে হাঁপাইতে চিন্তাহরণ সমাদ্দারের (মার পুরান ভক্ত) মেয়ে আসিয়া উপস্থিত। মার খবর পাইয়া সে দৌড়াইয়া মার দর্শনে আসিয়াছে—তাহার একটু পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরেই চট্টগ্রাম পৌঁছিলাম। পরৈকোড়ায় গঙ্গাচরণবাবুর ভাই সুরেনবাবুর মুখে মার আগমন বার্ত্তা পাইয়া অনেকেই ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মাকে কালীবাড়ী নিয়া যাওয়া হইল। খবর পাইয়া অনেকেই আসিয়াছিলেন। কথা হইল, আগামী কল্যই ৮টায় ষ্টীমারে কক্সবাজার যাওয়া হইবে। আজও রাত্রি প্রায় ১২টায় মা বিশ্রাম করিবার জন্য শুইয়া পড়িলেন। আমরা সকলে শুইয়া পড়িলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম অধ্যায়।

—:o:—

২২শে মাঘ, বৃহস্পতিবার।

আজ প্রাতে মাকে একবাসায় নিয়া গেল। মা ফিরিয়া আসিয়াছেন—ভক্তেরা সব আহার করিতে বসিয়াছেন, অনেকেই দর্শন করিতে আসিয়াছেন। প্রায় ৮টায় উপেন্দ্র পালের মোটরে মা কক্সবাজার রওনা হইলেন। অনেকেই সঙ্গে আসিয়া মাকে ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া গেল। গণেশ, রমেশ, হীরু প্রভৃতি ছেলেরা সঙ্গে আসিতে পারিবে না—সীতাকুণ্ডে তাহারা সঙ্গে সঙ্গে ছিল। হীরু বলিতেছে—"মা, আমাদের মনে রাখিও।" একজন বলিল, 'মা কখনও ছেলেদের ভোলে না।' রমেশ বলিল, "কখনও কখনও ভুলিয়া যায়, নতুবা ডাকিতে হয় কেন? মা হাসিয়া বলিলেন,—"সেটাও কর্ম্মক্ষয় করাইবার জন্য। আর দেখ, যদি এই কাঁদাকাটি না থাকিত, তবে এই কান্নার ভাবটাই বা প্রকাশ হইত কি করিয়া? কান্নার অবস্থাটাও ত প্রকাশ হওয়া দরকার। সেও মানুষের একটা প্রকৃতি আছে। আর মনের ভাবটা এক এক সময় এমন থাকে যে কান্নাও আসে না—অথচ একটু কাঁদিলেই বুকটা হালকা হয়। একটু হালকা না হইলে চোখে জল ও আসে না। কাজেই সবটাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দরকার। তবে আমার কথাতো জানই। শরীরটার কথা ও খেয়াল থাকে না।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কক্সবাজারে অষ্টমী তিথিতে আগমন; পূর্ব্বেই মা 'অষ্টমী অষ্টমী' বলিয়াছেন।

বেলা প্রায় ৫টায় আমরা কক্সবাজারে পৌঁছিলাম। ষ্টীমার হইতে নামিয়া সাম্পানে ক্ষাণিকটা যাইতে হয়। বঙ্কিম বাবু সাম্পান নিয়া আসিয়াছেন। সাম্পানের মধ্যে বসিয়া মা বলিতেছেন. "আজ কি তিথি ?" সকলেই বলিলেন. "অষ্টমী।" মা হাসিয়া বলিলেন, "কয়দিন যাবতই অষ্টমী, অষ্টমী বাহির হইতেছিল। সেই অষ্টমীতেই আসা হইল।" তখন আমাদের মনে পড়িল সত্যিই যখন কক্সবাজার কবে যাওয়া হয় ঠিক নাই—নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি চলিতেছে—সেই সময়টাতে মার মুখ হইতে মধ্যে মধ্যে অষ্টমী, অষ্টমী শব্দটা বাহির হইয়াছিল। কিন্তু আমরা বেশী খেয়াল করি নাই কারণ এমন কত কথাই মার মুখ হইতে বাহির হয় যাহার অর্থ আমরা কিছুই ধরিতে পারি না। এখন অষ্টমীর অর্থ বাহির হইল। একটু পরেই আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "১৫দিন।" কি ১৫দিন বুঝিলাম না। ঘাটে পৌঁছিয়া দেখি বঙ্কিমবাবুর বন্দোবস্তে ২টি হাতি ও কীর্ত্তনের দল মাকে নিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। দীনবন্ধুবাবু (উকিল) এবং মুন্সেফবাবু এবং আর ও অনেক ভদ্রলোকেরা দাঁড়াইয়া আছেন। মাকে দেখিয়া হাতী দিয়া মাহুত মাকে সেলাম দেওয়াইল। মা চলিলেন। আগে আগে হাতী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২টি ও কীর্ত্তনের দল, মধ্যস্থানে মা, পিছনে ভক্তের দল চলিয়াছে। দীনবন্ধুবাবুর বাসার কালী দর্শন করিয়া মাকে নিয়া সমুদ্রের ধারে ইন্দু দত্তের খালি বাড়ীটায় যাওয়া হইল। সেখানে বঙ্কিমবাবু মার জন্য তাঁবু খাটাইয়া রাখিয়াছেন। মা গিয়া তাঁবুতে বসিলেন। অনেকক্ষণ কীর্ত্তন হইল। তারপর মা একটু জল খাইলেন, অন্যান্য সকলের খাওয়া দাওয়া হইল। বঙ্কিমবাবু, নাজিরবাবু প্রভৃতি সকলেই মার সঙ্গীয় লোকদের যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিলেন। সকলের খাওয়া দাওয়া হইল। মা ও অন্যান্য সকলেই তাঁবুতে শুইয়া পড়িলেন। জটু ও আরও কয়েকটি ছেলে সঙ্গে আছে।

২৩শে মাঘ, শুক্রবার।

আজ ভোরে উঠিয়াই মা সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গেলেন। যতদূর দৃষ্টি চলে খোলা জায়গা! সঙ্গে জ্যোতিষদাদা, অখাণ্ডানন্দ, রণ প্রভৃতি কয়েকজন আছেন, (রণ জোতিষ-দাদার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক মাস আছেন।) মা ফিরিয়া আসিয়া মুখ হাত ধুইয়া শুইয়া পড়িলেন। নানা কথার পর মা চাদর মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিলেন। দুপুরবেলা মা উঠিলেন। অনেক মেয়েরা মায়ের দর্শনে আসিয়াছেন। মা তাহাদের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া নানা কথা বলিতেছেন। কখনও দুষ্টামী ও করিতেছেন! সকলেই মুগ্ধ। যোগেনবাবু উকিলের স্ত্রী, বিপিনবাবু রায়বাহাদুরের স্ত্রী সবাই আসিয়াছেন। যোগেন-বাবুর স্ত্রী, পুত্রের জন্য বড়ই ব্যাকুলা—তার বড় পুত্রটি জেলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। তিনি বলিতেছেন, "মার কাছে এই দুঃখের কথা বলিব বলিয়া বাড়ী হইতে ভাবিয়া আসি, কিন্তু মার তাঁবু যখন দেখা যায়, তখন হইতেই বুকটা যেন ঠাণ্ডা হইয়া যায় : আর কোন কথাই মাকে বলিতে পারি না। আবার যখন বাসায় ফিরিয়া যাই, রাস্তা হইতেই আবার পুত্রের জন্য বুকের মধ্যে কেমন করিতে থাকে—আমি বুঝিনা কেন এমন হয়।" বৈকালে মা সকলকে নিয়া আবার সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গেলেন। সন্ধ্যায় ফিরিরা আসিলেন। কীর্ত্তন হইতে লাগিল। রাত্রি প্রায় ১১টায় সকলে বিদায় নিলেন।

২৪শে মাঘ, শনিবার।

আজ ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। গতকল্যের মত আজও দিন রাত্রি কাটিয়া গেল। আজ ও রাত্রি প্রায় ১১টায় মা শুইয়া পড়িলেন। আজ ও কীর্ত্তন হইল। মুসলমান ভদ্রলোকেরাও সব মার কাছে আসিতেছেন। মার কাছে নিজেদের প্রার্থনা জানাইতেছেন এবং মার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন।

২৫শে মাঘ, রবিবার।

আজ মা ভোরে সমুদ্রের ধারে বেড়াইয়া আসিয়া মুখ ধুইয়া একটু দুধ খাইয়া আবার জ্যোতিষদাদাকে নিয়া বাহির হইয়া দীনবন্ধুবাবুর বাসায় গেলেন। তথা হইতে রামবাবুর বাসা ও বঙ্কিমবাবুর বাসা, সরস্বতী-মন্দির হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কথা হইল আজ সন্ধ্যায় রামবাবুর (ফরেষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অফিসার) বাসায় সন্ধ্যায় কীর্ত্তনে মাকে তথায় নিবেন। তাঁর স্ত্রী রোজই প্রায় মার কাছে আসিতেছেন। দিনে মা একটু শুইয়াছিলেন, সন্ধ্যা হইতেই সকলে মাকে নিয়া রামবাবুর বাসায় গেলেন। সামিয়ানার নীচে মাকে বসাইয়া কীর্ত্তন হইল। রাত্রি প্রায় ১০॥টায় কীর্ত্তন শেষ হইলে সকলে মাকে নিয়া তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলেন। প্রায় ১২টার মা শুইয়া পড়িলেন। মার ভাবের পরিবর্ত্তন চলিতেছে। আজ দুপুরে কি খাইবার কথা গিয়া আমি বলিতেই, মা বলিয়া উঠিলেন, "খাইব না, খাওয়া আরও কমিয়া যাইবে, সব ওলট-পালট হইবে।" এমন হঠাৎ কথাটা বলিলেন যে আমি ভয় পাইয়া গেলাম। আবার বলিয়া উঠিলেন, "পরি-

কক্সবাজারে অবস্থিতি ; বর্ত্তনের সময় আসিতেছে"। কি

ভাবের পরিবর্ত্তন। হইবে জানি না। বাস্তবিকই দেখিতেছি আহার ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। ভাবটাও কেমন যেন ছাড়া ছাড়া—কখনও এমন চুপ থাকেন অথবা ২।৪টি কথা কখনও বলেন, তাহাতেও যেন মনে হয়, কথাগুলি একেবারেই বাহিরে, তিনি যেন কোথায় আছেন! যদিও এ ভাব তাঁর স্বাভাবিক, তবুও এখন যেন ব্যবহারের ভিতর বেশী ফুটিতেছে! যাক্—তাঁর ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে যাওয়া বাতুলতা।

২৬শে মাঘ, সোমবার।

আজও সকালে মা জ্যোতিষদাদাকে নিয়া সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। আজ ফিরিতে অনেক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেলা হইল। যোগেনবাবু আসিয়া বসিয়া আছেন। বেলা প্রায় ৯টায় মা ফিরিলেন। সকালে একটু দুধ খাইলেন—আজ বলিতেছেন কিছুই খাইবেন না। যোগেনবাবুর সহিত নানা কথা হইতেছে। শঙ্করানন্দ স্বামী, জ্যোতিষদাদা বসিয়া আছেন। পরেকোড়া হইতে অবিনাশ সেন মহাশয় ও আসিয়াছেন। আসিয়া বলিতেছেন, "২।১ দিনের পরিচয় মার সঙ্গে কিন্তু কিছুতেই বাড়ী থাকিতে পারিলাম না—চলিয়া আসিয়াছি।" শুনিয়াছি ইনি বড় চাকুরী করিতেন, এখন সব ছাড়িয়া ধর্ম্ম কর্ম্মেই জীবন কাটাইতেছেন। বিলাতেও নাকি শিবটি নিয়া গিয়াছিলেন; রোজই শিব পূজা করিয়াছেন। সি, আর, দাসের পরিবারে (রাখাল দাসের মেয়ে) বিবাহ করিয়াছেন। যাক্ অবিনাশবাবুকে পাইয়া সকলেই ভবিষ্যত গণাইতেছেন। বেশ বলিতে পারেন। তিনিও বসিয়া আছেন। যোগেনবাবু ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী; তিনি বিলিতেছেন, "আমাদের উপায় কি?" ইত্যাতি ইত্যাদি নানা কথার পরে মা বলিতেছেন, "তোমার ভেতরেই যে সব আছে। দেখ, তুমি খণ্ড আনন্দে তৃপ্ত হইতে পারিতেছ না। অখণ্ড আনন্দের জন্য ছুটাছুটি করিতেছ।" যোগেনবাবু বলিতেছেন, "কেন, আমরাত কখনও কখনও সাংসারিক ব্যাপারেও আনন্দ পাই।" মা বলিলেন, "তাহা খণ্ড আনন্দ। তবে খণ্ডত্বের ভিতরে ও আনন্দ আছে। গাছের ছায়া দেখিলেই বুঝিতে হইবে গাছ আছেই। দেখ, আনন্দ ও কেমন সুন্দর ভাবে থাকে, কখন ও আনন্দ ছাড়া হয় না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ কখনও ছাড়িয়া যায় না, স্মৃতি রূপেই বা সত্য রূপেই হউক। কখনও থাকে স্মৃতির উপর, কখন আনন্দের স্বরূপেই। যখন নিরানন্দ বোধ হয় তখনও স্মৃতির মধ্যে আনন্দ থাকে, তাই তাহা পাইবার জন্য ব্যস্ত হও। তবেই দেখ কখন ও আনন্দ ছাড়িয়া যায় না ছায়ারূপেই ভাসুক কি সত্যরূপেই থাকুক। আবার দেখ অনন্ত সমুদ্রের ঢেউ অতন্ত, সমুদ্রের ভিতরে অচল, অটল—সেই অচল অটলের উপর আবার তরঙ্গ স্থির না হইলে তার উপর খেলা হইতে পারে না।" উকিলবাবু বলিলেন, "আচ্ছা উকিলদের উপায় কি? আমরাত সর্ব্বদাই মিথ্যা দিয়া সত্যকে ঢাকিয়া ফেলি।" মা হাসিয়া বলিলেন, "মোটেই মিথ্যা নয়। আজ হয়ত মিথ্যা মোকদ্দমায় একজন একজনের একটা বাড়ী নিয়া গেল; বুঝিতে হইবে একসময়তে সেও তাহার কিছু করিয়াছিল—তাহারই ফলে ইহা হইল। অথবা যাহা করিল, তাহার ফল ভবিষ্যতে হইবে। কাজেই এই মিথ্যার মধ্যেও সত্য নিহিত আছে। মুস্কিল হইতেছে, আমরা মনে করি মিথ্যা এবং পাপ ইত্যাদি। সত্য মিথ্যা বোধেই হচ্ছে পাপ পুর্ণ্য। কিন্তু বাস্তবিক যখন এ বোধ চলিয়া যাইবে, তখন আর সত্য মিথ্যা কিছু করিতে পারিবেনা। একুল ওকুল দুকুলই যাইবে।" এই বলিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন,—"বাবা, এতদিন ত এত মোকদ্দমা করিলে, এখন একবার নিজের এতবড় মোকদ্দমাটির কিছু ব্যবস্থা করত! কাঁচা চুলতো পাকা হইল—দন্ত ত বেদন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল"। এই বলিয়া হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আবার বলিতেছেন, "টাকা পয়সা ত কতই রোজকার করিয়াছ—ধন বলিলেই নিধনও আছে। যাহা হারায় না তাহাই স্বধন। সাধন মানেই স্বধন।" উকিলবাবু বলিলেন, "আমার ত মনে হয় সেই ধন আমি হারাইয়াছি।" মা বলিলেন, "এই যে হারাইয়াছি' এই ভাবটি আছে, তাহাতেই বুঝিতে হইবে হারায় নাই, আছে। অখণ্ড ভাবটি কখনও যাইতে পারেনা—তাই খণ্ডে স্থায়ী আনন্দ পাইনা—অখণ্ড চাহিতেছি। 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহঃ,—এ কথাটি কিনা, যে ধর্ম্মে অভাব জাগায় তাহাই পরধর্ম্ম—তাহা ত্যাগ কর, আর স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল অর্থাৎ এই দিকে আসিয়া নিধন হওয়াও শ্রেয়ঃ। যাহার কাছে হয় ভার দেও, এখন আর সময় ত নাই।" উকিলবাবু বলিলেন "অহঙ্কার যে বাধা দেয়। কাহার কাছে দিব ঠিকও পাই না, দিতেও পারি না।" মা বলিলেন, "যদি একজনই সব হয়, তবে যাহার কাছে দেও—তাঁহাকেই দেওয়া হইবে।' তিনি বলিলেন, "সময় চলিয়া গিয়াছে, এখন আর হিসাব নিকাশ হইবে না।" মা বলিয়া উঠিলেন, "কেন হবে না? তোমরা নিরাশ হও কেন? কোন্ মূহূর্ত্তে কাহার কি হয় কে জানে? এইক্ষণ কেন বলনা—'এই ধরিলাম;' 'ছাড়িলাম' বলিও না. একটা কিছু ধর; তবেই দেখিবে এই ভাবে বন্ধন ছিঁড়িয়া যাইবে"—এই বলিতে বলিতে নিজের

'কাহারও উপর ভার দেও বন্ধন ছিঁড়িয়া যাইবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গায়ের নূতন জামাটি টান দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং হাহা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। উকিলবাবু তখনই এক টুক্‌রা ছেঁড়া জামা নিয়া বলিলেন, "আজ কিছু চাহিতে ছিলাম—এই আমি পাইলাম।" অনেকেই এক এক টুক্‌রা জামা নিলেন। মা আবার হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "খুকুনী দেখ্‌, জামা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি।" সকলের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "ও সব গুছাইয়া রাখে আমিত এমন পাগলামী করি,।" আবার বলিতেছেন, "যে দিন যায়, সে দিন আর আসে না : তিলে তিলে শেষ হইতেছে।" এইরূপ নানা কথার পর যোগেন্দ্রবাবু চলিয়া গেলেন। মা শৌচে গিয়াছেন, আজ খাওয়ার দিন নয়। আমি বলিলাম, "মা, হরিমোহন (চাকর) ভাল রুটি করিতে জানে।" মা বলিয়া উঠিলেন, "তাই নাকি, আমি আজ রুটি খাইব, আর কিছুই এখন খাইব না।" প্রায় ২॥০ কি ৩ বৎসর পর আজ মা একদিন পর পর খাওয়া ভাঙ্গিয়া রুটি খাইলেন। খাইতে বসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, "২ বৎসর পর রাজার হাতে খাইয়া একদিন পর পর খাওয়া কিছু ভাঙ্গিয়া ছিলাম, ফল দুধ খাইতাম। আজ চাকরের হাতে সেইটাও ভাঙ্গিয়া ৩ বৎসর পর রুটি খাইলাম।" খাওয়া দিনদিনই কমিয়া যাইতেছে। খাওয়া দাওয়া করিয়া মা একটু শুইলেন। অনেক স্ত্রীলোক আসিয়াছে—বেলা প্রায় ৩টায় মা মুখের কাপড় ফেলিয়া বলিলেন, "খুকুনী কই ?" আমি নিকটে গেলাম,—বলিলেন, "শরীরটা যেন কেমন হইয়া যাইতেছে"—এই বলিতে বলিতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাকে দেখিয়া দুষ্টামী করিয়া বলিতেছেন, "নাড়িটা দেখ তো!" বাবা নাড়ী দেখিয়া বলিলেন "ভালই।" মা বলিলেন, "সত্যি?" বাবা হাসিয়া বলিলেন, "ডাক্তার কি সত্য বলে?"—একটু পরেই বলিলেন, "খুব দুর্ব্বল চলিতেছে।" দেখিতে দেখিতে মা কেমন হইয়া পড়িলেন। সমস্ত শরীর যেন একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমার চোখে জল আসিল। সকলে কাছে আসিলেন। অসাড় ভাবে মা পড়িয়া আছেন। আজ বিরাজবাবুর বাসায় কীর্ত্তনে যাওয়ার কথা, ব্রাহ্ম সমাজে যাওয়ার কথা ছিল। মার অবস্থা দেখিয়া কীর্ত্তনের দল নিয়া তাঁবুতে আসিল। রাত্রিতে মা একটু উঠিয়া বসিলেন। কীর্ত্তন হইল। মা স্থির ভাবে বসিয়া আছেন। সকলে কথা বলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আধ আধ ভাবায় বলিলেন, "শরীরটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল আর কিছুই নয়।" জ্যোতিষদাদা সকলকে নিয়া কিছুক্ষণ হরিনাম করিলেন। রাত্রিতে মা জলটুকুও খাইলেন না পড়িয়া রহিলেন সমস্ত রাত্রিটাই কেমন একটা অবস্থায় কাটিয়া গেল।

২৭শে মাঘ, মঙ্গলবার।

আজও বেলা প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত মা শুইয়া ছিলেন। পরে উঠিয়াছেন, কিন্তু কিছুই প্রায় খাইতে চাহিতেছেন না। খাওয়া প্রায় বন্ধ। কোন প্রকারে একটু কিছু খাওয়ান হইতেছে। গতকল্য ২॥০ বছর পর একদিন পর একদিন খাওয়ার নিয়ম ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আরও খাওয়া কমিয়া গেল। আজ সারাদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুই প্রায় খাইলেন না। সন্ধ্যার পর সামান্য একটু খাইলেন। অতি ধীরে ধীরে কথা বলিতেছেন। আজ দুপুরে মেয়েরা আসিয়া বলিল, "মার কাল কি হইয়াছিল?" মা হাসিয়া বলিতেছেন, "কিছুই নয়, শরীরটা একটু ঘুমাইয়াছিল মাত্র। হাত পা গুলি ছাড়িয়া গিয়াছিল মাত্র, আর কিছুই নয়। আমিও কিছুই বলি নাই, খুকুনীই সকলকে ডাকিয়া একটা গোলমাল বাঁধাইয়াছে।" এই বলিয়া হাসিতেছেন,— কিন্তু সবই যেন কেমন ধীর, স্থির। রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া বলিতেছেন, "গিরিজার কীর্ত্তনে শরীরটা দেখ কেমন হয়। সে বলে 'কিছুই নয়, চামড়ার উপর দিয়া যায়'—আমার তেমনই শরীরে কিছু আঘাত পাইলে "যেন চামড়ার উপর দিয়া যায়।" আজও রাত্রি প্রায় ১১টায় মা বিশ্রাম করিতে শুইয়া পড়িলেন।

২৮শে মাঘ, বুধবার।

আজও মা অনেক বেলায় উঠিয়াছেন। কিছুই খাইবেন না বলিতেছেন। খাইতে বসিলেই বলেন, "ভিতরে যায় না"। অপর দিকে পা মেলিয়া বসিয়া ছেলেমানুষের মত একটা কিছু নিয়া খেলা আরম্ভ করেন। এইভাবে খাওয়া প্রায় বন্ধ হইয়া যাইতেছে। আজ ভাত কি রুটি কিছুই খাইলেন না। একটু দুধ ও জলে তরকারী সিদ্ধ করিয়া দিলাম—তাহাই একটু খাইলেন। অনেক সময়ই মা এই সিদ্ধ খান। রাস্তায় যখন একা একা ঘুরিতেন, তখন ফল পাওয়া যাইত না, রুটিও হয়তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাইতেন না; তাই বিরাজদিদিকে বলিতেন, "জলে একটু তরকারী সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইয়া দেও।" আমি এখনও মধ্যে মধ্যে তাহা খাওয়াইয়া দেই। তুপুরে মেয়েরা আসিয়াছেন— মা বলিতেছেন, "খালিমুখে বসিয়া থাকিতে নাই, নাম কর"। এই বলিয়া নিজেই ছোট করতালটি বাজাইতে লাগিলেন। নাম উঠাইলেন—"হরিবোল, হরিবোল"। আমাকে বলিলেন, "তুমিও বল"। তাই হইল। অনেকক্ষণ নাম হইল। আজ রটন্তী কালী পূজা। অবিনাশবাবু উপবাস করিয়াছেন। সমুদ্রের পার দাস্থ ও সত্যেনকে নিয়া গিয়াছেন। পূজা করিয়াছেন। গল্প শুনিলাম, তাহাদের তিনি কি করিয়াছিলেন। তাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গিয়াছিল। দাস্থ মার সোণামূর্ত্তির কোলে শুইয়া আছে দেখিয়াছে ইত্যাদি। রাত্রিতেও তিনি নিজের ঘরে বসিয়া পূজাদি করিলেন। কীর্ত্তনের পর মা একটু বাইরে পায়চারি করিতেছেন। অবিনাশ বাবু মাকে পূজা করিতে আসিলেন। মা সিঁড়ির উপর বসিলে তিনি মাকে পূজা করিলেন। মা হাসিয়া বলিতেছেন, "বাবা, তুমি নাকি সমুদ্রের পারে কি করিয়াছ? এখন ইহাদের একটু কর না?" অনেকেই উপস্থিত ছিলেন, অবিনাশবাবু বলিলেন, "মা, আমি কি জানি—সবই তোমার ইচ্ছা"। মা বলিলেন, "তুমিত সমুদ্রের ধারে করিয়াছিলে, এখন কর।" তিনি তখন ৪।৫ জনকে কাছে বসাইলেন। তার মধ্যে রণ ও এখানকার আর একটি ছেলের কপালে আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিলেন, চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিলেন—কিন্তু কাহারও কিছু হইল না। তখন অবিনাশবাবু মার পা ধরিয়া বলিতেছেন, "মা, তুমি আমার সব নিয়া বসিয়া আছ; তাই কিছু হচ্ছে না। মা—আমি করিতে পারিতেছি না।" তখন মা বলিলেন, "এত লোক বসিয়াছে, ২।১ জনের একটু হওয়া দরকার"। —এই বলিয়া তুষ্ণীম্ করিতেছেন। একটু পরে মা এখানকার ছেলেটিকে বলিলেন, "তুমি আমার দিকে চাহিয়া থাক"। সে তাহাই করিল। এক মিনিট যাইতে না যাইতেই সে অজ্ঞানের মত হইয়া পড়িয়া গেল। মা হাসিতে লাগিলেন।

কক্সবাজারে কাহাকে কাহাকেও শক্তির আভাস দেওয়া।

কিছু পরেই সকলে ছেলেটিকে ধরিয়া উঠাইয়া মাকে প্রণাম করাইল। আমি হাসিয়া বলিলাম, "রণ বস্থক,"—মাও সঙ্গে সঙ্গে তামাসা করিয়াই বলিতেছেন, "বস্থক"। রণ আসিয়া মার পায়ের কাছে বসিল। মা বলিলেন, "আমার চোখের দিকে চাহিয়া থাক", তাই সে করিল। একটু পরেই তাহার শ্বাসের মত উঠিল, কাঁদা কাঁদা ভাব হইল, কিন্তু ঠিক মার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মা বলিলেন, "ওর শ্বাস বড় দ্রুত চলিতেছে, আর কাজ নাই, ওর বুক ভাল নয়। আর একটু থাকিলেই পড়িয়া যাইবে।" আমি ভাবিলাম—ইহারা ছেলেমানুষ আর সাদাসিধা তাই এইরূপ হইয়াছে; বলিলাম, "শশীবাবু বস্থক—দেখিও কি হয়।" মা ছেলেমানুষের মত হাসিতেছেন—বলিলেন, "আচ্ছা"। শশীবাবু আসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক হইয়া বসিলেন। মার চোখের দিকে চাহিয়া আছেন। মা স্বাভাবিক ভাবে চাহিয়া আছেন। একটু পরেই শশীবাবু হাত উঠাইয়া চোখ ঘষিলেন। আবার চাহিয়া আছেন। একটু পরেই ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—কিন্তু চোখের পলক নাই; মার চোখের দিকে চাহিয়া আছেন। তারপর পড়িয়া গেলেন। ২।৩ জনে ধরিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পর তিনি স্থির হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। আর একজন ভদ্রলোক বলিলেন, "আমি আর বসিবনা, আমি দেখিয়াছি"। কি দেখিয়াছেন বলিলেন না। মা বলিলেন, "এই এক খেলা চলিয়াছে, কখনও কিন্তু এ খেলা হয় না—আজ বাবার (অবিনাশবাবু) কথায়ই আরম্ভ হইয়াছে"। আবার হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "ইহা কিন্তু তোমরা যে কি বল 'হিপ্‌নটিজাম' তা নয়; ইহা ভিন্ন জিনিষ। আচ্ছা তোমরা বসিওনা—যার যার বিছানায় শুইবার সময় একটু বসিও, তবেই বুঝিতে পারিবে।" উল্লিখিত ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য ক'রয়া বলিলেন, "তুমিত কাল চলিয়া যাইতেছ; বেশ, যেখানে যাও সেইখানেই একটু বসিও—তবেই বুঝিবে"। সে রাজী হইল। এইভাবে খেলা করিয়া মা বিশ্রাম করিতে গেলেন। রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিল।

২৯শে মাঘ, বৃহস্পতিবার।

আজও মা সকালে বাহির হইলেন না। দুপুরে মেয়েরা সব আসিয়াছে। মা বলিলেন, "তোমরা সব একটু চোখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিয়া চুপ করিয়া বস দেখি।” সকলে তাই করিলেন। আজকাল মা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এইভাবে উপস্থিত সকলকে চুপ করিয়া থাকিতে বলেন। পরে চোখ খুলিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করেন, “তোমরা কে কি দেখিয়াছ? কাহার মনটা কোথায় গিয়াছিল ইত্যাদি”। আজও তাহাই হইল। পরে মেয়েরা কেহ কেহ গান করিল। আজ পুষ্পিতা মুখার্জ্জি মুন্সেফবাবুর বাসায় কীর্ত্তনে মাকে নিবেন। মা বিকালে একটু সমুদ্রে বেড়াইয়া আসিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় মুন্সেফবাবুর স্ত্রী মাকে নিতে আসিয়াছেন। সকলে তথায় রওনা হইলাম। অবিনাশবাবু বলিলেন, তিনি যাইতে চাহেন না, একটু একান্তে বসিতে চাহেন। মা বলিলেন, “বেশ, তুমি থাক, বুড়ামা ও (চট্টগ্রামের সুরেন ঘোষাল মহাশয়ের মা, এবার মার সঙ্গে আসিয়াছেন) থাকিবে। একান্তে, এক+কান্ত'কে নিয়া থাক, ভালই ত”। মা সকলকে নিয়া মুন্সেফবাবুর বাসায় পৌঁছিতেই তাহারা মার পা ধোয়াইয়া দিলেন। মাকে আসনে বসান হইল। প্রথমেই তার ১০।১২ বছরের ছেলেটি গান ধরিল,—

“শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও, জননী এসেছে দ্বারে—ইত্যাদি।” পরে কীর্ত্তন হইল। কীর্ত্তনের পর মাকে মুন্সেফবাবুর স্ত্রী একটু জল খাওয়াইয়া দিলেন। সকলে প্রণাম করিল। রাত্রি প্রায় ১২টায় মা সকলকে নিয়া তাঁবুতে ফিরিলেন। প্রায় ২টায় মা বিশ্রাম করিতে শুইয়া পড়িলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

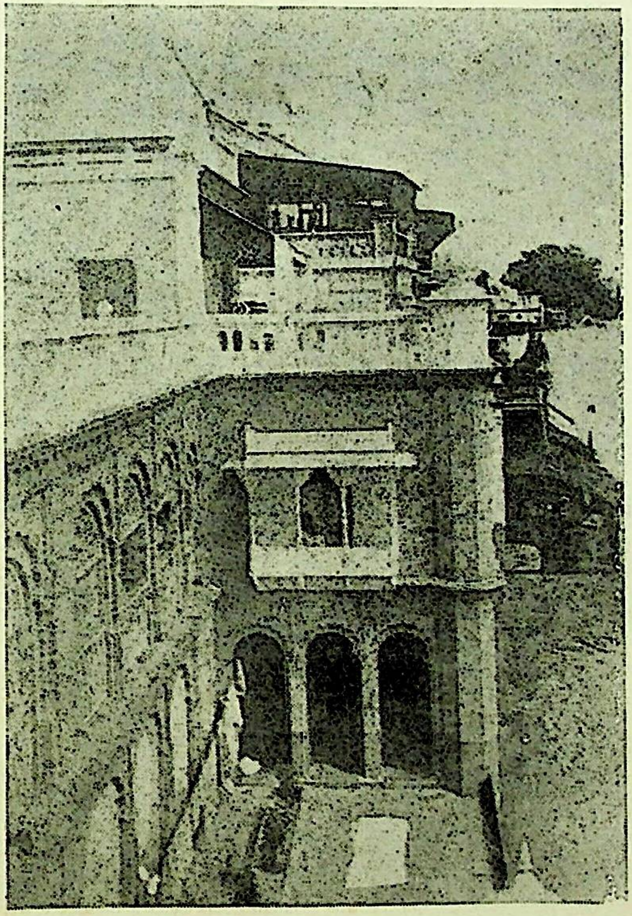

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সেবাসদন

" পীতকুঠী "

হরিদ্বার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩০শে মাঘ, শুক্রবার।

আজও মা অনেক বেলায় উঠিয়াছেন। এখন খাওয়া-দাওয়ার আর কিছুই নিয়ম নাই; যখন হয় কিছু খান—আজ ফল খাইবেন, কি রুটি খাইবেন, সে সব কিছু নিয়ম নাই। রুটি প্রায় খাইতেছেন না। কখনও একটু ফল, কখনও একটু দুধ কি জলে তরকারী সিদ্ধ—এই প্রায় খান। আজও অনেক বেলায় একটু খাইলেন। দুপুরে আজও সকলকে চুপ করাইয়া বসাইলেন। পরে মেয়েরা আসিলে নাম কীর্ত্তন হইল। আজ দেবেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে কীর্ত্তনে মাকে নিবেন স্থির হইয়াছে। ইঁহার ৭।৮টি সন্তান, সবই মারা গিয়াছে—শোকে প্রায় পাগলের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। মার কাছে আসিয়া এইসব বলিয়া কাঁদিতে ছিলেন। মা বলিলেন, "ওমা, তুমি কাঁদিতে পারিবে না, আমিই তোমার ছেলে-মেয়ে।" সে এই শুনিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল; একটু শান্ত ভাবে মাকে নিয়া নানা ভাবে আদর করিতে লাগিল। বলিতেছে, "বেশ, তুমি আমার ছেলেও মেয়েও; আমি তোমার সঙ্গে চলিয়া যাইব।" এই বলিয়া সে বেশ মা হইয়া বসিল, সেই ভাবেই কথাবার্ত্তা বলিতেছে। আজ কীর্ত্তনে মাকে নিবেন। মা বৈকালে সমুদ্রের ধারে গিয়াছেন; সেখানে গিয়াও সকলকে চুপ করিয়া কিছু সময় বসিতে বসিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কে

শোকার্ত্ত রমণীকে নিজে ছেলে-মেয়ে হইয়া শান্তি দান।

৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি দেখিয়াছ?" 'সন্ধ্যার কিছু পরে মা তাঁবুতে ফিরিলেন। প্রায় ৭ টায় মাকে দেবেন্দ্রবাবুর বাসায় লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে কীর্ত্তনের পর দেবেন্দ্রবাবুর স্ত্রী মাকে ভিতরের উঠানে নিয়া গেলেন, সেখানে রায়বাহাদুর বিপিনবাবুর স্ত্রী, যোগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী, মোহিনী বাবুর স্ত্রী, মুন্সেফবাবুর স্ত্রী সকলেই উপস্থিত আছেন। এই দেশের নিয়মানুসারেই আজ চন্দনাদি দিয়া দেবেন্দ্রবাবুর স্ত্রী মার নামকরণ করিলেন। তাহার মৃত ছেলে-মেয়ের নামানুসারেই নাম রাখিলেন। নানারকম খাবার তৈয়ার করিয়াছেন। মাকে খাওয়াইয়া দিলেন। বিলাত হইতে তাহার ভাইয়েরা যে সব জিনিষ-পত্র পাঠাইয়াছে, তাহা মাকে দেখাইলেন। মাও ছোট মেয়েটি সাজিয়া বসিয়া মা, মা—বলিয়া নানাভাবে ডাকিয়া ডাকিয়া তাঁহাকে শান্ত করিতেছেন। তিনি কিন্তু মাকে ছাড়িয়াই দিবেন না। আবার এক এক সময় মৃত সন্তানদের শোকে কাঁদিবার উপক্রম করিতেই মা বলিতেছেন, "তবে কিন্তু আমি চলিয়া যাইব। বলিতেছি যে আমিই আবার আসিয়াছি, আমিই তোমার মেয়ে আবার ছেলেও।" অমনি পাগল শান্ত হইয়া বলিতেছে, "আর আমি কাঁদিব না তুমি আর আমাকে ছাড়িয়া যাইও না"। এইভাবে খেলা করিয়া মা রাত্রি প্রায় ১২ টায় তাঁবুতে আসিয়াছেন। আজও প্রায় ২ টায় মা বিশ্রাম করিতে গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১লা ফাল্গুন, শনিবার।

আজও সকালে মা শুইয়া আছেন। অনেকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, মা উঠিয়াই তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। কিছু পরেই মার নূতন পিতামাতা (দেবেন্দ্রবাবু ও তাঁহার স্ত্রী) আসিয়া একডালা ফল নিয়া উপস্থিত। তাহাকে নিয়া অনেকক্ষণ খেলা হইল। দুপুরবেলা তাহাকে কিছু খাওয়াইয়া মা বিদায় দিলেন। সে যাইবেই না—ভয়ানক রৌদ্র উঠিয়া যাইতেছে; তাই মা বলিয়া কহিয়া পাঠাইয়া দিলেন। আজ ভোরে ভোলানাথ ছেলেদের নিয়া আদিনাথ বেড়াইতে গিয়াছিলেন, বৈকালেই ফিরিয়া আসিলেন। জটুও আজ ঢাকা চলিয়া গেল। শশীবাবু চট্টগ্রাম চলিয়া গেলেন। শশীবাবুর ভ্রাতা জানকীবাবু (ইনি পরৈকোড়ার জমিদার প্রসন্নবাবুর জামাতা) আজ কয়েকদিন যাবত মার কাছেই আছেন। শশীবাবুকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "আপনি সেদিন মার দৃষ্টিতে ঐরূপ হইয়া গেলেন কেন?" তিনি বলিলেন, "প্রথম প্রথম আমি একটা নীল আলো মার চোখ হইতে বাহির হইয়া আমার ভিতর আসিতেছে দেখিয়া খুব আনন্দ পাইলাম। ভুল দেখিতেছি ভাবিয়া চোখে একবার হাত দিয়া ঘিরিয়া দিলাম; কিন্তু আলো আমাকে ছাড়িল না। শেষে এমন একটা উজ্জ্বল আলো দেখিতে লাগিলাম যে আমি আর চোখ ফিরাইতে পারিনা, চাইতেও পারিনা—আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম, আর কিছু বলিতে পারিনা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজও বৈকালে মা সমুদ্রের ধারে প্রায় ৫টায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে অনেক স্ত্রীলোক। বলিতেছেন, "দাশুকে বলিলাম, আজ চাটগাঁ চলিয়া যা, সে গেলনা, বলিল, 'বাবা আমাকে আদিনাথ যাইতে বলিয়াছেন,—তাই আমি আর কিছু বলিলাম না; কিন্তু এইসব ছেলেপিলেদের এইভাবে ঘোরাঘুরি করিতে দেওয়া ঠিক নয়।" ভাবিলাম, মা দাশুর কথা কেন বলিতেছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহারা ফিরিয়া আসিলে জানিলাম, দাশু ৩ বার পড়িয়া গিয়াছিল; অবশ্য বিশেষ কিছু হয় নাই। দাশুকে বলিলাম, "দেখ, মার দৃষ্টি থাকে"। আজ সমুদ্রের ধার হইতে ফিরিয়া মা ভক্তদের নিয়া বসিয়াছেন। কেহ কেহ ২।৪টা গান করিলেন। আজ রাত্রি প্রায় ১১টায় মা বিশ্রাম করিতে শুইয়া পড়িলেন।

২রা ফাল্গুন, রবিবার।

আজ সকালে মা বাহির হন নাই। বেলা প্রায় ১০টায় বাহির হইয়া দীনবন্ধুবাবুর বাসায় গেলেন, তথা হইতে দলবল নিয়া সমুদ্রের দিকে চলিলেন। সেখানে খুব স্নান চলিল। মা ছেলেমানুষের মত কোমরে কাপড় জড়াইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন। অনেক ছোট ছোট মেয়েরাও মার সঙ্গে জলে নামিয়াছে—দূর হইতে দেখিলে মনে হয় মাও তাহাদের দলের একজন। মা সকলের গায় জল ছিটাইয়া দিতেছেন, যাহারা স্নান করিবেনা ভাবিয়াছিল, তাহাদেরও ভিজাইয়া দিলেন। অনেক ক্ষণ জল ক্রীড়া করিয়া মা উঠিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কক্সবাজারে ভক্ত আসিয়াছেন। আমি কাপড় পরিবর্ত্তন সঙ্গে সমুদ্র স্নান। করিয়া দিলাম। আমি পাড়ে বসিয়াছিলাম, স্নান করি নাই। তাঁবুতে ফিরিয়া আসিতেছি, হঠাৎ মা বলিলেন, "সকলে স্নান করিল, তুমি যে করিলেনা? আমার খেয়াল ছিলনা"—এই বলিয়া খানিকটা জল ছিটাইয়া আমাকেও ভিজাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "যাও, স্নান করিয়া আইস"। আমি আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেলাম। "মা সকলকে নিয়া তাঁবুর দিকে চলিলেন। বেলা প্রায় ২টায় মার ভোগ হইল—পরে মেয়েরা সব আসিলেন। মা সকলকে কিছুক্ষণ নাম করাইলেন। পরে প্রায় ৬টায় মা সকলকে নিয়া সমুদ্রের ধারে বাহির হইলেন; ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরিয়া আসিলেন। সকলের সঙ্গে বসিয়া আলাপাদি করিতে করিতে রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল। পরে মা বিশ্রাম করিলেন। আজ দুপুরে তাঁবুর ভিতর একটি সাপ শঙ্করানন্দ স্বামীর বিছানায় বসিয়াছিল। মা বলিলেন, "কয়দিন যাবতই সাপ গায়ের কাছে আছে বলিয়া মনে হইতেছিল।"

৩রা ফাল্গুন সোমবার।

আজ সকালে উঠিয়া মা সকলের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে বেলা প্রায় ১১টা হইল। মা তখন সমুদ্রের ধারে বাহির হইলেন, বেলা প্রায় ২টায় মা ফিরিলেন। তখন মার ভোগ হইল। মা শুইয়া উঠিবার পরই স্ত্রীলোকেরা সব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুন্সেফবাবু প্রভৃতিও আসিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ অবিনাশদাদা মেয়েদের কাছে কিছু বক্তৃতা দিবেন স্থির হইয়াছে। বেলা ৫টায় বক্তৃতা আরম্ভ হইল। মুন্সেফবাবুর স্ত্রী সভাপতি হইয়াছেন। অবিনাশবাবু মার তত্ত্বই সকলকে কিছু কিছু বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। পরে বিপিনবাবুর স্ত্রী. মুন্সেফবাবুর স্ত্রী মার আগমনে যে তাহারা ধন্য হইয়াছেন, মা অযাচিত ভাবে তাঁহাদের দয়া করিয়াছেন—এই সব বিষয় কিছু কিছু বলিলেন। সভা ভঙ্গ হইল। মাকে যোগেনবাবু ব্রাহ্ম সমাজে নিয়া গেলেন। সেখানে ও মার সঙ্গে সঙ্গে বহু স্ত্রীলোক, পুরুষ চলিল। সমাজ ঘরটি ভরিয়া গেল। যোগেনবাবু বলিলেন, "মা, এইভাবে আমার ঘরটি কখনও পূর্ণ হয় নাই।" তারপর বিরাজবাবুর গান ও যোগেনবাবুর প্রার্থনাদি হইল। সান্ধ্যার পর সকলে ফিরিলেন। আজ জ্যোতিষদাদা বলিতে ছিলেন, কাশীতে যে তিনি জলে পড়িয়া গিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে কথা হইতে মা বলিয়াছিলেন, "আমি সবই দেখিতে ছিলাম—যে তুমি যাইতেছ স্নান করিতে, জলে ঐ ভাবে পড়িয়া যাইবে ইত্যাদি।" তাহাতে জ্যোতিষদাদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যদি আপনি সব দেখিতে পাইতেছিলেন, তবে বলিয়া দিলেন না কেন, শুধু বলিয়াছিলেন, সাবধান মত যাইও"। মা বলিলেন, "আমি সব দেখি ঠিকই, তবে সব সময় বলার খেয়াল হয় না—কারণ তাহা যে হইবারই, হওয়াত চাই।" ব্রাহ্ম সমাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাত্রিতে অবিনাশবাবুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্র পড়া ও শেখার ততক্ষণই দরকার যতক্ষণ ঠিক কর্ম্ম আরম্ভ হয় নাই।

সহিত তাঁবুতে বসিয়া কথা হইতেছিল। কথায় কথায় মা বলিতেছিলেন, "শাস্ত্রাদি পড়ার ও শেখার ততখণই দরকার যতক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম আরম্ভ হয় নাই। কর্ম্ম একটা ঠিক হইয়া আরম্ভ হইয়া গেলে আর পড়ার দরকার হয় না। যেমন টাইম-টেবিল দেখিয়া এবং শুনিয়া যখন ঠিক বুঝিয়া নিলাম ইহা দেরাছুনে যাইবার গাড়ী, আর টিকিট কাটিয়া তথায় বসিয়া গেলাম—তখন আর কিছু শুনিবার দরকার নাই; গাড়ী তোমাকে দেরাতুন পৌঁছাইয়াই দিবে। তাই কর্ম্মে লাগিয়া যাও।" এই সব কথাবার্ত্তার মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে বিনয় সেন (মুন্সেফ) আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি সরস্বতী পূজার ছুটিতে একদিনের জন্য মার দর্শনে আসিয়াছেন। আজ রাত্রি প্রায় ১১টায় মা শয়ন করিলেন।

৪ঠা ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

আজ মা সকালে বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছেন। মুন্সেফবাবুর ছেলেমেয়েরা মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছে, বড় ছেলেটি মার কাছে গান করিল—

আমায় জাগিওনা,—স্বপন যদি মধুর এমন হোক্ মিছে কল্পনা। ইত্যাদি—বেলা প্রায় ৮টায় মা বাহিরে আসিলেন। হাত মুখ ধোয়াইয়া দিয়া একটু কিছু খাওয়াইয়া দিলাম। পরে মা সকলকে নিয়া সমুদ্রের ধারে বাহির হইলেন। আজ ছেলের দল মাকে থিয়েটার করিয়া দেখাইবে। বিরাজবাবুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদের শিক্ষাদাতা। সন্ধ্যার পর ছেলেরা মাকে থিয়েটার দেখাইল। ছেলেদের মিষ্টি ও ফল দেওয়া হইল। আজ বৈকালে মাকে রায়বাহাদুর বিপিনবাবুর বাসায় নিয়া যাওয়া হইয়াছিল, তথায় দীনবন্ধুবাবু মাকে বলিলেন, "মা, যোগেনবাবু তোমাকে ব্রাহ্মিকা করিয়া দিয়াছেন, কাল ব্রাহ্ম সমাজে নিয়া গিয়াছিলেন।" মা হাসিয়া বলিলেন, "আমাকে আবার করিবে কি? আমিত ছিলামই।" এই কথায় সকলেই আনন্দ পাইলেন। সেখানে সকলেই একত্র হইয়াছেন, গান হইল, পরে তাহারা মাকে একটু খাওয়াইয়া দিলেন। প্রায় ২ঘণ্টা তথায় থাকিয়া মা সকলকে নিয়া তাঁবুতে ফিরিলেন। পরে থিয়েটার হইল—'ধ্রুব'। রাত্রি প্রায় ১২টায় মা বিশ্রাম করিলেন।

মা চিরদিনই ব্রাহ্মিকা।

৫ই ফাল্গুন, বুধবার।

যোগেনবাবু ও বিপিনবাবু প্রাতে আসিয়া উপস্থিত। মা তাঁহাদের সহিত বেলা প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত আলাপাদি করিলেন; সকালে মা সমুদ্রের ধারে ঘুরিয়া আসিলেন। সমুদ্র কিনারায় বালিকার মত কড়ি, ঝিনুক খুঁজিতেছেন, একটি পাইলেই এক একজনকে দিতেছেন। ঘণ্টা খানেক এই ভাবে খেলা করিয়া মা তাঁবুতে ফিরিলেন। ৯টায় তাঁহাকে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে নেওয়া হইল, সঙ্গে সকলেই গেলেন! জলযোগের আয়োজন হইয়াছে। মা, যোগেনবাবু, বিপিনবাবু. অবিনাশবাবু প্রভৃতির সহিত

ভবিষ্যদ্বক্তাদের শক্তি ও শ্রেণী নির্দ্দেশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। কথা উঠিল,—অনেকের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়। মা বলিলেন, "এর ভিতরেও অনেক কথা আছে। ভবিষ্যদ্বক্তাদেরও বিভিন্ন শ্রেণী আছে। কেহ কেহ হঠাৎ বলিয়া ফেলেন—খাটিয়া যায়; কেহ কেহ বা সংশয়ের ভাব নিয়া বলেন; কাহারও বা শক্তিকমল ফুটি ফুটি করিতেছে, ফোটে নাই, সে জিনিষটা ভাল করিয়া না বুঝিয়াই তাহার সহিত ইচ্ছাশক্তি জুড়িয়া দিয়া যা হউক একটা কিছু বলিয়া দেয়,—আর ভুলও এরাই বেশী করে। আর যাঁহারা ভবিষ্যৎ দিবালোকের মত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহাদের কখনও ভুল হয় না। এই রকম নানা অবস্থা আছে; একটু খেয়াল করিলেই বুঝিবে কে কোন্ স্তরের লোক।" মা তাঁবুতে ফিরিয়া আসিয়া অনেকক্ষণ শুইয়া থাকিলেন। বেলা প্রায় ৪টায় উঠিলেন। স্ত্রীলোকেরা বসিয়া আছেন। কেহ কেহ মার জন্য খাবার লইয়া আসিয়াছেন; মা তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য নামমাত্র গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট সবই বিলাইয়া দিতেছেন। শ্রীযুত নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে কীর্ত্তন হইবে; বৈকাল ৫টায় মাকে নিবার জন্য সেখান হইতে লোক আসিল। মা সহ সকলে কীর্ত্তনে গেলেন, রাত্রি প্রায় ৯টায় ফিরিলেন। অবিনাশবাবু মার সহিত আলাপ করিতেছেন; আমি সব সময় উপস্থিত না থাকায় কি কথাবার্ত্তা হইল লিখিতে পারিলাম না। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা ভগবান্ আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টি করিয়া আমরা কি করিব স্থির করিলেন ?" মা অমনি হাসিয়া উত্তর দিলেন, "তোমরা যাহা করিতেছ তাহাই স্থির করিয়া দিলেন।" শঙ্করানন্দ স্বামীজি হাসিয়া বলিলেন, "মা, ঠিকই বলিয়াছ।" আরও নানা কথা হইতেছে, যেন অজস্র স্বর্ণখণ্ড বিতরিত হইতেছে। নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, সময়াভাবে আমি সবসময় উপস্থিত থাকিতে পারি না, স্বর্ণখণ্ডগুলি কুড়াইয়া লইতে পারি না। যার কপালে আছে সে সোনাগুলি আঁচলে বাঁধিয়া ঘরে লইয়া যায়। রাত্রি প্রায় ১১৷৷৹টায় মা শয্যা গ্রহণ করিলেন।

৬ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার।

আজ বেলা প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত মা পড়িয়াই আছেন। আমি তাঁবুতে গিয়া দেখি মা প্রাতঃকৃত্যের জন্য বাহিরে গিয়াছেন, জ্যোতিষদাদা ও ভোলানাথ অদূরে বসিয়াই কথা বলিতেছেন। আমি যাইয়াই মার বিছানা ঠিক করিলাম, কিন্তু মা এখনও আসিতেছেন না কেন ? সন্দেহ হইল। বাহির হইয়া দেখি মা কোথাও নাই।

ইচ্ছাময়ী মা।

জ্যোতিষদাদা ও আমি অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখি বহুদূরে সমুদ্রের ধার দিয়া একাকিনী চলিয়াছেন। জ্যোতিষদাদা ও আমি দৌড়াইয়া যাইয়া মাকে ধরিলাম ; মা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তোমরা ফিরিয়া যাও, আমি একাই ঘুরিব।" চেহারা দেখিয়া আমাদের আর দ্বিরুক্তি করিবার সাহস হইল না, আমরা ফিরিয়া আসিলাম। ভোলানাথ জ্যোতিষদাদাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঠাইয়া দিলেন। আমি মার খাবার তৈয়ারী করিতে গেলাম। বেলা প্রায় ১১টায় মা ফিরিলেন। আসিয়াই বলিতেছেন, "খুকুনী কোথায়? এত বেলা হইল, আমাকে খাইতে দিবে না?" যেন পঞ্চম বর্ষিয়া বালিকা! আমি দৌড়াইয়া আসিয়া মুখ ধোয়াইয়া একটু দুধ খাওয়াইয়া দিলাম। রুটি খাওয়াইতে বসিলাম কিন্তু আজ আর প্রায় কিছুই খাইলেন না; বলিলেন, "খাইতে বসিলেই দেহটা যেন কেমন হইয়া যায়, ঐ ভাবটা ভুলিবার জন্যই আবার খেলা করিতে আরম্ভ করি।" খাওয়াইতে বসিয়া কি একটা বিশেষ প্রয়োজনে আমি একটু উঠিয়া গিয়াছি; ইতিমধ্যে বঙ্কিমদাদার স্ত্রী ও আরও ২।১টি মহিলা মার নিকট আসিয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ নিজের হাত দেখাইয়া মা বলিতেছেন, "দেখ, দেখ, কিসের গন্ধ!" বঙ্কিমদাদার স্ত্রীর খুব মাথা ধরিয়া ছিল, তিনি মার হাতের ঘ্রাণ নিয়া দেখিলেন—দিব্য সুগন্ধ! মা বলিলেন, "আমিও দেখিয়াছি এ কোন ফুলের গন্ধ নয়, অপর কোন সৌরভ।" বঙ্কিমদাদার স্ত্রী বলিলেন, সুগন্ধে তাঁহার মাথাধরা ছাড়িয়া গিয়াছিল। মা সারাদিন আর কিছু খাইলেন না; বলিলেন রাত্রিতে খাইবেন। রাত্রিতে খাওয়াইতে বসিয়াছি। যোগেনবাবু মার নিকট বসিয়া কথায় কথায় বলিয়াছিলেন রাত্রি ১০টার পর তিনি কিছু খান না। মা আসনে বসিয়াই বলিলেন, "বাবা (অর্থাৎ যোগেনবাবু) রাত্রি ১০টার পর খান না; তাহাকে ডাকিয়া আন, কিছু খাওয়াইয়া দেই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগেনবাবুকে বলা মাত্রেই তিনি বলিলেন, "মা, আপনি বলিলে খাইতেই হইবে। মা নিজে মুখে না দিয়া আগেই যোগেনবাবুকে সব দিয়া দিলেন, পরে নিজে মুখে দিলেন। প্রসাদ দিবার মার এমনই সুন্দর রীতি! প্রথম জীবনে ত প্রসাদ আদৌ দিতেন না; প্রবল আর্ত্তি দেখিলে এখন দেন বটে, কিন্তু উপরোক্ত নিয়মে; অর্থাৎ মা উচ্ছিষ্ট বণ্টনের পক্ষপাতিনী নহেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় মা বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ অধ্যায়

—:০:—

৭ই ফাল্গুন, শুক্রবার।

বেলা প্রায় ৮টায় মা সমুদ্র তীরে গিয়াছেন, অল্পকাল পরেই ফিরিয়া আসিলেন। চেহারায় অসুস্থ বলিয়া মনে হইল। বেলা প্রায় ১১টায় মা সহ আমরা রামকূট রওনা হইলাম। যাত্রার পূর্ব্বে মা দীনবন্ধুবাবুর বাড়ী হইয়া যাত্রা করিলেন। বঙ্কিম দাদা ও নন্দ কবিরাজ মহাশয় সঙ্গে চলিলেন। সাম্পানে ৫।৬ ঘণ্টা চলার পর আমরা ষড়ঙ্গ নৌকায় (সুদীর্ঘ ডিঙ্গি নৌকায়) উঠিলাম। পৌঁছিতে ঘণ্টাখানেক লাগিবে। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে; আমরা খালের ভিতর দিয়া চলিয়াছি। দুই ধারে গরীব গৃহস্থ-বধূরা চাউল ধুইতেছে, কলসী ভরিয়া জল নিতেছে। সবই প্রায় মুসলমান। মা প্রায় সকলের সহিত ডাকিয়া আলাপ করিতে করিতে চলিয়াছেন। 'মা আমাকে খাইতে দিবে?' 'আমায় ভাত রাঁধিয়া দে'—ইত্যাদি কথাগুলি চট্টগ্রামের ভাষায় বলিতেছেন, বড়ই মধুর শুনাইতেছে! মহাপুরুষদের মামুলী কথাও যে কর্ণ-রসায়ন, বেশ বুঝিতে পারিলাম; আমাদের কাণে কে যেন মধু ঢালিয়া দিল! সকলে অবাক্ হইয়া চাহিয়া

রামকূট গমন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতেছে, বুঝি ভাবিতেছে, 'আপন পর ভেদ নাই, তুমি কোন্ সোনার দেশের মানুষ গো! 'তোমার কণ্ঠের মূরলীখানি আবার বাজাও, গো, বাজাও; আমরা শুনি—শুনি—শুনি।'... একবার এমন খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন যে ছেলে-মেয়েরা চারিদিকে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। হাসির উদ্বেল তরঙ্গ-স্পর্শে তাহাদের প্রাণের দুয়ারও বুঝি খুলিয়া গেল; তাহারাও হাসিয়া হাসিয়া মার সহিত আনন্দে কথা বলিতে বলিতে চলিল। আনন্দময়ী মা আমার আনন্দ বিতরণ করিয়া চলিয়াছেন। ভোলানাথের লাঠিটা দিয়া নৌকা বাহিতে-ছেন, গান ধরিলেন, 'খেয়াঘাটের পাট্‌নী এসেছে!' স্থান-কাল-কণ্ঠের মধুমিলনের সঙ্গীতের ২।৪টি পংক্তিও বড় মিঠা শোনাইতেছে!......প্রায় সন্ধ্যায় আমরা রামকূট পাহাড়ে উঠিলাম।

কক্সবাজারের পোষ্ট মাষ্টার রামকূটের পোষ্ট মাষ্টারকে ফোন্ করিয়াছেন যে মা যাইতেছেন; কিন্তু রামকূটের কাহারও সহিত মার পরিচয় নাই। স্থানীয় জমিদার ৺ঈশান পালের পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র পাল মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া মায়ের ভক্তদের সেবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। এখানে বুদ্ধ, শিবও রামসীতার মন্দির আছে। আরও বাড়ী ঘর আছে। বেশ স্থানটি। পুরি সম্প্রদায়ের একজন সাধু এ সব করিয়াছেন। তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়া আছেন। সাধুকে দেখিতে মা তাঁহার কুটীরে গেলেন। আমরা আজই ফিরিয়া যাইব কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আসা-যাওয়া কি আর ভাল'?

হইয়াছে, কিন্তু কেহই ছাড়িতে চাহে না। সাধুটি বলিলেন, আজই যাওয়া কি ভাল লাগিবে? মাও হাসিয়া জবাব দিলেন, "আসা যাওয়া কি আর ভাল?" সাধুটি বুঝিলেন কিনা জানিনা। একটু পরেই মা বাহির হইয়া আসিয়া চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সুন্দর উন্মুক্ত স্থান, মার সহিত আমরাও ঘুরিতেছি। বৌদ্ধদেব 'ক্যাং' (বৌদ্ধ মন্দিরকে এখানে 'ক্যাং' বলে) আছে। মা সবই ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছেন। শুনিলাম এখানে বাঘ ও হাতি আছে। একটু রাত্রিতে দূর গ্রাম হইতে প্রাকাণ্ড একদল লোক কীর্ত্তন করিতে আসিল। শুনিলাম বেলা ৩টায় এখানে মায়ের আসার কথা পৌঁছিয়াছে, কিন্তু এরি মধ্যে এত লোক কিরূপে খবর পাইল বুঝিলাম না ইহারা মাকে অভ্যর্থনা করিতে নদীতীরেও নাকি গিয়াছিলেন কিন্তু মা তার পূর্ব্বেই চলিয়া আসিয়াছেন। কীর্ত্তন সাঙ্গ হইতে রাত্রি ১২টা বাজিল। আহার প্রস্তুত, যাহার প্রয়োজন গ্রহণ করিলেন। রাত্রি ১২টার পর কীর্ত্তনের দল পাহাড় হইতে নদীতীরে সাম্পানে মাকে তুলিয়া দিতে চলিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি পড়িতেছে, কিন্তু কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই, সকলে কীর্ত্তন করিয়া চলিয়াছেন। ষড়ঙ্গ নৌকা পাওয়া গেল না; প্রায় ২ মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়া সাম্পান খুঁজিতে লাগিলাম, তাহাও পাওয়া গেল না। বৃষ্টি পড়িতেছে কিন্তু কেহই ঘরে ফিরিতে রাজী নয়। অবশেষে স্থির হইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা নগেন্দ্র বাবুদের বিষ্ণু মন্দিরে অপেক্ষা করিবেন গ্রামবাসীরা সাম্পানের খোঁজে বাহির হইবে। কেহই ঘরে যাইতে প্রস্তুত নয় দেখিয়া মাও চলিলেন, সঙ্গে কীর্ত্তন চলিয়াছে—

প্রাণ গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ ব'লে ডাকরে।
নিতাইর সমান দয়াল আর নাই রে।

সকলে নাচিয়া গাহিয়া গ্রাম মুখরিত করিয়া চলিয়াছেন। কীর্ত্তনের মধু নির্ঘোষে সুপ্ত গ্রাম জাগিয়া উঠিল।

যাত্রাপথে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল লেখা হয় নাই। ঘটনাটি এই ঃ—খালের পথে মা মুসলমান বৌদের সঙ্গে "মা ভাত দাও, মা ভাত দাও," বলিয়া খেলা করিয়া চলিয়াছেন। আমাদের নামিবার ঘাটেও দুইটি মুসলমান স্ত্রীলোক চাউল ধুইতেছিল। মা কাছে গিয়া বলিলেন, "মা বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, ভাত দিবে। সে বলিল, 'এস'। মা অমনি নৌকা হইতে নামিয়া তাহার সঙ্গে চলিলেন, আমরাও চলিলাম। আখের ক্ষেত হইতে আখ নেওয়া হইল। মা মুসলমান স্ত্রী লোকটীর বাড়ীর দরজায় পৌছিতেই, সে কেমন থমকিয়া গেল, বলিল "আমার রান্না কি তুমি খাইবে"? মা বলিলেন, "কেন খাইব না? দেখ্‌তে তুমিও মানুষ আমিও মানুষ। তোমার শরীর কাটিলে রক্ত বাহির হয়, আমারও হয়; তবে কেন খাইব না?" সে বেচারা ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল, 'না, তুমি যাও।' অমনি তাহার সঙ্গিনীটি বলিল, 'তুই ভয় পাস্‌

রামকূটের পথের বিশেষ ঘটনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন ? বল্‌না—'চল' উহারা খাইবেনা, শুধু মুখে বলিতেছে।' মা তৎক্ষণাৎ জোরদিয়া বলিলেন, "কেন খাইব না ? দিলেই খাইব।" সে বলিল, 'গরুর গোস্ত দিয়া দিব।' মা বলিলেন, "মা, তুমি গরুর গোস্ত, পাঠার গোস্ত, যা' দিবে তাহাই খাইব।" তাহারা আর বাদানুবাদ করিতে সাহস না পাইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। মা আমাকে আদেশ করিলেন, "একখানা আখ আমার মাকে দিয়া আস।" আমি দৌড়াইয়া বাড়ীর ভিতরে গিয়া একখানা আখ তাহার হাতে দিয়া আসিলাম।

লীলাময়ী এই ভাবে লীলা করিয়া চলিয়াছেন। কীর্ত্তনীয়ারা গাহিতেছে—'হরে কৃষ্ণ হরে রাম, নিতাই গৌর রাধেশ্যাম'। রাত্রি প্রায় ৩টা, এখনও আমরা কীর্ত্তনদল সঙ্গে মাকে নিয়া গ্রামের মাঠে পথে ঘুরিতেছি। মধ্যে মধ্যে গৃহস্থবাড়ী হইতে স্বামী স্ত্রী বাহিরে আসিয়া মার চরণ বন্দনা করিতেই মা স্ত্রীলোকটীর হাত ধরিয়া একটু হাসিতেছেন, আবার চলিতেছেন।

নিশীথ রাত্রিতে রামকুটের পথে পথে নাম কীর্ত্তন ও বিষ্ণুমন্দিরে শেষরাত্রি যাপন।

এই ভাবে নিশীথ রাত্রিতে (১২—৩টা পর্য্যন্ত) মাকে লইয়া গ্রাম, মাঠ-ঘাটে কীর্ত্তন করিয়া ভ্রমণ—এই প্রথম। বৃষ্টির বিরাম নাই, জনসঙ্ঘের চরণ যুগলেরও বিশ্রাম নাই। কি এক ভাবে সকলে আত্মহারা হইয়া চলিয়াছেন। মা কীর্ত্তনের তালে তালে হাততালি দিতেছেন ; কখনও বা বাহু তুলিয়া নৃত্যের ভঙ্গীতে তালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তালে দোলাইতেছেন,—দেখিয়া ভক্তদের ভিতর ভাবের তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে। আনন্দে সকলে সুপ্তি-সুখ বিস্মৃত হইয়াছেন, রাত্রি বহিয়া যায় খেয়াল নাই। এই ভাবে আঁধার পথে (মেঘে ঢাকা চাঁদ) চলিতে চলিতে আমরা শ্রীযুত নগেন্দ্র পালের বিষ্ণু মন্দিরে উঠিলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী, মালিকেরা অতি ভদ্র, বিনয়ী। অতিথি সৎকারের যথেষ্ট করিতেছেন। রাত্রি ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। দু'একজন গ্রাম্যলোক তখনই সাম্পানের খোঁজে বাহির হইলেন। সাম্পানে আমাদের কম্বলাদি সবই ছিল, সঙ্গে মাত্র গায়ের চাদর। মা সকলকে সাম্পানের খোঁজ করিতে নিষেধ করিলেন; বলিলেন, "সারারাত্রি পরিশ্রমে তোমরা ক্লান্ত, এখন বিশ্রাম কর। ভোরবেলায় সকলে একত্রে বাহির হওয়া যাইবে।" কিন্তু সে কথায় তাঁহারা কাণ দিলেন না, বলিলেন, "কষ্ট কি? আজ আমাদের কত আনন্দ!" পাছে মা ও ভক্তদের অসুবিধা হয় এই আশঙ্কায় তাঁহারা আর বিশ্রামের অবসর পাইলেন না। অত রাত্রিতে দুর্য্যোগের ভিতরেই সাম্পানের খোঁজে বাহির হইয়া পড়িলেন। আমরা অপরের ব্যবহৃত লেপ তোষকাদি গ্রহণ করি না, কাজেই চাদর মুড়ি দিয়া কোন প্রকারে পড়িয়া রহিলাম। গৃহস্থদের ত্রুটী নাই, তাঁহারা শয্যাদির সকল ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন।

৮ই ফাল্গুন, শনিবার।

ভোর হইতেই খবর পাইলাম, সাম্পান পাওয়া গিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতিথি-বৎসল-সেবাপরায়ণ গ্রামবাসীরা বিষ্ণু মন্দিরেই অপেক্ষা করিতেছিলেন ; এইবার কীর্ত্তন করিতে করিতে মাকে সাম্পানের পথে নিয়া চলিলেন। এই অপরিচিত স্থানের প্রাণ-ঢালা সেবা যত্নে আমরা মুগ্ধ হইতেছি। মাকে ইঁহারা কি করিয়া এই ভাবে বরণ করিয়া লইলেন, ভাবিয়া অবাক্ হইতেছি। মা ঘাটের দিকে চলিয়াছেন, সঙ্গে কীর্ত্তন মুখর দলবল ; গ্রাম্য শিশু ও স্ত্রীলোকগণ মার চরণ স্পর্শ করিবার জন্য আকুলি বিকুলি করিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ কেহ ফুল ফল আনিয়া মায়ের চরণে নিবেদন করিতেছেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। নগেন্দ্রবাবুর বড় ভাই এক ডালা বিস্কুট আনিয়া মার হাতে দিয়া বলিলেন, "মা, তুমি বিলাইয়া দাও।" মা সেগুলি দিয়া লুট দিলেন। কিছু দূর আসিলে একজন এক ডালা মুড়ি মার হাতে দিল ; মা উহা লুটের ভাবে ছিটাইতে আরম্ভ করিলে, সকলেই ছিটাইতে লাগিল। প্রাতে চিরাচরিত লাজ-বর্ষণের পরিবর্ত্তে মুড়ি-বর্ষণ করিয়া মুড়ি-মঙ্গল উৎসব হইল ! সকলে এই ভাবে আনন্দ করিতে করিতে মাকে সাম্পানে উঠাইয়া দিলেন। বিদায় কোলাহলের ভিতর সাম্পান ছাড়িয়া দিল, দলে দলে লোক খালের দুই-ধারে দাঁড়াইয়া মাকে তৃষিত-নেত্রে দর্শন করিতে লাগিলেন, অথচ তাঁহাদের মাতৃদর্শন এই প্রথম ! জ্যোতিষদাদা মাকে সাম্পানের বাহিরে বসাইয়া

কক্সবাজার প্রত্যাবর্ত্তন।
পথের দৃশ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিলেন। নগেন্দ্রবাবু, এক চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং আরও অনেকে সঙ্গে চলিলেন। পরে মা বলিলেন, "তোমরা অনেক দূর আসিয়াছ, এখন ফিরিয়া যাও।" তাহারা চলিয়া গেলে মা ভিতরে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় ১০টায় সাম্পান কক্সবাজার পৌঁছিল। আমরা দীনবন্ধুবাবুর বাড়ী গেলাম; মাকে মুখ ধোওয়াইয়া একটু দুধ খাওয়াইয়া দিলাম, পরে তাঁবুতে আসিলাম। শঙ্করানন্দ স্বামীজি প্রভৃতির সহিত নানা কথা হইতেছে।

সাম্পানে শুইয়া মা বলিয়াছিলেন, "কক্সবাজারে আসিবার দিন তোমাকে '১৫দিন' বলিয়াছিলাম না? আজ ক'দিন হইল? তখন হিসাব করিয়া দেখা গেল পনর দিন কক্সবাজারে থাকিবার পর পঞ্চদশদিনে সাম্পানে রামকুট যাওয়া হইয়াছে। মা বলিলেন, "ইহাই বলিয়াছিলাম।" আবার পথে বলিয়াছিলেন, "যেন সাপ দেখিতেছি।" বুঝিলাম, শীঘ্রই আবার সর্পের দর্শন মিলিবে।

মার বাক্যের সত্যতা।

রবিবার দিন মার শরীর কেমন হইয়া গিয়াছিল, কথায় কথায় সেই কথা উঠিল। মা বলিলেন, "উহা সমাধি নয়। সমাধি ত কত রকমের আছে, আর কত রকমই এ শরীরে হইয়া গিয়াছে। সেদিন যেন তোমাদের দৃষ্টিতে মৃত্যু-লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মহাশ্বাস সুরু হইয়াছিল। তোমরা

সমাধির প্রকার ভেদ ও শরীরের উপর তাহাদের প্রতিক্রিয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্য করিলে বুঝিতে আমার নীচের অঙ্গ সব ছাড়িয়া গিয়াছিল, শ্বাসের গতি ও ক্রিয়ার দিকে খেয়াল করিলে সবই বোঝা যায় কিনা।"—শঙ্করানন্দজীকে ইসারায়—"তুমি বল প্রাণ সুষুম্নাপথে ব্রহ্মরন্ধ্রাবধি যায়, নয়? আমার সেদিন হৃদয় হইতে এখানে (ভ্রূ-মধ্য দেখাইয়া), গিয়া যেন ঠেকিয়া গেল, আবার (প্রাণ) ধীরে ধীরে বিপরীত পথে ফিরিয়া আসিল। সেদিন অবস্থা ভিন্ন রকমের হইয়াছিল। সমাধিও নানা প্রকার আছে। খুকুনী আমায় বলিত, 'দেখ মা, প্রথম তোমায় দেখিতাম তুমি সমাধির মত হইয়া পড়িয়া যাইতে, যখন উঠিতে তখন তোমার আনন্দোদ্ভাসিত মুখ কোমল সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে অনিন্দ্যসুন্দর। আবার একটা স্থির ধীর, প্রশান্ত ভাব! চিত্তে যেন শান্তি অচলা হইয়া বিরাজ করিতেছে। কিন্তু এখন মনে হয় মড়ার ঘর হইতে ফিরিয়া আস, এমনই একটা চেহারা দেখা যায়।' সত্যইত তাই! প্রথমে আনন্দের ভাব, পরে, আনন্দ—নিরানন্দের অতীত! তারপর আরও একটা অবস্থা আছে; এ অবস্থায় শরীরে রক্তচলাচলের স্বাভাবিক গতি ফিরিয়া আসিতে ১২।১৪ ঘন্টা লাগে, কাজেই চেহারা মৃতবৎ দেখায়। নাড়ীর স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়, আরও কত কি, বাবাজী (স্বামী অখণ্ডানন্দজী) ত নিজে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে।" এসব কথায় আতঙ্ক হইল, কিন্তু নিরুপায়। মা আরও বলিতেছেন, "হাঁটিতে গেলেও সব সময় পারি না; কেমন একটা অবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, যেন পড়িয়া যাইব।” আমি বলিলাম, “সেই জন্যই ভ ভয়ে ভয়ে আমি সর্ব্বদা তোমার পেছনে পেছনে থাকি, আমি দেখি তুমি যেন পড়িয়া যাইবে।” এই বিহ্বল অবস্থায় চলিতে চলিতে মা অনেক সময় পায়ে চোট পান। কি যে হইবে ভাবিয়া পাই না। মা বলেন, “চিন্তা কর কেন? যাহা হইবার হইবেই।”

বেলা প্রায় ২টায় একটু খাওয়াইয়া দিলাম। আহারান্তে একটু বিশ্রামের পরই উঠিয়া বসিলেন। স্ত্রীলোকেরা অনেকে আসিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় মা নাম করিতেছেন, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে করিতেছি—

“জয় মা, জয় মা, মা, মা, মা, মা, মা,—
“হরিবোল্, হরিবোল্, হরিবোল্, হরিবোল্,—
“জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে হরে,
ও নাম বল বদনে, শুনাও কাণে, বিলাও জীবের দ্বারে দ্বারে”

কিছুক্ষণ নাম চলিবার পর ভদ্রলোকেরা আসিয়া পড়িলেন, নাম বন্ধ হইল। মা কথা বলিতেছেন, কখনও হাসিতেছেন; সে হাসি অতিশয় সংক্রামক, সকলের বুকে বুকে হাসির ছোঁয়াচ্ লাগিতেছে। সকলের উপর দিয়া আনন্দের উদ্বেল প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে। একজন মুসলমান ডাক্তার ও অন্যান্য ভদ্রলোকেরা উপস্থিত। কথাপ্রসঙ্গে মা শাহাবাগে যে নমাজ পড়িয়াছিলেন

মার সর্ব্বধর্ম্মে সমান শ্রদ্ধা ও স্বভাবতই যৌগিক ক্রিয়া ও ভাব-সমাধি প্রভৃতির স্বতঃস্ফুরণ; মা দ্রষ্টা মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই কথা উঠিয়াছে। মা মুসলমান্ ভদ্রলোকটিকে বলিতেছেন, "বাবা আমিও যে মুসলমান"। অবিনাশ বাবু হঠযোগের কথা তুলিয়াছেন; বলিতেছেন, রামকৃষ্ণদেব তোতাপুরির নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু পুরিজী যাহা ৪০ বৎসরে আয়ত্ব করিয়াছিলেন, পরমহংসদেব তাহা তিন দিনে করিয়াছিলেন। আমাদের আনন্দময়ী মায়ের কিন্তু সবই অভূতপূর্ব্ব। মায়ের হঠযোগের ক্রিয়াগুলি সব আপনা আপনি হইয়া যাইত, ভোলানাথ দেখিয়া ভয় পাইতেন। অনেক পড়িয়াছি, অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু এমনটি কোথাও দেখি নাই, পড়ি নাই, শুনি নাই।" মা সেইসব কথাগুলি শিশুরমত আলোচনা করিতেছেন, "এই যে সব হইত, এর মধ্যে ইচ্ছা-শক্তির কোনই ক্রিয়া ছিলনা, হইয়া যাইত—আমি দেখিতাম, এইমাত্র। আবার, কীর্ত্তন হইলেই যে শরীরটা এলোমেলো হইত তাও নয়। কখনও সামান্য কীর্ত্তনেই ঐরূপ হইত, আবার তুমুল কীর্ত্তনেও কিছুই হইত না। হয়ত রান্না করিতে বসিয়াছি, লাক্ড়ি ঠেলিতে গিয়া হাত ঐখানেই পড়িয়া গেল, শরীরও পড়িয়া গেল—ব্যাস্।"—বলিয়া হাততালি দিয়া ছেলেমানুষের মত হাসিয়া উঠিলেন।

যোগেনবাবুর একদিন তাঁবুতে শুইবার সাধ হইয়াছে। শঙ্করানন্দজী বলিতেছেন, 'বেশ ত, শুইবেন।' তিনি বলিলেন, "আমরা ত মার গণ নই, আমরা যে সংসারী লোক।" মা হাসিয়া বলিতেছেন, "তুমি বুঝি 'গণ' ছাড়া?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহী মাত্রেই সংসারী
সকল ধর্ম্মাবলম্বীকে
মর্য্যাদা দান।

সংসারী নয় কে, বল ত? এ শরীরটা যতদিন আছে, 'সং' যে সাথী হইয়াই আছে।" সহাস্যে আমার দিকে চাহিয়া—'কি বল?' নানা কথার পর মুসলমান ভদ্রলোকটি বিদায় কালে বলিতেছেন, "বিরক্ত করিয়া গেলাম"। মা অমনি শুভ্র হাসি-রাশি ছড়াইয়া বলিলেন, "বাপ মেয়ের কাছে আসিলে, মেয়ে বিরক্ত হয় নাকি? আর, মেয়েকে এসব কথা বলে নাকি, বাবা? যখন ইচ্ছা হয়, এইরূপ বিরক্ত করিও।" ভদ্রলোকটি খুব আনন্দিত হইয়া 'আদাব' বলিয়া বিদায় নিলেন, মাও 'আদাব' বলিয়া প্রতি-নমস্কার করিলেন। মা মুসলমানদিগকে সর্ব্বদাই এই ভাবে প্রতি-নমস্কার জানাইতেন। মার প্রত্যেকটি ব্যবহার ক্রটী হীন, সুন্দর। প্রস্ফুটিত সহস্রদল কমলের প্রত্যেকটি পাঁপড়ীই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে ভরপুর! একটু পরেই মা বলিতেছেন, "তোমরা আমায় এখানে ক'টার সময় বসাইয়াছ? এখন ক'টা বাজে? আমরা বলিলাম, "৩টায় বসিয়াছ, এখন ৮টা বাজিয়া গিয়াছে।" মা হাসিয়া বলিলেন, "এখন একটু বাহিরে যাই,—কি বল?" এই বলিয়া ছোট বিছানাটুকু ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। বাহিরে একটু পায়চারি করিয়া আবার ভিতরে বিছানায় গিয়া বসিলেন। আমি একটু দুধ ও জল খাওয়াইতে চেষ্টা করিলাম; কিছুই প্রায় খাইলেন না, শুইয়া পড়িলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯ই ফাল্গুন, রবিবার।

কিছুদিন পূর্ব্বের ঘটনা; মা তখন দেরাদুনে। মীরার (গোপালজীর স্ত্রী) প্রতি গোপালজীর প্রবল অনুরাগপ্রসঙ্গে একদিন লক্ষ্মীরাণী প্রমুখ কয়েকজন একটু আনন্দ করিতেছিলেন। মীরার কি একটু অসুখ করিয়াছে, গোপালজী মহাচিন্তিত হইয়া মাকে সেইসব কথা বলিতেছেন।

গোপালজীর স্ত্রী মীরার সঙ্গে তাহার স্বামীর বন্ধনের মোচন।

মা ক্রীড়াচ্ছলে গোপালজীকে বলিতেছেন, "এত কি বন্ধনে জড়াইতে হয়? এইভাবে বন্ধন ছিঁড়িতে হয়"—এই বলিয়া নিজের পরিহিত বস্ত্রের একখণ্ড ছিঁড়িয়া উড়াইয়া দিলেন। গোপালজী ভাবিলেন, এইভাবে বুঝি মীরাহারা হইবে; তিনি দৌড়াইয়া যাইয়া সেই ছিন্ন বস্ত্রটুকু কুড়াইয়া আনিয়া সযত্নে রাখিয়া দিলেন। এই ব্যাপার নিয়া সকলে হাসাহাসি করিল। যাক্, এই ঘটনার কিছুকাল পরে মীরা সত্যই অসাধ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইল, বহু চিকিৎসায়ও কিছুমাত্র ফল হইল না। অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া পড়িল। মা তখন নবদ্বীপে। গোপালজী মীরার জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া মার নিকট ২।৩ খানা টেলিগ্রাম করিলেন। এদিকে হরিরাম গোপালজীকে বলিল, (পরে আমরা শুনিয়াছি) "তুমি মাতাজীর বস্ত্রখণ্ড যজ্ঞে আহুতি দিয়া দাও, নতুবা মীরার এই কষ্টভোগই হইবে, জীবনান্ত হইবে না।" উপায়ান্তর না দেখিয়া গোপালজী বস্ত্রখণ্ড যজ্ঞে আহুতি দিলেন, তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কয়েকদিন পরেই মীরার সকল কষ্টের অবসান হইল। তাই বলিতেছি, ক্রীড়াচ্ছলেও যে মা কত সত্য-রত্ন বিলাইয়া দিতেছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আমাদের বোধের অন্তরালে মহাশক্তির যে কত লীলা-বিলাস চলিতেছে, কাহার সাধ্য নির্ণয় করে?

যাক্! আজ মা একটু বেলাতেই সমুদ্র-ভ্রমণে বাহির হইলেন। ফিবিরার পর একটু কি খাইয়াই শুইয়া পড়িলেন। দুপুরে মেয়েরা আসিলে মা সকলকে নিয়া নাম করিলেন। আমি আজ-কাল হারমোনিয়ামে গান শিখিতেছি; মা বলিলেন, "আজ, তুমিই ধরাইয়া দাও, আমরা নাম করি।" তাহাই হইল। কিছুক্ষণ নামান্তে সদলে সমুদ্রের ধারে চলিলেন। আজ শনিবার, ছুটির পরই স্কুলের ছেলেরা তাঁবুতে আসিয়া একত্র হইয়াছে। সময় পাইলেই এখন তাহারা মার নিকট ছুটিয়া আসে। পথে তাহারা বলিল, 'মা তুমি নাম ধরাইয়া দাও, আমরা করি।" 'মা হরিবোল্, হরিবোল্, হরিবোল্,' বলিয়া নামামৃত-তরঙ্গ তুলিলেন। পরে সুমধুর 'মা, মা, মা, মা,'

জ্যোৎস্নালোকে সমুদ্রকূলে কীর্ত্তন।

ধ্বনিতে তরঙ্গ উত্তাল আকার ধারণ করিল। জ্যোৎস্নাপুলকিতা রজনী; স্বচ্ছ নীল আকাশ; সমুদ্র অজস্র রজতধারা বুকে মাখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। বুঝি এমনই আর এক মধু-যামিনীতে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সমুদ্রকূলে 'প্রতিপদং পূর্ণামৃতস্বাদনং' রসধারা ভারতভূমিতে অজস্র সিঞ্চন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন। আর তারই ফলে দেশ শ্যামশোভায় কি অপূর্ব্ব শ্রী-ই ধারণ করিয়াছিল! সচ্চিদানন্দবিগ্রহ মা আমার, আবার বেলাভূমিতে নামবীজ ছড়াইতেছেন। উষর ভূমিতে ইহার ফল কত গভীর, কত সুদূর প্রসারী হইবে, কে বলিতে পারে! মাকে মধ্যে রাখিয়া ছেলের দল ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাম করিতেছে। মা হাততালি দিয়া গাহিতেছেন—

মা মা মা মা মা মা মা
কহ মা ভজ মা—ইত্যাদি

অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভরপূর। কিছুকাল পরে মা তাঁবুর দিকে ফিরিতেছেন। ছেলেরা অক্লান্ত; নাচিয়া নাচিয়া নানা-ভাবে কীর্ত্তন করিয়া চলিয়াছে। মার আদেশে তাহাদিগকে ফল বিতরণ করা হইল, তাহারা 'আনন্দময়ী মায়ের জয়' ধ্বনি করিয়া উঠিল। ছেলেদের ভিতরে ৭।৮ বৎসরের বালক হইতে ২০।২২ বৎসরের যুবক পর্যন্ত আছে। তাহারা যখন নানা ভঙ্গীতে নাচিয়া নাচিয়া কীর্ত্তন করিতেছিল তখন বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। 'গোপাল' বলিয়া মা তাহাদিগকে আদর করিতেছেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কীর্ত্তনের পর মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তাহারা একে একে বিদায় নিল।

১০ই ফাল্গুন, সোমবার।

আজও মা বেলায় ভ্রমণে বাহির হইলেন। পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের মার সহিত একান্তে কথা আছে; তিনি মার সঙ্গে গেলেন, আরও ২।১ জন গেলেন। ঘণ্টা খানেক পর ফিরিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটু জল খাওয়াইয়া দিলাম। আজ রামবাবু মাকে ভোগ দিবেন রান্না হইতে দেরী হইতেছে। বেলা প্রায় ৩টায় মার ভোগ হইন, প্রসাদ পাইলেন। বৈকাল ৫টায় যোগেনবাবুর স্ত্রী পূর্ব্ব ব্যবস্থামত তাঁহাদের বাড়ীতে নিয়া গেলেন, অনেকে সঙ্গে গেল। বাড়ী সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছে, মাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল। সম্মুখে চৌকীর উপর মার প্রতিমূর্ত্তি নয়নাভিরাম ভাবে সজ্জিত। ছেলেরা মার সঙ্গে সঙ্গেই আছে, সমস্ত পথ কীর্ত্তন করিয়া আসিয়াছে। মুন্সেফবাবু ও বিপিনবাবুর ও বিপিনবাবুর সহিত ডিষ্ট্রিক্ট জজসাহেব মাকে দর্শন করিবার জন্য সপরিবারে তাঁবুতে চলিয়াছেন—রাস্তাতেই মার সহিত সাক্ষাৎ হইল। মেম সাহেব মার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন, খুবই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মা কবে চট্টগ্রাম যাইবেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা এখানে পরিদর্শনে আসিয়াছেন।

সস্ত্রীক জজসাহেবর মাতৃ-বন্দন।

যোগেনবাবুর বাড়ীতেও ছেলেরা তুমুল কীর্ত্তন চালাইয়াছে, বাহু তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া শুধু নামই গাহিতেছে। নাম-রসে ছেলেরা যেন উন্মাদ; তাহারা জোড়ায় জোড়ায় হাত ধরাধরি করিয়া নানা ছাঁদে নৃত্য করিতে করিতে নামের রোল তুলিয়াছে, বয়স্ক ছেলেরা তাহাদিগকে একটু সামলাইবার চেষ্টা করিতেছে। এরিমধ্যে রামকূট হইতে মায়ের দর্শনার্থী কীর্ত্তনীয়াদল কীর্ত্তন করিতে করিতে সোজা যোগেনবাবুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়ীতে উপস্থিত। ভোলানাথও কীর্ত্তনে যোগ দিলেন—কীর্ত্তন জমজমাট হইয়া উঠিল। তাথৈ তাথৈ নাচে অথৈ আনন্দ—আনন্দের আর সীমা নাই!!! মা হাসির তরঙ্গ তুলিয়া বলিতেছেন, "মা (যোগেন-বাবুর স্ত্রী) বলিয়াছিল, 'আজ পুরুষদের বাড়ীতে ঢুকিতে দিবনা। তোমার সঙ্গে ক'জন ও ছেলেরা মিলিয়া আজ আমরা কীর্ত্তন করিব।' কি মা, আজ তবে এখানে সবই স্ত্রীলোক? আর বটেই ত! পুরুষেরাও যখন সেই পরমপতিকে চায়, তখন তাহারাও স্ত্রীলোক বৈকি,"—এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে, মা এইবার তাঁবুতে ফিরিবেন। যোগেনবাবুর পত্নী স্বহস্তে মাকে খাবার খাওয়াইয়া দিতেছেন। একটু ক্ষীর মুখে দিয়া বলিতেছেন, "মা আমার বড় ছেলে (রাজবন্দী) ক্ষীর বড় ভালবাসিত; সেই ক্ষীর আমি তোমার মুখে দিতেছি,—তুমিই যে আমার ছেলে-মেয়ে!" বলিতে বলিতে কান্নার রুদ্ধ-কণ্ঠ হইতেই মা বলিতেছেন, "মা, আমি তোমার ছেলে-মেয়ে; তুমি যদি কাঁদ তবে কিন্তু মুখ হইতে ক্ষীর ফেলিয়া দিব।" যোগেনবাবুর পত্নী অমনি মাকে জড়াইয়া ধরিয়া চ'খের জল মুছিয়া বলিলেন, "না, মা, ক্ষীর ফেলিও না। তুমিই আমার সব হইও। আমি আর কাঁদিব না" এই বলিয়াই তিনি আবার আনন্দ করিতে লাগিলেন। বালকদল কীর্ত্তন করিতে করিতে মাকে তাঁবুতে ফিরাইয়া

জমাট কীর্ত্তন, আনন্দের ছড়াছড়ি, "সকলেই প্রকৃতি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়া চলিল, তাঁবুতেও কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া মাকে একে একে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বিদায় নিল।

তাঁর ছোট বিছানাটিতে বসিয়া মা উপস্থিত ভক্তদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে মা শয়ন করিলেন, অপর সকলেও শয্যা গ্রহণ করিতেছেন। হঠাৎ মা উঠিয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষদাদা ও আমিও আসিয়া বসিলাম। একটু পরেই দেখি,—রামকূট হইতে আগত ভক্তেরা খোল-করতাল সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁবু সুপ্তিমগ্ন দেখিয়া তাঁহারা কীর্ত্তনের প্রস্তাব করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কথাটা মা-ই প্রথম পাড়িলেন,—"তোমরা কি হাঁটিয়া আসিয়াছ?" "হাঁ, মা; ৭ মাইল পথ, হাঁটিয়াই আসিয়াছি"। নানা কথার পর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "খোল-করতাল নিয়া আসিয়াছ কেন?" তাঁহারা নির্ব্বাক। তখন জ্যোতিষদাদা বলিলেন, "আসিয়াছেন, ২।১টি গান করুন।" চক্রবর্ত্তী মহাশয় গান ধরিলেন, সকলেই সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় কীর্ত্তন সাঙ্গ করিয়া তাঁহারা বিদায় নিলেন; বলিয়া গেলেন, তারপরদিন প্রাতেই রামকূট ফিরিয়া যাইবেন। এদের প্রসঙ্গে মা সহাস্যে বলিতেছেন, "আমি ত শুইয়া ছিলাম, হঠাৎ বাহিরে আসিয়া বসিলাম। আর কোন দিন ত এমন হয় না! কাল রাত্রিতেও শুইয়া-

মা অন্তর্যামিনী; গভীর রাত্রিতে রামকূটের কীর্ত্তনদলের আগমন।

রাখে হরি মারে কে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলাম, হঠাৎ উঠিয়া সমুদ্রের দিকে চলিলাম। গিয়া দেখি একটি কুকুরের বাচ্চাকে শিয়াল ধরিয়াছে, একটু পরে গেলেই বাচ্চাটিকে মারিয়া ফেলিত। জ্যোতিষ সঙ্গে ছিল, সে বাচ্চাটিকে আনিয়া বঙ্কিমের বাড়ীতে দিল। 'রাখে হরি মারে কে? মারে হরি রাখে কে?'—লোকে বলে না?"

১১ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

আজও বেলা প্রায় ৮টায় পোষ্টমাষ্টার মহাশয় একান্তে কি কথা বলিবার জন্য মাকে সমুদ্রতীরে নিয়া গেলেন। মুখ না ধুইয়াই মা বাহির হইয়া হইয়া গেলেন, বেলা প্রায় ১২টায় ফিরিলেন। পোষ্টমাষ্টার মহাশয় ঘন্টাখানেক থাকিয়াই চলিয়া গিয়াছেন, মা একাই সমুদ্রের ধারে বসিয়াছিলেন। জ্যোতিষদাদা গিয়া মাকে নিয়া আসিলেন। আমি বলিলাম "মা, তুমি কাল সেই দুপুরে খাইয়াছ, আর কিছু খাও নাই; আজও এত বেলা হইল, এতটুকু কিছু মুখে দিলেনা, —তুমি কি ভাবিয়াছ, বলত?" মা বলিলেন, "কি করিব, খাইতে যে খেয়ালই হয় না।" যাহ'ক, অনেক বলিয়া বহিয়া একটু খাওয়াইলাম খাইয়াই শুইয়া পড়িলেন। রামকূটের দল ফিরিয়া যায় নাই, তাঁহারা বৈকালে মার নিকট কীর্ত্তন করিবেন বলিয়া গেলেন। ২টা না বাজিতেই স্ত্রীলোক ও বালকদল আসিয়া উপস্থিত, এতবড় তাঁবুতেও আর যায়গা হয় না। বৈকালে মার আদেশে আমি নাম করিলাম, তারপর রামকূটের দল

রামকূটদলের কীর্ত্তন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS.

কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলিল। কীর্ত্তনের পর মাকে একটু খাওয়াইতে চেষ্টা করিলাম; মা খাইলেন না। এইভাবে ধীরে ধীরে মা আহার একেবারেই ত্যাগ করিতেছেন। কি করিবেন, মা-ই জানেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় সকলে শুইয়া পড়িলেন।

১২ই ফাল্গুন, বুধবার।

মা আজও অনেক বেলায় উঠিয়াছেন। এক একদিন রাত্রিতে মোটেই স্থির হইতে পারেন না, যেন জোর করিয়া চাদর মুড়ি দিয়া সকাল পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকেন। প্রায় সমস্ত রাত্রি এপাশ ওপাশ করিয়া কাটান। কখনও বলেন

মার বিনিদ্র রজনী।

"কাল রাত্রিতে চোখের দুটি পাতা মুহূর্ত্তের জন্যও জোড়ে নাই, শরীরটাও স্থির ছিল না। ভোর বেলা কাপড় মুড়ি দিয়া যেন লুকাইয়া থাকি, এইভাবে পড়িয়া ছিলাম।" আজ কাল প্রায়ই এই অবস্থা হয়। বলেন, শুইবার ভাবই নাই। কখনও উঠিয়া বসিয়া থাকেন; কখনও বলেন, "কাল রাত্রিতে শুইবার ভাবই ছিল না; জোর করিয়া কতক্ষণ শুইয়া থাকা চলে? খেয়াল হইল; সমুদ্রধারে চলিয়া যাই, কিন্তু ঠাণ্ডার ভিতরে আবার তোমরাও যাইবে, এই ভাবিয়া যাওয়া হইল না। তবে তেমন খেয়াল হইলে এসব বাধা ঠেকাইতে পারিত না, হয়ত তেমন খেয়াল হয় নাই?"—এই বলিয়া হাসিলেন। আজ সকালে উঠিয়া তাঁবুর ভিতরেই কিছুক্ষণ পায়চারি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন, তারপর নিজের ছোট বিছানাটীতে গিয়া বসিলেন। ২।১ জন দর্শনার্থী ভদ্রলোক আসিলেন,—মা তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতেছেন। বেলা প্রায় ১০টায় অনেক অনুনয়-বিনয়ে সামান্য কিছু খাইলেন, তারপর একটু এদিক-ওদিক করিয়া আবার গিয়া শুইয়া পড়িলেন। চাদর মুড়িদিয়া পড়িয়া আছেন। আজ শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে মার ভোগ হইবে, বেলা প্রায় ১টায় সেই বাড়ী হইতে মাকে নিতে লোক আসিল। মা উঠিয়া বসিলেন। সঙ্গের সকলে মার সহিত প্রসাদ পাইতে গেলেন। প্রায় ৪টায় তাঁবুতে ফিরিলেন, তখন বহু দর্শনার্থী তাঁবুতে একত্র হইয়াছেন। স্কুলের ছেলেদের ত কথাই নাই, ৩।৪ দিন ছুটী পাইয়া তাহারা মহানন্দে মার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় আছে। মা আসিয়াই ছেলেদের বলিলেন, "আয়—আমরা একটা খেলা করি। এই খেলার নাম 'সচ্চিদানন্দ' খেলা।" এই বলিয়া ছেলেদের নিয়া বসিয়া পড়িলেন। সমুদ্র হইতে তোলা কড়ি দিয়া খেলা সুরু হইল। এই খেলার নাম ও নিয়মাবলী মাই করিয়াছেন। প্রায় ১৫।২০ জন ছেলে নিয়া মা খেলিতে বসিলেন। দুইদল করিয়া দিলেন। শঙ্করানন্দ একদলে আছেন। মা বলিলেন "আমি মধ্যখানে বসিয়া বসিয়া দেখিব" তাই আরম্ভ হইল। এর মধ্যে S. D. O. এবং জজসাহেবের মেম মার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খেলা ভাঙ্গিয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিশুদের নিয়ে সচ্চিদানন্দ খেলা, যে হারিবে তাহার নির্দ্দিষ্টসংখ্যা ভগবানের নাম করিতে হইবে, ইহাতে শিশুদের নামের উপর ঝোঁক।

আধ ঘণ্টা তাহারা মার সহিত আলাপ করিলেন। তাহারা চলিয়া গেলে আবার খেলা বসিল। মা খেলাতে নিয়ম করিয়াছেন যে হারিয়া যাইবে তাহার ১০৮ বার ভগবানের নাম করিতে হইবে। অবশ্য যার যে নাম। খেলার পর নাম করান সুরু হইল। যাহারা হারিয়া গিয়া নাম করিতেছে তাহারা জব্দ না হইয়া —যাহারা জিতিয়াছে তাহাদের বলিতে লাগিল—"দেখতো আমাদের কি ভাগ্য আমরা ভগবানের নাম করিতে পারিতেছি।" আজ কয়দিন যাবত মার কাছে আসিলেই নাম করিতে হয়। ইহাতে শিশুদের মধ্যে একটা নামের ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা পথে চলিতে চলিতেও হরিবোল হরিবোল কি মা, মা, মা, মা বলিয়া সুর ধরে। সন্ধ্যার সময় তাঁবুর পাশেই এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে মাকে নিয়া গেলেন। সেখানেও বহু লোক একত্র হইল। কীর্ত্তনাদির পর মা এবং উপস্থিত ভক্তগণকে তাহারা জল খাওয়াইয়া দিলেন। আর মুসলমান ছেলেরা সন্ধ্যার পর মাকে তাহাদের থিয়েটারে নিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। মাও প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু পূর্ব্বেই শরতবাবুর (উকিল) বাসায় কীর্ত্তনের কথা হইয়া গিয়াছিল, তাই আর যাওয়া হইল না। সকলেযাইতে যাইতে রাত্রি প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল। পরে মা শুইয়া পড়িলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার।

মা আজ প্রাতে উঠিয়া বসিয়াছেন। ২।১ জন ভদ্রলোক আসিয়া বসিয়া আছেন। মার সহিত একান্তে কথা বলিবেন। মা বিছানাতে বসিয়া বসিয়া তাহাদের সহিত কথা বলিতেছেন। বেলা প্রায় ৯টায় মা তাঁবু হইতে বাহির হইলেন। পরে মুখ ধুইয়া একটু দুধ খাইলেন। আজ শশীদাদা মার জন্য পাকা পেঁপের হালুয়া করিতেছেন—তাহাও মা একটু খাইলেন। নিকটে ৪।৫টী ছেলে দাঁড়াইয়াছিল, মা তাহাদের হাতে হাতে দিতে বলিলেন। পরে নিজে খাইতেছেন, আর ছেলেদের বলিতেছেন, "এখন তোরাও খা আমিও খাই, আমিও যে ছেলে-মানুষ'। এই বলিয়া হাসিতেছেন সাব-ডেপুটিবাবুর স্ত্রী আসিয়াছেন। তিনি মার চুলগুলি ঠিক করিয়া দিতে দিতে বলিলেন—"মাতো আমার মেয়ে,—মার চুলগুলি ঠিক করিয়া দেই। মা আমার—মাও, আবার মেয়েও।" মা হাসিয়া বলিলেন—"না আমি তোমার সকলের ছোট মেয়ে।" এই সব বলিয়া আনন্দ করিতেছেন। কিছু সময় পরেই মা উঠিয়া আবার গিয়া তাঁবুতে বসিলেন। ভদ্রলোকেরা দু-চারজন আসিয়াছেন—কথাবার্তা হইতেছে। বেলা প্রায় ১২টায় মার ভোগ হইল। কয়েকদিন যাবত একটু একটু সুজি সিদ্ধ তরকারী দিয়া খাইতেছেন। আজও তাহাই খাইলেন। খাওয়া দাওয়ার পর একটু শুইয়া পড়িলেন। স্ত্রীলোকেরা এখনও কেহ আসে নাই। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুইয়া ছিলেন। এর মধ্যেই স্ত্রীলোকেরা আসিয়া বসিয়া আছেন। মা উঠিলে সকলেই তাঁবুতে মার কাছে গিয়া বসিলেন। ধীরে ধীরে ছেলেদের দলও আসিয়া জুটিল। মা নিজের বিছানতেই বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে দোকানদারেরা কীর্ত্তন নিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বহু-লোক একত্র হইল। মা একস্থানেই বসিয়া আছেন; খুব কীর্ত্তন হইল। কীর্ত্তনের পর ধীরে ধীরে সকলে বিদায় নিলেন। ২।১টি ভদ্রলোক বসিয়া মার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। আমি যখন তাঁবুতে গেলাম, তখন গিয়া শুনি মা বলিতেছেন, ষট্‌চক্রের কথা। ভদ্র-লোকটি বলিলেন, কয়টী চক্র?" মা বলিলেন, "ধরনা—যেমন তোমরা রেল-গাড়ীতে চড়িয়া একটা ষ্টেশনে যাইবে। সেই স্টেশন একটা হইলেও তথায় যাইতে আরও কত কি দেখিলে; সেই রকম—তোমাদের বই পুস্তকে ষট্‌চক্র বলিয়া কথা আছে, কিন্তু যাহারা তাহা ভেদ করিয়া যায়, তাহারা দেখে আরও আরও কত চক্র কত কি এর ভিতর আছে। ভদ্র-লোকটি বলিলেন—"এই চক্রবেদ করিবার উপায় কি? মা বলিলেন, এক লক্ষ্যে নাম করা। আর এই লক্ষ্য থাকার জন্যই নানারূপ কর্ম্ম নিতে হয়, যাহাতে সব সময় একটা না একটা কিছু নিয়া তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা করিতে হয়। যেমন—জপ, ধ্যান, সৎসঙ্গ, সৎগ্রন্থ

চক্রভেদের উপায়, এক লক্ষ্যে নামকরা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঠ—কি কীর্ত্তনাদি ইত্যাদি।" ভদ্রলোকটি বলিলেন—"গুরুমন্ত্রে আমাদের কাজ হয় না কেন?" মা বলিলেন—"কেন হয় না—জাননা। আমরা ঔষধ খাই, কিন্তু কুপথ্য করি—তাই ঔষধে কাজ দেয়না—রোগও সারে না। তাই—যেমন গুরুদত্ত ঔষধ পড়িয়াছে, তেমন সুপথ্যও পড়া দরকার। অর্থাৎ আহার, বিহার সবই ঠিক মত হওয়া দরকার। তোমার মধ্যেই তো সব আছে। একত্ব, বহুত্ব, অনন্ত, অব্যক্ত, ব্যক্ত।" ভদ্রলোকটি বলিলেন, - 'মা মন যে বড়ই চঞ্চল।' মা বলিলেন—"চঞ্চলতা যেমন তাহার স্বভাব—স্থিরতাও তাহার স্বভাব। আর মন তো তাহার মাকে, অর্থাৎ পূর্ণ-আনন্দকে চাইছে। তাই দেখনা তাহাকে সাংসারিক যতই সুখ ভোগ দেও, তবুও সে তৃপ্ত হয় না। আবার কোথায় কোথায় ছুটিয়া যায়। চঞ্চলতা যে থাকিবেই, সে যে তাঁহাকে পাওয়ার জন্যই চঞ্চল হইয়া বসিয়া আছে, তাঁকে না পাওয়া পর্য্যন্ত শান্ত হইবে না—তাঁকে পাইলেই শান্ত হইয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়াই ভদ্রলোকটি বলিলেন,—"এমন কথা আর কখনও শুনি নাই। আজ খুব শিক্ষা পাইলাম।" মা বলিলেন; "তোমরাই শিক্ষা দিলে,"—এই বলিয়া হাতদুটি জোড় করিলেন। একটু পরেই ভদ্রলোকটি মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় নিল। মাকে একটু খাওয়াইবার চেষ্টা করা হইল। মা একটু খাইলেন—তারপর বলিতেছেন,

মন আনন্দ চায়, তাই চঞ্চলতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—"আজ আর হাঁটি নাই—সেই যে বসিয়াছি আর উঠি নাই।" হিসাব করিয়া দেখা গেল প্রায় ১০।১২ ঘণ্টা যাবত মা ঐ একস্থানেই বসিয়া আছেন। মাও এই কথা নিয়া হাসাহাসি করিলেন। শেষে মা একটু বাহিরে হাঁটিতে আসিলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে আছি। রাত্রি প্রায় ১টায় মা বিশ্রাম করিতে শুইয়া পড়িলেন।

১৪ই ফাল্গুন, শুক্রবার।

মা আজ সকালে উঠিতেই শশীবাবু মাকে সমুদ্রের ধারে ফটো তুলিতে নিয়া গেলেন। এর মধ্যেই ২।৪ জন ভদ্রলোকও মার দর্শনে আসিয়া সমুদ্রের ধারে গিয়া মাকে ধরিলেন। মা সকলের সহিত আসিয়া তাঁবুর ভিতর বসিলেন। একটু পরে মাকে বাহিরে আনিয়া একটু খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। আবার মা তাঁবুতে গিয়া বসিলেন। সচ্চিদানন্দ খেলার নিয়মগুলি এখন পর্য্যন্ত ঠিক হয় নাই। পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তন হইতেছে। আজ তাহা মা ঠিক করিয়া জ্যোতিষ-দাদাকে দিয়া একটা কাগজে লিখাইলেন। পরে ভোলানাথ, জ্যোতিষদাদা, শশীদাদা, শঙ্করানন্দ এবং ছেলেপিলেদের নিয়া মা খেলিতে বসিলেন। বেলা প্রায় ১টা পর্য্যন্ত খেলা চলিল। আজ দীনবন্ধুবাবুর বাসায় মা সকলকে নিয়া আহার করিতে যাইবেন বলিয়া দিয়াছেন। তাহাদের বাড়ী হইতে মেয়েরা মাকে ডাকিতে আসিল। আমি বলিলাম, "সচ্চিদানন্দ খেলার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সচ্চিদানন্দ খেলার ছলে ছেলেদের নাম কীর্ত্তন করান।

নিয়ম ঠিক করা হইয়াছে তো?" মা বলিলেন, "হাঁ, আজ[illegible]ক হইয়াছে, আর-পরিবর্ত্তন হইবে না। আজ পূর্ণিমা, বৃহস্পতিবার, আজ সচ্চিদানন্দ খেলা আরম্ভ হইল।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। লীলাময়ী এইরূপে খেলাচ্ছলে নানাভাবে লীলা করিতেছেন। যাক্, মা সকলকে নিয়া দীনবন্ধু-বাবুর বাসায় গেলেন। দীনবন্ধুবাবুর বাসার সকলেই মনে করেন মা পূর্ব্ব জন্মে কখনও তাহাদের বংশের মেয়ে ছিলেন। তাহারা সেইভাবেই মার সহিত ব্যবহার করেন। দীনবন্ধুবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র বিজনবাবু (উকিল) বলেন, "আমরা আনন্দময়ীর ভক্ত নই, আমারা তাঁহার নিজের লোক। তিনি আমাদের দিদি।" এই ভাবিয়াই তাহারা গর্ব্ব অনুভব করেন। সেদিন এক ঘটনা হইয়াছে। বিজনবাবু খুব অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। একটা ফোড়া ও জ্বর হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেই একটা ফোড়া অপারেশন করা হইয়াছে। আবার ফোড়া হইয়াছে, ডাক্তার বলিয়াছে, কালই অপারেশন করিতে হইবে। আমরা যেদিন রামকূট যাই, যাইবার পূর্ব্বেই মা গিয়া দীনবন্ধুবাবুর বাসায় বসিয়াছেন। বিজনবাবু উঠিতে পারিলেন না, বিছানায় বসিয়া জানালা দিয়া মাকে দেখিতে-ছেন। মাকে বলিলেন,—"এবার আর অপারেশন সহ্য করিতে পারিব না; ফোড়াটা ফাটিয়া গেলে রক্ষা পাইতাম" মা কিছুই খান নাই, সেখানে গিয়া একটু দুধ খাইলেন, বাকীটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজনবাবুকে দিতে বলিলেন। বিজনবাবু ও তখনই প্রসাদী দুধটা খাইয়া ফেলিলেন। পরদিন রামকূট হইতে আসিয়া শুনি রাত্রিতেই ফোড়াটা ফাটিয়া গিয়াছে। মা শুনিয়া একটু হাসিলেন মাত্র। বিজনবাবুদের বিশ্বাস মার অনুগ্রহেই এইরূপ হইয়াছে।

দীনবন্ধুবাবুর বাসা হইতে আসিয়া মা আবার সচ্চিদানন্দ খেলা নিয়া বসিলেন। ছেলেরা অনেকেই আসিয়াছে। মহানন্দে খেলা চলিল। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে নাম কীর্ত্তন হইল। মাকে পান্নাবাবুর বাসায় নিয়া গেল। রাত্রি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত তথায় কীর্ত্তন হইল। ভোলানাথ খুব মাতিয়াছিলেন। সকলেই তাহাতে আনন্দ পাইয়াছিল। পান্নাবাবু মার ও ভক্তগনের খাওয়ার খুব জোগাড় করিয়াছিল। তাবুতে ফিরিয়া প্রায় ২টা পর্য্যন্ত সকলেই কথাবার্ত্তায় কাটাইলাম। ২টার সময় সকলে শয়ন করিল।

১৫ই ফাল্গুন, শনিবার।

আজ সকালে উঠিয়া মা একটু সমুদ্রের ধারে গেলেন আসিয়া মুখ ধুইলেন, একটু দুধ খাওয়াইয়া দিলাম। প্রায় ১২টায় ভোগ হইল। ভোগের পর সচ্চিদানন্দ খেলা চলিল। ইতিমধ্যেই স্কুলের ছেলের দল আসিয়া জুটিল। সকলকে নিয়া মা খেলিতেছেন। খেলার নিয়ম, যে দল হারিয়া যাইবে তাহারা ১০৮ বার করিয়া যে কোন নাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপ করিবে, আর যে দল জিতিবে তাহারা আনন্দে নৃত্য করিবে। এইভাবে মা সকলকে নাম করাইতেছেন। ছেলেরাও কিন্তু এই খেলায় খুব আনন্দ পাইতেছে। খেলার সময় ও সকলেই সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ হইতে পারিল কি না সেই চিন্তাই করিতে হয়। পরে নাম চলে। ছেলেদের টিফিনের ছুটি ফুরাইয়া গেল—ইতিমধ্যে মেয়েরাও আসিয়া জুটিল। আবার তাহাদের নিয়া খেলা চলিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিরাজবাবু আসিয়া মার আদেশানুসারে সকলকে নিয়া নাম কীর্ত্তন করিলেন। পরে মা বাহিরে বালুতে গিয়া বসিলেন মেয়েরা গান ধরিল। চাঁদের আলোতে সন্ধ্যার সময়টা মাকে নিয়া গানে বেশ কাটিল। রাত্রি বেশী হইতেই সকলে একে একে বিদায় নিলেন। অসুস্থ ছেলে মেয়েরা আসিয়াছেন, কিন্তু এখানে আসিয়া কাহারও সে জন্য ভ্রূক্ষেপও নাই। মা একটু খাইয়া আবার উপস্থিত সকলকে নিয়া খেলায় বসিয়াছেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় সকলে শয়ন করিলেন।

১৬ই ফাল্গুন, রবিবার।

আজ সকালে উঠিয়া মা বিছানায় বসিয়া আছেন। অনেকে আসিয়াছেন। সচ্চিদানন্দ খেলা আরম্ভ হইল। আজ দীনবন্ধুবাবুর বাসায় মায়ের ভোগ। একটু খেলার পরই মা শুইয়া পড়িলেন, আর আর সকলে খেলিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেলা প্রায় ২টায় মা উঠিয়া দীনবন্ধুবাবুর বাসায় ভোগে চলিলেন। ৪টায় মা তাঁবুতে ফিরিলেন। সকলকে নিয়া সচ্চিদানন্দ খেলা চলিতেছে। সকলকে নাম করান এই খেলার উদ্দেশ্য। মা বলেন ছেলেরা মেয়েরা আসিয়া বাজে কথা বলে, নাম করিতে বলিলেও বিশেষ করে না, এখন এই খেলাচ্ছলে ও নাম করিবে। বাস্তবিকই তাই হইতেছে। দুইহাত তুলিয়া সকলে যখন উচ্চৈঃস্বরে নাম করে তখন প্রতিবেশীরাও বুঝিতে পারে যে সচ্চিদানন্দ খেলার জয়ীদল নামকীর্ত্তন করিতেছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই মা সকলকে নিয়া সমুদ্রের ধারে চলিলেন। আজ আকাশ মেঘে ঢাকা—তাই রৌদ্র না থাকায় বেলা থাকিতেই মা বাহির হইয়াছেন। সমুদ্রের ধারে একটু খেলা হইল। পরে মা মেয়েদের নিয়া নাম করিতে করিতে চলিলেন। সমুদ্র দর্শন করিয়া আবার তাঁবুর দিকে ফিরিয়া চলিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, মার সঙ্গে সঙ্গে সকলে নাম করিতে করিতে চলিয়াছে। মা বলিয়া দিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলে বলিতেছে। প্রথম হইল—হরিবোল, হরিবোল। পরে—জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে হরে ইত্যাদি। তারপরে ধরিলেন—জয় শিব-শঙ্কর, বম্ বম্, হর হর। সকলে শেষে উঠাইলেন—মা মা মা মা—এই নাম করিতে করিতে মা তাঁবুতে আসিয়া পৌঁছিলেন। কিছুদূরে ছেলের দলও হরিবোল, হরিবোল বলিতে বলিতে আসিতেছে। বিরাজবাবু তাহাদের নাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করাইতেছেন। ছেলেরা মার স্মৃতিরক্ষার্থ প্রতি শনিবার মার তাঁবুর কাছে নাম কীর্ত্তন করিবে স্থির হইয়াছে। তাই আজ তাহারা কীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রের ধার হইতে তাঁবুর কাছে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন করিল। সন্ধ্যার সময় মার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে নাম কীর্ত্তন করায় যে কি আনন্দ হইতেছিল তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া বুঝিতে পারিবেন না। যাক্, কীর্ত্তনের পর আবার মুন্সেফবাবু ও তাহার স্ত্রীর আসিয়া এই নূতন খেলায় যোগ দিলেন। আবার খেলা বসিল। প্রায় রাত্রি ১১টায় মা শুইয়া পড়িলেন।

কৃপা অনুভব করিতে হইলে কৃপার অধিকারী হইতে হয়।

গতকল্য রাত্রিতে মা শঙ্করানন্দের সঙ্গে কথায় কথায় বলিতেছিলেন, **কৃপা অনুভবের অধিকারী না হওয়া পর্য্যন্ত সে কৃপার কথা বুঝিতেই পারে না।"**

১৭ই ফাল্গুন, সোমবার।

আজ এখানকার লোকেরা মার কাছে উদয়াস্ত কীর্ত্তন করিবে স্থির করিয়াছে। ভোরেই বিরাজবাবু প্রভৃতি কয়েকজন আসিয়া নাম ধরিলেন, তাহারা মাকে নিয়া নগর কীর্ত্তনে বাহির হইবেন। ভোলানাথের কীর্ত্তনে মহানন্দ। তাঁবুর নিকট হইতে মাকে নিয়া সকলে বাহির হইলেন। নাম ধরা হইল—জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে। ও নাম বল বদনে, শুনাও কাণে, বিলাও জীবের দ্বারে দ্বারে। নাম করিতে করিতে দীনবন্ধুবাবুর কালী-মন্দিরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্মুখে গিয়া কীর্ত্তনের দল দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ সেখানে কীর্ত্তন হইল, তাহারা লুট দিলেন। মা আমাকে ধুপতি নিয়া প্রদক্ষিন করাইলেন। মা তথায়ই বসিয়া রহিলেন। ভোলানাথের সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তনের দল নগর-কীর্ত্তনে বাহির হইল। মুন্সেফবাবু, যোগেনবাবু, রামবাবু প্রভৃতির বাড়ী বাড়ী কীর্ত্তনের দল ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার কালী-বাড়ীতে (দীনবন্ধুবাবুর বাড়ী) আসিলে মাকে সঙ্গে নিয়া কীর্ত্তনের দল তাঁবুর দিকে চলিল। মুন্সেফবাবুর স্ত্রী, মোহিনীবাবুর স্ত্রী, মুন্সেফবাবুর স্ত্রী প্রভৃতি এবার অনেকেই দলে যোগ দিয়া নাম করিতে করিতে আসিতেছেন। তাঁবুর নিকটে আসিয়া কীর্ত্তনের দল ইন্দুবাবুর বারান্দায় বসিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ছেলের দল মিলিয়া মহানন্দে নাম চলিল। বিরাজবাবু নাম করাইতেছেন। ভোগের আয়োজন শরতবাবু (শরত পাল, উকিল) করাইলেন। বেলা প্রায় ৪টার কালী পালের বাড়ীতে মাকে নিয়া গেল (পূর্ব্বেই কথা ছিল আজ যাইবার)। এবার স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া নগর কীর্ত্তন করিয়া চলিল। রাস্তার ভিতর এইভাবে স্ত্রী-পুরুষের কীর্ত্তন বোধ হয় আর কেহ কখনও দেখে নাই। মার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মেয়ের দল চলিল। পরে ভোলানাথের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষরা চলিয়াছে। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এত মেয়েলোক কক্সবাজারে আছে তাই জানিনা—তামাসা—কোথা হইতে এত মেয়েলোক একত্র হইল।"—এই সব বলাবলি করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিল। মনে হইল কক্সবাজারে ঘরে আর কেহ ছিল না। রাস্তায় মেথরের দল (স্ত্রী, পুরুষ) এই দলের সঙ্গে মিলিয়া গেল। উচ্চৈঃস্বরে নাম চলিল :—

"এ নাম বিলাও জীবের দ্বারে দ্বারে, হরে কৃষ্ণ হরে হরে ইত্যাদি।" এ আনন্দ হয়তো জীবনে কেহ ভুলিবেন না। কাহার শক্তিতে আজ মুন্সেফ, ডেপুটিবাবুর স্ত্রীরা ও ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের ছোট সাহেবের স্ত্রী প্রভৃতি সকলেই হাততালি দিতে দিতে রাস্তায় কীর্ত্তন করিয়া চলিয়াছে—এখন সে কথা চিন্তা করিবারও কাহারও অবসর নাই। পরে সকলেই আশ্চর্য্য হইল। যাক্, এইরূপে মিলিয়া কীর্ত্তনের দল কালী পাড়ার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানেও খুব খানিকক্ষণ নাচিয়া নাচিয়া ছোট ছোট ছেলেরা কীর্ত্তন করিল। যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক সকলেই যেন মাতিয়া গিয়াছে। মা স্থির, ধীর, হাস্যময়ী। কখনও মহানন্দে হাততালি দিতেছেন—কখনও শিশুদের নাচ দেখিয়া আনন্দ করিতেছেন—আবার কখনও স্থিরা, ধীরা, গম্ভীরা। প্রায় ঘণ্টাখানেক তথায় থাকিয়া কীর্ত্তনের দল মাকে নিয়া তাঁবুতে ফিরিল। এবার তাঁবুতে না আসিয়া সমুদ্রের ধারে যেখানে মার আশ্রমের জন্য জায়গা নেওয়া হইল, সেই স্থানটায় গিয়া সকলে বসিলেন, কীর্ত্তন চলিল। সেইখানে সূর্য্যাস্ত হইল। লুট বিলাইয়া সকলে মাকে নিয়া তাঁবুতে ফিরিলেন। পরে প্রসাদ বিতরণ হইতে লাগিল, বালুর উপর বসিয়াই সকলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসাদ পাইলেন। রাত্রি প্রায় ১১টায় এই আনন্দ শেষ করিয়া সকলে বিদায় হইলেন। মাও শুইয়া পরিলেন।

১৮ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

আজ সকালে উঠিয়া মা সমুদ্রের ধারে গিয়াছেন; প্রায় ১১টায় ফিরিয়াছেন। ফিরিয়া উপস্থিত সকলে মিলিয়া সচ্চিদানন্দ খেলায় বসিলেন। বেলা প্রায় ১২॥০টায় মার ভোগ হইল। আজও বিশেষ কিছুই খাইলেন না। ভোগের পর মা শুইয়া পড়িলেন। একটু পরেই স্ত্রীলোক ও ছেলের দল আসিয়া জুটিল। দলে দলে সচ্চিদানন্দ খেলা চলিল; আর জপের কীর্ত্তনের আনন্দ চলিতেছে। মা একধারে বসিয়া দেখিতেছেন। মধ্যে মধ্যে খেলায়ও যোগ দিতেছেন। সকলে আসিয়া গল্প-গুজব করিতেন, এখন আর তাহা বড় হয় না। খেলার ছলে নাম চলিতেছে। গতকল্য রাত্রিতে মুসলমান ডেপুটীবাবুর স্ত্রী মার কাছে আসিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া ছিলেন, আজ তিনি নিজের বাড়ীতে মাকে নিয়া গেলেন। মা ফিরিয়া আসিয়া নাম কীর্ত্তন করাইতেছেন। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে সমুদ্রের ধারে চলিলেন। ছেলেরা ধরিল—"মা—কাল যে নাম হইয়াছিল, আজ তুমি বলিয়া দেও আমরা সঙ্গে সঙ্গে বলিব।" ছেলেদের কথায় মা নাম করিতে লাগিলেন। বালুর চরে, সমুদ্রের ধারে, সূর্য্যাস্তের সময় সেই নাম কীর্ত্তন বড়ই মধুর লাগিল। মা ছেলেদের বলিলেন—"তোমরা এখন বাসায় পড়াশুনা করিতে যাও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেদের লেখাপড়া ঠিক মত করিও, তাহাতে অবহেলা করিয়া তোমরা যদি বকুনী খাও তবে কিন্তু আমারই বকুনী খাওয়া হইবে—আমাকে বকুনী খাওয়াইও না”। মার কথায় ছেলের দল ফিরিয়া আসিল। একটু পরেই মা নাম করাইতে করাইতে মেয়েদের নিয়া তাঁবুতে আসিলেন। আবার একদল কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছে। বিরাজবাবুই প্রথমে বলিয়া দিতেছেন। মা স্থিরভাবে বসিয়া শুনিতেছেন। কীর্ত্তনের পর ঘরে যে সব ফল আসিয়াছিল সব বিতরণ হইল। এক বাড়ী হইতে কয়েক সের দুধ পাঠাইয়াছিল—ফল পাঠাইয়াছিল, মুড়ি দিয়া মিশাইয়া সেই সব বিতরণ করা হইল। রাত্রি প্রায় ১২টায় একে একে সব বিদায় নিলেন। মা প্রায় ২টার পর শুইলেন।

১৯শে ফাল্গুন, বুধবার।

আজ মার শরীরটা বিশেষ ভাল নয়। শুইয়া শুইয়া কথা বলিতেছেন। বেলা প্রায় ৯টায় সমুদ্রের ধারে বাহির হইলেন। ১১টায় ফিরিলেন। আজ কিছুই খাইবেন না, বলিয়াছেন, “যখন যা বলিব।” একটু গরম দুধ মাত্র খাইলেন। বিকালে ছেলের দল ও স্ত্রীলোকের দলে তাঁবু ভরিয়া গিয়াছে। মা ছোট একজোড়া করতাল বাজাইয়া বাজাইয়া নাম করাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আজ সেকেণ্ড অফিসারের বাড়ীতে মাকে কীর্ত্তনে নিয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে ভোলানাথ কীর্ত্তনে খুব আনন্দ করিলেন। কীর্ত্তনান্তে মাকে একটু জল খাওয়াইয়া দিলেন এবং সঙ্গীয় সকলকে প্রসাদ দিলেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় আমরা তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। মা আজ আর কিছু খাইবেন না বলিলেন। আসিয়াই মা শুইয়া পড়িলেন।

২০শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার।

আজ সকালে উঠিয়া মা বসিয়া আছেন। দুইদিন যাবত প্রায় কিছুই খাওয়া নাই। আজ তাড়াতাড়িই একটু খাওয়াইয়া দিলাম। মা অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া পরে শুইয়া পড়িলেন। বৈকালে প্রত্যেক দিনের মতই স্ত্রীলোকেরা আসিয়াছেন। দুপুরে ছেলের দলও আসিয়াছে। তাহারাও বলিতেছে—"মার নিকট হইতে যাইতে ইচ্ছা হয় না"। মার কাছে মেয়েরা কেহ কেহ, সংসারে দুঃখ পাইতেছে বলিয়া জানাইতেছেন। মা বলিতেছেন,—"**তোমরা যে মালিক হইয়া বস তাই দুঃখ পাও, মালিক না হইয়া—মালী হও—তবেই আর দুঃখ থাকিবে না।**" আজ আর মা সমুদ্রের ধারে গেলেন না, তাঁবুতেই বসিয়া আছেন। রাত্রি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত লোক আসা যাওয়া করিতেছে। কেহ কেহ মাকে গল্প বলিতে বলিতেছেন। মা একটা গল্প বলিলেন—"এক সাধু জঙ্গলে থাকিয়া তপস্যা করিতেছে, একটি লোকের তাহার প্রতি খুব শ্রদ্ধা হইল। সে গিয়া সাধুর চরণে আশ্রয় নিল, সাধুটি এক ছটাক চালের ভাত খায়। তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে ভিক্ষা করে, আর সারাদিন তপস্যা করে; কিন্তু এই লোকটি আশ্রয় নেওয়ায় তাঁহার চিন্তা হইল যে এ আবার এক ছটাকের উপর ভাগ বসাইবে। কিন্তু আশ্রিত লোকটি খাওয়ার কথা সাধুটিকে কিছু বলিল না। সাধুটি যখন চাউল ধুইয়া জল ফেলিতেছে, তখন সে অঞ্জলী ভরিয়া সেই জল পান করিল—তাহাতেই সে তৃপ্ত হইয়া সাধুটির সেবা করিতে লাগিল। সাধুটি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু কিছুই বলিলনা। কয়েকদিন পর আবার আর একজন আসিয়া সাধুর কুটীরে আশ্রয় নিল। সাধুটি ভাবিল, একজন তো জল খাইয়া আছে, এটি নিশ্চয়ই ভাতে ভাগ বসাইবে কিন্তু সেও তাহা করিল না। সেই লোকটি, সাধু যখন ভাতের ফেন কাটিতেছে তখন তাহা রাখিয়া দিল এবং তাহা দিয়াই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া সাধুর চরণে পড়িয়া রহিল। ইহা দেখিয়া সাধুর চৈতন্য হইল, তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া গেল, সে বুঝিল ভগবানই সব ব্যবস্থা করেন। যখন যাহাকে যে কাজে পাঠান তাহাকে তদুপযোগী বুদ্ধি ও শক্তি তিনিই দিয়া দেন—কেহ কাঁহাকেও কিছু করে না। তখন সাধুটি ঐ আশ্রিত দুইজনকে নিয়া আরও গভীর জঙ্গলে তপস্যায় চলিয়া গেল এবং প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।” সকলে বিদায় নিলে উপস্থিত কয়েকজনকে নিয়া মা সচ্চিদানন্দ খেলায় বসিলেন।

“ভগবানই সব ব্যবস্থা করেন’, বিষয়ক গল্প।

৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১শে ফাল্গুন, শুক্রবার।

আজও সকালে মা বাহির হন নাই। প্রতিদিনের মত আজও দৈনন্দিন ঘটনা ঘটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর আজ মাকে মোহিনীবাবুর বাসায় কীর্ত্তনে নিয়ে গেল। তথায় ভোলানাথের আনন্দে সকলে খুব আনন্দে কীর্ত্তনে যোগ দিল। কীর্ত্তন খুবই জমিয়া গেল। মেয়েরা শাঁক ও হুলুধ্বনি করিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় ১২টায় আমরা মাকে সহ তাঁবুতে ফিরিলাম। সেদিন রাত্রিতে মা বালুর চরে হাঁটিতে হাঁটিতে বলিতেছিলেন—"আবার সাপ সাপ দেখিতেছি।" আমি বলিলাম,—হয়তো আবার দেখা হইবে।" মা বলিলেন,—"সব সময় বাইরে দেখা নাও হয়, সুক্ষ্মভাবে দর্শন হয়, আবার কখনও সাপের ছবি দেখা কিংবা সাপের গল্পও কেহ আসিয়া করিয়া যায়।" এই কথায় কথায় আমরা বাইরে কিছুক্ষণ কাটাইয়া তাঁবুর ভিতরে গেলাম। গিয়াই দেখি ভোলানাথ একটা কি বই পড়িতেছেন আর সেই পাতায়ই প্রকাণ্ড এক সাপের ছবি। মা হাসিয়া আমাকে দেখাইলেন। রাত্রি প্রায় ১টায় মা শুইলেন।

২২শে ফাল্গুন, শনিবার।

আজ সকালে মা একটু সমুদ্রের ধারে ঘুরিয়া আসিয়াছেন। দুইজন স্কুলের মাষ্টার ও যোগেন্দবাবু আসিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথায় কথায় সচ্চিদানন্দ খেলার কথা উঠিল। জ্যোতিষ-দাদা তাহাদের নিয়া খেলিতে বসিলেন। মা বসিয়া বসিয়া দেখিতেছেন। মাষ্টারটি বলিলেন, "এ খেলায় হারিলেও ক্ষতি নাই, নাম করা হইবে।" বাস্তবিকই যে সব ছেলে-মেয়েরা হয়তো কখনও নাম করে নাই, জপ করিতেই জানে না, তাহারাও জপ করিবার নিয়ম লিখিয়া নিতেছে এবং জপ করিতে হইতেছে। বেলা প্রায় ১০টায় মায়ের ভোগ হইল। মা আবার তাঁবুতে গিয়া বিছানায় বসিয়াছেন। শঙ্করানন্দ, ভোলানাথ, মা ও জ্যোতিষদাদার সচ্চিদানন্দ খেলা চলিতেছে। আজ সন্ধ্যায় মা মণীন্দ্রবাবুর আহ্বানে সরস্বতী বাড়ীতে কীর্ত্তনে গেলেন। লোকে লোকারণ্য। মণীন্দ্রবাবুই তথায় সব বন্দোবস্ত করিয়াছেন, আজও ভোলা-নাথ খুব মাতিয়া গেলেন। ভদ্রলোকেরা সকলেই আজ ভোলানাথের সহিত কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। খুব আনন্দ হইল, রাত্রি ১২টায় আমরা তাঁবুতে ফিরিলাম।

২৩শে ফাল্গুন, রবিবার।

আজও মা উঠিবার পর হইতেই ভদ্রলোকেরা আসিয়া বসিয়া আছেন। আজ সকালে মাকে কাঁচা পেঁপে দিয়া একটু দুধ জ্বাল দিয়া খাওয়াইলাম। আর কিছুই খাইলেন না। আজও রজনীবাবুর বাসায় কীর্ত্তনে যাওয়ার কথা—তথা হইতে কীর্ত্তনের পর ঝামু যাইবেন। সেখান হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রায়ই মাকে নিতে লোক আসিতেছে। মা দুপুরে শুইয়া আছেন। প্রতিদিনের মত আজও লোক আসিয়াছে। সন্ধ্যাবেলায় রজনীবাবুর (মোক্তার), বাসায় কীর্ত্তনে যাওয়া হইল। রাত্রি প্রায় ১২টায় জোয়ার আসিল। মার সঙ্গে দলবল সাম্পানে রামু চলিল। এখানকার কয়েকজন গেলেন। যোগেন বাবুর স্ত্রীও গেলেন।

——:0:——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম অধ্যায়।

——:*:——

২৪শে ফাল্গুন, সোমবার।

বেলা প্রায় ৯টায় রামু পৌঁছিলাম। কীর্ত্তনের দল মাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিতে আসিয়াছে। মহানন্দে সকলে কীর্ত্তন করিয়া চলিল। মা ও হাততালি দিতেছেন। তাতে সকলেরই উৎসাহ বাড়িয়া যাইতেছে। মার পিছনে পিছনে কীর্ত্তনের দল চলিয়াছে। মা মধ্যে মধ্যে পিছন ফিরিয়া বাম হাতখানি উঠাইয়া তালে তালে দুলাইতেছেন। তাহাতে সকলেই খুব আনন্দ পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে নাম করিতে করিতে চলিয়াছে। আজ যেন রামকূটের সকলের কাছে মা কত পরিচিতা। পথে যাইতে যাইতে যোগেনবাবুর স্ত্রীর কাছে শুনিলাম—যেদিন সরস্বতীবাড়ী কীর্ত্তন হয়, সেদিন একটি ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এখানকার স্বর্গীয় উকীল প্যারীবাবুর স্ত্রীর খুব ইচ্ছা মার কীর্ত্তনাদিতে যোগ দেন, কিন্তু ছেলের তেমন মত নাই। তাই আসিতে পারি নাই। তাই নিজের দরজায় দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন, কালো এক মূর্ত্তি। কটিতে রক্তবস্ত্র, কৃষ্ণের মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঁধা—মাথায় মুকুট ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। ইনি ইহা দেখিতেছেন—স্পষ্ট দেখিতেছেন। পরে বউ ও মেয়েকে ডাকাইয়া দেখিতে বলিলেন। তাহারা প্রথমে একটু কেমন কেমন দেখিল—পরে আর দেখিল না। কিন্তু তিনি দেখিতেছেন! যখন লুটের জয়ধ্বনি দিয়া কীর্ত্তন শেষ হইল, তখন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। পরে তিনি রজনীবাবুর বাসায় কীর্ত্তনে আসিয়াছিলেন। মার নিকটেই বসিয়াছিলেন। মা হঠাৎ তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইনি কে?" তিনি বলিলেন, 'প্যারীবাবুর স্ত্রী', মা বলিলেন,—"ছেলের কাছে আছ বুঝি—ইত্যাদি", বলিয়া তাহার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিলেন।

রামু আগমন ও তথায় পঞ্চবটী স্থাপন।

যাক্, রামুতে আমরা প্রথমে রামকুটের পাহাড়ের উপর গেলাম। সেখানে সকলে খুব আনন্দ করিল। সেখানকার মালিক সাধুটি অসুস্থ, তাঁর ইচ্ছায় মার 'ভোগ সেখানেই হইল। বেলা প্রায় ৪টায় আমরা নগেন্দ্র পালের বাড়ী আসিলাম। সেখানেও ভোগের আয়োজন ও কীর্ত্তনের আয়োজন হইয়াছে। মা দরজায় আসিতেই পঞ্চপ্রদীপ ইত্যাদি দিয়া মাকে বরণ করিয়া নিল। ঠাকুরমন্দির মার জন্য সাজান হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবুর ছেলে পেলে নাই মাকে দুঃখ জানাইলে, মা বলিতেছেন—"আমিই তোমার ছেলে-মেয়ে"—এই বলিয়া মা, মা, করিয়া ডাকিয়া তাহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ দিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র পালের স্ত্রী মাকে খাওয়াইয়া দিল। একবার সে বলিয়াছিল, "তুমিতো আমার মেয়ে. আমি তোমার সঙ্গে খাইব।" মা সে ইচ্ছাও পূর্ণ করিলেন। তাহার সঙ্গে একটু ফল মিষ্টি খাইলেন। আসিবার সময় চোখের জল ফেলিলেন, 'আবার কক্সবাজার আসিবেন', বলিলেন। সেদিনই রাত্রিতে কীর্ত্তন ও ভোগাদির পর প্রায় ১২টায় আমরা সাম্পানে কক্সবাজার ফিরিলাম। রামুর লোকগুলি যেন মার জন্য এত অল্প সময়েই খুব মাতিয়া উঠিয়াছে। মাকে বিদায় দিবার সময় সকলে হাতজোড় করিয়া বসিয়া করুণস্বরে একটা গান করিয়া মাকে শুনাইল। গানটির পদ মনে নাই—মর্ম্ম এই যে, মা তুমি আমাদের ছাড়িয়া গেলে আমরা যে মাতৃহারা হইব। ওগো করুণাময়ী তুমি আমাদের চরণছাড়া করিওনা—আমরা তোমার অধম সন্তান ইত্যাদি। মা এদের ওখানকার একটা জায়গা দেখাইয়া বলিলেন,—"এটা পঞ্চবটী স্থানের মত হইলে বেশ হয়।" সে জায়গাটা রামকূট।

রামকূট গিয়া সেই পঞ্চবটী কোথায় হইবে, জ্যোতিষদাদা বলিতেই স্থানীয় একটি লোক বলিল,—"কয়েকদিন হয় জঙ্গলের মধ্যে একটা স্থান পাওয়া গিয়াছে, সেটাই নাকি পূর্ব্বে রামকূট ছিল, এখন এখানে মূর্ত্তি ইত্যাদি নিয়া আসিয়াছে। সেখানেই পঞ্চবটী তৈয়ার হউক।" অমনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে নিয়া সেস্থানে যাওয়া হইল—খুব জঙ্গল কাটিয়া কাটিয়া আমরা মাকে নিয়া সেইস্থানে গিয়া দেখি একটা স্থান বাঁধান ছিল এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কেহ বলিল—বৌদ্ধ মন্দির ছিল। মা বলিলেন—"যাহাই থাকুক—ধর্ম্মস্থান ছিলতো ? পুরান স্থান—এই স্থানটাতেই হউক।" স্থানীয় লোকদের বলিয়া আসা হইল। সেখানকার লোকেরা কীর্ত্তন করিতে করিতে মাকে সাম্পানে পৌঁছাইয়া দিল। তাহারা নাম ধরিল,—

প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ বলে ডাকরে, নিতাইর সমান
দয়াল আর নাইরে।
নমঃ রামনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ হরে, জনার্দ্দন মধুসূদন রে।
জয়গুরু জয়গুরু বল অবিরাম, তারকব্রহ্ম সনাতন
পূর্ণ করবে মনস্কাম।

গ্রামবাসীদের সরল ভক্তি বিশ্বাস এবং যত্নে সঙ্গীয় সকলেই খুব আনন্দ পাইলেন।

২৫শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

আজ ভোর হইতেই আমরা কক্সবাজার ঘাটে পৌঁছিলাম। বিরাজবাবু প্রভৃতি উষা কীর্ত্তন করিতে করিতে মাকে তাঁবুতে নিয়া আসিলেন। গান ধরিলেন,—

ভজ গোবিন্দ, কহ গোবিন্দ, লহ গোবিন্দের নাম রে ;
যে জন গোবিন্দ ভজে, সেই আমার প্রাণ রে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওরে ওরে মূঢ় মন, জান জান রে, জানিয়া হরিগুণ গাও রে ;
প্রভাত-সময়-কালে পাখীরা সব ডালে ডালে,
আনন্দে হরিগুণ গায় রে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তখন কক্সবাজার নিদ্রিত—গানের শব্দে, মা ফিরিয়া আসিয়াছেন জানিয়া, অনেকে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মা তাঁবুতে আসিয়াছেন, তুই একজন আসিয়া বসিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে মা আলাপ করিতেছেন। খানিক পরে মা কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। রামুতেও লোকের খুব ভীড় হইয়াছিল। বেলা প্রায় দশটায় মা উঠিলেন, মার ভোগ হইল। তুপুরে সচ্চিদানন্দ খেলা জমিয়া উঠিল। সন্ধ্যাবেলায় সকলে আসিয়াছেন, আজ ধোপাবাড়ী মাকে কীর্ত্তনে লইয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে মুন্সেফবাবু সস্ত্রীক, মোহিনী বাবুর স্ত্রী প্রভৃতি সকলেই ধোপাবাড়ী গেলেন। ভোলানাথ মহানন্দে কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। ধোপাবাড়িতে যত্নের ত্রুটি নাই। কীর্ত্তনান্তে আমরা সকলে মিলিয়া ফল কাটিয়া বিতরণ করিলাম। গৃহিণী, মা যাইতেই প্রদীপ দিয়া বরণ করিয়া লইল—পাখা দিয়া ছিটাইল—লতাপাতা দিয়া দরজা সাজাইয়াছে। মা ও ভোলানাথের পা ধোয়াইয়া চুল দিয়া মুছিয়া লইল। সকলেই বেশ আনন্দ পাইলাম। আগামী কল্য তুপুরে মাকে নিয়া মেয়েরা কীর্ত্তন করিবেন স্থির হইয়াছে। রাত্রি প্রায় ১॥০টায় সকলে বিশ্রাম করিতে গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৬শে ফাল্গুন, বুধবার।

সকালে উঠিয়াই মা সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গেলেন, তথা হইতে সহরের দিকেও বেড়াইয়া আসিলেন। তাঁবুতে ফিরিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া আবার সকলকে নিয়া বাহির হইলেন—মেথরপটিতে গিয়া সকলকে নিয়া কীর্ত্তন করিলেন। পরে ছেলেদের স্কুলে গেলেন, তাহারা মাকে অভিনন্দন করিল—তথা হইতে হাঁসপাতালে গেলেন—ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রায় ১২টায় তাঁবুতে আসিলেন। ভোগের পর মেয়েদের কীর্ত্তন হইল। সন্ধ্যায় কীর্ত্তন শেষ হইল। এক ভদ্রলোক সন্ধ্যার পর কীর্ত্তন নিয়া আসিয়া মাকে কীর্ত্তন শুনাইলেন।

২৭শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার।

মা অনেক বেলায় উঠিয়াছেন। আজ মাকে বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি ভোগ দিলেন। খাইতে খাইতে চারটা বাজিয়া গেল। মা আহারের পরই বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার আহারের পূর্ব্ব হইতে ভক্তগণ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পড়িয়া আছে কারণ তাহারা শুনিয়াছে মা আগামী কল্যই চলিয়া যাইবেন। তাহারা যাইতে দিবে না বলিয়া মার চরণ তলে দলে দলে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে—অনেক করিয়া বলিয়াও তাহাদের উঠাইতে পারিলেন না, পরে আহারে গেলেন। ছেলেরা ৮টা অবধি ওই ভাবে পড়িয়া রহিল। সকলের অনুরোধে মার আগামী কল্য যাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থগিত হইল। দীনবন্ধুবাবুর বাসায় গিয়া মেয়েদের নিয়া কীর্ত্তন করিলেন, তথা হইতে আরও ২।৪ বাসায় নিয়া গেল। পরে মহেন্দ্রবাবুর বাসায় কীর্ত্তনে গেলেন। সেখান হইতে রাত্রি ১টায় ফিরিলেন, শুইতে প্রায় রাত্রি ২॥০টা বাজিল।

২৮শে ফাল্গুন, শুক্রবার।

আজও মা অনেক বেলা পর্য্যন্তই শুইয়া ছিলেন। তারপর ভদ্রলোকেরা আসিয়া বসিলেন। মা উঠিলে নানা কথা হইতে লাগিল। আজ শিবরাত্রি, মা কিছু খাইলেন না। মেথরের দল, ধোপার দল আসিয়া মাকে কীর্ত্তন শুনাইল। পরে সন্ধ্যায় বঙ্কিমদাদা কীর্ত্তন করাইলেন। কীর্ত্তনের সময় অনেকেই মাকে পূজা করিতে আসিয়াছে। মা সব স্ত্রীলোকদের দিয়া (যাহাদের স্বামী উপস্থিত), স্বামী পূজা করাইলেন। কয়েকজন স্ত্রীলোক শিবপূজাও করিল। রাত্রি ১টার সময় সকলে বিদায় নিলেন। আগামী কল্য মার কক্সবাজার ত্যাগ করিবার কথা স্থির হইয়াছে, সকলেই বিষন্ন। এখানকার সকলেই যেন মাকে লইয়া মাতিয়া আছে—এই আনন্দমেলা কাল ফুরাইয়া যাইবে বলিয়া সকলেই প্রায় কাঁদিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন—আজ দুই তিন দিন যাবৎ রাত্রিতেও তাহাদের ঘুম হয় নাই। বাড়ী বাড়ী কীর্ত্তন, তাঁবুতে প্রায় সময়তেই নাম কীর্ত্তন লাগিয়া আছে। কীর্ত্তনে লোকও যথেষ্ট হয়; ভোলানাথ মাতিয়া যান, তাহাতে সকলেই আনন্দে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাচিতে থাকে। নামে নামে যেন বাতাস ভরিয়া গিয়াছে। অনেকে নিজের বাড়ীতে গিয়া গভীর রাত্রে কীর্ত্তনের শব্দ পায়। এত আনন্দের খেলা কালই ফুরাইয়া যাইবে, সকলেরই চোখে জল। রাত্রি প্রায় ২টার সময় আসিয়া শুইয়া পড়িলাম।

—:0:—

অষ্টম অধ্যায়

—:*:—

২৯শে ফাল্গুন, শনিবার।

আজ ভোর বেলা হইতেই মার কাছে সকলে আসিতেছেন। প্রায় ৭॥০টা-৮টার মধ্যেই মা রওনা হইবেন। মা একবার একটু সমুদ্রের ধারে গেলেন, তখনই ফিরিয়া আসিলেন। মাকে একখানি চেয়ারে বসানো হইল। সকলেই ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্ত্রীলোকেরা সিন্দুর, ধান-দূর্ব্বা প্রভৃতি দিতেছেন। পুরুষেরা খোল, করতাল, হারমোনিয়াম নিয়া প্রস্তুত। মাকে কীর্ত্তন করিতে করিতে সাম্পানে উঠাইয়া দিবে। যথাসময়ে মা রওনা হইলেন। পিছনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলে মা-মা-মা-মা-মা-মা-মা গাহিয়া চলিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতেছে ও বলিতেছে, "আজ কি করিয়া থাকিব! আজ যে আমাদের বিজয়-দশমী।" আজ মা-মা গানও যেন বিষাদসুরে সকলের প্রাণে বাজিতেছে। পথে মা একবার দীনবন্ধুবাবুর বাসায় ঢুকিলেন। তাঁহারা মাকে নিজের বাড়ীর মেয়ের মত মনে করে। দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী মাকে একটু খাওয়াইয়া দিলেন। সকলেই পুনঃ পুনঃ বলিতেছে—"মা আবার শীঘ্র আসিও।" ফল, মিষ্টি লইয়া সকলে আসিতেছে। ভাবিতেছে—মা তাহার জিনিষ একটু লইলে, সে কৃতার্থ হইয়া যাইবে। দীনবন্ধুবাবুর বাসা হইতে মাকে সমুদ্রের দিকে নিয়া যাওয়া হইল। লোকে-লোকারণ্য! আর, কীর্ত্তন চলিতেছে। সকলে সজল-চক্ষে মাকে প্রণাম করিতেছে ও দয়া ভিক্ষা করিতেছে। মাও হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া সকলকে মিষ্ট ভাষায় তুষ্ট করিতেছেন। এই ভাবে বিদায় উৎসব শেষ করিয়া মা গিয়া সাম্পানে উঠিলেন। খানিকটা সাম্পানে গিয়া ষ্টীমার ধরিতে হইবে। যতদূর সাম্পান দেখা যায় সকলে তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। বহুদূর গিয়া আমরা দেখিলাম, তখন দল ফিরিতেছে।

কক্সবাজার ত্যাগ।

ষ্টীমারে আসিয়া মা শুইয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় ২টায় মা উঠিয়াছেন। এক ভদ্রলোক মা'র সহিত দেখা করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন—"মা ধর্ম্ম ধর্ম্ম সবাই করে, কিন্তু বাস্তবিক ধর্ম্মটা কি?" মা বলিলেন, "যাহা সকলেই চায়, তাহা পাইবার সহায়ক যে সব কর্ম্ম, তাহাই ধর্ম্ম। তাহাই স্বভাবের কর্ম্ম, আর যাহা অশান্তি দুঃখ আনে, তাহাই অভাবের কর্ম্ম, তাহাই অধর্ম্ম।" তিনি বলিলেন, "কেহ টাকা চায়, কেহ যশ চায়।" মা বলিলেন—"টাকা চায় সত্য, কিন্তু টাকাতে অভাব বাড়াইয়া অশান্তিই বাড়ায় শান্তি পায় না, কাজেই তাহা স্বভাবের কর্ম্ম হইল না।

ধর্ম্ম ধর্ম্ম সকলে করে, বাস্তবিক ধর্ম্ম কি?

আমরা চাই শান্তি ও আনন্দ। সংসারের বিষয়ে খণ্ড আনন্দ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আমাদের তৃপ্তি হয় না। আমরা চাই অখণ্ড আনন্দ—অখণ্ড শান্তি। তাহা পাইবার সহায়ক কর্ম্ম সকল নেওয়া দরকার।" কথাবার্ত্তার পর মা গিয়া বাহিরে বসিয়াছেন। জ্যোতিষদাদা সামনের একটী পাহাড় দেখাইয়া বলিতেছেন—"মা প্রবাদ আছে, হনুমান যখন গন্ধমাদন পর্ব্বত নিয়া যায় তখন খানিক ঔষধের গাছ এই পাহাড়ে ছিঁড়িয়া পড়ে, তাই এই পাহাড়ে নাকি অনেক ঔষধ পাওয়া যায়।" মা হাসিয়া বলিলেন—"বেশ তো হনুমান কৃপা করিয়াছে। যতক্ষণ ক্রিয়া, ততক্ষণই কৃপা। ক্রিয়া না থাকিলে, তুই না থাকিলে কৃপা কে কার কাছে প্রার্থনা করে? তুই না থাকিলে ক্রিয়াও হয় না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা প্রায় বেলা ৫টায় চট্টগ্রাম পৌঁছিয়া রাজেশ্বরের বাড়ীতে উঠিলাম। এই মন্দিরে মা'রও একখানা আসন প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। মন্দিরের সেবায়েত শীতল ঠাকুর মহাশয়, মা'র বড় ভক্ত। কক্সবাজার ছাড়িবার পূর্ব্বদিন মা মেয়েদের নিয়া সমুদ্রে স্নান করিলেন। সে কি আনন্দ! হাত ধরাধরি করিয়া জয় শিব শঙ্কর—বম বম্ হর হর—নাম করিয়া মা সমুদ্রের ভিতরে নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিতেছেন,—জলকেলিতে সকলেই মহা আনন্দ পাইলেন। বহু স্ত্রীলোক নামিয়াছেন, আবার অপর দিকে পুরুষেরাও নামিয়াছেন। মা স্ত্রীলোকদের চারি জনকে নিয়া বেশী ঢেউয়ের মধ্যে গিয়া বসিয়া পড়িলেন। চারজনে ধরাধরি করিয়া দোল দিতে লাগিল। মা ঢেউয়ের সাথে সাথে দোল খাইতেছেন। এইসব খেলা প্রায় ঘণ্টাখানেক চলিল। তারপর জয় শিব শঙ্কর বম্ বম্ হর হর নাম করিতে করিতে মা দলবল নিয়া তাঁবুতে ফিরিলেন। চট্টগ্রামে আসা মাত্রই লোকজন ঘিরিয়া বসিল। রাত্রিতে মা যশোদাবাবুর বাসায় উঠানে গিয়া বসিলেন। সামান্য একটু ফল; দুধ খাইয়া পুনরায় রাজেশ্বরের বাড়ীতে আসিয়াছেন। মন্দিরের বারান্দায়ই মা'র আসন পাতা হইয়াছে। রাত্রি প্রায় ১২টায় মা বিশ্রাম করিলেন।

চট্টগ্রাম আগমন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩০শে ফাল্গুন, রবিবার।

প্রাতে মা উঠিয়া বসিয়াছেন। অনেকেই আসিয়াছেন। রামঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যা উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী ও চন্দ্রনাথ ঘোষালের স্ত্রী মাকে ঠাকুরের আশ্রমে, পাহাড়তলী নিয়া গেলেন। সেখানে আশ্রমবাসীরা মাকে ভোগ দিবার জন্য রাখিতে চাহিলেন, কিন্তু সময় অভাবে থাকা হইল না। বিশেষতঃ যশোদাবাবুর বাসায় ভোগের বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা মাকে মিষ্টি ও ফল দিয়া ভোগ দিলেন। সব যায়গাটা মাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইলেন। মা প্রায় ঘণ্টাখানেক তথায় থাকিয়া ফিরিয়া আসিলেন। শশীবাবু প্রভৃতির বিশেষ অনুরোধে আজ আবার পরৈকোড়া যাওয়া স্থির হইয়াছে। প্রায় বেলায় ৩টায় খাওয়া দাওয়ার পর সাম্পানে পরৈকোড়া রওনা হওয়া হইল। এত অল্প সময়ের মধ্যেই মাকে আবার পাইয়া সকলেই মহা আনন্দিত হইলেন। সন্ধ্যায় সময় আমরা পরৈকোড়া পৌছিলাম।

পরৈকোড়ায় গমন।

১লা চৈত্র, সোমবার।

আজ পরৈকোড়ার সকলে খবর পাইয়া দেখা করিতে আসিয়াছেন। মা সকলের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। বেলা প্রায় ৩টায় মা'র ভোগ সাজান হইল। বাহিরের উঠানে মাকে ও ভোলানাথকে মধ্যে বসাইয়া সকলে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল। মহানন্দে ভোগের ব্যাপার শেষ হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা একটু একটু মুখে দিলেন মাত্র। আর এক একজনকে বাটি ধরিয়া দিয়া দিতেছেন, আর বলিতেছেন,—"দেখ, আমি সব খাইয়া শেষ করিয়া দিতেছি।" একজন বলিল, "তুমি তো খাইলে না।" মা বলিলেন, "সবই তো সেই একজনেরই মুখ, ঐ মুখে খাইতেছি।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। দুপুর বেলা আজ খুব আনন্দে সচ্চিদানন্দর খেলা চলিল। সন্ধ্যার পর কীর্ত্তনীয়ারা আসিল—খুব কীর্ত্তন হইল। রাত্রি প্রায় ১০টায় কীর্ত্তনীয়ারা কীর্ত্তন শেষ হইল। তখন নিজেরা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ভোলানাথ কীর্ত্তনে নাচিতেছেন। মা মেয়েদের নিয়া ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া নাম করিতে লাগিলেন। বেশী রাত্রি হইল, একে একে প্রণাম করিয়া সকলে বিদায় নিলেন। আজই রাত্রি ৪টায় চট্টগ্রাম রওনা হওয়া হইবে স্থির হইয়াছে।

পরৈকোড়া ত্যাগ।

আজ বৈকালেই যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ছেলেরা বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসায় রাত্রি ৪টায় রওনা হওয়া স্থির হইয়াছে। আনন্দ-কোলাহলে রাত্রি প্রায় ২টা বাজিল। ভোর ৪টা কি ৪॥০টায়—আমরা চট্টগ্রাম রওনা হইলাম। মোটরে খানিকদূর আসিয়া সাম্পানে উঠিলাম।

২রা চৈত্র, মঙ্গলবার।

বেলা প্রায় ৬টায় আমরা চট্টগ্রাম পৌঁছিলাম। ঘাটেই ইন্‌কম্‌টেক্স অফিসার নৃপেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের বাসা; তাহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘাট হইতেই মাকে নিয়া নিজেদের বাড়ী একটু নিয়া গেল এবং নিজেই মোটরে করিয়া মাকে রাজেশ্বরের বাড়ী পৌঁছিয়া দিয়া গেল।

চট্টগ্রাম প্রত্যাবর্ত্তন।

বেলা প্রায় ১১টায় জিতেন্দ্র ঘোষালের বাড়ী ভোগে মাকে নিয়া গেল। বৈকালে ৪টায় মা আবার রাজেশ্বরের বাড়ি ফিরিলেন। আজ সন্ধ্যায় মাকে গিরিজাবাবুর বাসায় লইয়া গেলেন। রাত্রি ১১টায় ফিরিলেন। আসিয়া দেখি রাজেশ্বরের বাড়ীতে একদল বসিয়া কীর্ত্তন করিতেছে। মাকে দেখিয়া কীর্ত্তন খুব জমিয়া গেল। রাত্রি প্রায় ১টায় তাঁহারা বিদায় নিলেন।

৩রা চৈত্র, বুধবার।

সকালে মা উঠিলেন। অনন্তবাবুর বাসায় মাকে নিয়া গেল। অনন্তবাবুর বসন্ত হইয়াছিল তাহাতে তাহার স্ত্রী মানত করিয়াছিল মাকে ডাবের জল, দুধ দিয়া স্নান করাইবেন। অনন্তবাবু ভাল হইয়াছেন, আজ তাহারা মাকে মানতের স্নান করাইতে বাসায় নিয়া গেলেন। স্নানাদি হইয়া গেল। পরে কিছুক্ষণ গ্রামোফোন বাজান হইল। বেলা প্রায় ১১টায় মাকে গিরিজাবাবুর বাসায় ভোগে নিয়া গেলেন। অনেকেই প্রসাদ পাইলেন। বেলা প্রায় ৫টায় উপেন্দ্র পালের স্ত্রী মাকে তাহার বাসায় নিয়া গেলেন। তথায় কিছু জলযোগাদি করাইলেন। সেখান হইতে মাকে সুরেন্দ্র ঘোষালের বাড়ী কীর্ত্তনে নিয়া গেলেন। একজন

মার মেয়েদের ও নির্ম্মলা মাকে নিয়া কীর্ত্তন ও নির্ম্মলা মা ভাবাবিষ্ট।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল কীর্ত্তনীয়া (প্রাণহরিদাস), কীর্ত্তন করিলেন। নির্ম্মলা মাও এখানে আসিয়াছেন। তিনি তথায় মার সঙ্গে গিয়াছেন। যখন নাম কীর্ত্তন আরম্ভ হইল মাও নির্ম্মলা মা ও মেয়েদেয় নিয়া একধারে দাঁড়াইয়া নাম করিলেন ও করাইলেন। নির্ম্মলা মা ভাবস্থ হইয়া পড়িলেন। অনেক লোক প্রসাদ পাইলেন। নির্ম্মলামাকে শোওয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। রাত্রি প্রায় ১টায় মা তথা হইতে আসিলেন। নির্ম্মলামাকেও নিয়া আসা হইল। রাত্রি ২৷৷০টা পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা চলিল।

৪ঠা চৈত্র, বৃহস্পতিবার।

ভোরে অনন্তবাবু আসিয়া গ্রামোফোন বাজাইতে বসিলেন। মা শুইয়া আছেন। চন্দ্রনাথবাবুর বাসায় ভোগের কথা স্থির হইয়াছে। জজসাহেব তাঁহার বাংলোয় মাকে নিতে চাহিয়াছেন। বৈকালে ৪৷৷০টার সময় তথায় যাওয়া হইবে। আজই রাত্রির গাড়ীতে মা চাঁদপুর যাইবেন, এখনও প্রকাশ করেন নাই। একটু বেলা হইতেই বৃষ্টি হইতে লাগিল। যশোদাবাবুদের পরিচিতা এক মা আসিয়াছেন, নাম মুক্তকেশী মা। বৃষ্টির মধ্যে মা হঠাৎ একা একা বাহির হইয়া রাজেশ্বরের বাড়ী হইতে যশোদাবাবুর বাসায় ভিজিতে ভিজিতে, হাততালি দিতে দিতে, 'জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এই গান করিতে করিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মাকে দেখিয়া অনেকেই বৃষ্টির মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার সঙ্গে কীর্ত্তনে মুক্তকেশী মা ও নির্ম্মলা মার ভাবাবিষ্ট অবস্থা চট্টগ্রাম ত্যাগের পূর্ব্বে জজসাহেবের মাকে দর্শন।

নামিয়া ঐ নাম করিতে লাগিলেন। যশোদাবাবুর স্ত্রী দুঃখ করিতেছিলেন, মা চলিয়া যাইতেছেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর বাসায় নামকীর্ত্তন হইল না, তাই মা আজ সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলেন। মার দুই আঁচলে নির্ম্মলা ও মুক্তকেশী মার কাপড়ের আঁচলকে বাঁধিয়া দিল। মহানন্দে কীর্ত্তন চলিল। ধীরে ধীরে মা সকলকে নিয়া রাজেশ্বরের বাড়ী আসিলেন। সেখানে নাটমন্দিরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইতেই মুক্তকেশী মা ভাবে একেবারে ধরাশায়ী হইলেন। নির্ম্মলা মা ভাবে বিভোর হইয়া তালে তালে নাচিতে লাগিলেন। সকলেই আনন্দ পাইলেন! মা আস্তে আস্তে কাপড়ের বাঁধ খুলিয়া একধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এইসব দেখিতেছেন। মুক্তকেশী মা একটু পরেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নির্ম্মলা মার ঠাণ্ডা লাগিবে বলিয়া ধীরে ধীরে নাম বন্ধ করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ঘরে নিয়া আসা হইল। কাপড় ছাড়াইয়া শোওয়াইয়া দেওয়া হইল। খানিক পরে তিনি উঠিয়া স্নানাদি করিয়া একটু জল খাইয়া শুইয়া পড়িলেন। মাকে জটু দাদার বাসায় নিয়া গেল। সেখানে সকলে মাকে নিয়া আনন্দ করিলেন। বেলা প্রায় ১২টায় মাকে চন্দ্রমাধববাবুর বাসায় নিয়া যাওয়া হইল। সেখানে ভোগ হইবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। চন্দ্রমাধববাবুর স্ত্রী মাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুরোধ করিয়াছেন,—"মা এখন যেন বৃষ্টি হয়না, তা হইলে বড়ই বিপদ।" বাইরে মার বসিবার ও আহারের জায়গা হইয়াছে। বৃষ্টির ভয়ে আর সকলেরই স্থান বারান্দায় হইয়াছিল। একটু পরেই দেখা গেল, ধীরে ধীরে একটু রৌদ্র উঠিয়াছে। তখন মা, ভোলানাথ ও হেম ভাইকে সকলে মাঝখানে বসাইয়া উঠানেই প্রসাদ নিতে বসিয়া গেলেন, আর বৃষ্টি হইল না। মা ভোগের পর একটু শুইয়া রহিলেন, কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। মা মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া দেখিতেছেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরেই মা উঠিয়া বসিলেন। মা আজ চলিয়া যাইবেন, কাজেই মা শুইয়া থাকেন—কাহারও ইচ্ছা নয়। নির্ম্মলা মাও গিয়াছেন। বেলা প্রায় ৪টায় মাকে চন্দ্রনাথবাবুর বাসা হইতে শশীবাবু তাঁহার ষ্টুডিওতে নিয়া গেলেন। সেখানে মার ফটো তোলা হইল। আমি সঙ্গে ছিলাম, মাকে নিয়া রাজেশ্বরের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। বেলা ৫টায় জজসাহেবের বাংলোয় গেলেন। ইতিমধ্যে কীর্ত্তনীয়ারা আসিয়াছে, মা বলিয়া গেলেন, "তোমরা কীর্ত্তন আরম্ভ কর আমি এখনই আসিতেছি।" মা আজই ৯টায় ষ্টেশনে যাইবেন। চাঁদপুর যাইতেছেন, তাই একটু বেলা থাকিতেই কীর্ত্তন আরম্ভ করিতে বলিলেন, যাহাতে যাইবার পূর্ব্বে কীর্ত্তন শেষ হয়। মা আজই যাইবেন, আবার কীর্ত্তনের মধ্য হইতে উঠিয়া যাওয়া ঠিক নয় তাই মা পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছেন, সেই ভাবেই কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। লোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকারণ্য অনেকেরই আজ কীর্ত্তনে মন নাই। কীর্ত্তনে মন একটু লাগিলেই আবার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিতেছে যে মা আজই চলিয়া যাইবেন। অনেকেরই চোখে জল। রাজেশ্বরের বাড়ীর শীতলঠাকুরের স্ত্রীর অবিরত কান্না চলিতেছে। মা জজসাহেবের বাংলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কীর্ত্তনের মধ্যে রসিলেন। যাইবার সময় হইয়া আসিল। একজন ভদ্রলোক দীক্ষাপ্রার্থী হইয়াছেন তাই ভোলানাথ আজ যাইতে পারিতেছেন না আগামী কল্য দীক্ষা দিয়া তিনি যাইবেন। মা বলিতেছেন, "আমি যখন আজই যাইব বলিয়া ফেলিয়াছি তখন আমি আজই যাই তুমি কাল আসিও। আমি গিয়া চাঁদপুর গিরিজার বাসায় থাকিব।" ভোলানাথ রাজি হইলেন, শঙ্করানন্দ তাঁহার সঙ্গে রহিলেন। মার সঙ্গে আমি অখণ্ডানন্দ স্বামী ও জ্যোতিষদাদা আসিলাম। সকলের চোখের জলের মধ্যে মা বিদায় নিতেছেন—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। প্রণামের জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়াছে, আবার কয়েকজন স্থির ভাবে সজল নয়নে শুধু মার মুখের দিকে চাহিয়াই দূরে দাঁড়াইয়া আছে। আমরা সুরেন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের মোটরে ষ্টেশনে আসিলাম। ঘোষাল মহাশয়েরাও সপরিবারে ষ্টেশনে আসিয়াছেন, আরও অনেকেই আসিয়াছেন। গিরিজা বাবুও সপরিবারে আসিয়াছেন। সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে মার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। যাঁহারা নূতন পরিচিত তাঁহারা মার সহিত আলাপ করিতেছেন। মার মধুর উপদেশবাণী শুনিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃতার্থ হইতেছেন। শীতলঠাকুর একটু দূরে দাঁড়াইয়া আকুল হইয়া কাঁদিতে ছিলেন। ভীড়ের মধ্যে কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই কিন্তু মার চক্ষে তাহা এড়ায় নাই। মা হাসিয়া বলিতেছেন, "শীতল বাবা কই?" এই বলিয়া দূরে গাছতলার দিকে চাহিয়া "শীতল বাবা শীতল বাবা"—বলিয়া ডাকিতেছেন ও হাসিতেছেন। তখন সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। শীতলঠাকুরকে ধরিয়া আনিয়া মার পায়ের কাছে বসাইয়া দেওয়া হইল। মা হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, "কি লোককেই তুমি মন্দিরে স্থান দিয়াছিলে, এখন কাঁদাইয়া যাইতেছে।" আবার বলিতেছেন, "আচ্ছা দেখত আমিত হাসিতেছি; যে হাসে তাহার জন্য আবার তোমরা কাঁদিতেছ, যে হাসে তাহার জন্য লোক কাঁদে নাকি," এই বলিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "তবে এই যে হাসিটা প্রকাশ পাইতেছে ইহাও কান্না বলিতে পার। কিছু একটা প্রকাশ হইতেছে ত; সেই হিসাবে কাঁদিতেছি বলিতে পার।" পরে সকলের কাছে একটু একটু নাম করিবার ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন।

মাকে বিদায় দিবার করুণ দৃশ্য।

গাড়ী ছাড়িবার সময় হইল। হীরু ছেলেটি সীতাকুণ্ডে মার কাছে কিছুদিন ছিল, ডাক্তারী পড়ে, সে হঠাৎ আর চাপিতে না পারিয়া সশব্দে কাঁদিয়া উঠিল। মা সকলকে সান্ত্বনা বাক্য বলিতে বলিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কাহারও আকুল বেদনায় জগতের কেহই দাঁড়াইয়া থাকে না, গাড়ীও দাঁড়াইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। কয়েকজন ছেলে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে লাগিল। অন্যান্য সকলে চিত্রপুত্তলিকার মত মার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কক্সবাজার যাওয়ায় সকলেরই মনে ভরসা ছিল মা চট্টগ্রাম দিয়াই ফিরিবেন, দেখা হইবেই কিন্তু আজ সকলেই ভাবিতেছে কি জানি কবে দেখা পাইব। এইভাবে চট্টগ্রামের লীলা শেষ করিয়া মা চাঁদপুর চলিলেন। গাড়ী ছাড়িবার পরই মা শুইয়া পড়িলেন ইহা আরও দেখিয়াছি। কে জানে ভক্তদের প্রাণের বেদনা মার প্রাণে আঘাত করে কি না। রাত্রি প্রায় ৪টায় চাঁদপুর পৌঁছিয়া তখন গিরিজাবাবুকে (ভোলানাথের ভাগিনেয়), খবর দেওয়া হইল না ষ্টেশন মাষ্টারকে বলায় তিনি মাকে ওয়েটিংরুমে নিয়া গিয়া বসাইলেন। তাঁহারা সকলেই গতবার মার সহিত পরিচিত হইয়াছেন। যাওয়ার সময় মা ও আর সব নিয়া ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। তিনি রেলওয়ের ডাক্তার, কাজেই রেলওয়ের কর্ম্মচারী অনেকেই আসিয়া তখনই মাকে দর্শন করিয়াছিলেন। গিরিজাবাবুকে খবর পাঠান হইল।

৫ই চৈত্র, শুক্রবার।

বেলা ৬টা বাজিতেই গিরিজাবাবু গিয়া উপস্থিত। আমাদের নিয়া তিনি নিজ বাসায় আসিলেন এবং হাঁসপাতালের একটা ঘর খালি করিয়া মার থাকিবার স্থান করিয়া দিলেন। আমরা তথায় আশ্রয় নিলাম। খবর পাইয়া সকলে মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিকাতা যাবার পথে চাঁদপুরে আগমন

দুপুরে মা কিছু সময় পড়িয়াছিলেন। মা উঠিয়া সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনাদি হইল। খবর পাইয়া পূর্ণ বাবু (কৃষ্ণনগরে যিনি ছিলেন), আসিয়াছেন। তিনি নদীর ওপারে থাকেন। সন্ধ্যায় আসিয়া মাকে নিজ বাসায় নিয়া যাইবেন বলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত মেয়েরা আসা যাওয়া করিতে লাগিল তারপর মা উঠিয়া রাস্তায় একটু হাঁটিতে লাগিলেন। আমি ও গিরিজাদাদা সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিতে লাগিলাম, অনেক কথা হইতে লাগিল। কালীপ্রসন্ন কুশারীকে যে বলা হইয়াছিল, "আপনি এখন সংসার ছাড়িয়া যান"—তিনি যান নাই, পরে তাঁহার পুত্র বিয়োগ হইল। মা নিজ ভাব হইতে যে কথা বলেন, সব সময় আমরা তাহা নিজেদের মনের মত না হইলেই তাহা পালন করি না। এক্ষেত্রেও তাই হইয়াছিল, যখন কালীপ্রসন্নবাবুর দ্বিতীয় ছেলে কঠীন রোগে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসে; তারপর মা তারাপীঠ আসিলেন, কালীপ্রসন্নবাবুও সপরিবারে গিয়াছেন, মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি এখন সস্ত্রীক সংসার ছাড়িয়া দেন, দূরে যাইতে না চান সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে গিয়া থাকেন"; কিন্তু তিনি জানাইলেন, তৃতীয় ছেলে হরিদাসের বিবাহ না দিয়া যাওয়া হয়না। মা তাহাতে বলিলেন, "বেশ তাই হইবে, বিবাহের পরই চলিয়া যাইও। এই কয়দিন শিবপূজা নিয়া প্রত্যহ শিব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজাদি কর। এরপর মা যখন শ্রীরামপুর গেলেন, তখন প্রথম ছেলে—এই গিরিজাবাবু ও দ্বিতীয় ছেলে আসিয়া মাকে ধরিলেন 'বাবাকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না' তখন মা ছাতের কোঠায় থাকিবার ব্যবস্থা দিলেন—তাও তাদের সুবিধা হইবে না বলায় মা অন্য একটা বিধান দিলেন। সেই কথাই বলিতেছেন—"অন্য একটা বিধান ত নয়, কিছু একটা না বলিলে তোমরা মনে করিতে পার আমি বুঝি রাগ করিয়াছি, তাই তোমাদের ভাব অনুসারেই একটা কিছু বলা হয়।" এই ঘটনার কিছুদিন পরে কালীপ্রসন্ন বাবুর দ্বিতীয় ছেলে মারা যায়—তখন সকলেই বুঝিল মার বিধান পালন করাই বোধ হয় মঙ্গলকর ছিল। কিন্তু যাহা হইবার হইবেই। পূর্ণবাবুর সন্ধ্যায় আসিবার কথা, রাত্রি ৮টা বাজিয়া যায়, তিনি আসেন না। মা রাস্তা হইতে আসিয়া পায়খানায় গেলেন, পায়খানায় সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়াই বলিতেছেন, "হয়ত এখনই বাবাজি (পূর্ণবাবু) আসিয়া বলিবে, মা চলুন। এই কথা বলিতে বলিতে মা গিয়া পায়খানায় ঢুকিলেন। বোধহয় একমিনিটের মধ্যেই পূর্ণবাবু সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত। মা আসিলে অনেকেরই, এত রাত্রিতে নৌকায় ওপারে যাওয়া অমত হইল, কিন্তু পূর্ণবাবু ও তাহার স্ত্রীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া মা তাঁহার বাসায় চলিলেন। জ্যোতিষদাদা শারীরিক অসুস্থতার জন্য গেলেন না, আমিও অখণ্ডানন্দজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিরিজাবাবুর সঙ্গে চলিলাম। ঘাটে গিয়া ডেপুটিবাবুর নৌকায় উঠিলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি, বেশ লাগিতেছিল। পূর্ণবাবুর মেয়েটি গান ধরিল—

'বল্‌রে জবা বল্‌! কোন সাধনায়
পেলিরে তুই মায়ের চরণতল'

আমরা পূর্ণবাবুর বাসায় উঠিলাম। ছেলে মেয়েরা নাম করিল। আগামীকল্য আসিবার জন্য আবার বিশেষ অনুরোধ করিয়া মাকে তাহারা বিদায় দিলেন। পূর্ণবাবু সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দিয়া গেলেন। রাত্রি প্রায় ১১টায় আসিয়া বাহিরে গাছতলায় বসিলেন। জ্যোতিষদাদার সহিত কথা হইতে লাগিল। রাত্রি প্রায় ২টায় মা শুইলেন।

৬ই চৈত্র, শনিবার।

আজ ভোর রাত্রিতেই ভোলানাথ শঙ্করানন্দ ও জটু আসিয়া পৌঁছিল। বেলা প্রায় ৭টায় মা উঠিয়াছেন। উপস্থিত সকলের সহিত কথা বলিতেছেন। খানিকপরে মাকে উঠাইয়া নিয়া মুখ ধোয়াইয়া দিলাম। বাংলাদেশ সিন্দূরে সিন্দূরে মাকে সুবচনী ঠাকুরাণী করিয়া তুলিয়াছে। নাক, মুখ, চোখ সব সিন্দূরে মাখা, কাপড়, জামা ও রং হইয়া গিয়াছে। সাবান দিয়া ধোয়াইয়া দিয়াও পারা যায় না। অনবরতই এই অবস্থা। আজও ধোয়াইয়া দিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে একটু জল খাওয়াইয়া দিলাম। আজও পূর্ণবাবু ও তাঁহার ছেলেরা আসিয়াছেন। আরও অনেকে আসিয়াছেন। পূর্ণবাবুর ছেলে কয়েকটি গান করিল। বেলা প্রায় ১টায় সকলে বিদায় নিলে মা কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

চাঁদপুর হইতে কলিকাতা যাত্রা

ভোগ তৈয়ার হইলে মাকে উঠাইয়া একটু খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। আবার আসিয়া মা শুইয়া রহিলেন। আজ রাত্রিতে কলিকাতা রওনা হইবার কথা, তথা হইতে দিল্লী যাওয়ার কথা। দিল্লীর সকলে অস্থির হইয়া আছে। তাঁবু টাঙাইয়া মাসখানেক অপেক্ষা করিয়া খুলিয়া ফেলিয়াছে—কত টেলিগ্রাম আসিতেছে, মা কবে আসিবেন। আজ বৈকালে মেয়েরা আসিয়াছে, মা উঠিয়া বসিয়া কথা বলিতেছেন। সন্ধ্যার সময় পূর্ণবাবু আবার মাকে তাহার বাসায় নিয়া গেলেন। জ্যোৎস্না রাত্রিতে খুব কীর্ত্তন হইল। সেখান হইতে পূর্ণবাবুর স্ত্রীর কাঁদাকাটার মধ্যে মা ফিরিয়া এক বাসা হইয়া হাঁসপাতালে ফিরিলেন। রাত্রি প্রায় ১টায় আমরা গিয়া ষ্টীমারে উঠিয়া রহিলাম।

—:0:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম অধ্যায়

—ঃ*ঃ—

৭ই চৈত্র, রবিবার।

ভোর বেলা ৫টায় ষ্টীমার ছাড়িল। হঠাৎ কলিকাতা-যাত্রী বিনয়বাবু (মুন্সেফ) ও সেই ষ্টীমারে আসিয়া উঠিলেন। একটা ষ্টেশনে কিছু ক্ষীর কেনা হইল। মার আদেশে ষ্টীমারে যাত্রীদের মধ্যে তাহা বিতরণ হইল। রাত্রি ৮৷৷০ টায় আমরা কলিকাতা পৌঁছিলাম। মার আদেশে এবার কাহাকেও খবর দেওয়া হয় নাই। বিনয়বাবুই আমাদের বির্লা পার্কের শিব-মন্দিরে পৌঁছাইয়া দিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। কথা হইল তিনি কি খাবার নিয়া আসিবেন। মা দুষ্টামী করিতে বাহির হইলেন। প্রথম শচীবাবুর বাসায় গেলেন। আমাদের সকলকে রাস্তায় রাখিয়া রহস্য-ময়ী মা নিজের চাদর দিয়া মাথায় পাগড়ীর মত বাঁধিলেন। অন্ধকারে ধীরে ধীরে শচীবাবুর দরজায় গান ধরিলেন—

'জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে হরে'।

গান শুনিয়াই সকলে চমকিয়া উঠিল, শচীবাবু পরে বলিলেন —আমার যেন প্রাণটা তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু মার গলা বলিয়া চিনিতে পারি নাই। মা আসিয়া বলিলেন, "আমার যে মনে হইয়াছিল তোমরা যেন গলার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আওয়াজ ধরিতে না পার।" যাক্, ভূপেশ বলিয়া একটি ছেলে দৌড়াইয়া বাহিরে আসিতেই মা আবার অন্ধকারে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ঐ চেহারা কি ভুল হইবার! যতই পাগড়ী বাঁধা থাকুক, ভূপেশ একটু থমকিয়া থাকিয়াই মাকে চিনিতে পারিয়া 'মা' বলিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া সকলে ছুটিয়া আসিল। উচ্চ হাসির শব্দ, বাহির হইতে আমরা শুনিলাম। একটু পরেই শচীবাবু আসিয়া আমাদের ভিতরে নিয়া গেলেন। আমি ভোলানাথ, জ্যোতিষদাদা ও অখণ্ডা-নন্দজী মার সঙ্গে সঙ্গে আছি। কিছু সময় তথায় আসিয়া আমরা যতীশগুহদের বাসায় চলিলাম। তথায় গিয়াও মা এই খেলাই খেলিলেন। শচীবাবু উপরে চলিয়া গেলেন—অনেকেই শুইয়াছিলেন রাত্রি প্রায় ১১টায় শচী-বাবুকে দেখিয়া সকলেরই প্রাণে জাগিল, মার খবর নিশ্চয়ই কিছু নিয়া আসিয়াছে। কিন্তু শচীবাবু কিছুই বলেন না। মা আবার সকলকে দূরে রাখিয়া আমাকে নিয়া যতীশ গুহদের বাড়ীর পিছনের গলিতে ঢুকিয়া পূর্ব্বের সাজে ধীরে ধীরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গান ধরিলেন, "জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে হরে ; ঐ নাম বল বদনে শুনাও কানে বিলাও জীবের দ্বারে দ্বারে" ; এত রাত্রে মধুর সুরে সকলেই

রাত্রিতে কলিকাতায় আগমন এবং প্রচ্ছন্নভাবে বাড়ী-বাড়ীতে "জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ,' ইত্যাদি নাম কীর্ত্তন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চমকিয়া উঠিল। সকলে দোতালায় আছে, শব্দ বড় করিবার জন্য মা আমাকেও সঙ্গে নাম করিতে আদেশ দিলেন। সত্য ঘটনা কখনও কখনও কাহারও কাহারও প্রাণে জাগিয়া ওঠে—আজ নীতিশের স্ত্রীর প্রাণে জাগিয়া উঠিল। সে বলিল, মার কথা মনে হয়—এই বলিতেই সকলে ছুটিয়া নামিয়া আসিল। মাকে ঐ ভাবে দেখিয়া সকলে গিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল। আনন্দের সীমা রহিল না। কিছু সময় দাঁড়াইয়াই মা প্রাণকুমারবাবুর বাসা, বিনয়বাবুর বাসা হইয়া শিব মন্দিরে ফিরিলেন। তথায় বিনয়বাবু সস্ত্রীক যাইয়া খাবার নিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। খাওয়া দাওয়া হইল। মা আবার বাহির হইলেন। এবার গাড়ী ভর্ত্তি। মা ভ্রমরদের বাসায় গেলেন, তথা হইতে নবতরুদের বাসা হইয়া গেণ্ডারিয়া উপেন্দ্রবাবুর বাসা হইয়া রাত্রি প্রায় ২টায় ফিরিলেন। তখন আবার দুষ্টামী আরম্ভ করিলেন, "খুকুনী নাম শিখিয়াছ, এখন সকলে শুনিবে শীঘ্র কর" আমি বলিলাম, "তুমিও কর।" এই সব নাম করিতে করিতে রাত্রি ৩টায় মা শুইলেন। শচীবাবু, নবতরু, যতীশগুহ, নীতিশ, তাহাদের মা সকলেই কম্বল নিয়া মার পাশে স্থান নিল।

৮ই চৈত্র, সোমবার।

সকালবেলা মা উঠিতেই অনেকে আসিয়া বসিয়া আছেন। মা উঠিয়া বসিলেন সকলের সহিত আলাপ করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেলা প্রায় ১২টায় মা ঢাকুরিয়া কুশারী মহাশয়ের বাসায় ভোগে গেলেন। সেখান হইতে ফিরিবার পথে সুরেন ঠাকুরের, বাসায় তাঁর স্ত্রী সংজ্ঞাদেবীর বিশেষ আগ্রহে, হইয়া আসিলেন। প্রায় ৫টায় মা বির্লার মন্দিরে আসিলেন। লোকে লোকারণ্য, মাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। মা গতবার যখন সকলকে নিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তখন

কলিকাতা হইতে ৺কাশী যাত্রা।

রায়বাহাদুর সুরেনবাবু তাহা ফিল্মে তুলিয়া নিয়াছিলেন। আজ সন্ধ্যায় তাহা মাকে দেখাইবেন। আমাদের পৈতার ছবিও তোলা আছে। সবই আজ সন্ধ্যার সময় দেখান হইল। এর পরই মার রওনা হইবার সময় হইল। অনেকেই প্রণাম করিয়া একে একে বিদায় হইতেছেন। অনেকে সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশনে চলিলেন। গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকলে একদৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া আছে। মা কাশী যাইতেছেন। বাচ্চুর মার বিশেষ আহ্বানে তথায় যাইতেছেন। তিনি অহোরাত্র কীর্ত্তন করিবেন। রাত্রি ১০টায় মা কাশীর গাড়ীতে রওনা হইলেন। রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা গাড়ীতে এত ভীড় করিতে নিষেধ করিতেছেন কিন্তু কেহই মার নিকট হইতে নড়িতেছেন না। বকুনী খাইতেছে, একবার নামিয়া যাইতেছে আবার ২।১ জন করিয়া মার কাছে সকলে আসিয়া জমিতেছে। এক হাসির ব্যাপার। যাক্ নির্দ্দিষ্ট সময় গাড়ী ছাড়িয়া দিল। অনেকে দৌড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম

" কিশনপুর "

দেরাদুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিতেছে। শেষে ট্রেনের গতি বৃদ্ধি হইল। হতাশ হইয়া তাহারা দাঁড়াইয়া রহিল। এই বিদায় দৃশ্যগুলি বড়ই করুণ।

৯ই চৈত্র, মঙ্গলবার।

বেলা ১০টায় আমরা ৺কাশীধামে পৌঁছিলাম। বিমলা মা ও আনন্দ ভাই হরিদ্বার যাইতেছেন। এইখানে তাহাদের সহিত দেখা হইল। মাকে দেখিয়া তাহারা ছুটিয়া আসিল। ষ্টেশনে বাচ্‌চুর মা প্রভৃতি আসিয়াছেন, পূর্ব্বেই টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল। ভোরে কীর্ত্তন আরম্ভ করা হইয়াছে। মাকে বাচ্‌চুদের বাড়ী নিয়া যাওয়া হইল। বাগানে এক কুটীরে মার থাকিবার জায়গা করা হইয়াছে। মা তথায় গিয়া বসিলেন। মাকে কাপড় ছাড়াইয়া একটু জল খাওয়ান হইল। কীর্ত্তন চলিতেছে—

৺কাশী আগমন, অহোরাত্র কীর্ত্তন।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে—"

মার আগমন সংবাদ পাইয়া সকলে মার দর্শনে আসিতেছে মা সকলের সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক মিষ্টভাষায় আলাপ করিতেছেন। বেলা প্রায় ১২টায় মার ভোগ হইল। থিওসফিকেল সোসাইটির বৈজনাথ পাণ্ডের স্ত্রী আসিয়াছেন। গতবার হইতেই ইঁহারা স্বামী-স্ত্রী মার খুব অনুরক্ত

১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছেন। সন্ধ্যায় মাও একবার কীর্ত্তনে আসিয়া বসিলেন। কলিকাতা হইতে যতীশ গুহ আমাদের সঙ্গে আসিয়াছেন। সকলে মিলিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। সারারাত্রিই প্রায় জাগিয়া কাটিয়া গেল। রাত্রি হইতে মা, ভোলানাথ ও সঙ্গের সকলেই কীর্ত্তনের কাছে গিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন মা একেবারে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

১০ই চৈত্র, বুধবার।

বেলা ৬৷৷০টায় কীর্ত্তন শেষ হইল। এখানকার নিয়মে চুণ-হলুদ গুলিয়া মাটিতে ঢালিয়া দিয়া সকলে তাহাতে গড়াগড়ি দিল। পরে সকলে মাকে নিয়া গঙ্গাস্নানে চলিল। হরসুন্দরী ধর্ম্মশালা হইতে কানাই দাদা সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। মাকে তাঁহাদের ধর্ম্মশালায় নিয়া যাইবেন। মালিক, মহেশবাবু অসুস্থ। মা ফিরিবার পথে তথায় গেলেন। মা তাহাকে এক বৎসর যে নিয়ম পালন করিতে বলিয়াছিলেন, এই চৈত্র মাসে এক বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল, নিয়মগুলি পালন করা হইয়াছে। মা বলিতেছেন, "ষাক কতদিন হইতেই বাবাজীর শরীর খারাপ, তার মধ্যে এই এক বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া যে নিয়মগুলির কথা হইয়াছিল, তাহা পালন করা হইয়া গেল।" মহেশ-বাবু আজ মাকে বলিতেছেন, "মা, বড় কষ্ট আর পারিনা, এখন যাইতেও পারিতেছিনা"। মা বলিলেন, 'তুমি চিন্তা করিওনা, শুধু

মহেশবাবুকে আশ্বাস প্রদান—চিন্তা কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁকে ডাক, পরিবর্ত্তন ত হইয়াই যাইতেছে চিন্তা কি ?" মা ধর্ম্মশালা হইতে বাচ্‌চুদের বাগানের কুটিরে আসিয়াছেন, অনেকেই আসিয়াছেন! মাকে মুখ ধোওয়াইয়া দেওয়া হইল। একটু দুধ খাইলেন; সকলে বিদায় নিলে মা একটু শুইয়া পড়িলেন। আগামী কল্য ১টার গাড়ীতে দিল্লী রওনা হইবার কথা। বেলা প্রায় ১টার সময় মা উঠিয়াছেন। উপস্থিত সকলের সহিত কথা বলিতেছেন। বহুলোক আজ খবর পাইয়া মার দর্শনে আসিয়াছেন। সন্ধ্যায় আবার কীর্ত্তন হইল। ভোলানাথের সঙ্গে সকলেই কীর্ত্তনে আনন্দ পাইলেন। মা বারান্দায় কুঠিয়ায় বসিয়া আছেন। বাচ্‌চুর মা প্রভৃতি নিভৃতে মার সঙ্গে নিজেদের কথা বলিতেছেন। রাত্রি প্রায় ১॥০টায় মা আসিয়া বাচ্‌চুদের দালানের খোলা রোয়াকে শুইলেন। এখানেই কীর্ত্তনাদি হইয়াছে। মাকে ঘিরিয়া সকলে কম্বল বিছাইয়া নিজেদের শুইবার স্থান করিয়া নিয়াছে।

১১ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার।

সকাল বেলা হইতেই লোক আসিতেছে। মা আজ ১২টার গাড়ীতে দিল্লী রওনা হইতেছেন। আমাদের কৃষ্ণা মা (মনোরমা) আসিয়াছেন। নৈনিতালের পরিচিত এক ইঞ্জিনীয়ার সস্ত্রীক কাল আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের বাসায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিল্লীর পথে এলাহাবাদে ভক্তদের মাকে দর্শন

মাকে নিবার জন্য খুব ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সময় নাই, তাই যাওয়া হইল না। আজ ভোর বেলা তাঁহারা আসিয়াছেন। এলাহাবাদ হইয়া যাইতে হইবে, তাই মার দর্শনের জন্য যাহারা ব্যস্ত হইয়া আছেন, তাহাদের টেলিগ্রাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা বেলা প্রায় ৫টায় এলাহাবাদ পৌঁছিলাম। কাশ্মীরিরা সকলেই খবর পাইয়া আসিয়াছে। দেরাত্নের কাশীরাণীও এখানেই আছেন—তিনি এতদিন পর মাকে দেখিয়া কাঁদিয়াই আকুল। কাশ্মীরী রমণীগণ যখন ফুল মালা সহ গাড়ীতে আসিয়া উঠিল, গাড়ী যেন আলো হইয়া গেল। মাকে তাহারা মালা দিয়া সাজাইল, স্তুপাকার ফল মার চরণে ঢালিয়া দিল। মাকে এত আগ্রহে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল, যেন কতকালের আরাধ্য ধনকে তাহারা কাছে পাইয়াছে। আমি টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম বলিয়া আমাকেই বা কতভাবে আদর করিতে লাগিল, বলিতে লাগিল "গুরুপ্রিয়া বহিন তোমার জন্যই মাকে দর্শন করিতে পারিলাম।" তাহাদের দর্শনের ব্যাকুলতাও আগ্রহ দেখিয়া উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হইল। অনেক লোক জমা হইয়া গেল। মার চরণের ফল সব আমি লুটাইয়া দিতে লাগিলাম। মা একটু নীচে নামিয়া দাঁড়াইলেন, দলে দলে লোক মার চরণ স্পর্শ করিতে লাগিল। সে এক অপরূপ দৃশ্য! কাহারও ব্যাকুলতায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাড়ী দাঁড়াইল না। নির্দ্দিষ্টসময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কাশ্মীরী রমণীগণ মার গায়, মাথায় ফুল ছিটাইয়া দিতে লাগিল।

—:*:—

দশম অধ্যায়।

——:o:——

১২ই চৈত্র, শুক্রবার।

আজ ভোর ৬৷৷০টায় আমরা দিল্লী পোঁছিলাম। অনেকেই ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চুবাবুর বাসায় তাঁবু খাটান হইয়াছে। মাকে তথায় নিয়া যাওয়া হইল। ধীরে ধীরে সকলকে খবর দেওয়া হইল। মা তাঁবুতে আসিয়া কিছু পরেই শুইয়া পড়িলেন। অনেকে আসিয়া বসিয়া আছেন। সুরেনবাবুর স্ত্রী (যিনি সিমলায় কীর্ত্তনের প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলেন), আসিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমি আমার গোপালকে দেখে চ'লে যাই।" তাহার আগ্রহ দেখিয়া আমরা বাধা দিতে পারিলাম না—তিনি মাকে জড়াইয়া ধরিলেন, মা মুখের কাপড় তুলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তিনি কতভাবে মাকে আদর করিতে লাগিলেন। শেষে তিনি আবার মেয়েদের কীর্ত্তনের প্রস্তাব করিলেন। ইনি এখানে দলের মধ্যে বয়োবৃদ্ধা, কাজেই অনেকেই ইহাকে সম্মান করেন; ইনিও মেয়েদের নিয়া সৎপ্রসঙ্গে অনেক সময় কাটান।

দিল্লী আগমন; তথায় ভক্ত সমাবেশ।

ধীরে ধীরে অনেক লোক আসিতে লাগিল, মাকে উঠাইয়া ভোগ দেওয়া হইল। সামান্য একটু খাইলেন, তারপর গিয়া ছোট্ট বিছানাটিতে বসিলেন। ছোট তাঁবু, লোক ধরে না, তাঁবুর চারিধারে পর্দ্দা খুলিয়া দেওয়া হইল। তবুও সকলে মার কাছে আসিয়া চরণ স্পর্শ করিতে পারিল না। মা মেয়েদের বলিতেছেন, "শুধু মুখে বসিয়া থাকিতে নাই, নাম কর।" তখন মেয়েদের মধ্যে কিছুক্ষণ নাম হইল। মা বলিয়া দিতেছেন। হারাণবাবুর স্ত্রী মেয়েটি, বেশ নাম করিলেন। সন্ধ্যাবেলায় মাকে একটু সময়ের জন্য হরিসভায় নিয়া যাওয়া হইল। দুর্গাদাসবাবু, পঞ্চুবাবু, হারাণবাবু, চারুবাবু, পঙ্কজবাবু প্রভৃতি সকলেই সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাই মা মোটরে গেলেন না, হাঁটিয়াই চলিলেন। তথায় ৭ম বার্ষিক উৎসব ৭দিন ব্যাপী চলিতেছে। আজ তথায় পাঠক পাঠ করিয়াছেন। মা যাইতেই অনেকেই আসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার চরণধূলি নিলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক তথায় থাকিবার পর আবার সকলে মাকে নিয়া তাঁবুতে ফিরিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত অনেকেই মার কাছে বসিয়া রহিলেন। পরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সকলে ধীরে ধীরে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। মার বিছানার চারিদিক ঘিরিয়া কম্বল বিছাইয়া আমরা শয়ন করিলাম।

১৩ই চৈত্র, শনিবার।

আজ দোলপূর্ণিমা। মা উঠিবার পূর্ব্বেই অনেকে আসিয়া বসিয়া আছেন। আজ তাহারা মার চরণে ফাগুচুর্ণ দিবেন, মার কাছে কীর্ত্তন করিবেন। মা উঠিতেই সকলে মারও ভোলানাথের চরণে ফাগুচুর্ণ দিয়া প্রণাম করিলেন। কেহ বা চন্দন ও তুলসীপত্র দিতেছেন। মেয়েরা কাপড় ও সিন্দুর আনিয়া সকলে নানা জিনিষ দিয়া মাকে আজ পূজা করিতেছে. মালা দিয়া মাকে সাজাইয়া দিল। শেষে মেয়েরা মাকে নিয়া দোল খেলিতে লাগিল। মা একবার মেয়েদের দলে বাহিরে যান, একবার ছেলেদের কাছে তাঁবুর ভিতর কীর্ত্তনে আসেন। মেয়েদের নিয়াও মা কীর্ত্তন করাইতে লাগিলেন। সকলে আবির মুখে দিলে মা আমাকে দিয়া একখানা আয়না নিয়া সকলের মুখের কাছে ধরিতেছেন। হাসিয়া বলিতেছেন, "তোমরা রং দিতেছ, আমারও তো একটা কাজ করা দরকার, আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাদের স্বরূপ দেখাইতেছি।" এই বলিয়া হাসিতেছেন। কিন্তু এই কথায় যে কত গভীর তত্ত্ব তাহা অনেকেই হয়ত বুঝিলেন না। সকলে মার কাপড়ে আবির ঢালিয়া দিল, মা হাসিয়া হাসিয়া এক একজন করিয়া সকলকে আলিঙ্গন করিতেছেন। তাহাতে মার কাপড়ের আবিরে সেই রাঙ্গা হইয়া যাইতেছে। মা হাসিয়া উঠিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে এই দুষ্টামী দেখিয়া সকলেই হাসিতেছেন। আবার মেয়েদের কীর্ত্তন চালাইতে বলিয়া ছেলেদের কাছে আসিতেছেন। সকলেই মার পায় আবির ঢালিয়া দিতেছেন। এইভাবে বেলা প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন ও খেলা চলিল। তারপর ধীরে ধীরে সকলে বিদায় নিলেন। মাকে স্নান করাইয়া দিলাম। পরে মার ভোগ হইল। পঞ্চুবাবু সপরিবারে প্রাণ ভরিয়া মার সেবা করিতেছেন। দেরাদুন হইতে গোপালজী, হরিরাম যোশী আসিয়াছেন। খুবই আনন্দ কোলাহলে দিন কাটিতেছে। হারাণবাবুর বাসায় উদয়াস্ত কীর্ত্তন, তিনি মাকে একবার নিজ বাসায় নিয়া গেলেন। সেখানে পাঞ্জাবীদের নিয়া হারাণবাবু কীর্ত্তনে খুব নাচিয়া আনন্দ করিতেছেন। কিছু সময় তথায় থাকিয়া মা তাঁবুতে ফিরিলেন। মনোজবাবু তাহার বাসায় মাকে নিয়া যাইবার জন্য আসিয়া বসিয়া আছেন। মাকে

দিল্লীতে দোল-পূর্ণিমার উৎসবে মার আনন্দ দান। কর্ম্মেতেই কৃপা হয়, সৎকর্ম্ম করাই কৃপা সাপেক্ষ ; প্রারব্ধ কর্ম্ম কিরূপে কাটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়া গেলেন, আমরাও সঙ্গে গেলাম। মনোজবাবুর বাসার কাছেই একটি পুরাতন হনুমানের মন্দির। মা দু'বার আসিয়া এই মন্দিরে ছিলেন। যতীশ গুহ ও রণকে মা বলিলেন, "যাওনা তোমরা হনুমানের মন্দিরটি দেখ নাই, দেখিয়া আইস।" মা মনোজবাবুর বাসা হইতে তাঁবুতে আসিয়া বসিলেন। অনেকে আসিয়া মাকে ঘিরিয়া বসিলেন একটি মেয়ে সুন্দর কীর্ত্তন করিল। শুনিলাম পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে। একটি ভদ্রলোকের সহিত মার কথা হইতেছে, ভদ্রলোকটি বলিতেছেন, "মা আমাদের কিছুই হইতেছেনা কেন? কৃপা বলিয়া কি কিছুই নাই?" মা বলিতেছেন, "হাঁ কৃপা ছাড়া ত চলিতেই পারা যায় না। কিন্তু কর্ম্মেতেই যে কৃপা। কর্ম্ম চাই। যেমন একজন হাত বাড়াইয়া দিতেছে, আর একজন হাত বাড়াইয়া নিতেছে।" তাই কর্ম্ম ও কৃপা এক সময়েতেই; কর্ম্মই ত কৃপা, কৃপা না থাকলে সৎকর্ম্ম কোথায়?" ভদ্রলোকটি বলিতেছেন, "মা প্রারব্ধ ভোগ করিতেই হয় নাকি? কর্ম্মফল কি নামজপে ক্ষয় নয় না?" মা বলিতেছেন— দেখ প্রারব্ধ কর্ম্ম কেমন ভোগ হয়, জীবন্মুক্তদেরও ভোগ হয়; যেমন ইলেকট্রিক পাখার সুইচটা বন্ধ করিয়া দিলেও কিছু সময় চলে,—জীবন্মুক্তদেরও প্রারব্ধ ভোগ সেই রকম আর কি? তাহাতে জীবন্মুক্তদের কিছু বন্ধন থাকেনা। আবার দেখ তুমি হয়ত অনেক কাজ জমাইয়া নিয়াছ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একা শেষ করিতে বহু সময়ের দরকার; এই সময়েতে তোমার পরিচিত লোকেরা কয়েকজন আসিয়া তোমার এই অবস্থা দেখিয়া সকলে মিলিয়া তোমার কাজগুলি করিয়া দিল—তুমি অল্প সময়ের মধ্যেই অবসর পাইলে। জপাদিতেও ফল হয়, শীঘ্র কর্ম্মবন্ধন হইতে অবসর পাওয়া যায়।" এইভাবে হাসিয়া নানা কথা বলিতেছেন। সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন। রাত্রিতে আবার মাকে হরি সভায় নিয়া গেল। তথায় সুধীর সরকার কীর্ত্তন করিতেছেন। বহু লোক সমবেত হইয়াছে। যাওয়া মাত্রই অনেকে আসিয়া মার চরণ স্পর্শ করিল। সুধীরবাবুর স্ত্রী আসিয়া আমাকে বলিল, "দিদি, ডাকিলে যে মা আসেন আজ তাহা দেখিলাম। উনি বলিতেছিলেন, "মা আজ আসিবেন না।" আমি বলিতেছিলাম, "ডাকিলে নিশ্চয়ই মা আসেন, দেখি আসেন কিনা! এই ভাবিয়া আমি মাকে ডাকিতেছিলাম, দেখুন মা আসিয়া উপস্থিত।" এদিকে মার হরিসভায় যাওয়ার সময়; সকলের কথাবার্ত্তায় যাওয়া প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে মার যাওয়ার কোন বাধা হইল না। রাত্রি প্রায় ১২টায় সকলে বিশ্রাম করিতে শুইয়া পড়িলেন।

১৪ই চৈত্র, রবিবার।

আজও প্রাতে মা উঠিবার পূর্ব্বেই বহু লোক আসিয়া বসিয়া আছেন। মা উঠিয়া সকলের সহিত কথাবার্ত্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতেছেন। কথাচ্ছলে সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিতেছেন। হারাণবাবু বলিলেন, "মা, তুমি প্রায় এক বছর পর আসিলে। আমাদের ত কিছুই হইল না। নামে দেখিতেছি কিছুই হয় না। এত কীর্ত্তন করি, নাম করি——যখন করি তখন আনন্দ পাই, কিন্তু আবার ঘরে গেলেই যেই সেই।" মা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতেছেন, "দেখ, চট্টগ্রামে টককে খেড়ে বলে, তোমরা ঔষধও খাও আবার খেড়েও খাও, তাই ফল পাও না। এই বলিয়া ছেলে মানুষের মত হাসিতে লাগিলেন। সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কেহ কেহ বলিল, "মা ঠিকই বলিতেছেন, আমরা খেড়েও খাই, ঔষধও খাই, তাই ফল পাই না।" আবার কথায় কথায় বলিতেছেন, আলোচনা হইবার জন্য আলোচনা কর।" যতক্ষণ লোচন আছে, ততক্ষণই সৃষ্টি আছে। যতক্ষণ দৃষ্টি ততক্ষণই সৃষ্টি দুপুরে ভোগের পর মা আধঘণ্টার জন্য মুখে কাপড় ঢাকা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। বলিলেন, আধঘণ্টা পর আমাকে ডাকিও। তাঁবুতে অনেকে বসিয়া আছেন। পূর্ব্ব-পরিচিতা নানীমা, কন্যা পুত্রবধূ সহ আসিয়াছেন। সুরেশবাবুর স্ত্রী (টুনুর মা), আসিয়া মাকে 'গোপাল গোপাল' বলিয়া কত আদর করিতেছেন। মা ও তার কোলে শিশুর মত শুইয়া আছেন। ইনিই সোমবার মাকে নিয়া মেয়েদের কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতেছেন। হাসি

যতক্ষণ দৃষ্টি ততক্ষণ সৃষ্টি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও কথাচ্ছলে কত সুন্দর সুন্দর কথা হইতে লাগিল। ছেলে-মেয়েদের নিয়া আমি সচ্চিদানন্দ খেলা খেলিতে লাগিলাম। আধঘণ্টা হইতেই মা উঠিয়া বসিলেন। বেলা প্রায় ৪॥০টার সময় মাকে ইঞ্জিনিয়ার চিন্তামণি পান্থ তার বাসায় নিয়া গেলেন। সেখানে খোলা জায়গায় মাকে নিয়া সকলে বসিলেন। ছোট ছোট মেয়েরা গান করিল। তারপর কিছুই জল খাবারের যোগাড় করিল, মাকে একটু খাওয়াইয়া, দেওয়া হইল ; সকলে প্রদাদ পাইলেন। সন্ধ্যার সময় মাকে পুনরায় তাঁবুতে নিয়া আসা হইল। একটু পরেই আবার মাকে হরিসভায় নিয়া যাওয়া হইল। তথায় নাম কীর্ত্তন হইতেছিল ভোলানাথও কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। সকলে মিলিয়া খুব আনন্দ করিলেন। সেখান হইতে রাত্রি ৯টায় মাকে নিয়া সকলে তাঁবুতে ফিরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক. তাই মা গাড়ীতে না আসিয়া হাঁটিয়াই সকলের সঙ্গে চলিয়াছেন। তাঁবুতে না পৌঁছিতেই আবার এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের বাড়ী হইতে কীর্ত্তনে মাকে নিতে, তাহারা মোটর নিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা মাকে একবার যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। হারাণবাবু সেই বাড়ীতে নাম করিতে গিয়াছেন। হারাণবাবুর মেয়েও মাকে নিতে আসিয়াছে। মাকে নিয়া সকলে তথায় গেলেন। কীর্ত্তনের আসরে বৃন্দাবন সাজান হইয়াছে। পাঞ্জাবীদের সহিত হারাণবাবু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপী-সাজে নাচিতেছেন। শুধু নাম কীর্ত্তন হইতেছিল। ভোলানাথ পরিশ্রান্ত বলিয়া যান নাই, আমরা ২।৩জন মার সঙ্গে গিয়াছিলাম, কিন্তু আবার মোটর পাঠাইয়া ভোলানাথের সঙ্গে বাকী সকলকে তথায় নিয়া যাওয়া হইল। ভোলানাথ কীর্ত্তনে নাচিতে লাগিলেন। খুব আনন্দ হইল; নাম হইতেছিল —জয় রাধে, জয় রাধে—জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন। আবার নাম—জয় গোবিন্দ, গোপীনাথ, গোপীজন-বল্লভ ইত্যাদি নামে আসর জমিয়া উঠিল, নামের ধ্বনিতে সে স্থান মুখরিত হইয়া উঠিল, সকলেই নাচিয়া নাচিয়া আনন্দে নাম করিতেছেন। একবার গিয়াই ঘুরিয়া আসার কথা ছিল, কিন্তু রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল। মাকে পাইয়া সকলেই খুব আনন্দে বহুক্ষণ কীর্ত্তন করিল। গৃহকর্ত্রী নিজের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। সকলে সোমবার দিন মেয়েদের কীর্ত্তনে যোগ দিবেন বলিয়া দিলেন। ১২টায় তাঁবুতে ফিরিয়া আসা হইল। শুইতে প্রায় রাত্রি ২টা হইল।

১৫ই চৈত্র, সোমবার।

গত কল্যই ডাক্তার জে, কে, সেনের বাড়ীতে মাকে নিয়া যাইবার কথা ছিল। আজ প্রাতে ৭টায় তিনি মোটর নিয়া আসিলেন। হারাণবাবুও সপরিবারে আসিয়া বসিয়া আছেন; মা উঠিলেন। সকলকে নিয়া ডাক্তারের বাড়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিলেন। সেখানে গিয়া বাগানে গাছঘরে বসিলেন। মা বলিতেছেন, "তুমি ত ডাক্তারী কর, **এবার একটু মনের ডাক্তারীটা কর।**" তিনি বলিতেছেন, "চেষ্টা ত করি, কিন্তু বিশেষ কিছু হয় না।" মা বলিলেন, "বেশী সময় দাও, আর তোমরা ত জান রোগ ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত ঔষধ পথ্য ঠিক ঠিক ভাবে খাওয়ান দরকার। সেইরকম নিয়মমত তাঁর নাম করিয়া যাও, ফল পাইবেই। দেখ, আমি ত তোমাদের মেয়ে, ছেলেমানুষ ; তবে শুনি, যে কোন কোন সময় শিশুদের সাক্ষী মানে, বলে যে ও ছেলেমানুষ মিথ্যা বলিবে না, যাহা দেখিয়াছ ঠিক ঠিক বলিবে। সেইরকম **আমার কথাও তোমরা বিশ্বাস কর, তোমরা নাম কর—নিশ্চয়ই ফল পাইবে।** একটা ভাল জিনিষ পাইলে সকলেরই ইচ্ছা হয়, তার নিজের ঘরের লোক সকলেই তাহা যেন পায়। **আমারও ঘরের লোক তোমরা সকলেই, কাজেই কথা হয় তোমরা সকলে নাম কর, আর সেই আনন্দ পাও।**" ডাক্তারবাবুর স্ত্রী মার সহিত একান্তে কথা বলিবেন। মা তাহার কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ পাইলেন। তাহার অবস্থা বড় সুন্দর। সংসারে থাকিয়াও ভাবটি সুন্দর। তিনি তাহার নিজের সুন্দর সুন্দর অবস্থার কথা বলিয়া মাকে বলিতেছেন, "মা, আমার এসব বিশ্বাস হয় না, কারণ আমি ত সাধন-ভজন কিছুই করি নাই, আমার এসব আসিবে

আমার কথা বিশ্বাস কর ; নাম কর, নিশ্চয় ফল পাইব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন ?" মা বলিলেন, "মা, তুমি এখন কিছুই বিশেষ না করিলেও তোমার সংস্কার ভাল আছে, তাই এখন একটু ধ্যান করিতেই তুমি এসব পাচ্ছ। তোমার কথা শুনিতে বেশ আনন্দ।" ডাক্তার বাবুর স্ত্রী উপনিষদাদি পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছেন তাহা পদ্যে লিখিয়াছেন, সেই বই ২।৩ খানা মাকে দিয়া দিলেন। আমরা অনেক বেলায় সেখান হইতে ফিরিলাম। ডাক্তারবাবুকেও মা বলিয়া আসিলেন, "তুমি অন্ততঃ কিছু সময় এই গাছঘরে গাছ হয়ে বসে থেকো। সেই ধ্যানে বসিও।" তাঁবুতে ফিরিয়া দেখি অনেকেই মার অপেক্ষা করিতেছেন। মা আসিয়া তাঁবুতে বসিলেন, মেয়েরা গান করিল। পঙ্কুবাবুর একটি মেয়ে নাচের সাজ পরিয়া নাচিল। কথাবার্ত্তায় প্রায় বেলা ১টা বাজিল। মাকে ভোগে বসান হইল। ভোগের পর মা একটু শুইলেন। অনেকে আসিয়া বসিয়া আছেন, মা উঠিলেন।

মেয়েরা সব একত্র হইয়াছে ; বেলা প্রায় ৩টা, মা কত কথা বলিতেছেন। সুরেশবাবুর স্ত্রী মার মা. তিনিই গীতা সমিতি করিয়া মেয়েদের সব উপদেশ করেন ; তাহাতে মেয়েদের বেশ উন্নতি হইতেছে, মা বলিলেন। মেয়েরাও সব তাঁর প্রশংসা করিতেছেন। মা বলিতেছেন, "তোমাদের ভাগ্যি যে তোমরা এ রকম সঙ্গ পাইতেছ।" এইসব নানা কথা হইতেছে। বেলা ৪টায় ওখলার কালীবাড়ী মাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়া যাওয়া স্থির হইয়াছে। মাকে টুনুর মা দুধ খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। মা তাহার কোলে গোপালের মতই শুইয়া হাসিতেছেন। টুনুর মা গোপালের মা হইয়াছেন। মা বলিলেন, "জ্যোতিষকে, অখণ্ডানন্দকে ডাক—আমার মাকে দেখিয়া যাক।" তাহারা আসিলে মা বলিতেছেন, "এই দেখ আমার মা, আমাকে গোপাল বলে—ইনি গোপালের মা হইয়াছেন।" সকলে বলিল, "বেশ ত, ইনি আমাদের দিদিমা হইলেন।" মা বলিলেন, "আমি মার সঙ্গে একটা ছবি তুলিব, সকলকে আমার মা দেখাই।" তখনই একজন বলিলেন, "ফটোগ্রাফার এখানেই উপস্থিত আছেন।" মা বলিলেন, "তোমরা ত আমাকে কিছু বল নাই।" যাক্, তখন গোপালের মার কোলে গোপাল শুইয়া আছে—মা দুধ খাওয়াইতেছে—এইভাবে ফটো তোলা হইল। এক ভদ্রলোকের স্ত্রীকে বলরাম করা হইল, তিনি ও মার কাছে বসিয়া আছেন। এই লীলাখেলার পরে সকলে মাকে নিয়া ওখলাতে চলিল। একটা বাস, ২খানা মোটর ভর্ত্তি হইয়া চলিল। ভক্তেরা খোল-করতাল নিয়া যাইতেছেন, তথায় কীর্ত্তন করিবেন। বাসেই কীর্ত্তন সুরু হইল। ভক্তেরা প্রাণ খুলিয়া নাম ধরিলেন—মা, মা মা, মা মা। ওখলাতে পৌছিয়া মার ফটো তোলা হইল। পরে সকলে মিলিয়া, কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শুধু মা, মা, মা, মা নাম চলিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, দলবল ঐ নাম নিয়া নাচিতে নাচিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে নিয়া ওখলা হইতে রওনা হইলেন। মধ্যে মধ্যে মা বাম হাতখানি তুলাইয়া তুলাইয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেছেন। হারাণবাবু প্রভৃতি নাচিয়া নাচিয়া মা, মা করিতে করিতে রওনা হইলেন। বাসে আসিয়াও নাম চলিতে লাগিল। পথে চিন্তামণি পান্থের বাড়ীতে যাওয়া হইল—কীর্ত্তন চলিতেছে। রাত্রি প্রায় ৮৷৷০টা পর্য্যন্ত তথায় খুব কীর্ত্তন হইল। পরে ফল-মিষ্টি দিয়া মার ভোগ দিয়া সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হইল। কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার সময় ভক্তদের মুখে প্রাণখোলা মা, মা ডাকে আকাশ, বাতাস পবিত্র হইয়া উঠিল। বড়ই মিষ্টি লাগিতেছিল। তাঁবুতে আসিয়া অনেকে বিদায় নিলেন; আবার যাহারা সঙ্গে যাইতে পারেন নাই, তাহারা আসিয়া মার কাছে বসিলেন। কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় ১০টা বাজিয়া গেল—সকলেই বসিয়া আছেন। ১১টায় প্রায় সকলে বিদায় নিলেন। পরে মার একটু ভোগ দেওয়া হইল। মা শুইয়া ছিলেন, হঠাৎ উঠিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। বলিতেছেন, "আজ শরীরটার শুইবার ভাব নাই। আমরা ২।৪ জন সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। কিছুক্ষণ রাস্তায় ঘুরিয়া ফিরিয়া পরে তাঁবুতে ফিরিলেন। কিন্তু রাত্রিতে চুপ করিবার ভাব বড় হইল না। রাত্রিতে রণ হঠাৎ 'মা, মা' বলিয়া খুব কাঁদিতে লাগিল। কয়দিন যাবতই তাহার কেমন একটা ভাব চলিতেছিল; রাত্রিতে উঠিয়া মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাছে বসিয়া থাকে। আজ ভয়ানক ভাবে কাঁদিতে লাগিল। মা চুপ করিয়াই পড়িয়া রহিলেন। আজ মথুরা হইতে জ্যোতিবিকাশ (নরসিং) ও আর একটি প্রফেসার সপরিবারে আসিয়াছেন। তাহারা মার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করিলেন।

১৬ই চৈত্র, মঙ্গলবার।

অতি প্রত্যুষেই হারাণবাবু সস্ত্রীক মার কাছে আসিয়াছেন। তাঁর স্ত্রী মার শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। হঠাৎ মা চাদরখানা নিয়া উঠিয়া পড়িলেন। হারাণবাবুর স্ত্রীকে বলিলেন, "চলত মা, আমরা যাই।" এই বলিয়াই বাহির হইয়া পড়িলেন। বাহির হইতেই হারাণবাবু বলিতেছেন, "এই সময় মোটরে বেড়ান বেশ।" আমি বলিলাম, "মা আপনার মোটরে যাবেন বলেই এসেছেন।" মাকে নিয়া তাঁহারা বাহির হইয়া গেলেন। প্রায় ৮টায় মা টাঙ্গা করিয়া ফিরিলেন। শুনিলাম, ফিরিবার পথে হঠাৎ মোটর নালার ধারে পড়িয়া যায়। হারাণবাবু বলিলেন, "মা না থাকিলে আজ জীবন শেষই হইত। একটু জোরে গাড়ীখানা পড়িলেই সব শেষ হইত, কিন্তু তাহা না হইয়া যেন ধীরে ধীরে গাড়ীখানা গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।" তখনই সুধীরবাবু গাড়ী নিয়া হাজির, তাঁহার বাসায় নিয়া যাইবেন। আমরা তাঁর বাসায় গেলাম। অনেকে একত্র হইয়াছেন। নাম কীর্ত্তন হইল। মাকে চন্দন, মালা পরাইয়া দিল। সুধীরবাবু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিলাত ফেরত, তিনি সিমলাতে প্রথম প্রথম মার কাছে বড় আসিতেন না; শেষে মার ভাবটুকু দেখিয়া এত মুগ্ধ হইলেন যে, অনেকবার বীরেনদাদার কাছে বলিয়াছেন, "আমি বড়ই হতভাগ্য, এতদিন মা সিমলায় আছেন, আমি আসি নাই, এত সুযোগ আমি নষ্ট করিয়াছি, এখন বড়ই কষ্ট হইতেছে।" আজ বাড়ীতে নিয়াই সুধীরবাবু প্রণাম করিয়া পায়ের কাছে বসিয়া বলিলেন, "মা, শুধু একটা কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি কাল রাত্রি ২টায় তোমাকে যে ভাবে দেখিয়াছি, তাহা কি সত্য? আমার মনে হয়, তাহা সত্য।" মা কথা কাটাইয়া বলিলেন, "স্বপ্নে কত দেখা যায়, তবে অনেক সময় স্বপ্ন সত্যও হয়।" সুধীরবাবু বড়ই গম্ভীর লোক। তিনি প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। অনেকক্ষণ তাঁর বাসায় কীর্ত্তন হইল। সুধীরবাবু তাঁর গুরুদেবের প্রদত্ত একখানা গীতায় মার হাতের লেখা রাখিতে চাহিলেন, কিন্তু মা অনেক সাধ্য-সাধনায় একটা বিন্দু দিয়া দিলেন। বলিলেন, "যদি কখনও লিখিবার ভাব হয়, তবে তখন ইহাদের (আমাকে দেখাইয়া দিলেন) বলিয়া দেও, লেখা পাঠাইয়া দিবে, এখন লিখিবার ভাবই নাই।" কীর্ত্তনাদির পর বেলা প্রায় ১॥০টায় আমরা তাঁবুতে ফিরিলাম। আসিয়া দেখি আমেরিকাবাসী একটি লোক মার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তিনি অনেককাল হইতেই মার কথা শুনিয়া মার সহিত দেখা করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। ইনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধু দর্শন করিবার জন্যই ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। অনেক সাধু সঙ্গও করিয়াছেন। ডাল-রুটি একবেলা খান। চা পর্য্যন্ত খান না। মাকে দেখিয়া বলিতেছেন, "আমি মার সঙ্গেই থাকিব।" একজন বলিলেন, মার সঙ্গে থাকিলে কাপড় পরিতে হইবে।" সাহেবটি বলিতেছেন, "মা যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।" মার ফটো তুলিল। বেলা ১২টা বাজিয়া যায়। মার ভোগ দেওয়া হইল। ভোগের পরই মাকে গুরুদ্বার মন্দিরে মেয়েদের কীর্ত্তনে নিয়া যাওয়ান হইল। প্রকাণ্ড হল, বহু স্ত্রীলোক মার সঙ্গে কীর্ত্তন করিবার জন্য একত্র হইয়াছেন। ধীরে ধীরে কীর্ত্তন জমিয়া উঠিল। খুব আনন্দ হইল। বেলা ৫টায় মা ফিরিলেন। সেখানে সকলে মাকে একটু উপদেশ দিবার জন্য ধরিল। মা বলিলেন, "আমি ত কিছু লেখাপড়া জানিনা, বল বলিলেই বলিতে পারি না; কথায় কথায় কথা হইলে, যাহা আসিবে বলিব।" গোপালের মা কথা উঠাইলেন, পরে মা বলিতে লাগিলেন, "দেখ, আমরা এই নাম কীর্ত্তন করিলাম, ইহার অর্থ কি? কেন নাম করা হয়? নামের গুণ এই যে তাহা নামীকে আনিয়া দেয়। দেখনা, মাকে মা বলিয়া ডাকিলেই মা আসিয়া কাছে দাঁড়ায়। যাহাকেই নাম ধরিয়া ডাকিবে, সেই কাছে আসিয়া দাঁড়াইবে। নামেরই এই গুণ। তাই নামীকে পাইবার জন্য নামই আশ্রয় করিতে হয়। আর দেখ, আগুনের স্বভাবই এই যে—সে সব জিনিষকেই নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ করিয়া দেয়। ভিজা কাঠও যদি আগুনের কাছে থাকে তাহাও আগুনের গুণে শুকাইয়া শুষ্ক হইয়া উঠে— শেষে আগুনের স্বরূপই হইয়া যায়। সেইজন্যই তাঁর সঙ্গ করিলেই (অর্থাৎ তাঁহার নাম করিলেই তাঁহার সঙ্গ করা হয়) তাঁহাকে পাওয়া যায়। আর সংসারে থাকিয়া তাঁহার সঙ্গ করার আরও একটা উপায় এই যে, পরমপিতা পরমপতিকেও কেহ দেখে না, তাই ঘরে ঘরে সেই পরমপতিই পতিরূপে আছেন, এইভাবে চিন্তা করিতে ছেলে-মেয়েদের বাল-গোপাল ও কুমারীদের দেবীরূপে মনে করিতে হয়। পতি, পুত্র-কন্যার সেবা করিলেও সেই সেবা তাঁহার নিকট পৌঁছায়। এই ভাবেও তাঁর সঙ্গ করা হয়। আমার এই ভিক্ষা যে, তোমরা একটু বেশী সময় তাঁর সঙ্গ কর, তাঁর নাম কর। ছেলে-মেয়েদের জন্য ত তোমরা কতই কর; এই মেয়েটার জন্যও একটু করিও— এই আমার প্রার্থনা।" হাতজোড় করিয়া ছলছল চোখে সকলের কাছে যখন এই প্রার্থনা মা মধ্যে মধ্যে করিতেন, সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন, আর স্বীকার করিয়া যাইতেন, তাঁহারা বেশী সময় নাম করিবেন। কীর্ত্তনাদির পর মা তাঁবুতে ফিরিলেন। জ্যোতিবিকাশ ও সঙ্গীয় প্রফেসারটি

নাম করিলে নামীর সঙ্গ হয় ও তাঁহাকে পাওয়া যায়। পতিতে পরমপতি, ছেলে-মেয়েদের বাল-গোপাল, কুমারীতে দেবী-রূপে সেবা করিলে সেই সেবা তাঁহার নিকট পৌঁছায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখনই মথুরায় রওনা হইলেন। দুর্গাদাসবাবুর বাতের অসুখ, তিনি আসিতে পারেন নাই। মা তাহাকে গাড়ী করিয়া নিয়া আসিতে বলিলেন। তিনি মার আহ্বানে মহা আনন্দিত হইয়া মার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁবুতে অনেকেই বসিয়া আছেন। বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি মাকে আজ সন্ধ্যা ৭॥০টায় হিন্দু ধর্ম্ম মহাসভাতে কীর্ত্তনে নিয়া যাইবেন। সেখানে আজ বহুলোক মার দর্শনে একত্রিত হইবেন। মা একটু তাঁবুর বাহিরে গিয়াছেন, দুর্গাদাসবাবু তাঁবুর ভিতর বসিয়া আছেন—তিনি জানেন, মা ফিরিয়া তাঁবুতে আসিবেন। মধ্যে মধ্যে তিনি মা, মা বলিয়া ডাকিতেছেন। কিন্তু মার আর তাঁবুতে ফিরিয়া আসা হইল না, বাহির হইতেই বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি মাকে ধরিয়া মোটরে তুলিয়া নিলেন। কারণ ৭॥০টা বাজিবার আর দেরী নাই। ৭॥০টায় কীর্ত্তন আরম্ভ করার কথা হইয়াছে। মাকে গাড়ীতে আমি বলিলাম, "দুর্গাবাবু ত ভিতরে বসিয়া আছেন।" মা অমনি বলিলেন, "তাই ত, তোমরা আমাকে বাহির হইতেই নিয়া আসিলে, সে মনে ব্যথা পাইবে। পায়ের যন্ত্রণা নিয়া আসিয়াছে। আমি ফিরিয়া যাইব তাহার ধারণা ছিল।" তখন গাড়ী হইতেই মা ডাকিয়া বলিতেছেন, "বাবা, আমি কিন্তু যাই।" তারপর আমাকে বলিলেন, "বাবা বুঝিল, তার এই মেয়েটার কিছুই বিশ্বাস নাই, ঘরে বসিয়ে রেখে চলে এলাম। তুমি একটা কাজ করিও, কীর্ত্তনের পর বাবাকে একটু লুটের প্রসাদ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা আমার গলার মালা পাঠিয়ে দিও।" মা কীর্ত্তনের ঘরে উপস্থিত হইলেন। উপরে মেয়েরা বসিয়াছেন, নীচে কীর্ত্তনের সকলে বসিয়াছেন। মাকেও নীচে বসান হইয়াছে। মেয়েরা অনেকে মাকে ঘিরিয়া নীচেই বসিলেন। আজ ভক্তেরা মার বন্দনা—'জয় হৃদয়-বাসিনী শুদ্ধা-সনাতনী শ্রী আনন্দময়ী মা' এই প্রথম আরম্ভ করিলেন। পরে মা, মা নামে কীর্ত্তন চলিল। অনেকক্ষণ ভক্তেরা মহানন্দে মা, মা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সেই ধ্বনিতে বায়ুমণ্ডলও পবিত্র হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পর ভক্তেরা অন্য নাম ধরিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত মা তথায় থাকিলেন। পরে তাঁবুতে ফিরিলেন। তাঁবুতেও ২।৪ জন মার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। মা আসিতেই একটি হিন্দুস্থানী পণ্ডিত মাকে মালা ও ফল-মিষ্টি দিয়া পূজা করিলেন। রাত্রি প্রায় ১টায় সকলে ধীরে ধীরে বিদায় নিলেন।

১৭ই চৈত্র, বুধবার।

ভোরেই সকলে মাকে নিয়া "পুষাতে" চলিল। পঙ্কজ-বাবু ৬টায় মোটর নিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। "পুষাতে" অনেকে মার দর্শনের জন্য উৎসুক ছিলেন। সকলে ভোরে মাকে পাইয়া মহা আনন্দ পাইলেন। সেখানে গরু-গুলিকে দেখিলে কৃষ্ণের গোচারণের কথা মনে হয়। ভারি সুন্দর চেহারা। সেখান হইতে মা রায়সাহেব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুরেশবাবুর (গোপালের মার), বাড়ীতে গেলেন। রায়-সাহেব মার কাছে আসেন না, মা আমাকে তাঁহার বাসায় পাঠাইয়া নিজে মোটরে রহিলেন। তিনি আর কি করেন, মার কাছে আসিলেন। মাও "বাবা, বাবা" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তিনি হাতজোড় করিয়া মাকে প্রণাম করিলেন। তাঁর স্ত্রী বলিলেন, "এই যে আমার গোপাল, তুমি একটু আদর কর।" তিনি বলিলেন, "তুমি কর"। মা বলিলেন "বেশত, আমিই বাবাকে একটু আদর করি," এই বলিয়া বাবার গায়ে একটু হাত দিলেন এবং শিশুর মত হাসিতে লাগিলেন। স্ত্রী এত মার কাছে যায় বলিয়া নাকি ইনি বকুনী দিয়াছিলেন। পরে শুনিলাম, আজকার ব্যাপারের পর আর স্ত্রীকে বকুনী দেন নাই।

সেখান হইতে দুর্গাবাবুর বাসায় গেলেন, যাওয়ার কথা ছিল। দুর্গাবাবুকে দেখিয়াই মা বলিলেন, "বাবা, তোমাকে কাল ফেলে, না বলেই আমি চলে গেলাম, তুমি বকুনী দেবে বলে আমার ভয় হচ্ছিল। আমি যে তোমাদের ভয় করি।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। দুর্গাবাবু মার সঙ্গে খুবই আদর আবদার করেন। দেখিলাম দুর্গাবাবুর এখন আর রাগ নাই। মা বলিলেন, "কাল যদি লুটের প্রসাদ না পাঠান হইত, তবে বাবার চেহারাখানা দেখতে পেতে।" এই বলিয়া আবার ভুবন-ভুলান হাসি হাসিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রসময়ীর রসের অভাব নাই। দুর্গাবাবু গলিয়া গেলেন। সেখানে ফটো তোলা হইল।

সেখান হইতে মাকে রায়-বাহাদুর সতীশবাবুর বাসায় নিয়া যাওয়া হইল। কিছু সময় থাকিয়া মাকে তাঁবুতে নিয়া আসা হইল। সেখানে অনেকে বসিয়া আছেন। মা সকলকে নিয়া বসিলেন, সকলের কথায় মা নাম করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই নাম করিতে লাগিল। দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। মার ভোগ হইল। লোক সংখ্যা কমিতেছে না। ধীরে ধীরে বাড়িয়াই চলিল। এবার মেয়েদের দিয়াও মা নাম করাইলেন। সন্ধ্যার পর মাকে পিনাক-পাণির বাসায় কীর্ত্তনে নিয়া গেলেন। প্রথমে চৌকীর উপর বাহিরে, মার বসিবার জায়গা করা হইয়াছে, বারান্দায় কীর্ত্তনের জায়গা হইয়াছে। মা চৌকীতে বসিতে রাজী হইলেন না। পরে মাটিতে বিছানা বিছাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তাহাতে আবার হারাণবাবু প্রভৃতি আপত্তি করিলেন। মা নীচে বসিয়া থাকিবেন, তাহারা বারান্দায় কি করিয়া বসিবেন। মাকে একখানা জলচৌকী আনিয়া দেওয়া হইল।

পিনাক-পানি নামক জনৈক ভদ্রলোকের নাস্তিকতা, বিশেষ ভক্তিতে পরিবর্ত্তিত।

পরে গল্প শুনিলাম, পিনাক-পাণির খুব কষ্ট হইয়াছিল যে মা ঘরে যাইবেন না। শেষে চৌকী আনিয়া মার জায়গা করিয়াছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহাও হইল না, শেষে, যখন মা মাটিতে বসিবেন, বারান্দায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসা সকলের আপত্তি হইল, তখন পিনাক-পাণি দেখিলেন এমন কোন জিনিষ নাই, যাহা মাকে বারান্দা বরাবর করিয়া বসাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পরে হঠাৎ মনে পড়িল পূজার ঘরে ঠাকুর বসানো একখানা চৌকী আছে। তিনি আর দ্বিধা না করিয়া তখনই সেই চৌকীখানা মাকে আনিয়া দিলেন। ঠাকুর মাটিতে রাখিয়া আসিলেন। তিনি নিজেই এই কথা বলিয়া বলিতেছেন, "এই চৌকী-খানা মা যেন ঘটনাচক্রে নিলেন। কিন্তু তাহাতেই আমার প্রাণ শান্ত হইয়া গেল। মা নিজের চৌকী নিজে নিলেন।" এই পিনাক-পাণি মহা নাস্তিক ছিল। মার সঙ্গে উল্টা তর্ক করিতেন, শেষে এমন অবস্থা হইল যে, পায় ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "মা, আমার ভার তুমি নেও।" প্রায় ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে মার সঙ্গে ইহাঁর দেখা হইয়াছিল।

শশীবাবুর এক পত্র আজ পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "দিদি, এই নূতন স্থানে কি করিয়া মার ছবি প্রতিষ্ঠা করিব, উৎসব করিব, বড়ই চিন্তা ছিল। কিন্তু উৎসবের পূর্ব্বে আশ্চর্য্যের বিষয়, অচেনা লোকও রাস্তা হইতে আসিয়া চাঁদা দিয়া গিয়াছে। এমন উৎসব এখানে আর হয় নাই। আরও একটা কথা শুন—উৎসবের সময় মার আসনের ছবিখানায় মা পরিষ্কার হাসিয়াছেন। ইহা শুধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি দেখিয়াছি এমন নয়; গিরিজাবাবু, জটুর দাদা এবং আরও অনেকে দেখিয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি ।”

যাক্, কীর্ত্তনের পর তাঁবুতে আসা হইল। চারুবাবু, হারাণবাবু সস্ত্রীক এবং পঙ্কজবাবু প্রভৃতি ৩।৪ জন রাত্রি ২॥০টা পর্য্যন্ত মার কাছে কাটাইলেন। হারাণবাবু বলিতেছেন, “মাগো, তুমি জগদগুরু, একটা কিছু পথ্য বলিয়া দাও।” আবার বলিতেছেন, “মা, বুঝি সবই, আমরা কত অপরাধী —তবুও তোমার কৃপার ভিখারী হইয়া আসিয়াছি।” রাত্রি প্রায় ৪টায় মা ও আমি শুইলাম।

১৮ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার।

ভোরেই হারাণবাবু সস্ত্রীক উপস্থিত এবং আরও ৪।৫ জন আসিয়া বসিয়া আছেন। বেলা ৮টায় মাকে মনি চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী নিয়া গেল। তাহার স্ত্রী বেশ পূজাদি করে। সে স্বপ্নে দেখিয়াছে, পূজার ঘরে মা দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন আর ভোলানাথ কীর্ত্তনে নাচিতেছেন। তাই তিনি, মা ও ভোলানাথকে চিনিয়াছেন। সেদিন কীর্ত্তনের পর বউটি বাড়ী গিয়া ২ঘণ্টা অজ্ঞানের মত পড়িয়াছিল। মা বলিলেন, “বেশত, তোমরা এ বাসায় একটু নাম কর।” তাই হইল, সকলে মিলিয়া খুব নাম করিলেন, ভোলানাথ খুব সুন্দর নাচিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেলা প্রায় ১০টায় মা তাঁবুতে ফিরিলেন! ১২টায় ভোগ হইল। অনেকেই আসিয়াছেন। আজ বেলা ৪টায় বাবা মাকে এরোপ্লেনে উঠাইবেন বলিয়া নিয়া গেলেন। ৫।৬ বৎসর যাবত বাবার বিশেষ আগ্রহে মা রাজি হইয়াছেন। বাবা, ভোলানাথ, মা, আমি ও জ্যোতিষদাদা উঠিলাম। দলবল নীচে দাঁড়াইয়া উপরের দিকে চাহিয়া আছেন। ১৫ মিনিট ঘুরিয়া আমরা নামিলাম। সেখান হইতে দেবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী নিয়া গেল, সেখান হইতে তাঁবুতে ফিরিলাম। লোকে লোকারণ্য। আজ বীরেন কীর্ত্তনের আয়োজন করিয়াছে। রাত্রি প্রায় ৭॥০ টায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, মা একপাশে মেয়েদের নিয়া দাঁড়াইয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। খুব সুন্দর কীর্ত্তন হইল।

মার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভক্তদের আফিস যাইতেও ভুল।

মা জানাইয়াছেন, আগামী কল্যই রাত্রি ১০টায় বেরিলি রওনা হইবেন। সকলে খুব আপত্তি করিতেছেন। আজই মা যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যাওয়া হইল না। কীর্ত্তনের পর নরেন্দ্র চৌধুরী সপরিবারে বসিয়া আছেন এবং আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় সপরিবারে বসিয়া আছেন। রাত্রি প্রায় ১॥০টা বাজে—কাহারও যাওয়ার নামও নাই। বেশ আনন্দে কথাবার্ত্তা হইতেছে, যেন দিনের বেলা। সচ্চিদানন্দ খেলাও মধ্যে মধ্যে চলিতেছে। সকলের অফিস আছে, মা যাইতে বলিতেছেন, কিন্তু কাহারও উঠিবারও যেন ক্ষমতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। কি এক আনন্দে যেন সকলের দিন কাটিতেছে। সকলেই বলিতেছেন, "অফিসত চিরদিনই আছে, মাকে কবে পাইব। যেটুকু পারি সঙ্গ করিয়া নেই।" যাহারা কখনও সাধু-সন্ন্যাসীর দিকে আসেন নাই, তাহারাও মাকে দেখিয়া পাগল হইয়াছেন। রাত্রি প্রায় ১॥০টায় সকলে বিদায় নিলেন। আজ যে স্থানে সামিয়ানা টাঙ্গাইয়া কীর্ত্তন হইল, আগামী কল্য মেয়েদের কীর্ত্তন সেখানে হইবে স্থির হইয়াছে।

—:0:—

একাদশ অধ্যায়

—:*:—

১৯শে চৈত্র, শুক্রবার।

আজ রাত্রি ১০টার গাড়ীতে মা (বেরিলী রওনা হইবেন) স্থির হইয়াছে। সকালবেলা পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী আসিয়াছেন। আমরা যাঁর বাসায় আছি তাঁহার নামও বেরিলী যাত্রা। পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়। মা ইহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব পাতাইয়া দিলেন। পঞ্চাননবাবুর মেয়েটি খুব সুন্দর গান করে। প্রায়ই পঞ্চাননবাবু সপরিবারে আসিয়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেয়েটিকে দিয়া গান শুনাইয়া যান। মা তাঁহার স্ত্রীকে মা বলিয়া ডাকিয়াছেন। সকলকেই মা মা বলিয়া ডাকেন কিন্তু এক একজন কেমন সে সম্বন্ধটা ধরিয়া বসেন। এই পঞ্চাননবাবুর স্ত্রী প্রথম দিন আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়াছিলেন; কিন্তু মা যখন মা মা বলিয়া ডাকিলেন তখন তিনি ছুটিয়া গিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন। বলিতেছেন, "তুমি যে আমার মেয়ে, আমি তোমার নাম, 'মহামায়া' রাখিলাম।" এই ঘটনার পর হইতে আর তিনি মাকে প্রণাম করিতেন না। বলিতেন, "তুমি যে আমার মেয়ে, তোমাকে প্রণাম করিলে তোমার অকল্যাণ হইবে। যশোদা ত কৃষ্ণকে প্রণাম করেন নাই।" এই বলিয়া মাকে জড়ইয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেন এক একভাবে এক একজন মজিয়া আছেন। আর সকলেই মনে করিতেছেন, মা আমাকেই বুঝি বেশী ভালবাসেন। বেলা ১২টা পর্য্যন্ত অনেকেই মার কাছে বসিয়া আছেন। ১২টার পরই মা নামিয়া ভিতরে গেলেন। আজও বহু স্ত্রীলোক কীর্ত্তনে উপস্থিত হইয়াছেন। মধ্যস্থানে মঞ্চ প্রস্তুত করা হইয়াছে। খুব সুন্দর কীর্ত্তন হইল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া আনন্দে মেয়েরা কীর্ত্তন করিতেছেন। স্ত্রী কণ্ঠের সম্মিলিত নামের ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। বেলা ৫টা পর্য্যন্ত নাম চলিল। পরে কীর্ত্তন বন্ধ হইল। অনেকে আজ মার ফটো তুলিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিল। মা আজ চলিয়া যাইতেছেন, কাজেই সকলেই বিষাদ মুখে মার কাছে বসিয়া আছেন। সকলেই বুঝিয়াছেন আজ আর মাকে রাখা যাইবে না।

যাঁহারা একান্তে কথা বলিতে চাহেন, এর মধ্যেই সময় করিয়া মা সকলের বাসনাই পূর্ণ করিলেন। রাত্রি ৯টায় মাকে নিয়া সকলে ষ্টেশনে চলিলেন। পঞ্চাননবাবু (যাঁহার বাসায় আমরা ছিলাম) তিনি কাঁদিয়াই আকুল; ষ্টেশনে গেলেন না, বলিতেছেন, "আমি মাকে আনিতে যাব, এখন যাব না।" বহুলোক মার সঙ্গে ষ্টেশনে আসিয়াছেন।

আজ গাড়ী ছাড়িতে একটু দেরী হইতেছে। অনেকে বলিতেছেন, "গাড়ীও আজ আমাদের দুঃখ দেখিয়া দয়া করিয়াছে।" সকলের প্রাণের বেদনায় গাড়ীর একটু দেরী হইলেও গাড়ী ছাড়িবার সময় হইল। প্রণাম করিয়া সকলে গাড়ী হইতে নামিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। নরেন্দ্র চৌধুরী সপরিবারে মার সহিত খানিক দূর যাইবেন বলিয়া টিকিট কিনিয়াছেন। তিনি আলিগড় পর্য্যন্ত গেলেন। রাত্রি ১টায় আমরা আলিগড়ে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে গাড়ী বদল করিয়া আমরা বেরিলী চলিলাম। নরেন্দ্রবাবু সারারাত্রি তথায় কাটাইয়া ভোরের গাড়ীতে দিল্লী রওনা হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০শে চৈত্র; শনিবার।

ভোরে বেরিলী পৌঁছিলাম। মহারতন মেয়েদের নিয়া ষ্টেশন হইতে মাকে ধর্ম্মশালায় নিয়া আসিলেন। কাহাকেও সঠিক খবর দেন নাই, কারণ ভীড় বেশী হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা পৌঁছিবার কিছু পরেই এক উকিলের স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া মহারতন বলিল, "তুমি কি করিয়া খবর পাইলে যে মাতাজী আসিয়াছেন?" "সে জবাব দিল, "আমি ভাই কাল রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিয়াছি যে মা আজ বেরিলী পৌঁছিবেন, সেই জন্যই আসিয়াছি।" এই ভাবে আরও কয়েকজনের স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিলাম, তাহারা মাকে স্বপ্নে দেখিয়াছে। এখানকার মেয়েরা বড় সুন্দর কীর্ত্তন করে। বাঙ্গালী নয়, অন্যান্য দেশীয় মেয়েরা সব একত্র হইয়া মাকে নিয়া বসিল।

ফুলের মালায় মাকে সাজাইয়া দিল। তারপর নিজেরাই তবলা করতাল, হারমনিয়াম নিয়া বসিয়া গেল সুন্দর কীর্ত্তন হইল। ভোলানাথ মাঝখানে ভাবে বেশ নৃত্য করিলেন। মা ধূপ ও ফুল দিয়া সকলকে আরতি করিতে আদেশ করায়, আমিও যশপালের (মহারতনের) একটি মেয়ে আরতি করিতে লাগিলাম। প্রত্যেক কাজই মার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হওয়া চাই। বেলা প্রায় ১॥০টায় ভোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। বৈকালে আবার মেয়েরা কীর্ত্তন করিল। সন্ধ্যা-বেলায় মোটরে মাকে বেড়াইতে নিয়া যাওয়া হইল। একটা বাগিচা আছে, খুব সুন্দর সাজান। মার সহিত আমরা ৫।৬ জন তথায় গিয়া অনেকক্ষণ ছিলাম, পরে মা ধর্ম্ম-শালায় ফিরিলেন। আমেরিকানটি সঙ্গে সঙ্গে আছে, তাহার কি সব প্রশ্ন আছে, মার কাছে মীমাংসা করিয়া যাইবে। তাই মা আবার তাহাকে ও জ্যোতিষদাদাকে নিয়া বাহির হইলেন। রাত্রি ১০টায় মা ফিরিলেন। অনেক বসিয়া ছিলেন। মা আসিয়া বলিলেন, "সাহেবটি বেশ আসন করে ক্রিয়াদি বেশ করে"—তাহার প্রশ্ন শুনিয়াই মা বুঝিয়াছেন। যতীশ গুহ আমেরিকানটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে তো?" সে খুব আনন্দের সহিত বলিল, "আমি খুব সুন্দর জবাব পাইয়াছি, এমন সুন্দর জবাব আমি আর কখনও পাই নাই।" রাত্রি প্রায় ১১টায় সকলে বিদায় নিলেন। এখানকার বাঙ্গালীদের কাহাকেও দেখিলাম না, অন্যান্য দেশীয় লোকই মার কাছে আসিল।

মার দ্বারা প্রশ্নের সমাধানে আমেরিকান সাহেবের সন্তুষ্টি।

২১শে চৈত্র, রবিবার।

সকালবেলায় মেয়েরা কীর্ত্তন করিল। কথা হইয়াছে দিল্লী হইতে বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা সব আসিয়া এখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীর্ত্তন করিবেন। তাহাদের টেলীগ্রাম আসিল, কীর্ত্তনের দল রবিবার ভোরে এখানে পৌঁছিবেন, ভোলানাথের মহা আনন্দ। আজ বৈকালে মাকে এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের বাসায় নিয়া গেল। তথাও মাকে নিয়া মেয়েরা কীর্ত্তন করিল। এখান হইতে মহারতন মাকে তাহার বাসায় নিয়া গেল। রাত্রি প্রায় ৯টায় আসিয়া ধর্ম্মশালায় পৌঁছিলাম। অনবরতই মেয়েরা কীর্ত্তন করিতেছে। বঙ্কিমবাবুর চিঠি কক্সবাজার হইতে আসিয়াছে। তাহাতে লিখিয়াছে, মা তথায় তাঁবুতে যে স্থানে শুইতেন, সে স্থান সকলে ইট দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছে। সকলেই তথায় যান, মার কীর্ত্তনঘর উঠাইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। তাঁহার চিঠিতে সকলের মার অভাবে যে কার্য্য হইয়াছে, তাহাই লিখিয়াছেন তাই শুনিতে শুনিতে আমাদের ও চোখে জল আসিল।

কক্সবাজারের তাঁবুতে মা যেস্থানে শুইতেন সেই স্থানে ভক্তদের কীর্ত্তন ঘর করার জন্য ব্যস্ততা।

২২শে চৈত্র, সোমবার।

ভোরেই প্রায় ১৭।১৮ জন মার ভক্ত স্ত্রী, পুরুষ আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানকার লোকেরা তাহাদের খুব যত্ন করিলেন। ধর্ম্মশালায় এক ঘর সাজাইয়া বেলা ১২টায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সকালে এখানকার মেয়েরা একত্র হইয়া তাহাদের কীর্ত্তন শুনাইল। মা সকলের মধ্যেই ঘুরিতেছেন, কখনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়া বিছানায় বসিতেছেন। ফয়জাবাদ হইতে লক্ষ্মীরাণী ও পানীর ছেলের বউ, তার বোন সহ মার দর্শনে আসিয়াছেন। মহা আনন্দস্রোত চলিতেছে। মহারতন সকলের খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তুপুরের সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন খুব জমিয়া উঠিল। কীর্ত্তন হলের পাশের হলটায় মেয়েদের নিয়াও কীর্ত্তন করাইতেছেন। এক নাম চলিল—

বেরিলী ধর্ম্মশালায় কীর্ত্তন, দিল্লী ও অন্যান্য স্থান হইতে আগত ভক্তদের কীর্ত্তন।

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ,
হরে-কৃষ্ণ হরে-রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ।"

ঝম্ ঝম্ কীর্ত্তন চলিল। ভারি সুন্দর কীর্ত্তন হইল। ধর্ম্মশালায় লোকে লোকারণ্য। যে আসিতেছে নামে যোগ দিতেছে। পুরুষরা খাইতে আসিলে সেই ঘরে মা মেয়েদের নিয়া কীর্ত্তন করিলেন। মা সকলের সঙ্গে ঘুরিতেছেন, মধ্যে মধ্যে বাম হাতখানি উঠাইয়া হেলিতে হেলিতে তুলিতে তুলিতে চলিতেছেন। চোখের কি সুন্দর ভাব। কখনও এক একজনের গলা জড়াইয়া জড়াইয়া তালে-তালে নাচিতেছেন। কখনও সকলের হাত ধরাধরি করিয়া গোলাকৃত করিয়া নাচিতেছেন। স্ত্রীকণ্ঠের মধুর ধ্বনিতে ধর্ম্মশালা আনন্দময় হইয়া উঠিল। ফুলের মালা ও চন্দনের ছড়াছড়ি। বৈকালে ভোলানাথ কীর্ত্তনে নাচিতে লাগিলেন। রাত্রি ৮টা অবধি এই ভাবে কীর্ত্তন চলিল। পরে আনন্দময়ীর জয়ধ্বনি, ভোলানাথের জয়ধ্বনি দিয়া কীর্ত্তন শেষ হইল। দিল্লীযাত্রীরা আজই রাত্রি ১০টার গাড়ীতে রওনা হইবেন। সময় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহই মার নিকট হইতে উঠিতে পারিতেছেন না। যখন আর থাকা চলে না, তখন বাধ্য হইয়া সকলে মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় নিলেন। আজ রাত্রি ১০টায় যতীশগুহও কলিকাতা রওনা হইলেন।

২২শে চৈত্র, মঙ্গলবার।

আজও মা উঠিবার পূর্ব্বেই মেয়েরা আসিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। মা বারান্দায় শয়ন করেন, আমরাও মায়ের শয্যার চারিদিকে শয়নের স্থান করিয়া নেই। মা সকালে উঠিয়া ঘরের ভিতর গিয়া শুইয়াছেন, মেয়েরা আসিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। অনেক ফুল ও মালা মার উপর পড়িয়াছে। ফুল ও মালা দিয়া মাকে প্রণাম করিয়া করিয়া সকলে কীর্ত্তনে যোগ দিতেছেন। মা উঠিয়া বসিলেন। খুব জোর কীর্ত্তন চলিল। বেলা প্রায় ৯টায় কীর্ত্তন শেষ হইল। মাকে উঠাইয়া মুখ ধোয়ান হইল। পরে একটু দুধ খাইয়া মা আবার গিয়া তাঁর চোট্ট বিছানাটুকুতে বসিলেন। মেয়েরা নাচিয়া নাচিয়া কীর্ত্তন করিতেছে। ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল। কাশ্মিরী, পাঞ্জাবী, সুন্দর সুন্দর মেয়েরা সাজ-সজ্জা করিয়া আসিয়াছে। নামের তালে তালে নাচিতেছে। হাতে খরতাল বাজাইতেছে। কেহ কেহ তবলা বাজাইতেছে। মা মাঝখানে ছোট মেয়েদের দিলেন, তারপর বয়স্কা স্ত্রীলোকেরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাম কীর্ত্তন করিতেছে। তাহারা যখন নাচিয়া নাচিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই হাতে খরতাল বাজাইয়া নাম করিতেছিল, তখন দেখিয়া বাস্তবিকই খুব আনন্দ হইতেছিল। গত কল্যের কীর্ত্তনে এখানকার বাঙ্গালী এবং অন্যান্য দেশীয় লোকেরাও যোগ দিয়াছেন। শুনিলাম এখানেও কীর্ত্তনাদির দল আছে। একটা স্থানে নাকি এক বৎসর অখণ্ড নাম চলিয়াছিল। পার্শ্বস্থ গ্রামের লোকেরাই এই অখণ্ড নাম রক্ষা করিয়াছে। সেই কীর্ত্তনের পরই এখানে গ্রামে গ্রামে কীর্ত্তনের প্রচলন। হয়। কাল কীর্ত্তনের পর মাকে এখানকার ভদ্রলোকেরা কেহ কেহ বলিতেছিলেন, "মা, আপনার এই কীর্ত্তনে সহরে কীর্ত্তনের প্রচলন করিবে।" আজ সকালে মেয়েরা ফুলের মুকুট ও অন্যান্য গহনা দিয়া মাকে সাজাইল। মাও ছেলে-মানুষের মত হাসিতেছেন। আমাকে ডাকিয়া দেখাইলেন।

এইভাবে খেলায় খেলায় বেলা প্রায় ১২টায় মার ভোগ রান্না হইল। মার ও ভোলানাথের খাওয়ার পর অনেকেই প্রসাদ পাইতে বসিলেন। এতদ্দেশীয় মেয়েরা মার মুখের প্রসাদ খাইবার জন্য ব্যস্ত। মাকে এখন আর ইহারা দূরে দূরে রাখেনা—মার হাত ও পা বা পিঠ নিয়া টিপিতে বসিয়া যায়। মোটকথা মার স্পর্শ-সুখ হইতেও এখন ইহারা বঞ্চিত থাকিতে চায় না বা পারে না। প্রথম প্রথম ইহারা দূরে বসিয়া ফুল দিয়া পূজা করা বা আরতি করা, প্রণাম এই সবই করিত; স্পর্শ করিতে সাহস পাইত না। কিন্তু মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার আকর্ষণী শক্তিতে সকলে মার নিকটে থাকিতে চায়।

আকর্ষণী শক্তিতে এখন সে দূরত্ব-টুকুও চলিয়া গিয়াছে। ১০।১৫ জনই হয়ত মার হাত পা বা শরীরটা নিয়া টিপিতে বসিয়া গেল। কেহই নিজের নিজের জায়গা ছাড়িতে রাজি নয়। কি এক আকর্ষণী শক্তিতে সকলে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহা নিজেরাও যেন সব সময় বুঝিতেছে না। এই আনন্দে সকলে মাতোয়ারা হইয়া আছে। ভোলানাথকে নিয়া ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা খুব ব্যস্ত। তাহারা ভোলানাথকে ছাড়িতে চায় না। তিনি ছেলে-মেয়েদের খুব ভালবাসেন। ভোগের পর মাকে একটু কাপড় ঢাকা দিয়া বলিলাম, "তুমি এখন একটু বিশ্রাম কর।" মা ছোট্ট শিশুর মত তাই করিলেন। সকলে ভোলানাথের সঙ্গে সচ্চিদানন্দ খেলা খেলিতে বসিয়া গেল। কিন্তু মা শুইয়া থাকায় খেলা বেশীক্ষণ চলিল না। মা শুইয়া থাকিলে সকলেই যেন চুপচাপ হইয়া পড়ে। আনন্দ স্রোত কমিয়া যায়। কিছু পরেই মা উঠিয়া বসিলেন। আবার কীর্ত্তন চলিল। অনেকে একান্তে মার সঙ্গে কথা বলিবেন, তাই মাকে এক বাসায় নিয়া গেল—বিহারী লালের বাসায়, ইনি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এজেন্ট। রাত্রিতে মা ফিরিলেন। বাঙ্গালীরা আসিয়া মার কাছে কীর্ত্তন করিল। রাত্রি প্রায় ১২টায় সকলে বিদায় নিলেন। নরেন্দ্রবাবু আজ দিল্লী ফিরিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার সঙ্গ ছাড়িয়া কেহই যাইতে পারেন না, তাই যেটুকু থাকিতে পারেন থাকিয়া যান।

২৪শে চৈত্র, বুধবার।

আজও সকালে মেয়েরা সব কীর্ত্তন করিল। "জয় শিব শঙ্কর বম্ বম্ হর হর" কীর্ত্তনের পর অনেকে মাকে নিয়া একান্তে কথা বলিলেন। তারপর মহারতন মাকে নিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। দুপুর বেলা মাকে নিয়া ফিরিলেন, অনেক কাপড় কিনিয়া আনিয়াছেন। আর মাকে একখানি লাল সিল্কের সাড়ী পরাইয়া, সিল্কের জামা, রুমার ও লাল জুতা দিয়া সাজাইয়া আনিয়াছেন। মা সেই পোষাক দিক্ষীতের বাড়ী দেখাইতে গিয়াছেন। দিক্ষীতের স্ত্রী ধর্ম্মশালাতেই মার ভোগ রান্না করিতেছিল। মা ধর্ম্মশালায় আসিয়া সকলকে সেই পোষাক দেখাইতেছেন। একটি বাঙ্গালী যুবক মাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "মা যেন আজ মোহিনী সাজে সাজিয়াছেন।" সত্যি, এ পোষাকে যেন মার রূপ ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। সবই সুন্দর। সকলে মিলিয়া আনন্দ করার পর মা সেই পোষাক ছাড়িয়া ফেলিলেন ও শুইয়া পড়িলেন। আজ লক্ষ্মী ও দিক্ষীতের (ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট) স্ত্রী মার ভোগ রান্না করিয়াছে। ফয়জাবাদ হইতে যাহারা আসিয়াছেন, তাহারাও মাকে নানা তরকারী রান্না করিয়া দিলেন, মার ভোগ হইল। ভোগের পর মা গিয়া আবার কিছু সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাপড় মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিলেন। মেয়েরা সব বসিয়া আছেন, মা ভোগের পরই লক্ষ্মীকে বলিলেন, "লক্ষ্মী, আজ রান্না করিতে তোমার কোন জায়গা পুড়িয়া গিয়াছে কি?" লক্ষ্মী বলিল, "না মা, কোন স্থানতো জ্বলিয়া যায় নাই।" মা কিছু বলিলেন না। মা উঠিয়া বসিলেন, আবার আনন্দস্রোত চলিল। মা জ্যোতিষদাদাকে বলিলেন, 'কেহ কি ট্রেণ ফেল করিয়াছে?" জ্যোতিষদাদা বলিলেন, "না" কিন্তু পরদিন শুনিলাম—নরেন্দ্রবাবু ট্রেণ ফেল করিয়া ষ্টেশনে পড়িয়াছিল। মাকে আজ বৈকালে দ্বারকাপ্রসাদ উকিলের বাসায় নিয়া গেল। সেখানে মেয়েরা কীর্ত্তন করিবে। বাগানের ভিতর খুব বড় একটা জায়গা ঘেরাও করিয়া তাহার ভিতর জায়গা করিয়াছে। মাকে তাহারা রেশমের পীতবর্ণের ধুতি পরাইল। ফুলের গহনা দিয়া সাজাইল। মা হাসিয়া হিন্দীভাষায় বলিতেছেন, "বরতো সাজাইলে, এখন বধূ কোথায়?" মার এই কথায় মেয়েরা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। অনেক মেয়েরা আজ পীতবর্ণের সাড়ী পরিয়াছে। মা দেখিয়া বলিলেন, "তোমাদের কি পূর্ব্ব হইতে ঠিক ছিল নাকি?" মাকে, ভোলানাথকে বসাইয়া ফটো নেওয়া হইল। পরে আমাদের নিয়া একটা গ্রুপ তোলা হইল। তারপর মাকে বসাইয়া মেয়েরা ঘুঙুর পরিয়া একে একে নাচিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে গান চলিল। ডেপুটিবাবুর স্ত্রী মিসেস্ দিক্ষীতও পীতবর্ণের সাড়ী ঘুঙুর পরিয়া নাচিতেছেন। গানের ভাবটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যে, "হে ভগবান, আমার আরজি শোন। আমি সংসারে ভাসিয়া যাইতেছি। হে দীন-দয়াল, তোমার যেমন মরজী (ইচ্ছা) হয় কর।" এমন সুন্দরভাবে মাকে লক্ষ্য করিয়া, মার দিকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিয়া এই গানটির সঙ্গে সঙ্গে নাচিলেন, বড়ই মিষ্টি লাগিল। নাচের পর মাকে প্রণাম করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। পীতবর্ণের সাড়ীপরা মেয়েরা মাকে মাঝখানে রাখিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নামের সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছে। চক্রাকারে সকলে ঘুরিতেছে। কখনও হাত ধরিয়া, কখনও হাততালি দিয়া নাচিতেছে—সবাই একসঙ্গে ঐভাবে নাচিতেছে। অন্যান্য অনেকে বসিয়া বসিয়া নামে যোগ দিতেছিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—মাও মধ্যে মধ্যে কাহারও গলা ধরিয়া, কাহারও হাত ধরিয়া নাচাইতেছেন ও একটু একটু নাচিতেছেন। সুন্দর সুন্দর পোষাক, গলায় মালা, কপালে চন্দন—মা স্বয়ং উপস্থিত, কীর্ত্তনে নানা নাম হইতেছে—কখনও "জয় গুরু, জয় মা; জয় গুরু, জয় মা," কখনও "গোপাল জয় জয় গোবিন্দ জয় জয়, রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়," কখনও "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত-পাবন সীতারাম," কখন "হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, সীতারাম জয় রাধেশ্যাম।" এইরূপে নামে ধ্বনি উঠিয়া যেন আকাশ, বায়ুমণ্ডল সব পবিত্র করিতেছে। প্রকৃতিরাণীও যেন মুগ্ধ

নানারূপ অভিনব বেশে ভক্তদের মার নিকট কীর্ত্তন ও আরতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া এইসব দেখিতেছিল ও শুনিতেছিল। কীর্ত্তনের পর মা ও ভোলানাথকে বসাইয়া আরতি করিল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা আরতির গান ধরিল। দেবীর আরতি গান—ভাবার্থ এই, "মা তারা, তোমার পার কেহ পায় না। চারি বেদ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু সব তোমারই নাম করিতেছে; কিন্তু পার পাইতেছে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।" আরতির পর ফল ভোগ হইল। মাকে আজ বাঙ্গালীরা তাহাদের কীর্ত্তনে নিয়া যাইবে, মোটর দাঁড়াইয়া আছে। তখনই মাকে মোটরে নিয়া গেল।

আমরা মার সঙ্গে বাঙ্গালীদের কীর্ত্তনে গেলাম। সেখানে সকলে মাকে পাইয়া খুব আনন্দ করিল। যাহারা পূর্ব্বে মার দর্শন পায় নাই তাহারা আজ মাকে দর্শন করিল। বাঙ্গালীমহলে এখানে মা বিশেষ পরিচিতা নন। শুধু এক প্রফেসার দাশগুপ্তের স্ত্রী গতবার মাকে দেখিয়াছেন, তিনি এবারও আসিয়াছেন। প্রথম প্রথম একটু ভদ্রভাবে চুপচাপ থাকিতেন। আজ দ্বারকা প্রসাদের বাসায় কীর্ত্তনের পর মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছেন, "মা, কাল আবার যাব, তোমাকে আমার বাসায় নিয়া আসিব। তোমাকে ছাড়িয়া যেন ঘরে থাকিতে পারিতেছি না।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "এ কয়দিনতো বেশ ভদ্রভাবে দূরে দূরে চুপচাপ ছিলেন, আজ বুঝি মার আকর্ষণী শক্তিতে জড়াইয়া পড়িলেন।" তিনিও হাসিয়া উঠিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইল। পরে মাকে ফল ভোগ দিল। একটি ছেলে বলিতেছে "মা, এসব খাইতে হইবে।" মা বলিলেন, "বেশ, তোমরা সব আন, সব খাইয়া ফেলিতেছি, একটুও থালাতে থাকিবে না।" ছেলেরা সব মাকে ঘিরিয়া বসিল। আমাকে হাতে হাতে সব দিতে বলিলেন। থালা খালি হইয়া গেল। মা হাসিয়া বলিলেন, "দেখ, থালাতে আর নাই, সব খাইয়া ফেলিয়াছি।" একথায় সকলেই হাসিয়া উঠিল। মা রাত্রি ১২টায় ধর্ম্মশালায় ফিরিলেন। মহারতন মেয়েদের নিয়া বাসায় ফিরিল।

লক্ষ্মী ও ফয়জাবাদ হইতে তাহার সঙ্গে যাহারা আসিয়াছেন, তাহারা মার কাছেই শুইয়া পড়িল। সকলকে যেন পাগল করিয়া তুলিয়াছেন। এতদ্দেশীয় একটি স্ত্রীলোক বলিতেছিল, "বাসায় থাকিতে পারি না। দেখুন, আমার ছেলেটির খুব অসুখ ডাক্তার আসিয়া আমাকে বাসায় না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল যে এমন ছেলে রাখিয়া তাহার মা কোথায় গিয়ছে। কখনও আমাকে এভাবে যাইতে দেখে নাই। চাকরদের জিজ্ঞাসা করিল, তাহারাও আমার খবর কিছু দিতে পারে নাই; কারণ, আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়াই ধর্ম্মশালায় চলিয়া আসিয়াছি। মেয়েদের যদি বলি, তোমরা একজন থাক— তাহারাও কাঁদিতে বসিয়া যায়। মার যে কি শক্তি, ছেলে বুড়ো কাহাকেও ঘরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিতে দিতেছেন না।" এই রকম নানা লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল।

যশপাল জ্যোতিষদাদাকে বলিতেছিলেন, "সহরেতো মার বিরুদ্ধে নানাকথা উঠিয়াছে।" জ্যোতিষদাদা বলিলেন, "কি রকম ?" তিনি বলিলেন, "আমি আজ ডেপুটির বাড়ী গিয়াছি— ডেপুটিসাহেব বলিতেছেন, "দেখুনতো কি বিপদেই পড়িয়াছি ; অফিস হইতে ঘরে আসিয়াছি, দেখি স্ত্রী ঘরে নাই। শুনিলাম মাতাজীর কাছে ধর্ম্মশালায় চলিয়া গিয়াছে। মাতাজী আসার পর হইতেই ঘরে ঘরেই এই অভিযোগ।" এইভাবে মার লীলা চলিতেছে।

২৫শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার।

মা সকালে উঠিয়াছেন। অনেকে একান্তে আলাপ করিলেন। ভজন, কীর্ত্তন হইল, মার আরতি হইল। পরে সকলে মাকে নিয়া বসিয়াছে, কথাবার্ত্তা হইতেছে। আবার সচ্চিদানন্দ খেলায় বসিল ! সঙ্গে হার জিতের নাম কীর্ত্তন ও জপ চলিল। বেলা প্রায় ২টায় মার ভোগ হইল। ভোগের পর মা গিয়া শুইয়া পড়িলেন। সকলে মহানন্দে প্রসাদ পাইতে বসিয়া গেল। কাহারও বলা কওয়া নাই, যাহার ইচ্ছা প্রসাদ পাইতে বসিয়া যাইতেছে। মা শুইয়াছেন, কেহ কেহ এই অবসরে তাড়াতাড়ি বাড়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে খাওয়া দাওয়া করিয়া আসিতে চলিল—যাহাতে মা শুইয়া থাকিতে থাকিতে ফিরিয়া আসিতে পারেন। কেহ কেহ বাড়ী যাইতেই রাজী নয়।

এইখানেই যাহা হয় খাইয়া মার কাছে গিয়া বসিয়া আছেন। আজ সকালেই লক্ষ্মী, মাকে আসিয়া দেখাইয়া বলিতেছেন "মা, আমার কাল একটা আঙ্গুল জ্বলিয়া গিয়াছিল; কাল টের পাই নাই। তাই তুমি যখন কাল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি বলিয়াছিলাম, কিছু জ্বলে নাই। কিন্তু আজ দেখিতেছি আঙ্গুলে ফোস্কা পড়িয়া রহিয়াছে।" আজও বৈকালে মাকে প্রফেসার দাশগুপ্তের বাসায় নিয়া গেলেন তথা হইতে এ দেশের এক ভদ্রলোকের বাড়ী মেয়েদের কীর্ত্তনে নিয়া গেল। তথায়ও মাকে ময়ুর পাখা, ফুলের মালা ইত্যাদি দিয়া শ্রীকৃষ্ণ সাজাইল। রাত্রি প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন চলিল।

মার দূরদৃষ্টি।

তারপর মহারতনের বাসায় মাকে নিয়া গেল; তথায় এখানকার বেগমসাহেব মার সহিত একান্তে মিলিবেন। আমি সঙ্গে গেলাম। মা সেখানে যাওয়ার পরই বেগমসাহেব আসিলেন, সঙ্গে আরও দুটি স্ত্রীলোক। একটি নাচ গান করে। মার কথা বেগমসাহেব মহারতনের কাছে শুনিয়াছিলেন। সিভিল লাইনেই নবাবের বাড়ী, মার সঙ্গে বেগম রাত্রি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা বলিলেন। নিজের সাংসারিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখ ও জানাইলেন। আবার সাধন ভজনের কথা ও বলিলেন। বেগমটি বেশ শুদ্ধভাবে থাকে। রাত্রি ১২টায় মা ধর্ম্মশালায় ফিরিলেন। খাওয়া দাওয়া কিছুই হইল না, রাত্রি ১৷৷০টায় সকলে শুইয়া পড়িলেন।

২৬শে চৈত্র, শুক্রবার।

ভোরে এক ডেপুটির স্ত্রী মাকে গঙ্গায় নিয়া যাইতে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বহু স্ত্রীলোক আসিয়াছেন। মাকে নিয়া নৌকায় বেড়াইবেন। প্রায় ৬৷৷০টায় সকলে গঙ্গায় চলিলাম, মোটরে কীর্ত্তন চলিতেছে। মেয়েরা গান করিতেছে—গানের মর্ম্মার্থ এই, "মা আমরা তোমার শরণ নিয়েছি, তুমি আমাদের উদ্ধার করিও।" আবার একগান হইল, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, "সকলে মার চিন্তা কর, মার নাম কর মার নাম বিনা কৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে না ইত্যাদি।" প্রায় ৯৷৷০টা অবধি নৌকায় কীর্ত্তন চলিল। তারপর মাকে আর এক বাসায় নিয়া গেল। সেখান হইতে এক মন্দির ও বেগমসাহেবের কুঠি হইয়া মা ধর্ম্মশালায় ফিরিলেন। আগামীকল্য নৈনিতাল রওনা হইবার কথা আছে। প্রায় ১৷৷০টায় মা ফিরিলেন। খাওয়া দাওয়া তখন কিছুই করিলেন না। বহুলোক আসিয়াছেন, মা বসিয়া সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। সকলে মুগ্ধ হইয়া যতটা সম্ভব গায়ের কাছে গিয়া বসিতেছে। এই কদিনের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহস্থ পরিবারই বাসার সঙ্গে বড় সম্পর্ক রাখিতেছেন না। সকলের চেহারাতেই যেন একটা শুষ্কভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাহারও মাথায় তেল নাই, চিরুণী ও দিবার সময় নাই, খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম খুবই অনিয়ম মত চলিতেছে। তবুও যেন সকলে আনন্দে আত্মহারা। প্রতিদিনই প্রায় ২।১ বাসায় কীর্ত্তন চলিতেছে। সকলেই তথায় একত্র হইতেছেন। বাঁয়া, তবলা, খরতাল (পাঞ্জাবী মেয়েরা কীর্ত্তনের সময় বাজায়) নিয়া মেয়েরা সব কীর্ত্তনে বসিয়া গেল। মার বসিবার স্থানই বা কত সাজাইয়া রাখে।

প্রতি বাড়ী বাড়ীই কীর্ত্তনে মাকে নিবার প্রার্থনা জানাইতেছেন; কিন্তু সময় নাই বলিয়া সকলের প্রার্থনা পূর্ণকরা অসম্ভব। আজও আবার মাকে গঙ্গায় বেড়াইবার জন্য সদলবলে নিয়া যাইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এজেন্ট বিহারীলাল আসিয়াছেন। ৪।৫খানা মোটর ভর্ত্তি হইয়া সকলে গঙ্গায় গেলেন। নৌকায় বেড়ান হইল। বহু স্ত্রীলোক ও ভদ্রলোকেরা সঙ্গে আছেন। কীর্ত্তনাদি হইল। মাকে ফুলের মালায় সাজাইয়া আবার সকলে সেই প্রসাদী মালা নিজেদের মধ্যে বিলি করিল। বিহারীলাল কিছু জল খাইবার উদ্যোগও করিয়াছিল। মেসিনে বরফ ও দুধ মিলাইয়া তৈয়ার হইতে লাগিল।

ভক্ত সহ গঙ্গার উপর নৌকায় ভ্রমণ ও কীর্ত্তন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধ্যার পরে গঙ্গা হইতে জমিদার মিহির প্রসাদের বাড়ীতে মাকে নিয়া গেল। তথায়ও মেয়েরা কীর্ত্তন করিবে। খুব সুন্দর করিয়া কীর্ত্তনের স্থান সাজান হইয়াছে। মেয়েরা খুব কীর্ত্তন করিল। আজও ফুলের মালায় মাকে শ্রীকৃষ্ণ সাজাইয়া মার চারিদিকে নাচিয়া নাচিয়া প্রায় ২০।২৫ টি কুমারী কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বয়স্কারা বাজনা নিয়া একধারে বসিয়াছেন। মেয়েরা মাকে বলিতেছেন, "মা, উঠিয়া আস। তুমি আমাদের কৃষ্ণ, আমরা সব গোপিনী"। আর একদিনও তাহারা এইভাবে মাকে উঠাইয়া নিয়া গোপিনী সাজিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে।

আজ আর মা উঠিলেন না। তাহারা তখন মার চারিদিকে এমন সুন্দরভাবে কখনও চক্রাকারে কখনও অর্দ্ধচক্রে সারি সারি দাঁড়াইয়া আরও কত রকম ভাবে ঘুরিয়া মাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিল; আবার একইভাবে সকলে ঘুরিতে ঘুরিতে মার চরণের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেছে, কখনও একভাবেই সকলে একই সময় প্রণাম করিতেছে। মাকে উঠাইয়া আনিবার জন্য আর তাহাদের ব্যস্ততা নাই। তাহারা যেন সেই সময়ের জন্য একভাবে মাতিয়া গিয়াছে। আলোয় আলোয় স্থানটা সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তার মধ্যে এই লীলা দেখিলে সাধারণতঃ সকলেরই বৃন্দাবনের কথা মনে জাগে। আমার

CC0. In Public Domain. Srl Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত খুবই জাগিতেছিল। এমন সুন্দর আমি আর দেখি নাই। কি অপূর্ব্ব ভাব! এই দেশীয় মেয়েদেরও যেন কেমন একটা স্বাধীন ভাব! সঙ্কোচের বড় ধার ধারে না। আজও মেয়েরা কীর্ত্তনের তালে তালে গোল হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া সকলে নাচিতেছে। তাহাদের রং বেরংয়ের শাড়ী পরা। আলোকের মধ্যে ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল। রাত্রি প্রায় ১০টায় মা ধর্ম্মশালায় ফিরিলেন। বিহারীপুর হইতে বাঙ্গালীরা মার কাছে কীর্ত্তন করিতে ধর্ম্মশালায় আসিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন।

মা আজ ১২টার গাড়ীতে চলিয়া যাইবেন, তাই সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন। অনেকের চোখের জল পড়িতেছে। লক্ষ্মীরাণীও আজ দেরাদুন চলিয়া যাইতেছেন। রাত্রি প্রায় ১০টা বাজিল, রওনা হইবার সময় হইল। মা হঠাৎ মেয়েদের নিয়া কীর্ত্তনের ঘর হইতে অন্য এক ঘরে আসিয়া বসিলেন। দুইখানা শাড়ী ফুলের মালা ও মিষ্টি মার কথা মত আনা হইল। মা আমাকে লক্ষ্মীকে দিয়া মহারতনও বিহারীলালের স্ত্রীকে ঐ কাপড়, মালা ও মিষ্টি দেওয়াইলেন। পরে তাহাদের বলিলেন, "তোমাদের আজ বন্ধুত্ব পাতান হইবে।" এই বলিয়া দুইজনকেই বলিলেন, "তোমরা শাড়ী বদল কর, মালা বদল কর, মিষ্টিও পরস্পরকে খাওয়াইয়া দেও।" পরে বলিলেন, "এবার আলিঙ্গন কর।" মার

১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথামত তাহারা তাহাই করিতেছেন। এবার মা বলিলেন, "মহারতনের নামও আমিই মহারতন রাখিয়াছিলাম, তোমার নাম প্রেমরতন"।

তখন মহারতন ও প্রেমরতন একত্র হইয়া মার চরণে প্রণাম করিলেন। মা বলিলেন, "তোমরা আজ ধর্ম্মের বন্ধু হইলে। ঐদিকে যাইবার সাহায্যই দুইজন দুইজনকে করিবে।" সকলকে মিঠাই ও মালা বিতরণ করা হইল। সকলে মহানন্দে হাততালি দিলেন। এই খেলা শেষ হইতেই যাওয়ার ডাক পড়িল। ৪।৫ খানা মোটর ভরিয়া সকলে ষ্টেশনে চলিল। ১১টায় লক্ষ্মী চলিয়া গেলেন, সঙ্গে শেরসিং সপরিবারে গেলেন। শেরসিং (চৌধুরী সাহেব) মার দর্শনের জন্য দেরাদুন হইতে সপরিবারে আসিয়াছিলেন। অনেকেই কাঁদিতেছেন, কেহ কেহ মার সঙ্গে নানা কথা বলিতেছেন। বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা পুনঃ পুনঃ মার ও ভোলানাথের জয়ধ্বনিতে ষ্টেশন মুখরিত করিয়া তুলিতেছেন। বিহারীবাবুর স্ত্রী মার জন্য নূতন বিছানা নিয়া আসিয়াছেন। তিনি নিজেই গাড়ীতে তাহা পাতিয়া দিলেন। ট্রেণের কিছু দেরী হইতেছে, রাত্রি প্রায় ১টায় গাড়ী ছাড়িল। স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতে কাঁদিতে অস্থির। এই কয়দিনে তাহাদের চেহারার অনেক

বেরিলী হইতে নৈনিতাল যাত্রা সমৃদ্ধিশালী পরিবারের মেয়েদের যাত্রা সময়ে ব্যাকুলভাবে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া যাওয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলেই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। ভোগ-বিলাসের চিহ্ন প্রায় লুপ্ত দিনরাত একটা নেশায় কাটাইয়াছেন। আজ সেই আনন্দের খনি চলিয়া যাইতেছে, তাই সকলের প্রাণই কাঁদিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা বলিল, "মা, আমারা আগামী শনিবার তোমার কাছে যাইয়া কীর্ত্তন করিয়া আসিব"। যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কয়েকটি মেয়েছেলে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর দৌড়াইয়া চলিল। আমরা নিষেধ করিতেছি, কিন্তু কেহ শুনিতেছে না ; একজন আর একজনকে বলিতেছে, "ছুটিয়া চল"। প্রাণপণে ছুটিতেছে—কিসের আশায় ? মাকে তখন তাহারা দেখিতেও পাইতেছে না, দৌড়িয়া দেখিবে সে আশাও নাই। তবুও পাগলের মত ছুটিয়াছে।

এই গাড়ীতে মা আছেন, যতদূর পারি গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যাইব—এই তাহাদের প্রাণের কথা। কি সুন্দর প্রেম, ইহার তুলনা নাই। অল্প বয়সের মেয়ে, বড় ঘরের মেয়েরা —সর্ব্বদা ভোগ বিলাসে প্রতিপালিত ; আজ রাত্রি ১টায় ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। কাহার আকর্ষণে ছুটিয়াছে ? যিনি এই বালিকাদের প্রাণে এই স্বর্গীয় প্রেমের আভাষ এত অল্প সময়েই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। শুধু প্রণামেও যেন প্রাণের ভাব কিছু ব্যক্ত হইবে না—কিসে যে হইবে, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ;—বোধহয় ধারণাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা যায় না। ক্রমেই মেয়েরা পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। গাড়ী ছুটিয়া চলিল। রাত্রির গায় অন্ধকারে তাহারা মিলাইয়া গেল। আমারও প্রাণের ভিতরটা আলোড়িত করিয়া দিয়া গেল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

—:*:—

২৭শে চৈত্র, শনিবার।

ভোর ৬টায় আমরা কাঠগুদাম পৌঁছিলাম। এখান হইতে মোটরে নৈনিতাল যাইতে হয়। প্রায় ১॥০ ঘণ্টা কি ২ ঘণ্টার রাস্তা। আমরা বেলা ৮টা ৮॥০টায় নৈনিতাল পৌঁছিলাম। দিল্লীর চিন্তামণি পান্থের ভাই এখানে তহশিলদার। তিনি এবং আরও কয়েকজন মোটরের কাছে উপস্থিত ছিলেন। মাকে রিক্সাতে ধর্ম্মশালায় নিয়া যাওয়া হইল। প্রায় এক মাইল ব্যবধানেই ধর্ম্মশালা। মোটর হইতে নামিয়াই সম্মুখে তালিতাল (Lake) দেখিলাম। এক মাইল ব্যাপী তালিতাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ উঁচু পাহাড়ের উপর এমন সুন্দর জলাশয় দেখিয়া ভারি আনন্দ হইল। চারিদিকেই পর্ব্বতমালা আকাশস্পর্শ করিতেছে। পাহাড়ের গায় গায় বাড়ী ঘরগুলি বেশ সাজান। সবচেয়ে শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে, তালিতালটি। মা ও আমি এক রিক্সাতে গেলাম। মা বলিতে লাগিলেন, "গতবার যখন আসিয়াছিলাম তখন ইহা আরও জলপূর্ণ ছিল, তাই আরও সুন্দর দেখাইত।" আমরা নয়নাদেবীর মন্দির সংলগ্ন ধর্ম্মশালায় আসিলাম। পূর্ব্বেও মা এখানেই থাকিয়া গিয়াছেন। মা পৌঁছিতেই পূজারী, চাকর, চৌকিদার সকলেই মাকে ফুল চড়াইল, প্রণাম করিল এবং মা আমার আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মেঘ করিয়াছিল। তালিতালের উপরেই এই ধর্ম্মশালা; একদিকে তালিতাল, একদিকে একটু ময়দান। সেইখানেই সমতলভূমি বরফের মত ঠাণ্ডা। মা আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। রান্নার জোগাড় করিতে করিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। প্রায় ২টায় মার ভোগ হইল। পাহাড়ীরা অনেকেই আসিতে লাগিল। বৈকালে মার সহিত আমরা একটু বেড়াইতে বাহির হইলাম। রাত্রিতেও লোক আসিতেছে, কিছু সময় থাকিয়াই দলে দলে প্রণাম করিয়া বিদায় হইতেছে—আবার একদল আসিতেছে। এইভাবে রাত্রি ৯টা বাজিল। এখানকার এক ভদ্রলোক দেবীদত্ত, ইনি কুমার; শুদ্ধভাবে থাকিয়া সাধন-ভজন করেন, প্রেম আছে। ইনিই আমাদের সব বন্দোবস্ত করিয়া

নৈনিতাল আগমন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিতেছেন। মার সহিত ইহার অনেক পূর্ব্বেই দেখা হইয়াছে। একবার দেরাতুন হইতে মা জ্যোতিষদাদা, হরিনাম প্রভৃতিকে নিয়া অল্প সময়ের জন্য আলমোড়া হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন। তখনই দেবীদত্তের সঙ্গে দেখা হয়। পরে হৃষিকেশে মার সহিত দেখা হইয়াছে। ইনি খুবই মার ভক্ত, মার যতটুকু সেবা করিতে পারেন, সেইজন্য বিশেষ আগ্রহ আছে। আজ রাত্রি প্রায় ১০টাতেই আমরা শুইয়া পড়িলাম, কিন্তু অসময় বলিয়া সকলেরই মনে হইতেছিল।

২৮শে চৈত্র, রবিবার।

মা সকালে উঠিয়া জ্যোতিষদাদার সহিত একটু বাহির হইয়া তালিতালের ধারে এক বেঞ্চির উপর গিয়া বসিলেন। সকালে একটু রৌদ্র উঠিয়াছে। একটু পরেই ঘরে আসিয়া বসিলেন। কয়েকদিন যাবত মার সর্দ্দি হইয়াছে। সামান্য একটু খাইয়াই শুইয়া পড়িলেন। দলে দলে স্ত্রীলোক পুরুষ আসিতেছে। আমরা সচ্চিদানন্দ খেলা খেলিতে বসিলাম, মেয়েরা খুব আনন্দ পাইল। একটি মেয়ে আসিল, তাহার নাম মোহিনী.; সকলে মুন্নি বলিয়া ডাকে—এই দেশেরই মেয়ে, বিধবা, পিতৃমাতৃ হীনা, কেহই নাই। দেবী দত্তই এই মেয়েটিকে দেখাশুনা করেন, আর মেয়েটির খুল্লতাত ভগ্নী আছে, তাহার কাছেই থাকে। মার আদেশ মত গতবার হইতেই মৌন, ও পূজা পাঠ করে। মেয়েটির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিতরে খুব আনন্দ আছে, সর্ব্বদাই হাসিতেছে—হাসিলে যেন সমস্ত শরীর দিয়াই হাসিতেছে মনে হয়। সে খেলায় খুব আনন্দ পাইল। আমিই খেলা শিখাইয়াছি, তাই আমাকে "গুরু, গুরু" বলিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু খেলায় আমিই হারিতেছি, সেই পুনঃ পুনঃ জিতিয়া যাইতেছে। এই নিয়া খুব হাসাহাসি হইল। মা হাসিয়া বলিলেন, "শিষ্যা এমন শক্তিশালিনী যে গুরুর সব বিদ্যা হরণ করিয়া নিয়াছে।" পুরুষের দল আসিতেই মেয়েদের খেলা বন্ধ হইয়া গেল। মা পুরুষদের খেলিতে বলিলেন। আমেরিকার সাহেবটি বেরিলী হইতে আলমোড়া চলিয়া গিয়াছিলেন, আজ আবার এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাহাকেও এই খেলায় যোগ দিতে হইল। দেখিতে দেখিতে বেলা শেষ হইয়া আসিল। শীতের ও খুব জোর হইল। মার সঙ্গে সকলে একটু বেড়াইতে বাহির হইলেন। ফিরিয়া আসিতেই দলে দলে এখানকার লোকেরা মার কাছে কীর্ত্তন করিতে আসিল। রাত্রি প্রায় ১০টায় সকলে বিদায় হইল।

২৯শে চৈত্র, সোমবার।

আজ একটু বেলায় মা উঠিয়াছেন। একটু দুধ খাইয়া হাঁটিতে বাহির হইলেন। ফিরিয়া আসিলে ভোগ হইল। মা একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। একদিন কথায় কথায় একটি লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মা দীক্ষা দেন না কেন?',

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার কাছে এই কথা উঠাইতে মা বলিলেন, "দেখ, গুরু শিষ্য সম্বন্ধ ও একটা বাঁধন সত্য, কিন্তু এই শরীরের সে সব এভাবে হয় না। আত্মায় আত্মায়তো সকলের সহিত বাঁধন আছেই—আবার নূতন করিয়া কি বাঁধন করিব?" আজ ভোগের পর বলিতেছেন, "আজ দেখিতেছিলাম একজনের দেহান্ত হইয়া গিয়াছে—" বলিয়া একজনের নাম বলিলেন। আবার বলিলেন, "কত সময় কতজনকে দিয়া কত কি দেখি, কত দিকে কি হইয়া যায়।" আমি বলিলাম, "আমার যেমন একজনকে দিয়া একটা স্বপ্ন দেখিলে, আর একজনের হইয়া যায়; তোমারও তাই হয় নাকি? তুমি যে একজনের কথা বল, আর একজনের হয় দেখি।" মা হাসিয়া বলিলেন, "যাহা দেখি ঠিকই দেখি, বলিবার সময় অনেক সময় অন্য রকম করিয়া বলা হয়; তাই ঠিক ধরিতে পার না।" মা ভীড়ের মধ্যে ও কখনও শুইয়া পড়েন; হয়তো বলিয়া রাখেন, আমাকে ১ঘণ্টা কি আধ ঘণ্টা পর উঠাইয়া দিও,—এই বলিয়া কাপড় মুড়ি দেন। ঠিক এক ঘণ্টা পর মাই হঠাৎ উঠিয়া গেলেন, কি পার্শ্বস্থ লোকেরা মাকে উঠাইয়া দেয়। মা আজও উঠিয়া বসিলেন। সচ্চিদানন্দ খেলা কিছুক্ষণ চলিল। পরে মাকে নিয়া আমরা নৌকা ভ্রমণে বাহির হইলাম। তালিতালটি দীর্ঘে এক মাইল, প্রস্থে আধ মাইল, তাহার মধ্যে

"আত্মায় আত্মায় তো বাঁধন আছেই। দীক্ষা দিয়া নূতন বাঁধন কি করিব?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রায় ঘণ্টা খানেক নৌকায় বেড়ান হইল। আজ বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। নৌকা হইতে নামিয়া মা আবার রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ধর্ম্মশালায় ফিরিলেন। আমেরিকান সাহেবটি সঙ্গে সঙ্গে আছেন, ইনি আগামীকল্য দেরাদুন যাইবেন। আরও অনেকে মার দর্শনে আসিয়াছে। বাঙ্গালী মাত্র একটি ছেলে আসিয়াছে। ওখানে বাঙ্গালী নাই বলিলেই হয়। ছেলেটি মার এই বাঙ্গালী দল পাইয়া ভারী খুসী। মা ২।১ জনকে বলিতেছেন, "তোমরাও ত চাকুরী কর, প্রতিদিন নিজের নিজের ডিউটি পূরণ কর, সময় হইলে পেন্সন পাইবে। সেই রকম ঐদিকের কাজও নিত্য নিয়মিত ভাবে করিয়া গেলে পেন্সন মিলে, সেই পেন্সন আর শেষ হয় না। এই পেন্সনতো যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে মিলিবে" ইত্যাদি ইত্যাদি। সাধারণ কথায় সুন্দর সুন্দর উপদেশ দেন। পাহাড়ী স্ত্রীলোকেরা মন্দির দর্শন করিতে আসিয়া সকলেই প্রায় মাকে দর্শন করিয়া যায়। আবার কর্পূরাদি দ্বারা আরতি করে, সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর গান করে। তাহাদের কোন কথাবার্ত্তা নাই—আরতি করিয়া ফুল ছড়াইয়া, কিছু মিষ্টি ছড়াইয়া, প্রণাম করিয়া বিদায় নেয়। পাহাড়ীরা কীর্ত্তন করিল। শীত বেশী বলিয়া ৯টায়ই তাহারা সকলে বিদায় নিল। দেবী দত্ত আমাদের যাহা দরকার সব শেষ করিয়া রাত্রি প্রায় ১০টায় বিদায় হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩০শে চৈত্র, মঙ্গলবার।

আজও একটু বেলায় মা উঠিয়াছেন। উঠিয়া একটু বেড়াইতে বাহির হইলেন। আমেরিকানটি আজ দেরাদুন যাইতেছে, মাকে সে একটি ঘড়ি দিয়া গেল। জ্যোতিষদাদা মার গায়ের একটি জামা তাহাকে দিলেন, তিনি ও মহা খুসী হইয়া তাহা নিলেন। তিনি আমেরিকা যাইতেছেন, বলিয়া গেলেন; এক বৎসর পর কারবারের সব গোলমাল মিটাইয়া মার কাছে ফিরিয়া আসিবেন। ঘড়িটি মাকে দেঁওয়ার পর মা বলিলেন, "ঘড়িটি যেমন এইভাবে টিক্‌টিক্ করিয়া আপন মনে চলিয়া যাইতেছে, আমি তোমাকেও সেইরূপ সেই এক অখণ্ডের চিন্তায় একই ভাবে লাগিয়া থাকিতে দেখিতে চাই। বাহিরের গণ্ডগোলে যেন সেই চিন্তা ভাঙ্গিয়া না যায়।" মার এই কথায় সাহেব মহা খুসী হইয়া হাতজোড় করিয়া মার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন।

আমেরিকান সাহেবকে তাহার দেশযাত্রা কালীন উপদেশ—"তোমাকে এক অখণ্ডের চিন্তায় একই-ভাবে লাগিয়া থাকিতে দেখিতে চাই।"

ভোগের পর মা একটু বিশ্রাম করিলেন। পাহাড়ী স্ত্রী পুরুষ আসিয়া ঘরখানি পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। মা উঠিয়া বসিলেন। কিছু সময় সচ্চিদানন্দ খেলা চলিল। পরে মাকে সকলে বিশেষ অনুরোধ করিয়া সিনেমা দেখাইতে নিয়া গেলেন। সেখান হইতে মাকে পূর্ব্বেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং নিতে আসিয়াছে। মার কোনটাতেই আগ্রহ, নিগ্রহ নাই—মার ত' আমার একই ভাব। মা বলিলেন, 'আজ পালা হইতেছে "প্রভুকে প্যারী" (টকি)।" প্রায় রাত্রি ৮টায় আমরা ফিরিলাম। ধর্ম্মশালার নিকটেই সিনেমা হইতেছিল। ফিরিয়া আসিয়া মাকে একটু দুধ খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। রাত্রি প্রায় ১০টায় সকলে শুইয়া পড়িলেন। এখানে পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেট মার সঙ্গে আজ ২।৩ দিন যাবত দেখা করিতে আসিতেছেন সকলেই মাকে পাইয়া মহা আনন্দিত।

———

ত্রয়োদশ অধ্যায়

—ঃ❀ঃ—

১লা বৈশাখ, ১৩৪৪, বুধবার।

মা একটু সকালে উঠিয়াই বেড়াইতে বাহির হইলেন। কিছু বেলায় ফিরিলেন। একটু দুধ খাওয়াইয়া দেওয়ার পর মা তালিতালের দিকে কোঠাখানায় বসিয়া আছেন। উপস্থিত ২।৪ জনের সহিত আলাপ করিতেছেন। বেলা প্রায় ১০টা, বলিতেছেন, "এখন শুইব।" খাওয়ার পর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুইবার জন্য অনুরোধ করিলে মা খাইতে ইচ্ছা নাই প্রকাশ করিতেছেন। শেষে আমাদের অনুরোধে বসিয়া রহিলেন। খাওয়ার পর শুইয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় ৪টায় উঠিলেন। উপস্থিত সকলের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। প্রায় ৫টায় মাকে নিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিলেন।

রৌদ্র নিয়ম মত উঠিতেছে বলিয়া আজ ২।৩দিন যাবত শীতও কমিয়া গিয়াছে। একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সপরিবারে আসিয়াছেন। ইহার সঙ্গে বেরিলীতে মার দেখা হইয়াছিল। ডেপুটিবাবুর স্ত্রী মার জন্য কাঁচা কলা ও মোচা নিয়া আসিয়াছেন। বলিতেছেন, "আমার এ সামান্য জিনিষটুকু মার ভোগে দিবেন। শ্রীদামের সামান্য তণ্ডুল"—এই বলিয়া হাতজোড় করিয়া কতই না বিনয়ভাব প্রকাশ করিতেছেন। আমরা খুব আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম। বলিলাম, "প্রেমের জিনিষ কখনও সামান্য হয় না। আজও রাত্রি প্রায় ১০টায় আমরা শয্যাগ্রহণ করিলাম। মা সারারাতই একবার বসেন, একবার শুইতেছেন। বলিতেছেন, "শুইবার ভাবই নাই"।

২রা বৈশাখ, বৃহস্পতিবার।

সকালে উঠিয়া মা একটু হাঁটিতে বাহির হইয়া গেলেন। জ্যোতিষদাদা সঙ্গে গিয়াছেন। প্রায় ৮টায় ফিরিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতেছেন, "আজ এখনই যাহা হয় আমাকে খাওয়াইয়া দেও"। তাই হইল। তাড়াতাড়ি একটা শাক্ ও চাট্নী করিয়া দিলাম—রুটি করিয়া দিলাম। মা তাহাই একটু খাইলেন। বেলা প্রায় ১১টায় মা শুইয়া পড়িলেন। মুন্নি ও আরও অনেক স্ত্রীলোক, পুরুষ দুপুরে আসিয়াছেন। মা কিছু পরেই উঠিয়া বসিলেন। কৃষ্ণপান্থ (তহশিলদার) প্রভৃতি সকলে সচ্চিদানন্দ খেলা খেলিতে বসিয়া গেল। এতদ্দেশীয় আরও ২।৩টি ভদ্রলোক এবং জ্যোতিষদাদা খেলিতে বসিয়াছেন। কৃষ্ণপান্থ খেলায় হারিয়া গিয়া জপ করিতে বসিয়া গেল। জপ আর শেষ হয় না। একমনে-সে বহুক্ষণ জপ করিল। জয়ীদল কীর্ত্তন করিতেছে। খেলায় বেশ একদিকে নাম কীর্ত্তন ও একদিকে চোখ বুজিয়া কালি নাম জপ করিতে বসিয়া যায়, দেখিতে বেশ লাগে। বৈকালে ডাক আসিল। হাতে চিঠি নিয়াছি, কয়েকখানা খামের চিঠি। মা বলিতেছেন, "কৃষ্ণনগরে থাকিয়া যে ভোলানাথ দীক্ষা দিল, আজ ২।৩দিন যাবত তাহার স্ত্রীর কথাই আমার-খেয়ালে আসিতেছে"। খাম খুলিয়া দেখি তাহারই চিঠি। মোহিনী মোহন বন্দোপাধ্যায়—তিনি সম্প্রতি নদীয়া বদলি হইয়া গিয়াছেন। লিখিয়াছেন, "আমার স্ত্রী ও আমি তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আছি। কবে দর্শন

নৈনিতালে থাকিয়া কৃষ্ণনগরের ভক্তদের নিবেদন অনুভব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি”। মা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আমরা বুঝিলাম, বাস্তবিকই মোহিনীবাবুর স্ত্রী মাকে হয়তো খুবই মনে করিতেছেন, তাই মার প্রাণেও সাড়া দিতেছে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে মা বেড়াইতে বাহির হইলেন। এখানে মহারতনের ছেলে ও বিহারীলালের ছেলে পড়ে, আজ তাহারা মার দর্শনে আসিয়াছে। তাহারা কিছুক্ষণ সচ্চিদানন্দ খেলা খেলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় মা ধর্ম্মশালায় ফিরিয়াছেন। কৃষ্ণপান্থ তাঁহার পরিচিত এক ভদ্রলোককে নিয়া আসিল। শুনিলাম তিনি পুলিশ বিভাগের একাউনটেন্ট। কৃষ্ণপান্থ একটি সুন্দর সত্য ঘটনা মাকে বলিলেন। ঘটনাটি এই—এই সঙ্গীয় ভদ্রলোকের একটি ছেলে গতকল্য পিতার নিকট আবদার করিতেছিল, যে তাহাকে ব্যাড্‌মিণ্টন খেলার জিনিষ কিনিয়া দিতে হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গেল ৩৷৹ টাকার জিনিষ কিনিতে হইবে। ভদ্রলোকটি বলিলেন, এত টাকা হাতে নাই, কিনিয়া দিতে পারিবে না। সেই ছেলেটি তখন তাহাদের ঘরে যে শিব স্থাপিত আছেন, সেই শিবজীর কাছে গিয়া হাতজোড় করিয়া প্রার্থনা করিল, “হে শিবজী, তুমি আমাকে খেলার এই জিনিষ দাও। আমি ভালমত পড়াশুনা করিব, দুষ্টামী করিব না।” কাল রাত্রিতে এই ঘটনা হইয়াছে।

পূর্ব্বদিন একটি বালকের ⁄শিবজীর নিকট প্রার্থনায় অদ্ভুতভাবে প্রার্থনীয় জিনিষ প্রাপ্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজই প্রাতে এই ভদ্রলোকের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী এক সাহেবের এক চিঠি পাইয়াছেন। সেই চিঠি তিনি মাকে দেখাইবার জন্য নিয়া আসিয়াছেন। সাহেবটি লিখিয়াছেন, "আমার কাছে তুমি ৬॥০ টাকা পাইতে, আজ আমি এই সঙ্গে ১০৲ টাকার একটি নোট পাঠাইতেছি, তোমার ৬॥০ টাকা নিয়া বাকী ৩॥০ টাকা দিয়া তুমি তোমার ছেলেকে কিছু খেলার জিনিষ কিনিয়া দিও।" এই পত্র পাইয়া ভদ্রলোকটি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। মার কাছে এই ঘটনাটি বলিবার জন্য আসিয়াছেন। মা বলিলেন, "এখনই তুমি তোমার ছেলের জন্য খেলার জিনিষ কিনিয়া নিয়া যাও।" ভদ্রলোকটি মাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "মা, আজ ২৪ বৎসরের মধ্যে কখনও এই সাহেব আমাকে একটি পয়সাও দেন নাই।" মা বলিলেন, "আজও তিনি দেন নাই, যিনি দিবার তিনি দিয়াছেন।" সেই ভদ্রলোকটি পুনঃ পুনঃ মার চরণে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। আজ-কালকার দিনেও এইরূপ প্রত্যক্ষ ঘটনা দেখিয়া আমরা সকলেই মুগ্ধ হইলাম। শুনিলাম—এই শিবটি তাহারা একটা শব্দ শুনিয়া ছাতে উঠিয়া গিয়া পাইয়াছিলেন। পাহাড়ীদের সরল বিশ্বাস দেখিবার জিনিষ। এই যে আমরা নয়নাদেবীর মন্দিরের পাশে আছি, (একটি বাঙ্গাল এখানে একটি কালীমূর্ত্তিও স্থাপন করিয়া গিয়াছেন) প্রায় সারারাত্রিই এখানে ঘণ্টাধ্বনি কি গান চলিতেছে। ভোরবেলা হইতেই দেখা যায়—কেহ কেহ তালে স্নান করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দিরের চারিদিকে হাতজোড় করিয়া স্তব পাঠ করিতেছে। আবার অল্প বয়স্ক ছেলের দল কোটপ্যাণ্ট পরা—ভোর হইতে সারাদিনই মন্দিরে যাতায়াত আছে—বাহির হইতে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিয়া যাইতেছে, ঘণ্টা বাজাইতেছে। বৈকালে মাকে একটু দুধ ফল খাওয়াইয়া দিয়াছিলাম। রাত্রিতে আর কিছুই খাইলেন না। তালের দিকে লম্বা ঘরখানিতে আপনমনে হাঁটিতেছেন। শুইবার সময় হইলে বলিতেছেন, "তোমরা এই ঘরের দরজাটি খুলিয়া রাখিও। সবদিন বিছানায় পড়িয়া থাকিবার ভাব থাকে না। তখন আমি একা একা উঠিয়া এই ঘরে আসিয়া হাঁটিব। আর যদি পড়িয়া থাকি পড়িয়া থাকিব।" তাহাই হইল—দরজা খুলিয়া রাখা হইল।

৩রা বৈশাখ, শুক্রবার।

মা একটু সকালে উঠিয়াই জ্যোতিষদাদার সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া আজও তাড়াতাড়ি রুটি খাইতে বসিয়া গেলেন। প্রায় ১১টায় আজ আমাদের সকলেরই খাওয়া দাওয়া হইয়া গেল। মা খাওয়ার পর একটু হাঁটিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। লোকজন তখন বিশেষ কেহই ছিল না। খানিক পরেই মা উঠিলেন। আজও প্রতিদিনের মত উপস্থিত সকলের সহিত কিছু সময় কথাবার্ত্তা বলিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন। নানা দেশীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ত্রীলোকেরা সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। পেশোয়ার, মাড়োয়ারী, নৈনিতাল, মথুরার সকল দেশের স্ত্রীলোকেরাই আছেন। রাত্রি ৯।১০টার মধ্যেই সকলে বিদায় হইলেন।

৪ঠা বৈশাখ, শনিবার।

আজও সকালে জ্যোতিষদাদার সহিত মা একটু বেড়াইয়া আসিলেন। পরে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া করিয়া আমরা ৪ মাইল দূরে "ভূমিয়া ধারা" চলিলাম। সেখানে এক ভদ্রলোকের এক বাগানবাড়ী আছে। মাকে গতবার নিয়া গিয়াছিল, এবারও নিয়া গেল। আমরা টাঙ্গা করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। সেখানে গিয়া পাহাড়ের গায় গাছের ছায়ায় বসা হইল। একটা কাপড় বিছাইয়া সকলে তাহার মধ্যে বসিলাম। মা কিছু সময় শুইলেন। মালিক প্রথমে একরকম পাহাড়ী ফল ও পেঁপে কিছু পাঠাইয়া দিলেন। পাতায় পাতায় করিয়া খাওয়া হইল। তারপর কিছু লেবু মাখিয়া লেবুর খোসায় করিয়াই চাকর সকলকে দিয়া গেল। তারপর আলু পুড়িয়া দিল, পাশে ধনিয়া পাতা, লঙ্কা ও লবণ একত্র মিশাইয়া গুড়া করিয়া দিয়াছে। গাছের পাতা ছিঁড়িয়া, কিছু সঙ্গে দিয়া দিয়াছে—তাহার মধ্যে খাইতে হইবে। তারপর গরম দুধ আনিয়া দিল। পাহাড়ের গায় বসিয়া বসিয়া বেশ পাহাড়ীদের আতিথেয়তা গ্রহণ করা হইল। মালিক মাকে বলিলেন, "মা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনি আদেশ করিলে এখানে আপনার একটা আসন (আশ্রম) করিয়া দেই। অতি সুন্দর স্থান। আপনি যখন ইচ্ছা হয় আসিয়া থাকিবেন।" স্থানটি নির্জ্জন সন্দেহ নাই। চারিদিকের দৃশ্যও সুন্দর। একটা স্থানে একটা ছেঁড়া নিশান টাঙ্গান দেখিয়া মা সেখানে গেলেন। কি এক দেবতা স্থাপিত আছে। অর্থাৎ দুইখানা পাথর সিন্দূর মাখা, দুধ দিয়া স্নান করাইয়াছে, তাহারও চিহ্ন আছে। চারিদিকে পাথরের বেড়া দিয়া ঘেরাও করা। একটি ছোট ঘণ্টা ও টাঙ্গান আছে। মা সেই ঘণ্টাটি নিয়া কিছুক্ষণ খেলিলেন। সেই স্থানে কিছু সময় বসিলেন। ৪টা বাজিয়া গিয়াছে, ভোলানাথ নৈনিতাল ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হওয়ায় মা উঠিলেন। মা হঠাৎ কি এক শব্দ করায় আমি বলিলাম, "মা, এখানেও কাহারও সহিত (সূক্ষ্মশরীরী) তোমার দেখা হইল নাকি?" মাও কাপড় মুড়ি দিয়া শুইতে শুইতে বলিলেন, নিশ্চয়ই, গতবারও দেখা হইয়াছিল, এবারও নিয়া আসিয়াছে। শুয়ে শুয়ে ভালভাবে দেখবো।" এই বলিয়া ভালভাবে শুইলেন। রাস্তায় ফিরিবার সময় টাঙ্গাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, এখানে সূক্ষ্মশরীরী যাঁহারা আছেন, তাহাদের কোন রকম বাসনা পূর্ণ করিতেই কি তুমি গিয়াছিলে? তাঁহারা কি তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন?" মা বলিলেন, "ধর না তাই।" আমি বলিলাম, "তাঁহাদের

ভূমিরধারা নামক স্থানে মার সুক্ষ্মশরীরি সঙ্গে সাক্ষাৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইচ্ছা হইলে তাঁহারাতো সর্ব্বত্রই তোমার সহিত দেখাশুনা করিতে পারেন।" মা বলিলেন, "না, কেহ কেহ এক জায়গায়ই থাকেন। স্থানের আকর্ষণে সেই স্থান ছাড়িয়া অন্য স্থানে যাইতে পারেন না।" সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা নৈনিতাল ধর্ম্মশালায় আসিয়া পৌঁছিলাম। কলিকাতা হইতে একটি ইংরেজ মহিলা মাকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। গতকল্য তাহার টেলিগ্রাম আসিয়াছে, তিনি আজ আসিয়া পৌঁছিবেন। একটা হোটেলে উঠিবেন। মা ফিরে আসবার একটু পরেই ইংরেজ মহিলাটি মাকে দর্শন করিতে আসিলেন, হাঁটু গাড়িয়া হাতজোড় করিয়া মার নিকট বসিলেন। পরে একধারে গিয়া বসিলেন। জানিলাম তিন বৎসর যাবৎ তিনি এদিকে কাজ করিতেছেন। তার বিশ্বাস ভগবানের চিন্তা করিতে পারিলেই আর কোনও কাজের আবশ্যক হয় না। বেশ শান্ত মূর্ত্তি মাও পরে বলিয়াছেন বেশ কাজ করে একটু ফলও পাইতেছে। অখন্দানন্দজী ও জ্যোতিষদাদা ইংরেজ মহিলাটিকে মার কথা বুঝাইয়া দিতেছেন; এঁর বয়স ৪২ বৎসর। মার বয়স ৪১ বৎসর শুনিয়া বলিলেন, "আমার মা আমা হইতে এক বৎসরের ছোট।" ১০টায় সকলেই বিদায় নিলেন।

মা সেবাসমিতির ঘরটাতে বসিয়াছেন, কথা হইতেছে সাধকদের নানাস্তরের। আমিও জ্যোতিষদাদা আছি। মা বলিতেছেন, "অবস্থা কত রকমের আছে তাহা সকলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরিতে না পারিয়া অনেক ভুল করে। এই যে কীর্ত্তনাদিতে ভাব হয় এও কত রকমের। কখনও হয়, নামের ধ্বনিতে শরীরে একটা তরঙ্গ ওঠে পরে তাহাতে অবসাদ বা ক্লান্তি আসে, তাহাতে সাধক জড়বৎ খানিকক্ষণ পড়িয়া থাকে। দেখ কতগুলি অবস্থা আছে—প্রথম হয় রূপের নেশায় ভরপুর—যেমন কৃষ্ণরূপে আত্মহারা, কৃষ্ণের পূজায়, কৃষ্ণের নামে ঢল ঢল অবস্থা। আর একটু উপরের অবস্থা যেমন কাল মেঘ দেখিয়া কৃষ্ণের মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল অথবা যাহা দেখিতেছে মনে করিতেছে আমার কৃষ্ণেরই রূপ। তখন আমার কৃষ্ণ এই ভাবটি আছে। চিত্তশুদ্ধি হইলেই একলক্ষ্য হইয়া একের রূপে মজিয়া যায়। একটা অবস্থা —রূপের নেশায় ঢল ঢল অবস্থা, সেই ভাবটা কমিলেই কান্না আসে। আর একটা অবস্থা—যাহা দেখে তাহাতেই প্রিয়তমের ছায়া দেখিয়া আনন্দ পায়, তখনও মূর্ত্তির উপর লক্ষ্য আছে। আরও অবস্থা—জড়বৎ শরীর তখন পড়িয়াই বেশী থাকে। একটু উঠিলেই জড়বৎ হইয়া যায়। আবার এইও হয়—ব্রহ্মভাব; তখনই সাধক সাধ্য এক হইয়া যায়, তখন আর বিশেষ মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য নাই। এক ছাড়া কিছুই নাই, এইভাব জাগিয়া ওঠে। আরেকটা হলো এই সবিকল্প সমাধি তখন একসত্তা বোধ, আর কিছুই নাই। আরও অবস্থা—নির্ব্বিকল্প সমাধি তখন আর কিছুই নাই। অথবা কি আছে কি নাই, নাই বল্লেও বলা হয় না,

ভাবের নানা স্তরের অবস্থার বিবরণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে বল্লেও বলা হয় না। কতরকম, বলা 'আর কতটুকু হয়—এক একটা দিকের কথা বলা হচ্ছে মাত্র।" তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম, "এইসব অবস্থা একটার পর একটা আসিবেই ত?" বলিলেন, যদি কোন একটা অবস্থা ধরিয়া বসিয়া থাকা না যায় তবে একটার পর একটা আসিবেই, কিন্তু যদি একটা অবস্থা ধরিয়া থাকা হয় তবে ঐখানেই বন্ধ হইয়া থাকা হয়।" আবার বলিতেছেন,—"আবার একটা স্তরে দাঁড়াইলেই যেটা ছাড়িয়া গেল, তাহারও ছায়া থাকিবে; আবার যে স্তরটা পরে আসিতেছে, তাহারাও আভাষ পূর্ব্বস্তরে থাকিতেই পাওয়া যায়। কাজেই একটা স্তরেই অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত তিনটা অবস্থাই খেলা করে, লক্ষণ দেখিয়াই বোঝা যায়—কোন স্তরে আছে।" তারপর নিজের কথায় বলিতেছেন, "এ শরীরটার কথা ছাড়িয়া দাও। এ শরীরটা ত কত খেলাই খেলছে, তোমাদের দৃষ্টিতে মহাভাবের প্রকাশ দেখেও তার পূর্ব্বের কোন অবস্থাও তো দেখিয়াছ—এই সব যে তোমাদের দৃষ্টি।" আবার বলিতেছেন, "নির্ব্বিকল্প সমাধির পর কাহারও শরীর ছাড়িয়া যাইতে পারে।"

৫ই বৈশাখ, রবিবার।

প্রাতে মা বাহির হইয়াছেন। আজ খুব বৃষ্টি আসিল। বেরিলী হইতে ৭জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক মার কাছে কীর্ত্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে আসিয়াছেন। বেলা ১২টা হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ করিল, রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন চলিল। এখানকার লোকেরাও সব কীর্ত্তনে যোগ দিল। মেম সাহেবটি বেলা ১০টায় আসিয়া ঘণ্টাদুই মার কাছে বসিলেন। আবার ৫টায় কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছেন। রাত্রি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মার কাছে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন। সবদিকেই মার দৃষ্টি।

ছেলেরা আসিয়াছে কীর্ত্তন করিতে বেলা ১২টায়। মা বাহিরে আসিয়া বলিতেছেন, "কিছু ফুল আনাও"। একখানা চৌকী সেবা সমিতির ঘরে ছিল, বলিতেছেন, "সেই চৌকী-খানায় কয়েকখানা ছবি, ফুল দিয়া সাজাইয়া রাখ, ধূপ-কাঠি জ্বালাইয়া দেও, মালা গাঁথিয়া সকলকে দেও, চন্দন সকলের কপালে দেও।" এইভাবে কি সব করিতে হইবে, সব বলিয়া দিতেছেন। আরও বলিতেছেন, "এরা এতদূর হইতে কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছে, তোমরা সকলে মিলিয়া তাহাদের কাজে যোগ না দিলে তাহারা আনন্দ পাইবে কেন? আমি না বলিলে তোমাদের কিছুই খেয়াল হয় না দেখিতেছি।" আমরাও দেখিলাম, কথা যথার্থ বটে। কোন কাজই আমরা ঠিকভাবে করিতে পারি না। মানবের সবই অসম্পূর্ণ সন্দেহ নাই। রাত্রি ৮টায় কীর্ত্তন শেষ হইলেও ইংরেজ মহিলাটি মার সহিত বসিয়া নানাকথা বলিতেছেন। রাত্রি ১০টায় সকলে বিদায় হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬ই বৈশাখ, সোমবার।

প্রাতে মা হঠাৎ দলবল নিয়া নৌকায় কৃষ্ণপান্থের বাড়ীতে চলিলেন। কৃষ্ণবাবু দলবল সহ মাকে বাসায় নিয়া কীর্ত্তন করিতে চাহিয়া ছিলেন। কিন্তু কাল তাহা হয় নাই, আজ খবর না দিয়াই মা চলিলেন। হঠাৎ মাকে দলবল সহ পাইয়া তিনি মহা আনন্দিত হইলেন। আজ রামনবমী। কৃষ্ণববুার আঙ্গিনায় খুব কীর্ত্তন হইল। বেরিলীর দলবল সহ সেখানেই মার ভোগ হইল। ইংরেজ মহিলাটিও তথায় মার কাছে বসিয়া কীর্ত্তন শুনিলেন। ইনি প্রত্যহ দুইবেলাই মার কাছে আসেন। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকেন। কখনও চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকেন। কখনও নানা কথাবার্ত্তা বলেন। ইনি অরবিন্দ ঘোষের নিকটও পণ্ডিচারীতে মার কথা শুনিয়াছেন বলিলেন।

অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় নাকি বলিয়াছেন, "মা আনন্দময়ী খুব উচ্চস্তরে অবস্থান করিতেছেন।" মাকে ইংরেজ মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমার এখন কি কি করিতে হইবে? কি ভাবে থাকিতে হইবে বলিয়া দিন।" মা বলিয়াছেন, "আচ্ছা, পরে সে সব কথা হইবে।" প্রায় ২টায় আমরা পান্থের বাসা হইতে ধর্ম্মশালায় নৌকাতেই ফিরিলাম। ঘাটে নৌকা লাগাইতেই দেখি তালের পারেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়নাদেবীর মন্দিরের সম্মুখে যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে। বহুলোক ও পণ্ডিতরা একত্র হইয়াছেন। আজ রামনবমী, তাই এই আয়োজন। আজ কয়দিন যাবতই অল্প অল্প যজ্ঞাদি হইতেছিল। মা পৌঁছিতেই পণ্ডিতরা মাকে বলিলেন, "আমরা এইস্থানে যজ্ঞ করিব, আপনি একটু এইখানেই বসুন।" মা ও ভোলানাথ তথায় বসিলেন। মার জন্যই নাকি যজ্ঞ আরম্ভ হয় নাই, পণ্ডিতরা অপেক্ষা করিতেছিল। তাল-যজ্ঞ আরম্ভ হইল। খানিক পরে মা উঠিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বালকও বালিকার দল আসিয়া মার কাছে জমা হইল। মা হাততালি দিয়া তাহাদের কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। সকলে মিলিয়া মহানন্দে কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। মা আমাকে বলিলেন, "ঘরে যাহা আছে, ইহাদের দেও।" ফল কাটিয়া দেওয়া হইল। খানিকক্ষণ বালক ও বালিকাদের সঙ্গে খেলা করিয়া মা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় ৫টায় মা উঠিয়া বসিয়াছেন। পাহাড়ী স্ত্রীলোকেরা অনেকেই আসিয়া মাকে ফুল ফল চড়াইতেছে, আরতি করিতেছে। প্রায় প্রত্যহই তাহাদের এই এক কাজ হইয়াছে. যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন, এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা এক থালায় করিয়া ফুল, চন্দন, কর্পূর ও কিছু মিষ্টি লইয়া দেবতার মন্দিরে মন্দিরে যাইয়া তাহা চড়াইয়া আসে। অর্থাৎ

রামনবমী দিবসে নয়না-দেবীর মন্দিরের সম্মুখে তালের পারে মাকে সম্মুখীন করিয়া পণ্ডিতদের যজ্ঞ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইসব দিয়া পূজাদি করে। পূজা অর্থাৎ স্তোত্রাদি পাঠ করিতে করিতে তাহা দেবতার মাথায়, গায় ছিটাইয়া দেয়। কর্পূর জ্বালাইয়া আরতি করে। বাঙ্গালীদের মত পূজার এত নিয়ম নাই। নয়নাদেবীর মন্দিরে যে সব পাহাড়ী স্ত্রীলোক পূজাদি করিতে আসে, তাহারা মাকেও ঐভাবে পূজাদি করিয়া যায়। মা উঠিয়া বসিতেই মেমসাহেবটি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাণ্ডা বলিয়া মার গায়ের একখানা আলোয়ান তাহাকে দেওয়া হইল। তিনি বলিলেন, "গায়ের আলোয়ান দিয়া তোমার কথা মনে করাইয়া রাখিবার প্রয়োজন হইবে না।" এই কথায় মা ও মেম-সাহেব দুইজনেই হাসিয়া উঠিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মেমসাহেবটি একান্তে কথা বলিবার জন্য মাকে নিয়া গেলেন, জ্যোতিষদাদা সঙ্গে গেলেন। সন্ধ্যার পরে তাঁহারা ফিরিলেন। শুনিলাম মাকে তিনি নিজের কি ভাবে কি করা দরকার তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া মেমসাহেব বিদায় নিলেন। বেরিলীর দলের কয়েকজন আজ বেরিলীতে ফিরিয়া গেলেন।

৭ই বৈশাখ, মঙ্গলবার।

প্রায় ৬টায় মা বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন। একটু বেলা হইলে ফিরিলেন। রৌদ্রে বসিয়াই মার মুখ হাত ধোয়াইয়া দিলাম। কয়েকজন পাহাড়ী কিছু ফল মিষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়া মার কাছে আসিয়াছে। তাহা সকলকে দেওয়া হইল। বেলা প্রায় ৯৷৷০টার সময় গতকল্যের বন্দোবস্ত অনুযায়ী মাকে দেবী দত্ত তাহার বাসায় নিতে আসিলেন। ইনি চিরকুমার, ইহার এক প্রেস আছে (কিং প্রেস)। আমরা সকলে মার সঙ্গে তাহার বাসায় গেলাম। ইনি একটা ঘর আশ্রমের মত গুরুর আদেশানুযায়ী সাজাইয়া রাখিয়াছেন। রোজ হোমাদি করেন। একটি নেপালী সাধুও সেই ঘরে আছেন। মা ও আমরা সেই ঘরে গিয়া বসিলাম। মেমসাহেবটিও তথায় মার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। কিছুক্ষণ তথায় বসা হইল। গতকল্য হইতেই মার হাসির ভাবটা জাগিয়াছে। কোন উপলক্ষ্য হইলেই হাসিটা আরম্ভ হইতেছে। সেই হাসিতে সর্ব্বাঙ্গ হাসিতেছে। দেবী দত্তের বাড়ী গিয়াও সেই হাসি আরম্ভ হইল। মেমসাহেব সেই হাসি দেখিয়া মহাখুসী। বলিতেছেন, "একদিন আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, আমার পা হইতে একটা হাঁসির ফোয়ারা উঠিয়া যেন মাথা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। সেই হাসিতে যেন আমার সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া গেল।" মা শুনিয়া বলিলেন, "এইত চাই। তাইতো এই (নিজের শরীর দেখাইয়া) হাসির সঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে।" কিছু সময় থাকিয়াই মা ধর্ম্মশালায় আসিবার জন্য উঠিলেন। মেমসাহেবটিও মার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশালায় আসিলেন। মা রৌদ্রে বাহির হইতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি দৌড়াইয়া গিয়া মার মাথায় ছাতা ধরিলেন। মাকে রিক্সায় উঠাইয়া দিয়া তিনি আমাদের সহিত হাঁটিয়া ধর্ম্ম-শালায় আসিলেন। অনেকক্ষণ মার কাছে চোখবুজিয়া বসিয়া রহিলেন। বেলা প্রায় ১২টায় তিনি হোটেলে চলিয়া গেলেন।

মাকে দর্শন করিতে কলিকাতা হইতে আগত এক ইংরেজ মহিলার তাহার পথের সহায়ক কয়েকজন সাধুর ফটো আছে মা বলায় সেই ফটো মার কাছে দেখান।

বেলা ঠিক ৫টায় আবার মেমসাহেব আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে মার ভোগ হইয়া গিয়াছে। মা একটু বিশ্রাম করিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন। আজ মেমসাহেব কয়েকখানা ছবি নিয়া আসিয়াছেন। তার মধ্যে দাক্ষিণাত্যের রমণ সাধুর ছবিও আছে। ঈজিপ্টে কবরের কাছে একটা আত্মার ছবি উঠিয়াছে। তাহা মেম-সাহেব মাকে দেখাইতে নিয়া আসিয়াছেন। শুনিলাম গতকল্য মা নাকি তাহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার এ পথের সহায়ক কয়েকজনের ফটো তোমার কাছে আছে।" সে স্বীকার করিয়াছিল, তাই আজ সে সেইসব মহাত্মাদের ফটো নিয়া আসিয়াছে। মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, এই রকম ছবি দেখিয়াছিলেন কি না?" মাও স্বীকার করিলেন। বৈকালে মেমসাহেব মাকে নিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। পাহাড়ের উপর দিকে যাওয়া হইল। আজ মেমসাহেব মার দেওয়া আলোয়ানখানি বাঙ্গালী মেয়েদেয় মত গায় জড়াইয়া মার সঙ্গে বেড়াইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহির হইয়াছেন। কিন্তু সামলাইতে পারিতেছেন না, পড়িয়া যাইতেছে। সন্ধ্যায় ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম। অনেকে উপস্থিত হইয়াছেন। দিনদিনই দর্শনার্থী লোক বাড়িতেছে।

৮ই বৈশাখ, বুধবার।

আজ বিশেষ কোন ঘটনা নাই। মা হঠাৎ সকালে বলিলেন, "ভোলানাথ ও তোমাদের সকলকেই বলিতেছি—**আমার স্বাভাবিক চলিত ভাবে তোমরা বাধা দিলে শরীরটা কেমন সুন্দর একরকম হয়ে যায়। শ্বাসের গতিই আরেক রকম হয়।"** আজ দুপুরে পাহাড়ী মেয়েরা আসিয়া মার কাছে সুন্দর সুন্দর ভজন করিয়া নাচিতেছে। বেশ লাগিল। দিন দিনই মেয়েরা আকৃষ্ট হইতেছে। আজ দুপুরে মা একটু ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমাকে এই ঘরে বন্ধ করিয়া দেও, আমি একা থাকিব। যদি কেহ দেখা করিতে আসে, বলিও সন্ধ্যার পর দেখা হইবে।" তাহাই করা হইল। সন্ধ্যার পর মার দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। দলে দলে পাহাড়ী স্ত্রীলোক পুরুষ আসিয়া মাকে ফুল দিল, আরতি করিল। প্রায় ১০টায় সব বিদায় হইল।

৯ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার।

সকালে মা বেড়াইয়া আসিয়া একটু দুধ খাইলেন। ১০টায় মেমসাহেব আসিয়া ১টায় ফিরিয়া গেলেন। তারপর মার ভোগ হইল। আজও পাহাড়ী মেয়েরা আসিয়া মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাছে ভজন ও নৃত্য করিল। মাও তাল দিতে লাগিলেন, করতাল বাজাইতে লাগিলেন। তাহাদের গান পুনঃ পুনঃ শুনিতে চাহিয়া তাহাদের খুব আনন্দ দিলেন। বেলা ৫টায় তাহারা চলিয়া গেল। আজ মেমসাহেব মাকে নিয়া প্রায় তিন মাইল দূরে পাহাড়ের একস্থানে বেড়াইতে যাইবেন; আমরা সকলেই সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। মা এবং অন্যান্য অনেকে ডাণ্ডিতে গেলেন। কেহ কেহ হাঁটিয়া চলিলাম। বেশ নির্জ্জন স্থান। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা ফিরিলাম। রাত্রিতে সামান্য একটু খাইয়া মা কতক্ষণ হাঁটিতে লাগিলেন। আগামী কল্য আমাদের আলমোড়া যাওয়া স্থির হইল।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

—ঃ*ঃ—

১০ই বৈশাখ, শুক্রবার।

সকালে মা একটু হাঁটিয়া আসিলেন। অনেকেই মার দর্শনের জন্য আসিয়া বসিয়া আছেন। তারমধ্যে মধ্য প্রদেশের একজন ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল সস্ত্রীক আসিয়াছেন। গতকল্যই মার কাছে তাহারা রাত্রিতে প্রথম আসিয়াছেন। ইহারা বেরিলা নিবাসী। ছুটিতে নৈনিতাল আসিয়াছেন। কাল রাত্রিতে স্বামী স্ত্রী মার সঙ্গে একান্তে বসিয়া অনেকক্ষণ কি আলাপ করিয়া গিয়াছেন। আজ প্রাতে রেশমের কাপড়-চাদর ও নানারকম ফল মার জন্য নিয়া আসিয়াছেন। স্ত্রীলোকটি বলিতেছেন, "কি আশ্চর্য্য, কালই আপনাকে প্রথম দেখিয়াছি, সারারাত আপনাকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। আর রাত্রিতে কেবলই মনে হইয়াছে কখন সকাল হইবে, আপনার কাছে আসিব। আপনার কি এক আকর্ষণ শক্তি, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।" মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "মেয়ের জন্য মারতো অস্থির হইবারই কথা।" এই রকম এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৈনিতাল হইতে আলমোড় গমন সঙ্গে ইংরেজ মহিলার মার প্রতি আবেগপূর্ণ শ্রদ্ধার নিদর্শন।

আরও তাহাদের সাধন-ভজনের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ফল, মিষ্টি ইত্যাদি প্রতিদিনের মত বিলাইয়া দেওয়া হইল। বেলা প্রায় ১২টায় আমরা আলমোড়া রওনা হইলাম। ইংরেজ মহিলাটিই মার সঙ্গে মিলিয়া আলমোড়া যাইবার প্রস্তাব করেন। তিনিই নিজের খরচে একটা বাস ভাড়া করিয়া মার সহিত সকলকে নিয়া চলিলেন। মার প্রতি তিনি খুবই আকৃষ্ট হইয়াছেন। মোটরেও তিনি সামনের আসনে না বসিয়া মার কাছে বসিলেন। তাহাতে কত আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। একটা ছোট এটাচি কেসের ভিতর মেমসাহেবর খাবার, কাঁটা-চামচ প্লেট আছে, মাকে সব দেখাইলেন। মা হাসিয়া বলিলেন, "আমি ইহা চুরি করিব।" জ্যোতিষদাদা মেমসাহেবকে এই কথা বুঝাইয়া দিতেই, তিনি অমনি হাতজোড় করিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বাক্সটা মার কোলে দিয়া বলিলেন, "মাকে চুরি করিতে দিব কেন, আমিই দিয়া দিতেছি। মা যা চাহিবেন, আমি তাহাই দিতেছি। মা যাহা চাহিবেন, আমি তাহাই দিব—মাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।" মা অমনি বলিলেন, "আমি যাহা চাহিব তাহাই দিবে ত? তোমরা বুঝাইয়া বল—মা সমস্ত মনটা চাহিতেছে।" বুঝাইয়া দিতেই মেমসাহেব হাসিয়া হাতজোড় করিয়া মার দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়,"—এই বলিয়া ইসারায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের টুপী ধরিয়া মার পায়ের দিকে বাড়াইয়া দিলেন। আমরা ১২টায় রওনা হইয়া পার্ব্বত্যশোভা দেখিতে দেখিতে বেলা ৬টায় আলমোড়া পৌঁছিলাম। বেলা ৩টায় মেমসাহেব মোটরে বসিয়া বিস্কুট খাইবেন, হাতজোড় করিয়া মার কাছে অনুমতি চাহিলেন। মা কিছু খাইবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। মা অস্বীকার করিলেন। বেলা প্রায় ৪টায় মাকে মেমসাহেব অতি শ্রদ্ধার সহিত একটী কমলা খুলিয়া একটু খাওয়াইয়া দিলেন, পরে নিজে খাইলেন।

সন্ধ্যার সময় আমরা নন্দাদেবীর মন্দিরে গেলাম। পূর্ব্বেই দেবীদত্ত লোক পাঠাইয়া এই মন্দিরে মার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আলমোড়ার সহরের দৃশ্য বড় সুন্দর। মোটর হইতে আসিতেই দেখিলাম, অর্দ্ধচন্দ্রের মত পাহাড়ের গায় উপরের দিকে সাজান সহর, নীচের অংশটা শুধু ক্ষেত। গমই বেশী হয়। পাহাড়ের মাথায় সহর আর ক্ষেত জমি এত থাকায় একেবারে খোলা দেখাইতেছিল। ফাঁক ফাঁক বাড়ীগুলি বেশ সুন্দর। সহরের মধ্যে মোটর ঢুকিতেই একদল অল্প বয়স্কা মেয়ে রাস্তাদিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ মাকে দেখিয়া হাত উঠাইয়া প্রণাম করিল। মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহারা ইতিপূর্ব্বে মাকে দেখে নাই। আমরা মন্দিরে পৌঁছিতেই দেখি ঐ মেয়েরা তথায় আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাকে ঘিরিয়া বহুলোক তখনই জমা হইয়া গেল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেয়েরাও বসিল। মেমসাহেবটীও সঙ্গে আছেন। তিনিও মার কাছে বসিয়া আছেন। বাহিরে গালিচা বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মেমসাহেবের জন্য ডাক-বাংলায় জায়গা করা হইয়াছে। ঐ মেয়েদের সহিত মা আলাপ আরম্ভ করিলেন। পরে আমাদের ডাকিয়া বলিলেন, (আমরা ব্যবস্থা করিতে ভিতরে ছিলাম) ঐ দেখ কৈলাশের নিকটবর্ত্তী স্থানের বাসিন্দা। এখানে পড়াশুনা করিতে আসিয়াছে। আমিও কথাবার্ত্তা বলিয়া দেখিলাম, বেশ সরল সোজা স্বভাব। কেহ কেহ ৩।৪ বারও কৈলাশে গিয়াছে। আজ রাত্রিতেই নারায়ণ স্বামীর সহিত কয়েকটী মেয়ে নিজেদের বাড়ী ফিরিতেছে, নারায়ণ স্বামীর তথায় একটা আশ্রম আছে (সারদা আশ্রম)। গারবিয়ান মেয়েদের বাড়ী ; কৈলাশ হইতে ৪।৫ দিনের রাস্তা। মেয়েরা বলিল, তাহারা তাহাদের পণ্ডিত শ্রীনিবাসের কাছে মার একখানা ফটো দেখিয়াছিল, হঠাৎ মোটরে মাকে দেখিয়া একটী মেয়ের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, কেমন মনে হইল এই সেই আনন্দময়ী মা। অমনি অজ্ঞাতসারেই যেন তাহার হাত দুইটা উঠিয়া গেল, সে মাকে প্রণাম করিল, তাহাকে দেখিয়া সকলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করিয়াছে। মাকে পাইয়া তাহাদের কত আনন্দ,

কৈলাশ যাওয়ার রাস্তায় স্থিত গারবিয়ানের পাঠার্থী মেয়েরা মাকে সম্ভাষণ এবং কৈলাশে লইয়া যাওয়া আবেদন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে তাঁহারা কৈলাশ নিয়া যাইতে চাহিল। ভোলানাথের বহুদিন হইতেই কৈলাশ যাওয়ার ইচ্ছা, তিনি আজ রাত্রিতেই যাইতে প্রস্তুত; মেয়েরা যত্ন করিয়া নিয়া যাইবে। পরে দেখা গেল যে জুনমাসের পূর্ব্বে কৈলাশের রাস্তা খোলা হয় না। তাই সম্প্রতি যাওয়া বন্ধ হইল। বাংলাদেশে জন্মোৎসবে যাওয়ার কথা আছে। তথা হইতে ফিরিয়া যাহা হয় হইবে স্থির হইল। পাহাড়ীরা তখনই কত ফুল ফল নিয়া হাজির, কেহ কেহ বৈকালে কেহ কেহ দুপুরে মার খবর পাইয়াছে, মাকে পাইয়া যেন তাহারা সাক্ষাৎ ভগবতী দর্শন করিল এই ভাব। ফুলে ফুলে মাকে ঢাকিয়া দিল। রাত্রি প্রায় ১০টায় সকলে বিদায় নিল। মা বিশ্রাম করিবার জন্য শুইয়া পড়িলেন।

১১ই বৈশাখ, শনিবার।

প্রাতে মা বিছানা ছাড়িবার পূর্ব্বেই বহুলোক মাকে ঘিরিয়া বসিয়াছেন। এখানকার বিশিষ্ট লোকেরাও আসিয়াছেন। মা উঠিয়া বসিলে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। একজন বলিল, "মা জড় সমাধি কি? সমাধি ত চৈতন্যের খেলা। তাহা আবার জড় হইবে কেন?" মা বলিলেন, "জড় সমাধির পূর্ব্বেও আরও অনেক অবস্থা আছে। দেখ, সাধারণতঃ তোমরা এই যে বাইরের কথাবার্ত্তা

জড় সমাধি জড়ের অবস্থা নয়; চিন্তার ক্রিয়া ভিতরে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতেছ এর মধ্যে যদি কেহ ঐ দিকে একমন হইয়া তাঁহার চিন্তায় বসিতে পারে, তবে স্থিতি অনুযায়ী শরীরটা ত জড়বৎ হইবেই, মনটাও কোন সময় জড়বৎ হইয়া যায়। এটা ত এই মনের খেলা। এমন একটু ভাব আসার পরও যখন সে আবার তাহার পূর্ব্ব ভাবের মধ্যে আসে, তখন তাহার মন ও শরীরের গতি একটু পরিবর্ত্তিত বোধ হওয়া স্বভাব। আর জড় সমাধি যেখানে বলা হয়, সেইখানে পূর্ণ সমাহিত অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত জড়বৎ একটা অবস্থায় স্থিতিলাভ করাও তাহার স্বাভাবিক গতি। উহাকে জড় সমাধি বলে। সমাধি রাজ্যের ইহাও একটা প্রকাশ। সবিকল্প সমাধি, ইহা যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, জড় সমাধির প্রকাশও তাহারই একটা স্বভাবের প্রকাশ। চৈতন্যের ক্রিয়া ভিতরে থাকে। কিন্তু তখনও পূর্ণ চৈতন্যের খেলাটা প্রকাশ হয় না বলিয়া এইরূপ প্রকাশ। পূর্ণ চৈতন্যের সাড়া পেলে জড় কথা আসে না। একমাত্র চৈতন্যেরই খেলা যে। এর মধ্যেও আরও অনেক কথা। ইহাও একদিকের একটুকু কথা যে।"

একজন প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা মা শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা এসব কি সত্যই আছে, না কল্পনা মাত্র?" মা বলিলেন, "সব আছে।" উপস্থিত আর একজন বলিলেন, "তাহাদের হাত, পা আছে শুনি, ইহা কি সত্য? তাহাদের কি ঐ মুর্ত্তি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কল্পনা নয় ; সবই আছে

মা বলিলেন, সব সত্য, যতক্ষণ দৃষ্টি, ততক্ষণ সৃষ্টি, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, এই তিন মূর্ত্তিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। কল্পনা যদি বল তবে তো তোমরাও কল্পনা, সবই কল্পনা। যেমন অমুক জমিদারের অমুক গ্রাম বলা হয়, সেই রকম ব্রহ্মলোক, শিবলোক ও বিষ্ণুলোক আছে। আবার হাসিয়া বলিতেছেন, "সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সব সময়ই হয়।"

আজই দুপুরবেলা জ্যোতিষদাদা একপাশে শুইয়া নাক ডাকাইতেছেন অথচ সেইখানেই এতগুলি মেয়েলোক বসিয়া ভজন গান করিতেছিল। মা হাসিয়া বলিলেন, "এই দেখ এত নিকটে এত শব্দ কিন্তু জ্যোতিষ কিছুই শুনিতে পাইতেছে না ; সাধারণ ঘুমেই যদি এই অবস্থা হইতে পারে, সেই দিকে গিয়া যদি অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় তবে কত কি হইতে পারে। জাগতিক কোন ব্যাপারই তাহার কাছে পৌঁছায় না, এই দেখ তাহার একটু প্রমাণ।" এই সব কথাবার্ত্তার পর সকলে বিদায় নিলেন।

দুপুরে মেয়েরা সব আসিয়া ঘর ভরিয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় সকলের প্রাণেই একটা এই ভাব জাগিতেছে যে সাক্ষাৎ ভগবতী। তাহারা ফুল দিতে দিতে কালিকা, জগদম্বা বলিয়া বলিয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে মার গায় পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ দেশীয় মিঠাই বাতাসা ফল এক একবার জমিতেছে আবার বিলি হইয়া যাইতেছে। কৈলাশের নিকটবর্ত্তী স্থানের মেয়েরা ও আসিয়াছে, তাহারা কেহ এখানে মিশনস্কুলে পড়ায়, কেহ পড়ে। মেয়েরা দুবেলাই আসিতেছে। তার মধ্যে একটি মেয়ে নাম নন্দা; ইহারা বেশীর ভাগই ছত্রী। নন্দা মেয়েটি নিজের জীবনের কথা মাকে বলিল, বেশ সুন্দর কাহিনী। সে বলিতেছে, "মা আমি যখন প্রথম এদেশে আসি তার পূর্ব্বে আমাদের ঐ দেশ হইতে আর কেহ এদিকে আসে নাই।

আমার পিতা আমাদের দুই বোনকে পড়াইবার জন্য এখানে নিয়া আসেন, তখন আমার ১৩ বৎসর বয়স। ১০ বৎসর পর্য্যন্ত আমি ঘরে বসিয়া বসিয়া পড়িতাম, বাহির হইতাম না ভয়ে। স্কুল পরিদর্শন করিতে যখন ইনস্পেক্টর আসিতেন, আমি টেবিলের নীচে গিয়া লুকাইয়া থাকিতাম, তিনি জোর করিয়া আমাকে বাহির করিয়া নিয়া আসিয়া কত আদর করিয়া কোলে বসাইতেন। এখন আরও কয়েকটি মেয়ে আমাদের ঐদিক হইতে আসিয়াছে, কিন্তু তখন আমরা দুই বোনই মাত্র আসিয়াছিলাম। আমার বোনটী এখানে আসিয়াই মারা যায়।" মেয়েগুলির বেশ ভদ্র ব্যবহার ও নম্র স্বভাব। ট্রেনিং ও শিক্ষা দেওয়া হয়। গান বাজানা ও করে। মার কাছে ভজন করিয়া শুনাইল। ২।১টি গান আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঙ্গালা দেশের মেয়েদের মত পশ্চিম দেশীয় মেয়েরাও মার কাছে কাছেই থাকিতে চায়।

লিখিয়া নিলাম। দেখিলাম বাংলা দেশের মত এখানকার ছোট ছোট মেয়েরা ও মার কাছে বসিবার সুযোগটুকু ছাড়িতে চায় না। একবার বসিয়া পড়িলে আর কাহাকেও নড়ান যায় না। কেহ মার শরীর টিপিতে বসিয়া গেল, মোট কথা যে নিকটে বসিয়া মাকে স্পর্শ করিতে পারে। রাস্তায় বাহির হইলেই দুইদিক হইতে বহুলোক মাকে হাত জোড় করিয়া প্রণাম করে। অথচ মা আর একবার মাত্র হরিরাম প্রভৃতির সহিত এখানে আসিয়া একদিন ছিলেন। হরিরামের বাড়ী এইখানেই। মা দেরাদুন হইতে আসিয়া একবার নৈনিতাল ও আলমোড়া গিয়াছিলেন। তখন আমরা সঙ্গে ছিলাম না। বৈকালে দেবী দত্তের (তাহার বাড়ী এই দেশে) দুইটি ভাইঝি আসিল; মেয়ে দুইটি এমন সুন্দর বাংলা বলে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, শুনিলাম মাত্র ৬ মাস শান্তিনিকেতনে গিয়াছে, এর মধ্যেই তাহাদের এতদূর ভাষার উন্নতি হইয়াছে। দেবী দত্ত সকলকে নিয়া একটু সহর দেখাইতে বাহির হইল। রামকৃষ্ণ মিশন দেখিলাম, শুনিলাম ২।৩টি আমেরিকান এই আশ্রমে থাকিয়া সাধন করিতেছেন। পাহাড়ের একটু নীচে বসিয়া আমরা আর তথায় নামিলাম না। সন্ধ্যার সময় আমরা ফিরিলাম। আমাদের সঙ্গীয় ইংরেজ মহিলাটি একটি আমেরিকানকে সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়া মার কাছে আসিলেন, আমেরিকানটির বেশ ধুতী চাদর পরা মাথায় পাগড়ী বাঁধা। মাকে দুইজনেই প্রণাম করিয়া বসিল। মেমসাহেবটি বলিলেন "ইনি আমার একজন বন্ধু।" বাংলা ভাষা জানেনা তাই বিশেষ কিছু কথা মার সহিত হইল না। কিছু পরে তাহারা বিদায় হইলেন।

এই দেশীয় ভদ্রলোকেরা মাকে ঘিরিয়া মন্দিরের মধ্যে আসিয়া বসিয়াছেন। একটি ভদ্রলোক মাকে বলিতেছেন, "মা যাহারা আত্মজ্ঞানী তাহাদের ত শীত গ্রীষ্ম কিছুই থাকেনা, তুমি কেন কম্বল ব্যবহার কর?" মা ও হাসিয়া বলিলেন "তুমিও যেমন আমিও তেমনি, কে বলিল আত্মজ্ঞানী? সেই ভদ্রলোকটি বলিল "তোমার কাছে এত লোক আসে কেন?" মা হাসিয়া বলিলেন "একটা কথা কি জান, আমি জানি সব নিয়াই আমার একটা বাবা, সকলকেই বাবা বলিয়া জানি বলিয়াই মেয়ের মত এ শরীরটাকে তোমরা সকলেই স্নেহ কর তাই আস, আমিত কিছুই করিনা খাই দাই ঘুরিয়া বেড়াই।" এই বলিয়া শিশুর স্বাভাবিক হাসিতে সকলকে মুগ্ধ করিলেন। সেই লোকটি আবার বলিতেছে "আচ্ছা, যাহারা আত্মজ্ঞানী তাহাদের ত কত শক্তি থাকে, আপনি বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। আমার মনের কথা ত আপনি জানিতে পারেন, তবে আর

আত্মজ্ঞানীদের শক্তির কথা। অপরের মনের কথা জানা বিশেষ কিছুই নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন করিবার আবশ্যক কি ?" অমনি মা বলিতেছেন "আমার কথা ছাড়িয়া দাও, আমি ত তোমাদের মেয়ে। কিন্তু বরষা বন্ধ করিতে বা মনের কথা জানিতে আত্মজ্ঞানী হওয়ার দরকার হয় না। আর মনের কথা বুঝিয়া উত্তর দিতে বলিতেছ—যাহারা বাহির নিয়া আছে তাহাদের সহিত বাহিরেই কথাবার্ত্তা হয়, যাহারা ভিতরের কথা বুঝিতে পারে তাহাদের সহিত ভিতরে ভিতরেই প্রশ্ন উত্তর হইয়া যাইতেছে। সেটা ত বেশী কথা নয়। যেমন টেলিফোন, এখানে এক যন্ত্র বসান থাকে, যেখানে খবর পৌঁছিবে সেখানে এক যন্ত্র বসান থাকে খবরাখবর হইয়া যায়।" হরিরামের জ্ঞাতি এক ভাই জজ, তিনি একান্ত ভাবে মার সহিত কথা বলিবার জন্য আসিয়াছেন। তিনি চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "মা আপনি আমার প্রাণের কথা বলিয়াছেন, ইহা অতি সত্য কথা।"

কর্ম্ম না করিলে মহাত্মাদের কৃপার অধিকারী হওয়া যায় না।

যে লোকটি মার সহিত আলাপ করিতেছিল সে বলিল, "আচ্ছা মা মহাত্মাদের দর্শনেই সব হইয়া যায়। আর আপনি সকলকে বলিতেছেন কর্ম্ম কর ফল পাইবে। কেন, আমরা যখন আপনাকে দর্শন করিয়াছি তখন ত আমাদের অমনিই সব হইয়া যাইতে পারে।" মা বলিলেন "সত্যই, দর্শন করিলে সব হইয়া যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু দর্শন হইতেছে কই? দর্শন করিবার অধিকারী হইবার জন্যই ত কর্ম্ম করিতে বলিতেছি। কর্ম্ম না করিয়া কথায় কিছুই হইবে না। মেট্রিক পাশ করে নাই অথচ এম-এ পাশের খবর জিজ্ঞাসা করিতেছে তাহাতে লাভ কিছুই নাই। সকলে একটু কষ্ট কর দেখিবে নিশ্চয়ই ফল পাইবে।" সে বলিল "মহাত্মারাই সব করিয়া দিতে পারেন আপনাকে ভগবান করিয়া দিয়াছেন, আপনি আমাদের কেন করিয়া দেন না?" মা বলিলেন "বেশ তুমি আর কিছু করিতে না পার সর্ব্বদা এটা মনে রাখিও যে মহাত্মারাই আমার যাহা কিছু করিবার করিয়া দিবেন।" সে লোকটা হাসিয়া বলিল, 'আমার সে শক্তি থাকিলে ত হইতই, কৃপা করিয়া কেন সব করেন না? আমিই যদি সব করিব তবে মহাত্মাদের কৃপার অর্থ কি রহিল?" তখন জজ সাহেব ধীরে বলিলেন, "আপনি যে এত সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ইহাও ত তার কৃপাই; এই যে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত এখানে বসিয়া মার কৃপা প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা আপনার জাগিতেছে ইহাও ত কৃপাই, ইহা অনুভব করিতেছেন না। আমরা যতই কৃপা পাই না কেন অনুভব করিতে পারিনা, কারণ আমারা অধিকারী হই নাই। তাই কর্ম্ম করিয়া সেই অধিকারী হইতেই বলিতেছেন।"

সে লোকটি বলিতেছে "আচ্ছা মা, সকালে আপনি বলিয়া ছিলেন সৃষ্টি স্থিতি লয় তিনিই করিতেছেন। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যে সৃষ্টির মধ্যে এত বৈষম্য ইহা কি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব নয়? আর সে যদি জানিলই ইহা মিথ্যা, তবে আমাদের এইরূপ খেলা করাইয়া পরিশ্রান্ত করিবারই বা ফল কি? আবার কখন কখন আমরা বুঝিয়াও কেন আবার সেই মিথ্যা খেলাতেই মজিয়া থাকি এ সকলের কারণ কি?" মা বলিলেন "আমারা ঠিক ঠিক বুঝিনা, ঠিক ঠিক বুঝিলে কখনই খেলায় মজিয়া যাইতে পারিনা, খেলিতে পারি, কিন্তু মজিতে পারি না। জীবন্মুক্ত পুরুষরা ও খেলেন দেখা যায়, কিন্তু সেই খেলায় তাহাদের কোনই ভোগ নাই। তাই নূতন কর্ম্মও সৃষ্টি করিতে পারে না। প্রারব্ধ বশে সেই খেলা আপনা আপনি হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। কুমারের চাক ছাড়িয়া দিলেও কিছুক্ষণ চলে তেমনি। আমরা আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যাইবে নিশ্চয় জানি, আমরা কি তবুও আগুনে হাত দেই? এইরূপ নিশ্চয় বুঝিলে কেহ সেই কাজ করে না। আমরা মুখে মুখে শুনিয়া বা পড়িয়া জানি মাত্র, নিশ্চয় বিশ্বাস কই? আর পক্ষপাতিত্ব যে বল, আমরা পক্ষপাতিত্ব নিয়া আছি কিনা, তাই পক্ষপাতিত্ব দোষ তাঁহাকেও দিতেছি, বাস্তবিক পক্ষপাতিত্ব দোষ কি তাহার হইতে পারে? এক ভিন্ন যে আর কিছুই নাই কাহার সঙ্গে পক্ষপাতিত্ব অপক্ষপাতিত্ব করিবে? কাহাকেই পরিশ্রান্ত করিবেন? তিনি যে নিজেই নানারূপে খেলা করিতেছেন

সৃষ্টি, স্থিতি লয় তাঁহারই লীলা ইহাতে পক্ষপাতিত্ব নাই। কর্ম্মফলের ভোগেই লোক ভুগিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই তাহার লীলা। আমরাই যদি এক হাত কম্বলের ভিতর রাখি আবার এক হাত বাহিরে রাখি তাহাতে যেমন এক হাত বলিতে পারে—দেখ আমাকে কেমন গরমে রাখিয়াছে আমাকে ভালবাসে আর এক হাত বলিবে আমাকে ঠাণ্ডায় ফেলিয়া রাখিয়াছে—ইহা যেমন আমার পক্ষপাতিত্ব তুমিও সেইরূপই বলিতেছ। বাস্তবিকপক্ষে সুখ দুঃখ আনন্দ নিরানন্দ সবই একটা ভাবের খেলা মাত্র আর কিছুই নয়। সৃষ্টিটাই একটা লীলাখেলা। যেমন তুমি একবার তোমার মুক্ত শরীরটা নানা পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া ঢাকিয়া লইতেছ, চাকুরী করিতে যাইতেছ, আবার সেই পোষাক ইচ্ছামত ছাড়িয়া মুক্ত হইতেছ; তেমনই তিনি নিজের মাথায় নিজেই আবৃত হইয়া নানা ভাবে নানারূপে খেলা করিতেছেন, ইহাতে পক্ষপাতিত্ব আসিবে কোথা হইতে?" ভদ্রলোকটী বলিতেছেন, "আমরা যে কষ্ট পাই।" মা বলিলেন, "দেখ তুমি মুক্ত ছিলে, নিজেই বিবাহ করিলে, ছেলেমেয়ে হইল, এখন আবার বলিতেছ কিসে মুক্ত হইব, যেমন কাজ করিয়াছ তাহার ফলও এখন ভোগ করিতেই হইবে। আনন্দ পাইলেই নিরানন্দও পাইতে হইবে, যেখানে আনন্দ নাই, সেখানে নিরানন্দও নাই, যেমন জীবন্মুক্ত অবস্থায় বাহিরের সব কিছু কাজ হইয়া যাইতেছে কিন্তু আনন্দ বা নিরানন্দ কিছুই নাই।"

আরও নানা কথায় কথায় ভোলানাথ যে মাথাশূন্য মূর্ত্তি দেখিয়া মাকে বলায় মা তাহাকে তারাপীঠ যাইতে বলেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে গিয়া ভোলানাথ দেখেন বাস্তবিকই সেখানে তারামূর্ত্তির আল্‌গা রূপার মাথা লাগান হয়, রাত্রিতে খুলিয়া রাখা হয়—সেই সব গল্পও মা কথায় কথায় বলিলেন। রাত্রি প্রায় ১টা বাজে দেখিয়া অনিচ্ছায়ও সকলে বিদায় নিলেন। আমরাও শুইয়া পড়িলাম। আগামীকল্য উত্তরবৃন্দাবন, এখান হইতে ১৪মাইল দূর, মিসেস্ চক্রবর্ত্তীকে দেখিতে যাইবার কথা হইয়াছে।

১২ই বৈশাখ, রবিবার।

১১টায় ডাণ্ডিতে উত্তরবৃন্দাবন যাওয়ার কথা। খাওয়া দাওয়া করিয়া সব প্রস্তুত। মেমসাহেবের ভারতবর্ষীয় সব মহাত্মাদের দেখিবার বিশেষ আগ্রহ। মিসেস্ চক্রবর্ত্তীর ঠিকানা তাহার নিকট আছে। মিসেস্ চক্রবর্ত্তীর সেবায় একটি আমেরিকান আছেন. তিনি প্রফেসার ছিলেন। তাহাকে, দেখিবারও মেমসাহেবের বিশেষ আগ্রহ। হঠাৎ মেমসাহেব আসিয়া খবর দিলেন—মিসেস্ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে যে আমেরিকান সাহেবটি থাকেন তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন; কাজেই মেমসাহেবের তথায় যাওয়ার আগ্রহ কমিয়া গিয়াছে। আগামী কল্য সে আসিবে কিন্তু আমাদের আগামী কল্যই নৈনিতাল ফিরিতে হইবে। মেমসাহেব মাকে নিয়া আসিয়াছেন আবার মার সঙ্গেই নৈনিতাল ফিরিতে চান; নতুবা একদিন থাকিয়া তাহাদের দেখিয়া যাইতে পারিতেন। এখানকার একজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল আমাদের সকলের উত্তরবৃন্দাবন যাওয়ার খরচ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু যাওয়া হইল না। মা নিজের বিছানায় বসিয়া আছেন। কাল হইতেই মার খেয়াল, 'তাহারা নাই—যাওয়া হইবে না,' কিন্তু বাধা দেন নাই। কারণ তিনি বলেন, যতটুকু কর্ম্ম হইবার হইয়া যাওয়াই দরকার, বাধা দেওয়া ঠিক নয়। সকলটারই একটা অর্থ আছে।" তাই তিনি কোনটাতেই বিশেষ আগ্রহ বা নিগ্রহের ভাব প্রকাশ করেন না। সাধারণতঃ যখন যে যাহা করিতেছে, তাহাতেই যোগ দিয়া যান। আজও মেয়েরা আসিয়া মার কাছে ঘিরিয়া বসিল; মাকে ফুল ছিটাইয়া ঢাকিয়া দিল। ফল মিষ্টি যে যাহা পারিয়াছে আনিয়া চরণে দিতেছে। উহারা একটি একটি কমলা, কলা ইত্যাদি আনিতেছে। পরে মাকে "তুমি দেবী কালিকা, তুমি সর্ব্ব-শক্তিময়ী"—এই বলিয়া মার ভজন গান করিতেছে। ভদ্রলোকেরাও অনেকেই আসিয়াছেন। নানা কথাবার্ত্তা হইতেছে। গতকল্যের সেই ভদ্রলোকটিও আসিয়াছেন। মাকে বলিতেছেন, "মা, সমাধিতেই বেশী আনন্দ, কি এই যে সর্ব্বসাধারণের সহিত বাইরের ব্যবহার চলে, ইহাতে বেশী আনন্দ?" মা বলিলেন, "সমাধিতে বেশী আনন্দ বলিয়াই সকলে মহাত্মাদের কাছে সেই তত্ত্ব জানিতে চায়। আর দেখা যায় ব্যবহারিক জগতে যাহারা বিচরণ করে, তাহাদের আনন্দ স্থায়ী হয় না—অশান্তিই তাহারা বেশী ভোগ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর সাধু মহাত্মা যাঁহারা সমাধিতে যাইতে পারে তাঁহাদের একটা আনন্দের ভাব সর্ব্বদাই থাকে। এমন আনন্দের ভাব থাকে যে তাঁহাদের দেখিয়াও লোকে আনন্দ পায়।” সে লোকটি বলিল, “তবে আপনি সর্ব্বদা সমাধিতে থাকেন না কেন?” মা এই কথায় খুব হাসিয়া উঠিলেন।

মা—সর্ব্ব অবস্থায়ই সমাধিতেই আছেন।

বলিলেন, “আমি যে তোমার মেয়ে।” অখণ্ডানন্দজী নিকটে ছিলেন, তিনি বলিলেন, “মা সব সময়েই সমাধিতে আছেন। এই যে আপনার সঙ্গে কথা বলিতেছেন বা কখনও পড়িয়া থাকেন, কখনও হাঁটেন, চলেন—সব সময়েই মার এক সমাধিস্থ অবস্থা।” মা হাসিয়া বলিলেন, “দেখ, এই কথার প্রমাণ কি? আমি ত তোমাদেরই মত একজন।” সেই লোকটি মার দিকে চাহিয়া, চাহিয়া ধীর ভাবে বলিল, “না তাহা যে নয়—তাহা আপনার চেহারায়ই প্রমাণ দিতেছে।” মা আবার হাসিয়া বলিলেন, “কি রকম তোমার মতইতো আমার হাত, পা মুখ সবই আছে।” কিন্তু সেই লোকটি এই কথাতে যোগ না দিয়া শুধু মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল। ধীরে ধীরে অনেকে বিদায় নিতেছেন। একটি লোক উঠিয়া দাঁড়াইল যাইবে—মা বলিলেন, “বাবা, তুমি কি চলিলে নাকি?” সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন, “হাঁ, মা, আপনি শুইলেন, আমি যাই।” মা হাসিয়া বলিলেন, “শোন, আমি ত সব সময়ই শুইয়া থাকি, তোমার সঙ্গে যে কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতেছি—এও শুইয়া আছি।" সে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। কিছু সময় আলাপ করিয়া মাও মাথায় কাপড় মুড়ি দিয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় ১২টা—স্ত্রীলোকেরা আসিয়া ধীরে ধীরে মাকে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল। মা পড়িয়াই আছেন। প্রায় বেলা ১টায় মা উঠিয়া বসিলেন। মেয়েরা সব মাকে নিয়া নানাভাবে আনন্দ করিতেছেন। মা ফুল, ফল কখনও এদিক ওদিক ছুড়িয়া দিয়া শিশুদের সহিত দুষ্টামী করিতেছেন। এই আনন্দে মা নাম করিতে বলিতেছেন। বলিলেন, "বল হরে কৃষ্ণ হরে রাম—খালি জিহ্বা কিয়া কাম। নাম কর, "বল—যব জনম লিয়া, বল রাম সীয়া।"

এইভাবে নানারকম আনন্দ করিতে লাগিলেন। একবার আমি উঠাইয়া প্রস্রাব করিবার জন্য বাহিরে নিয়া গিয়াছি।

মাকে অল্পসময়ের জন্য ছাড়িয়া দিতেও ভক্তদের কষ্ট।

মা ফিরিয়া আসিতেই সকলে বলিতেছেন, "মা, যেমন বর ছাড়া বরযাত্রী, তুমি চলিয়া গেলে এখানকার অবস্থা সেই রকম হইয়াছিল। এই দুই মিনিটেই যেন সব নিরানন্দ হইয়া গিয়াছিল।" একজন বলিতেছেন, "মা তুমি এক স্বামী, আমরা সব তোমার স্ত্রী।" মা অমনি হাসিয়া বলিতেছেন, "এত স্ত্রীকে আমি কি খাওয়াইব ?" সকলে হাসিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, "মা, তোমার কৃপাতেই সকলে ঘরে ঘরে খাইয়া আছে।" মা বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আবার তোমরা সকলে মিলিয়া আমার এক স্বামী, আমি স্ত্রী।" সকলেই অস্বীকার করিয়া বলিল, "না, মা, তা হয় না, তা হয় না। তোমার ছায়ায়ই আমরা আছি, তুমিই আমাদের স্বামী!" মা হাসিতেছেন, বলিলেন, "এই নেও, আমার যে স্ত্রী হয় তারাতো এই ফল, ফুলই মাত্র পাইবে"—এই বলিয়া নিজের গায়ের ফল, ফুল সব ছিটাইয়া দিতেছেন, তাহা নিবার জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। মার চরণের ফুল নিবার জন্য সকলেই হাত পাতিয়া আছে।

এই সব চলিতেছে-এর মধ্যে ডাণ্ডি আসিল। যে ডাণ্ডি উত্তর বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল সেই ডাণ্ডি নিয়া আমরা মার সহিত বেড়াইতে বাহির হইলাম। ইংরেজ মহিলাটি ও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ডেপুটি পোষ্ট-মাষ্টার জেনারেল ভদ্রলোক এবং দেবীদত্ত, শ্রীনিবাস প্রভৃতি আরও অনেকে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল। শুনিলাম ৪মাইল দূরে কালীমঠ আছে তথায় নিয়া যাইতেছে। রাস্তার সুন্দর দৃশ্য। খানিকটা পথ আবার কাঁটা জঙ্গল ও আছে। কাল ইংরেজ মহিলাটি যে আমেরিকানটিকে সঙ্গে নিয়া মার কাছে আসিয়াছিলেন, রাস্তায়ই তাঁহার আশ্রম। তিনি একান্তে সাধন করিবার জন্যই এখানে আছেন, আরও কয়েকটি স্ত্রী পুরুষ তথায় থাকেন। আমরা তথায়

উত্তর বৃন্দাবনে যাওয়া না হওয়ায়, কালী মঠে গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৌঁছিতেই আমেরিকান সাধুটি কাছে আসিয়া মাকে প্রণাম করিল, এবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কালী মঠে চলিল। এবার ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম বাঙ্গালীদের মত বেশ কাপড় পরিয়াছে, একটা মোটা পাঞ্জাবী গায়— সবই ময়লা। বলিল, "জল বড় দূর, তাই কাপড় পরিষ্কার করা কষ্টকর।" কাপড়খানা ও সেলাই কর। হাতে কাজ করিতে করিতে ময়লা পড়িয়া গিয়াছে। বেশ দেখায়। আমরা কালীমঠে পৌঁছিলাম। বেশ সুন্দর একান্ত স্থান, চারিদিকের দৃশ্য ও বড় সুন্দর। মেমসাহেব মার ফটো তুলিলেন। আবার ভোলানাথ ও মার ফটো, আমার ও মুন্নির সহিত মার ফটো তুলিলেন। পরে ভোলানাথের কথায় ভোলানাথ ও মার মধ্যে মেমসাহেব বসিয়া একটা ফটো সাহেবটিকে দিয়া তোলাইলেন। পরে আবার দলবল ফিরিল। পথে একটি জার্ম্মাণ চিত্রকরের বাড়ী মেম ঢুকিলেন, শুনিলাম, চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল।

একটু পরে বাড়ীর মালিক সস্ত্রীক আসিয়া মাকে ও আমাদের তাহার বাড়ীতে নিয়া গেলেন। তথায় একটি স্পেনদেশীয় মেয়ে দেখিলাম। শুনিলাম নিজেদের দেশের গোলমাল পড়িয়া মেয়েটি একা ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়াছে। সে বলিতেছিল, "পাশ্চাত্য জগত বড় বিশ্রী সেখানে শান্তি পাওয়া যাওয়া না। ভারতবর্ষে আসিয়া আমি বেশ শান্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইতেছি। আরও একটি সাহেব U Pতে যেমন পোষাক ভদ্রলোকেরা পরেন, তেমনই পোষাক পরিয়াছেন। শুনিলাম, ইনি উত্তর বৃন্দাবনে মিসেস চক্রবর্ত্তীর আশ্রমে থাকেন। জার্ম্মাণ দম্পতী, উপোরক্ত স্পেনের মেয়েটি এবং মিসেস্ চক্রবর্ত্তীর আশ্রমের সাহেবটি সকলেই মাটিতে পড়িয়া বেশ বাঙ্গালীদের মত মাকে ভোলানাথকে প্রণাম করিল। মা ঘরে যাইবেন না, তাই বাইরে বসিবার জায়গা করিয়া দিল। নিজের তৈয়ারী চিত্র মাকে সব আনিয়া দেখাইল। বুদ্ধদেবের, স্বামী সারদানন্দের, স্বামী শিবানন্দের—অনেকের চিত্রই অঙ্কিত দেখিলাম। পরে বাড়ীর কর্ত্রী লেবুর সরবত চাকর দিয়া আনাইয়া সকলকে খাইতে দিলেন। চাকরটিকে নিজেদের প্লেট আনিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। পিতলের প্লেট ও পিতলের বাটি গ্লাস আনিয়া অনেকে খাইলেন। বহুক্ষণ তথায় বসা হইল। এই বাড়ী হইতেও চারিদিকের দৃশ্য বড় সুন্দর। বেশ শান্ত স্থান। তথা হইতে আমরা সকলে ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম। সাহেব, সাধু ও মেমটি সঙ্গেই আছেন! মেমটি বলিলেন, “৭টায় রামকৃষ্ণ মিশন হইতে একটি সাধু মার কাছে আসিবেন, তাই তাহারা ও অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীনিবাস মেয়েদের নিয়া সুন্দর কীর্ত্তন করিলেন। যথা সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি সাধু আসিলেন। সঙ্গে ডাক্তারবাবু ও তাহার আমেরিকাবাসিনী পত্নী, ইহারা রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিশেষ কিছু কথা হইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না; তবে মাকে আগামী কল্য নৈনিতাল ফিরিবার পথে ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন। ধীরে ধীরে সকলেই বিদায় হইল। আগামী কল্য নৈনিতাল ফিরিয়া কথা। আজও রাত্রি প্রায় ৯টায় জজবাবু ও অন্যান্য অনেকে আসিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু মা চুপ করিয়া শুইয়া আছেন। বিশেষ কথা কিছু হইল না। রাত্রি প্রায় ১১টায় সকলে বিদায় নিলেন। মাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়াই ধীরে ধীরে সকলে উঠিল।

১৩ই বৈশাখ, সোমবার।

প্রাতে মা না উঠিতেই নন্দাদেবীর মন্দির প্রাঙ্গনে মাষ্টার মহাশয়েরা ছেলেদের দাঁড় করাইয়া স্তোত্রাদি পাঠ করাইতেছেন। মা উঠিয়া বাহিরে গেলেন। ছেলেরা স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে স্কুলে ফিরিয়া গেল। মা আসিয়া ঘরে বিছানায় বসিলেন। লোকজন আসিতেছে। আমি তাড়াতাড়ি রান্না করিতে ব্যস্ত কথাবার্ত্তা বেশী কিছু শুনিতে পাই নাই। বেলা প্রায় ১২টায় আমরা রওনা হইলাম। গারবিয়াংএর মেয়েরা আসিয়াছে। সকলেই বিশেষ অনুরোধ করিতেছে—মা যেন কৈলাশ একবার আসেন, তাহারা মার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সব দেখাইয়া দিবে। মে, জুনে কৈলাশের দরজা খুলিবে। আলমোড়া হইয়াই যাইতে হয়। একরকম কথা হইয়া গেল—যদি সব ঠিক ঠিক মত থাকে, তবে কৈলাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাওয়া হইতে পারে। মেয়েদের বড়ই আনন্দ, মার সহিত তাহারা ও ডাক্তারবাবুর বাড়ী চলিল। ইনি জগদীশবাবুর একজন ছাত্র মাকে লেবোরেটরী দেখাইবেন ইচ্ছা।

সব ঠিক ঠিক মত থাকিলে কৈলাশ যাওয়ায় অঙ্গীকার।

আমরা মোটরে ডাক্তারবাবুর বাড়ী যাইতেই, তাঁহারা স্বামী স্ত্রী গতকল্য যে সাধুটি গিয়াছিলেন (পরে শুনিলাম তাঁর নাম রাম স্বামী) এবং রামকৃষ্ণ মিশনের আরও দুইটি সাধু (একটী আমেরিকান) মাকে আসিয়া খুব আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া নিয়া গেলেন। ডাক্তারবাবু ঘরে যাইয়া তাহার যন্ত্রপাতি দেখিতে মাকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু মা হাসিয়া অস্বীকার করিলেন। মাকে ফুল বাগিচায় বসান হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক এবং শ্রীনিবাস প্রভৃতি আরও অনেকে গিয়াছেন। সাধু তিনটি মার কাছে দাঁড়াইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। রামস্বামী আমেরিকান সাধুটীকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনিও কাল আপনার কাছে যাইতে খুবই ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু রুগ্ন বলিয়া যাইতে পারেন নাই। আজ আপনি এখানে আসিবেন শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়া আসিয়াছেন। নন্দাদেবীর মন্দির অনেকটা দূর, তাই যাইতে সাহস করিলেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়— আমি এত বৃদ্ধ কিন্তু আমার যাইতে একটুও কষ্ট হয় নাই, ইহার কারণ কি বুঝিতেছি না।" মা হাসিয়া বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সবই সেই একেরই খেলা।" তিনি বলিলেন, "তাইতো মা, তবে ভিতরে একটু গলদ থাকিলেই, আর আমরা তাহা বুঝি না। পরমহংসদেব বলিতেন, সূচ সূতা দিবার সময় একটু ভোঁতা থাকিলেই আর দেওয়া যায় না।" মা বলিলেন, "খুবই ঠিক কথা।" একটু পরেই মা রওনা হইলেন। সাধুরা মোটরের নিকটে আসিয়া মাকে উঠাইয়া দিলেন। আমেরিকান সাধুটি হাতজোড় করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "আমার বড়ই সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন পাইলাম।" রামস্বামীও মাকে ঐরূপ বলিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, "তোমরা এইরূপ কেন বল? আমি যে তোমাদের মেয়ে, সেইভাবেই দেখিও।" অমনি রাম সাধু বলিলেন, "তাকি হয়? তুমি যে আমাদের মা।"

আমরা নৈনিতাল রওনা হইলাম। মোটর ছাড়িবার সময় কৈলাশের মেয়েরা ৪।৫ জন সঙ্গে সঙ্গে ছিল, তাহারা কাঁদিতে লাগিল। প্রত্যেকেই বলিতেছে, "এখনই মার সঙ্গে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে। আমরা লেখাপড়া শিখিয়া মার কাছে যাইয়া কাজে লাগিব।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছি, ২।৩ দিনের দেখায় পার্ব্বত্য বাসিনী এই যুবতী মেয়েরা মার কাছে কি পাইল? ইহারা যেরূপ সরল, তাহাতে ইহাদের এই ব্যবহার আশ্চর্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৈনিতাল যাত্রা। পাহাড়ী মেয়েদের মাকে ছাড়িতে কষ্ট।

নয়। আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আবার আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছে। বলিতেছে, "তোমরা কৈলাশ গেলে, আমরা সঙ্গে গিয়া রাস্তার বরফ সরাইয়া দিয়া তোমাদের পথ পরিষ্কার করিয়া দিব।" ইহাদের সরল প্রাণের ভালবাসাটুকু প্রাণে আঘাত করিল। মার শক্তি দেখিয়া কেবলই মুগ্ধ হইতেছি। ইহারা ভাষা পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বোঝেনা—তার মধ্যে এই কান্না। একটি কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি—স্কুলের ছেলেদের দেখিয়া মার খেয়াল হইল, বলিলেন "সকলকে একখানা নাম লিখিবার জন্য খাতা কিনিয়া দিয়া যাওয়া হউক। প্রাতে তাহাতে ভগবানের নাম লিখিয়া পরে অপর কাজ করিবে।" তাই করা হইল—১৪৫ জন ছেলে। সকলকেই খাতা কিনিয়া দেওয়া হইল। এই খরচ জজবাবু বহন করিলেন। তিনি বিশেষ আগ্রহ করিয়া এই খরচ আর কাহাকেও দিতে দিলেন না।

গাড়ীতে বসিয়া মেমসাহেব মাকে প্রশ্ন করিতেছেন—জ্যোতিষদাদা উভয়কে উভয়ের কথা বুঝাইয়া দিতেছেন। মেমসাহেব বলিলেন, "এই যে পশু-পাখী, গাছ-পালা, ইহাদের মধ্যে যে চৈতন্য সত্ত্বা আছে এবং মানুষের মধ্যে যে চৈতন্য সত্ত্বা আছে, তাহা কি অভিন্ন?" মা বলিলেন, "অভিন্নই ত, যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক শূন্যের মধ্যেই আমরা আছি, শূন্যস্থানটা কাটিয়া ভাগ করা যায়না—ঠিক তেমনই।" মেমসাহেব বলিলেন, "আচ্ছা সকলের মধ্যেই যে এক চৈতন্য সত্ত্বা আছে, তাহা কি আপনি অনুভব করিতে পারেন? মা বলিলেন, "ইহা ত অতি স্বাভাবিক কথা।" মেমসাহেব বলিলেন, "আমার মধ্যে মধ্যে মনে হয়, বৃক্ষগুলি কথা বলিতে পারে। যখন বাতাস বহিয়া যায়, তখন সর্ব্বভূতেই এক অভিন্ন আমার মনে হয়—গাছগুলি কথা বলে।" মা বলিলেন. "গাছগুলি কথাও বলিতে পারে, ইহাও সত্য কথা।" মেমসাহেব বলিলেন, "আচ্ছা মানুষের মধ্যে যে চৈতন্য-শক্তি আছে, আর পশু-পাখীতে যে চৈতন্য-শক্তি আছে, তাহা কি একরকমই? পশু-পাখী, গাছ-পালাও কি ভগবানের আরাধনা করিতে পারে? মা বলিলেন,

সর্ব্বভূতেই এক অভিন্ন চৈতন্য; মনুষ্যের মধ্যে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ। যে ভাবে সৃষ্টি, সেই ভাবেই লয়, যেমন যে রাস্তা দিয়া নৈনিতাল যাওয়া হইয়াছিল, সেই রাস্তায়ই নৈনিতাল আসা।

"সবই ত তাঁর মধ্যে; তিনিই তাকে নিয়েই। মনুষ্য জন্ম যে শ্রেষ্ঠ, যেমন শিশুরূপী মূর্খ মানুষকেও শিক্ষার ফলে বিদ্বান করা যায়—কিন্তু গাছ বা পশুকে তদ্রূপ করা যায় না। মানুষের মধ্য দিয়াই ভগবানের বিশেষ প্রকাশ হয়। আর ভগবানের আরাধনা গাছ বা পশু মানুষের মতন করিতে পারেনা ইহা ঠিক, তবে তাহাদের শান্তি ও আনন্দের গতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৈনিতাল যাত্রা। পাহাড়ী মেয়েদের মাকে ছাড়িতে কষ্ট।

নয়। আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আবার আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছে। বলিতেছে, "তোমরা কৈলাশ গেলে, আমরা সঙ্গে গিয়া রাস্তার বরফ সরাইয়া দিয়া তোমাদের পথ পরিষ্কার করিয়া দিব।" ইহাদের সরল প্রাণের ভালবাসাটুকু প্রাণে আঘাত করিল। মার শক্তি দেখিয়া কেবলই মুগ্ধ হইতেছি। ইহারা ভাষা পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বোঝেনা—তার মধ্যে এই কান্না। একটি কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি—স্কুলের ছেলেদের দেখিয়া মার খেয়াল হইল, বলিলেন "সকলকে একখানা নাম লিখিবার জন্য খাতা কিনিয়া দিয়া যাওয়া হউক। প্রাতে তাহাতে ভগবানের নাম লিখিয়া পরে অপর কাজ করিবে।" তাই করা হইল—১৪৫ জন ছেলে। সকলকেই খাতা কিনিয়া দেওয়া হইল। এই খরচ জজবাবু বহন করিলেন। তিনি বিশেষ আগ্রহ করিয়া এই খরচ আর কাহাকেও দিতে দিলেন না।

গাড়ীতে বসিয়া মেমসাহেব মাকে প্রশ্ন করিতেছেন—জ্যোতিষদাদা উভয়কে উভয়ের কথা বুঝাইয়া দিতেছেন। মেমসাহেব বলিলেন, "এই যে পশু-পাখী, গাছ-পালা, ইহাদের মধ্যে যে চৈতন্য সত্ত্বা আছে এবং মানুষের মধ্যে যে চৈতন্য সত্ত্বা আছে, তাহা কি অভিন্ন?" মা বলিলেন, "অভিন্নই ত, যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক শূন্যের মধ্যেই আমরা আছি, শূন্যস্থানটা কাটিয়া ভাগ করা যায়না—ঠিক তেমনই।” মেমসাহেব বলিলেন, “আচ্ছা সকলের মধ্যেই যে এক চৈতন্য সত্ত্বা আছে, তাহা কি আপনি অনুভব করিতে পারেন? মা বলিলেন, “ইহা ত অতি স্বাভাবিক কথা।” মেমসাহেব বলিলেন, “আমার মধ্যে মধ্যে মনে হয়, বৃক্ষগুলি কথা বলিতে পারে। যখন বাতাস বহিয়া যায়, তখন সর্ব্বভূতেই এক অভিন্ন আমার মনে হয়—গাছগুলি কথা বলে।” মা বলিলেন, “গাছগুলি কথাও বলিতে পারে, ইহাও সত্য কথা।” মেমসাহেব বলিলেন, “আচ্ছা মানুষের মধ্যে যে চৈতন্য-শক্তি আছে, আর পশু-পাখীতে যে চৈতন্য-শক্তি আছে, তাহা কি একরকমই? পশু-পাখী, গাছ-পালাও কি ভগবানের আরাধনা করিতে পারে? মা বলিলেন,

সর্ব্বভূতেই এক অভিন্ন চৈতন্য; মনুষ্যের মধ্যে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ। যে ভাবে সৃষ্টি, সেই ভাবেই লয়, যেমন যে রাস্তা দিয়া নৈনিতাল যাওয়া হইয়াছিল, সেই রাস্তায়ই নৈনিতাল আসা।

“সবই ত তাঁর মধ্যে; তিনিই তাকে নিয়েই। মনুষ্য জন্ম যে শ্রেষ্ঠ, যেমন শিশুরূপী মূর্খ মানুষকেও শিক্ষার ফলে বিদ্বান করা যায়—কিন্তু গাছ বা পশুকে তদ্রূপ করা যায় না। মানুষের মধ্য দিয়াই ভগবানের বিশেষ প্রকাশ হয়। আর ভগবানের আরাধনা গাছ বা পশু মানুষের মতন করিতে পারেনা ইহা ঠিক, তবে তাহাদের শান্তি ও আনন্দের গতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে– ইহাও সত্য। এর মধ্যে একটু বিশেষ কথা আছে, যেমন জড় ভরত হরিণ হইয়াছিল। যাহারা জাতিস্মর থাকে তাহাদের কথা ভিন্ন। এই রকম কখনও গাছ-পালা বা পশু-পাখীও ভগবানের আরাধনা করে; ইহা বিশেষ যদি কোন কারণে কেহ সাময়িকের জন্য পশু-পাখী, গাছ-পালা হইয়া থাকে তবেই এই কথা।" মেমসাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, এক ওঁ হইতেই জগত সৃষ্টি হইল, আবার তাহাতে লয় হয় কি প্রকারে?" মা হাসিয়া বলিলেন, "যে ভাবে সৃষ্টি হইল, সে ভাবেই লয় হয়। যেমন যেই রাস্তা দিয়া নৈনিতাল হইতে আসিয়াছিলাম, আবার সেই রাস্তা দিয়াই নৈনিতাল যাইতেছি।" উত্তর শুনিয়া মেমসাহেব খুব আনন্দিত হইলেন। মার কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কোন অসুবিধা হইতেছে না তো? মায় পায়ের কাছে বাক্স টানিয়া দিতেছেন, মাকে পা রাখিতে বলিতেছেন। আজও মাকে বৈকালে একটা কমলার একটু খাওয়াইয়া দিয়া নিজে তাহা খাইতে লাগিলেন। মা মধ্যে মধ্যে শিশুর মতন ২।৪টী ইংরেজী কথা বলিতেছেন। শুনিয়া মেমসাহেবের বড় আনন্দ, মার পরিষ্কার উচ্চারণের প্রশংসা করিতেছেন। প্রায় ৬ মাইল রাস্তা। আমরা বেলা ৬টায় নৈনিতাল পৌঁছিলাম। মোটর দাঁড়াইতেই নৈনিতালের দলবল তথায় উপস্থিত হইয়া চরণ বন্দনা করিলেন। মেমসাহেব রাস্তায় মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আলমোড়া মার কাছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেমন লাগিল। মা উত্তর দিলেন, সব জায়গায়ই সমান, কোন পার্থক্য বোঝেন না। এই উত্তরে মেমসাহেব বড় সুখী হইলেন। ইনি বেশ বুদ্ধিমতী। আমরা মোটর হইতে নামিয়া তালিতাল হইতে নৌকায় মলিতাল নয়নাদেবীর ধর্ম্মশালায় আসিয়া পৌঁছিলাম। তালের সিড়িতে পাহাড়ী মেয়ের দল মার প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল। মা আসিতেই আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। সকলে মার সহিত উপরে আসিয়া মার সঙ্গে এক কোঠায় বসিল। ভজন আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার পর ধীরে ধীরে সকলে বিদায় হইল। আজ রাত্রি ৯॥০টায় সকলে শুইয়া পড়িল। অখণ্ডানন্দ স্বামী নিজের কাজে বসিয়া আছেন।

১৪ই বৈশাখ, মঙ্গলবার।

সকালে মা বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া একটু দুধ খাইলেন। বেলা ১০টায় মেমসাহেব মার কাছে আসিয়াছেন, মাকে একজন সিল্কের কাপড় চাদর দিয়াছিলেন; মা তাহা মেমসাহেবকে দিয়াছেন, আজ মেমসাহেব তাহা পরিয়া আসিয়াছেন। ঠিকভাবে পরা হয় নাই। মা আমাকে দিয়া আবার তাহাকে ঠিক করিয়া কাপড় পরাইয়া দিলেন। তিনি কত ভাবে কত ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মাকে হাতজোড় করিয়া বলিতেছেন—"আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আজ আপনি এই যে পোষাক বাহিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরাইয়া দিলেন, ভিতরেও যেন আমি ইহার উপযুক্ত হইতে পারি।” তাহার বোধ হয় বিশ্বাস ভারতবর্ষীয় এই পোষাক পরিলেই সাধু হইতে হয়। একটি সাধু তাহাকে একটি তামার কমণ্ডলু দিয়াছিলেন; তিনি সেই কমণ্ডলুটি সঙ্গে নিয়া আসিয়াছেন। বেশ দেখাইতেছিল। মাকে ও আমাদের সকলকে আমেরিকায় যাইবার নিমন্ত্রণ করিতেছেন। ভোলানাথকে দেখিয়া বলিতেছেন,—“এঁকে আমার খুবই ভাল লাগিতেছে। আমি একটি সাধু দেখিয়াছিলাম, এঁকে দেখিয়া আমার সেই সাধুর কথাই মনে হইতেছে।” বেলা প্রায় ১টায় মেমসাহেব বিদায় নিলেন। পাহাড়ী স্ত্রীলোকেরা মার কাছে নাচ গান করিত; আজ মেমসাহেবের কাছেও তাহারা নাচ গান করিল। আবার বেলা ৫টায় মেমসাহেব আসিয়াছেন। তিনি সাড়ী পরিয়াই আছেন। মাকে নিয়া তিনি বেড়াইতে বাহির হইলেন। একটু পরেই ফিরিলেন। আজ তাঁহার জলখাওয়ার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। খুব আনন্দের সঙ্গেই তিনি আমাদের দেশীয় খাদ্য খাইলেন। রাত্রি প্রায় ৯টায় মাকে প্রণাম করিয়া ও খাওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় নিলেন।

আমেরিকান ভদ্র মহিলার মার নিকট সাধু হওয়ার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চদশ অধ্যায়

——:*:——

১৫ই বৈশাখ, বুধবার।

আজও সকালে মা বেড়াইয়া আসিলেন। আজ আমাদের ৬টার গাড়ীতে বেরিলী যাওয়া স্থির হইয়াছে। গতকল্যের একটা কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। গতকল্য যখন মা রাত্রিতে বিছানায় গিয়া শুইয়াছেন, আমরাও শুইবার বন্দোবস্ত করিতেছি, এর মধ্যে কম্বলের কথা উঠিল। জ্যোতিষদাদা বলিলেন,—"কম্বল যখন প্রচলিত ছিল, তখন শুদ্ধ কম্বল তৈয়ার হইত। এখনকার দিনে কত কি মিশাইয়া দেয়, কিন্তু এখন লেপ তোষকই বেশ। এই কথা নিয়া সকলে মিলিয়া হাসাহাসি হইতেছে। মা বলিতেছেন,—"মরা পশুর লোম কম্বলে দেয়।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে আমাদের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "দেখ, আমি যে কম্বল গায়ে দিয়াছি এর মধ্যে একটা কম্বল যেদিন প্রথম গায় দিলাম, রাত্রিতে শুইয়া আছি দেখি এই সব হোমরা চোমরা এক একটা ছাগল গায়ের কাছে ঘুরিতেছে, একটা আবার মরা ছাগল। ইহাদের গায়ের লোমের কম্বল গায়ে দিয়াছি, তাই ইহারা আসিয়াছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার আজ সকালবেলা মুখ ধোয়াইবার সময় বলিতেছেন,—"আজ গলাটা বেদনা হইয়াছে। কাল রাত্রিতে যখন শুইয়াছিলাম, তখন কোথায় কোথায় গিয়াছিলাম, ঠাণ্ডা লাগিয়া তখন তখনই গলা ব্যথা হইল বুঝিতেছিলাম। প্রাতে বেড়াইতে গিয়া দেখি সত্যই গলা ব্যথা হইয়াছে।" আজ মা প্রাতে একটু দুধ ও ফল খাইয়া রহিলেন। বলিলেন, "আজ আর দুপুরে খাইতে বসিব না। তোমরা কিন্তু সকলে খাইও। আমি যখন হয় খাইব।" তাই হইল। আজ আমাদের ৬টার গাড়ীতে বেরিলী যাইবার কথা। আসিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া তৈরী হইলাম। বেলা প্রায় ৩টা ৩॥০টায় মোটরে রওনা হইয়া কাঠগুদাম পৌঁছাইতে প্রায় ১॥০ ঘণ্টা লাগে। সেখান হইতে ট্রেণ ধরিতে হয়। মা প্রায় আড়াইটায় খাইতে উঠিলেন। অনেক মেয়েরা আসিয়াছে; কীর্ত্তনাদি চলিতেছে। মা খাইতে আসিয়াই বলিতেছেন,—"আজ যখন তুমি রান্না করিতেছিলে, আমি শুইয়াছিলাম—দেখিতেছি মূলার তরকারীর মূলাগুলি সব সিদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছ।" সত্যই ভোলানাথ খাইতে বসিয়াই বলিয়াছেন মূলা বেশী সিদ্ধ হওয়ায় টক হইয়া গিয়াছে। যদিও এগুলি মা'র পক্ষে অতি ক্ষুদ্র কথা, কিন্তু আমাদের সংশয় ভরা প্রাণ, তাই এসব সামান্য বিষয়ে আশ্চর্য্য হইয়া যাই—সংশয় নষ্ট হইয়া আসে। সেইজন্যই আমাদের কাছে মার

বেরিলী গমন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যেক কথাটীই মূল্যবান। তাই যতটুকু পারি লিখিয়া রাখি। মা যে আমার সর্ব্বজ্ঞা তাহা কেবলই ভুলিয়া যাই। যাক্, খাওয়া দাওয়ার পরে বেলা ৩।০টায় আমরা রওনা হইলাম। পাহাড়ী মেয়েরা মাকে আরতি করিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে গান করিতেছে; গানের মর্ম্ম এই যে তুমি নির্ভয় হইয়া থাকিও—তুমি ভাল থাকিও—ইত্যাদি ইত্যাদি। যেন আজ তাহারা মেয়েকে দূরে পাঠাইতেছে। আমরা নৌকায় মকিতাল হইতে তাকিতাল আসিয়া মোটরে কাঠগুদাম চলিলাম। মেমসাহেব প্রথমে আসিবেন না কথা ছিল, কিন্তু শেষে মার সঙ্গে বেরিলী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ৬॥০টায় কাঠগুদাম হইতে রওনা হইয়া প্রায় রাত্রি ১০॥০টায় আমরা বেরিলী পৌঁছিলাম। মেমসাহেব ট্রেণে বেশ একটি কথা বলিলেন। জ্যোতিষদাদা মার কথা যখন মেমসাহেবকে বুঝাইয়া দিতেন, তখন অতি সংক্ষেপেই বলিতেন। বোধহয় মেমসাহেব আর এখন তাহাতে তৃপ্তি হন না। তাই তিনি আজ দাদাকে বলিতেছেন,—"মা এতগুলি কথা বলেন, আর তুমি টুক করিয়া একটু বলিয়া চুপ করিয়া থাক। আমার ইহাতে ভাল লাগেনা।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। বেরিলী পৌঁছাইবার ২।১টা ষ্টেশন পূর্ব্ব হইতে বেরিলী হইতে লোক আসিয়া উপস্থিত। কত মালা নিয়া আসিয়াছে। মহারতন, প্রেমরতনও আসিয়াছে। আমরা ধর্ম্মশালায় গেলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্রি প্রায় ১টা অবধি হট্টগোল করিতে করিতে সকলে বিদায় নিল।

১৬ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার।

সকাল বেলা হইতে নানা স্থানে মাকে নিয়া ঘোরাঘুরি করিল। হিন্দুস্থানীদের এক মন্দিরে ১৫দিনের জন্য অখণ্ড নাম সুরু হইয়াছে, মাকে সেখানে নিয়া গেল। আজ মেমসাহেবকে ধর্ম্মশালায় খাওয়ান হইল। মেমসাহেবকে টেবিল চেয়ারে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তিনি বলিলেন,' "তা হলে ত হোটেলেই খাইতে পারিতাম। আমি সকলের সঙ্গে মাটিতে বসিয়া খাইব।" তাহাই দেওয়া হইল। পরে মেমসাহেব মার ফটো তুলিলেন। বৈকালে তিনি হোটেলে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যায় বাঙ্গালীবাবুরা আসিয়া ধর্ম্মশালায় কিছু সময় কীর্ত্তন করিল। পরে সকলে মাকে নিয়া হিন্দুস্থানীদের কীর্ত্তন মন্দিরে গেলেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় দলবল মাকে নিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিলেন। রাত্রি প্রায় ২টায় আমরা শুইলাম।

১৭ই বৈশাখ, শুক্রবার।

ভোরে মিসেস্ দীক্ষিত আসিয়া তাহার বাসায় মাকে নিয়া গেলেন। তিনি নিজেই মোটর চালান; মাকে পাশে বসাইয়া নিয়া গেলেন। এখানে মেয়েরা বেশ স্বাধীনভাবে চলাফেরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন, তাই মাকে নিয়া মেয়েরাই সব বন্দোবস্ত করিয়া নানাভাবে আনন্দ করিতেছেন। কোন রকম সঙ্কোচ নাই। দীক্ষিতের সহিত আরও ২।৩জন স্ত্রীলোক আসিয়াছেন। প্রথম দীক্ষিতের বাড়ী নিয়া গেলেন। সেখানে তিনি ভোরে উঠিয়া মার জন্য একটু খাবার করিয়াছেন, তাই মাকে খাওয়াইয়া দিলেন। মার ফটো তুলিলেন। পরে একটা বাগানে মাকে মেয়েরা সকলে নিয়া গেলেন। সেখানে মাকে জরির মুকুট দিয়া, জরির পাড়ওয়ালা হলদে রংএর কাপড় চাদর দিয়া সাজান হইল। মাকে কৃষ্ণ সাজাইয়া নানাভাবে মার ফটো তুলিতে চাহিয়াছে। মা দেখিলাম হাসিয়া হাসিয়া ছলে বলে নানারকম ভাবে বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিল, "আমরা এই ছবি আমাদের নিজেদের কাছে রাখিব"; এ সব বলিতে বলিতে কাহারও চোখে জল। অনেকে মাকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। নিজেরা সাজাইয়া নিজেরাই রকমারী করিয়া দাঁড় করাইতে লাগিল, আর আগে হইতে ফটোগ্রাফার ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল এবং তাড়াতাড়ির মধ্যে ফটো তুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে গানও চলিতেছে—বাস্তবিকই যেন বৃন্দাবন করিয়া তুলিল। সেখান হইতে ৮॥০টায় ফিরিয়া ইঞ্জিনিয়ারের বাসায় খাওয়ার কথা। তাই সকলে বাধ্য হইয়া এই আনন্দের খেলা শেষ করিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিলেন। তথায় পৌঁছিতেই দেখি গাড়ী নিয়া ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী হাজির। তিনি একান্তে মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত কথা বলিবেন। তাই মাকে নিয়া গেলেন। তথা হইতে ফিরিয়া ১০॥০টায় ইন্‌কমট্যাক্স অফিসার অবতার কৃষ্ণের বাড়ী গেলেন। দীক্ষিতের স্ত্রী আসিয়া গত কল্যই অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া রাজি করাইয়া গিয়াছিলেন। তিনি একটু খাবার যোগাড় করিয়াছেন। তথা হইতে প্রায় ১টায় মা ফিরিলেন। ভোগ হইল। আজ এক বাড়ী হইতে মার ভোগ দিয়াছে, সকলেই প্রসাদ পাইল। খাওয়া দাওয়ার ভীড়ে প্রায় ৫টা বাজিল। ৫॥০টায় বিহারীলালের বাড়ী যাওয়ার কথা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছে। ঠিক ৫॥০টায় তাহারা মাকে নেওয়ার জন্য ৩।৪খানা মোটর নিয়া উপস্থিত। দলবল সহ মাকে বিহারীবাবুর বাসায় নেওয়া হইল।

মেমসাহেবও সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। তাহার থাকিবার জন্য এখানেও হোটেল ঠিক করা হইয়াছে। বিহারীবাবুর বাসায়ও মাকে কৃষ্ণ সাজান হইল। মেয়েদের গোপিনী সাজাইয়া ফটো তোলা হইল। পরে মেমসাহেব মাকে জড়াইয়া ধরিয়া একখানি ফটো তুলিলেন। ভোলানাথের অনুগ্রহেই এইরূপ ফটো তুলিতে তিনি সাহসী হইলেন। তিনি ইহাতে খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আর একখানি ফটো তুলিলেন, তাহাতে মেমসাহেব হাতজোড় করিয়া মার পায়ের কাছে হাটুগাড়িয়া বসিয়া আছেন। এখানা মেমসাহেব নিজেই পছন্দ করিয়া করিলেন। কীর্ত্তনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থান অতি সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছে। পরে অখণ্ডানন্দ স্বামী মার বিভূতি যাহা আপনা আপনি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ এই যে—মার প্রতি একলক্ষ্য হইয়া থাকিতে পারিলে মনের ময়লা অতি সহজেই কাটিয়া যায়। ইহা তিনি অনুভব করিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে হরিরামও কিছু বলিলেন। সে মাকে দেখিতে আসিয়াছে। মার ১০ মিনিটের উপদেশের কথা সেই সকলকে জানাইয়া দিল। অনেকে মহানন্দে তখন সেই কাজ নিয়মিতরূপে করিবেন বলিয়া নাম লিখাইয়া দিলেন। নাম লিখাইবার উদ্দেশ্য মার আদেশে যাহারা ১০ মিনিটের সাধন নিয়াছেন, তাহাদের আত্মার উন্নতির জন্য প্রতি বৎসর জন্মোৎসবের দিন (তিথিতে) যজ্ঞে তাহাদের নামে আহুতি দেওয়া হয়। পরে মেমসাহেবও ইংরাজিতে একটু বলিলেন। হরিরাম তাহা হিন্দিতে অনুবাদ করিয়া মেয়েদের বুঝাইয়া দিল। তাহার মর্ম্মার্থ এই—"আমি সাধু সন্ন্যাসী দেখিবার জন্যই ভারতবর্ষে আসিয়াছি।

যেখানেই যাঁহার বিশেষ নাম শুনিয়াছি, আমি দেখিতে গিয়াছি। সেইসময় আমি পণ্ডিচারীতে প্রথম অরবিন্দ ঘোষের নিকট মায়ের নাম শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হই। কিন্তু কোনই খবর পাইলাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না ; কোথায় তাঁহাকে খোঁজ করিব, তাহাই বুঝিতেছিলাম না। ইতিমধ্যে আমি কলিকাতা যাই। সেখানে মায়ের নাম শুনিলাম, মায়ের ঠিকানাও পাইলাম—তিনি নৈনিতাল আছেন। আমি নৈনিতাল আসিয়া মাকে দর্শন করি। দর্শন করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমি এমন সুন্দর মূর্ত্তিই আর দেখি নাই। আমার মনে হয় তিনি কোন বিশেষ কাজের জন্য আসিয়াছেন, কর্ম্ম শেষ হইলেই চলিয়া যাইবেন। আমি জানি ইনিই আমার একমাত্র মা। আমি তোমাদেরই একজন বোন। কারণ আমাদের একই মা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি হিন্দি বা বাংলার কিছুই জানিনা। কাজেই আমি তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে না পারিয়া বড়ই দুঃখিত। মার সম্বন্ধে তোমাদের সহিত কোনই কথা বলিতে পারিতেছি না। মা অন্তরের সব কথাই বোঝেন এবং তাঁর প্রতি একলক্ষ্য হইয়া থাকিতে পারিলে অন্তরেই তাহার উত্তর পাওয়া যায়—ইহার প্রমাণ আমি পাইয়াছি আর আমার মনে হয়, কেহ যদি আমার মত মাকে স্থিরভাবে চিন্তা করিতে পারে, তবে সকলেই ইহার সত্যতা অনুভব করিতে পারিবেন। আমি ভারতেই থাকি বা ইংলণ্ডেই থাকি বা আমেরিকাতেই থাকি—আমার বিশ্বাস মার সহিত আমার বিচ্ছেদ কখনই হইবে না।

আমার শেষ কথা মার চিত্র সর্ব্বদাই আমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে।" রাত্রি প্রায় ১০টায় আমরা ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিলাম। সেখানে বাঙ্গালী ছেলেরা আসিয়া কীর্ত্তন সুরু করিয়াছে। মেমসাহেবও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া কীর্ত্তনের মধ্যে মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন। আমরা আজ রাত্রি ৪টার গাড়ীতে জামসেদপুর যাইব। মেমসাহেব হৃষিকেষ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় হরিরামের সঙ্গে তাহাকে রাত্রি ১১টার গাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। রাত্রি ১১টায় পুনঃ পুনঃ মাকে প্রণাম করিয়া সকলের নিকট বিদায় নিয়া মেমসাহেব রওনা হইয়া গেলেন। তখন বিহারীবাবুর বাসায় মাকে মেয়েরা আরতি করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর গান করিয়া মায়ের স্তুতি করিতেছিল। তখন চোখ বুজিয়া হাতজোড় করিয়া মেমসাহেবও তাহাদের সঙ্গে দাঁড়াইয়াছিলেন। ভাষা না বুঝিলেও ভাবটী নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করিতেছিলেন। মা আজ চলিয়া যাইবেন, তাই অনেক লোকই আসিয়াছেন।

একটি এ্যাডভোকেট আজই মাকে প্রথম দেখিয়াছেন, তিনি মুগ্ধ হইয়া মাকে দেখিতেছেন, তারপর আমার কাছে মার একটি ফটো চাহিয়া বলিলেন, "মার এই চিত্র প্রাণে লাগিয়াই আছে; তবুও সংসারের ছায়ায় যদি তাহা ঢাকিয়া ফেলে, তাই একখানা ছবি চাহিতেছি।" রাত্রি প্রায় ২টায় অনেকে বিদায় নিলেন। অনেকেই মার কাছে মাটীতে পড়িয়াই একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন—রাত্রি ৪টায় মাকে উঠাইয়া দিয়া বাড়ী যাইবেন। রাত্রি ৩টায় সকলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে নিয়া ষ্টেশনে আসিলেন। ৪টায় সকলকে কাঁদাইয়া মা জামসেদপুরে রওনা হইলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

—ঃ০ঃ—

১৮ই বৈশাখ, শনিবার।

ভোরে লক্ষ্ণৌ গাড়ী পৌঁছিতেই অনেকে মাকে দর্শন করিতে আসিলেন। মানিক একমাসের ছুটী নিয়া আমাদের সঙ্গে চলিল। বেলা ১২টায় ফয়জাবাদে গাড়ী পৌঁছিল। দলে দলে কাশ্মিরী স্ত্রী-পুরুষ মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। ডিষ্ট্রীক্ট জজ, এ্যাডিশন্যাল জজ, সপরিবারে সবাই আসিয়াছেন। ইহারা পূর্ব্বে ধর্ম্মের ধারও ধারিতেন না। কিন্তু মার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর কি পরিবর্ত্তন! আজ এই রৌদ্রের মধ্যে ষ্টেশনে আসিয়াছেন। কত মালা, কত যত্ন

জামসেদপুর যাত্রাপথে। লক্ষ্ণৌ ও কাশী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া মার জন্য তৈয়ার করিয়া আনিয়াছে। তাহাদের এই ভক্তি আবেগ দেখিবার জিনিষ, অনুভব করিবার বিষয়। তাহাদের চোখে জল, মুখে হাসি। কেহ কেহ মার সঙ্গেই চলিয়া আসিতে চায়। যাক্, সকলকে বুঝাইয়া মা শান্তি দিলেন। যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মার চরণ স্পর্শ করিয়া নিজেদের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া সকলে ছলছল চোখে দাঁড়াইয়া রহিল। মার জন্ম তারিখ ১৯শে বৈশাখ হইতে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা চতুর্থী পর্য্যন্ত ঢাকায় অখণ্ড কীর্ত্তন চলিবে। ইহারা জন্ম-তিথির দিন অখণ্ড কীর্ত্তন রক্ষা করিবে বলিয়া তিথি লিখিয়া লইল। সকলেরই অনুরোধ, ফিরিবার পথে মা যেন একবার এখানে পদার্পণ করিয়া যান। ৩টায় গাড়ী কাশী পৌঁছিল। সেখানেও বাচ্চু, বাচ্চুর মা, নেপাল দাদা, কৃষ্ণা মা, স্বামী শঙ্করানন্দ প্রভৃতি ষ্টেশনে আসিয়াছেন। বাচ্চুর মা, মা গরমে যাইতেছেন বলিয়া, কত যত্নে নানারকম সরবত তৈয়ার করিয়া আনিয়াছেন। ইহারা মোগলসরাই পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। আবার ছলছল চোখে সব বিদায় নিলেন। এইভাবে জগজ্জননী মা ভক্তদের মনের বাসনা পূর্ণ করিতে করিতে চলিলেন।

১৯শে বৈশাখ, রবিবার।

প্রাতে হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিতেই ভীড় জমিয়া গেল। ২।৩ ঘণ্টা ষ্টেশনে থাকিয়াই মা জামসেদপুর রওনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবেন। আমাদের সঙ্গে আলমোড়া বাসিনী একটী স্ত্রীলোক আসিয়াছেন। তাহার নাম গোদাবরী। কাহারও কথায় তিনি মার সঙ্গ ছাড়িলেন না। কাশী হইতে শঙ্করানন্দ আসিয়াছেন। ষ্টেশনে মার জন্য সকলে জলখাবার আনিয়াছে। মাকে ও সঙ্গীয় সকলকেই খুব যত্ন করিয়া তাহারা খাওয়াইয়া দিলেন। দিলীপ রায় আজ মার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। মার সহিত কিছু সময় আলাপ করিয়া বিদায় হইলেন। মা ফিরিয়া আসিলে গান শুনাইবেন বলিয়া গেলেন। যথাসময়ে আমরা জামসেদপুরের গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। যতক্ষণ পারে সকলে মার গায়ের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ী ছাড়িলেও যতক্ষণ দেখা যায় সকলে দাঁড়াইয়া রহিল। বৈকালে জামসেদপুর পৌঁছিলাম।

হাওড়া ষ্টেশন হইয়া জামসেদপুর আগমন।

সমবেত ভক্তবৃন্দ জয়ধ্বনী দিল। আজ ১৯শে বৈশাখ। স্থানে স্থানে মার জন্মোৎসব আজ সুরু হইয়াছে। এখানেও ভক্তেরা মিলিয়া একটা স্থানে মায়ের জন্মোৎসব করিতেছে। মাকে প্রথমে সেখানেই নিয়া গেল। সুন্দর ভাবে উৎসবের স্থান সাজান হইয়াছে। মার নানাভাবের ছবি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। মা পৌঁছিতেই স্ত্রীলোকেরা হুলুধ্বনী ও শঙ্খধ্বনী করিয়া মাকে বরণ করিয়া নিল। মাকে বসাইয়া সকলে মার ও ভোলানাথের চরণে অঞ্জলি দিতে লাগিল। ভোগের আয়োজন হইয়াছে—বহুলোক প্রসাদ পাইল। মার ভোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া গেল। মা পৌঁছিবার মিনিট ১০।১২ পরই হঠাৎ ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সাজান স্থান ওলাট-পালট করিয়া দিয়া গেল। কিছু পরেই আবার সব পরিষ্কার হইয়া গেল। সকলে বলিল—"মা তুমি আসিতে না আসিতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল।" মা হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা সকলে আনন্দ করিতেছ, ঝড়-বৃষ্টিও একটু সেই আনন্দে যোগ দিতে আসিয়াছে।" সন্ধ্যার পর ভোলানাথ কীর্ত্তনে নামিলেন ও মাতিয়া লঠিলেন। খুব কীর্ত্তন হইল। রাত্রি প্রায় ১২টায় আমরা কালীবাড়ী গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকেই গেলেন। মার থাকিবার স্থান তথায়ই স্থির করা হইয়াছে। কালীবাড়ীর পূজারী মহাশয় মাকে খুব শ্রদ্ধা করেন। মা তথায় যাওয়ায় তিনি খুবই আনন্দিত হইলেন। রাত্রি প্রায় ১টায় মা শুইলেন, আমরাও শুইয়া পড়িলাম। আগামীকল্য ৺নলিনীদত্তের বাড়ীতে মার ভোগ হইবে। এবং অনেকেই তথায় ভোলানাথের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

২০শে বৈশাখ, সোমবার।

সকালে উঠিবার পর মাকে নলিনীবাবুর বাসায় নিয়া গেল। তথায় অনেকের দীক্ষা হইল। বেলা প্রায় ৪টায় আমরা কালীবাড়ী ফিরিলাম। একটি কাশ্মিরী পরিবার মার খুব ভক্ত; তাহারাই মাকে কালীবাড়ী নিয়া আসিল। বৈকাল ৫টায় তাহাদের বাসায় মাকে নিবে স্থির হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালীবাড়ী আসিয়া মা একটু বিশ্রাম করিলেন। বেলা ৫টায় কাশ্মিরী পরিবার আসিল। স্ত্রীলোকেরা আসিয়াই মাকে ও সঙ্গীয় সকলকে তাহাদের বাসায় নিয়া গেল। সেখানেও মার ভোগের যথেষ্ট বন্দোবস্ত হইয়াছে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেখানে থাকিয়া মা কালীবাড়ী ফিরিয়া আসিলেন!

২১শে বৈশাখ, মঙ্গলবার।

আজ অশ্বিনীবাবুর বাসায় মার ভোগ হইল। মার আকর্ষণী শক্তিতে সকলেই মাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। কাশীতে এক ইঞ্জিনিয়ার সপরিবারে ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। ভদ্রলোকটির সহিত নৈনিতালেই মার প্রথম পরিচয়। তারপর কাশীতে দেখা। ভদ্রলোকটি মার কাছে বড় আসিতেন না। তিনি ধর্ম্মের বড় ধার ধারিতেন না। গতবার কাশীতে একদিন মার কাছে আসিয়াছিলেন; একটু বসিয়াছিলেন; তখন মা নানা কথা বলিতেছিলেন। কি জানি সে সব কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটির কি পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। এবার যখন ষ্টেশনে মাকে দেখিতে আসিলেন, তখন নিজেই বলিতেছেন, "মা, নানা বিষয়ে মনটা বড় চঞ্চল থাকে, ভগবানের ইয়াদ বড়ই কম হয়।" মা বলিলেন, "তোমরা নিয়মিত কাজ করিয়া যাও ফল পাইবে।" যাক্ অশ্বিনীবাবুর বাসায় ভোগের পর বৈকাল ৪টায় মা কালীবাড়ী ফিরিলেন। আজও অনেকে দীক্ষা নিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার মধ্যে একটি শিশু মেয়ে ভোলানাথের কাছে দীক্ষা নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হওয়ায় ভোলানাথ তাহাকেও দীক্ষা দিয়াছেন। বৈকালে ৬৷৷০টায় মাকে রাম মন্দিরে হিন্দুস্থানিয়া নিয়া গেল। বাঙ্গালী হিন্দুস্থানি সকলেই তথায় সমবেত হইলেন। খুব কীর্ত্তন হইল। কীর্ত্তনান্তে আবার মাকে নিয়া সকলে কালীবাড়ী ফিরিলেন। অনেক রাত্রি অবধি সকলে বসিয়া বসিয়া মার মুখের বাণী শুনিলেন। আগামীকল্য প্রাতে দশটার গাড়ীতে মার কলিকাতা ফিরিবার কথা। তাই সকলেরই প্রাণে একটা ব্যথা। আবার কবে মাকে পাইবে এই ভয়। ডাক্তার যতীশবাবুর স্ত্রী রুগ্ন শরীর নিয়া প্রায় সব সময়েই মার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছেন। সেবার সব বন্দোবস্ত করিতেছেন। অন্যান্য অনেকেই মার সঙ্গীয় সকলের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় সে জন্য খুবই যত্ন নিতেছেন। রাত্রি প্রায় তিনটায় আমরা শুইলাম।

২২শে বৈশাখ, বুধবার।

আজও অনেকে দীক্ষা নিবেন। হরিহরবাবুর বাসায় তাহাদের দীক্ষা হইবে। এবং সেখানেই মার ভোগ হইবে। সেখান হইতেই ষ্টেশনে যাওয়া হইবে। ৩।৪ জনের দীক্ষা। পরে তাড়াতাড়ি ভোগের পর মাকে সকলে ষ্টেশনে নিয়া চলিল। সেখানে আসিয়া মা এক কাণ্ড করিলেন। হরিহর-বাবুর বাসার কাছেই আরও ২।৩টি বাসা। তাহারা মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাছে আসেও নাই মাকে ডাকেও নাই, কিন্তু মা ঘুরিতে ঘুরিতে গিয়া তাহাদের দরজার গাছতলায়ই দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এ জায়গাটিতে বেশ ঠাণ্ডা আছে। এখানেই বসি।" আমরা সেখানেই জায়গা করিয়া দিলাম। নিকটেই একটা পেঁপে গাছ ছিল—সেদিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ একটা পেঁপে রং ধরিয়াছে, এমনি ভিতরে পাকিলে বাইরেও রং ধরে।" কিছু সময় সেই বাসায় থাকিয়া মা উঠিয়া হরিহরবাবুর বাসায় আসিয়া বাইরেই বসিলেন। একটু পরেই পাশের বাড়ী হইতে গাছের পেঁপে কাটিয়া মার জন্য নিয়া আসিতেছে। মা হাসিয়া বলিলেন—"আমাকে না দিলেও আমি এখনই গিয়া নিয়া আসিতাম। সকলেই যে আমার বাবা ; সব নিয়াই আমার একটা বাবা।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। যাক্, ষ্টেশনে বহু লোক চলিলেন। কাশ্মিরী পরিবারটি সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে। তাহার একটি মেয়ে, নাম কৃষ্ণা বি, এ পড়ে। সে ষ্টেশনে মার ও ভোলানাথের এবং

জামসেদপুর হইতে কলিকাতায় আগমন।

আমাদের ফটো নিল। যথাসময়ে মা গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন, কিন্তু গাড়ী ছাড়েনা, খবর পাওয়া গেল এঞ্জিন খারাপ হইয়া গিয়াছে। সকলেই মাকে বলিতে লাগিল "মা—তোমার কৃপা, তাই একটু বেশী সময় দর্শন দিতেছ।" ভয়ানক রৌদ্র, গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে বলিয়া সেই রৌদ্রের মধ্যেই মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখের দিকে চাহিয়া সকলে দাঁড়াইয়া আছে। এক ডাক্তারের মা বৃদ্ধা। মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কত ভাবে আদর করিতেছেন। আবার বলিতেছেন, "তুমি আসিবে শুনিয়াই আমি বলিতেছিলাম,—আবার আসে কেন? জ্বালাইতে আসিতেছে বুঝি? এক একবার আসিয়াত মা শুধু আগুন জ্বালাইয়া দিয়া যাও।" মাও হাসিয়া বলিলেন,—"আগুন যে ভাল করিয়া জ্বলে না মা। ঠিক জ্বলার মতন জ্বললে যে সব ভস্ম হইবে আর জ্বলা জ্বলির প্রশ্ন থাকিবে না।" এই বলিয়া শিশুর মত হাসিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেছেন,—"তোমাদের যে জ্বালানই কাজ। সব দেশই জ্বালাইতেছ।" প্রায় এক ঘণ্টা গাড়ী দেরী হইল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমি হাসিয়া মাকে বলিলাম,—"গাড়ীত দেরী হইল; ইহারা বলিতেছে মার কৃপা, কিন্তু কলিকাতায় পৌঁছিতেও ত গাড়ী দেরী হইবে—তখন তাহারা বলিবে আমাদের উপর মার কৃপা কোথায়?" মা শুধু হাসিলেন। কিছু বলিলেন না। গাড়ীতে উঠিয়া শুইয়া পড়িলেন। যখন গাড়ী হাওড়া পৌঁছিল, তখন শুনিলাম, গাড়ী ৫ মিনিট পূর্ব্বে পৌঁছিয়াছে।" ৫টায় হাওড়া পৌঁছিলাম। অনেকেই ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। এখানে যতীশ গুহদের বাড়ীতে মার জন্মোৎসব ১৯শে বৈশাখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মাকে নিয়া সকলে তথায়ই গেলেন। সন্ধ্যায় আরতি হইল। রাত্রি প্রায় ৮টায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। রাত্রি প্রায় ১২টায় আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিলার শিব মন্দিরে গেলাম। অনেক লোক সঙ্গে সঙ্গে গেল, রাত্রিতে মার কাছে থাকিবে। শিবের বারান্দা ভরিয়া বিছানা পড়িল। দিল্লী হইতে নরেনবাবু, শ্রীরামপুর হইতে ত্রিগুনাবাবু, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছে। রাত্রি প্রায় ২৷৷০টায় সকলে শয়ন করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

—:*:—

২৩শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার।

সকালে যতীশ গুহদের বাড়ী মাকে নিয়া গেল। সেখান হইতে প্রাণকুমার বাবুর বাসায় নিয়া গেল। সেখানে একজনের দীক্ষা হইল। সকলে সেখানেই মিলিলেন। ইং ১০ই, বাংলা ২৭শে রাত্রিতে কলিকাতা ছাড়িবার কথা। দুপুর বেলা সেখান হইতে যতীশ গুহদের বাসায় আসিয়া আসিয়া ভোগ হওয়ার পর আবার মা প্রাণকুমার বাবুর বাসায় গেলেন। কারণ প্রাণকুমার বাবু কি একটা স্বপ্নে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়াছেন, মার সঙ্গে একান্তে তাহার মীমাংসা করার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। আমরা ২।৩ জন সঙ্গে গেলাম। তথায় কথা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টাটার ২জন বিশিষ্ট লোককে নিয়া যতীশগুহ মার কাছে গেলেন। তাহারা বহুক্ষণ মার দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। গতকল্য এক 'মাকে' নিয়া (ইনি গেরুয়া বস্ত্রধারী) কয়েকজন ভদ্রমহিলা তাঁহাকে নিয়া আসিয়াছেন। মার স্বাভাবিক স্বভাব যাহা তাহাই করিলেন। তাঁহাকে নিজের আসনে বসাইয়া নিজে প্রায় মাটীতেই বসিলেন। "এযে আমার মা," বলিয়া সকলকে দেখাইয়া দিতেছেন। মাকে প্রণাম করিতে গেলেই—"আমার মাকে প্রণাম করিলেই হইবে,"— বলিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিতেছেন। তিনিও খুব যত্নে মাকে জড়াইয়া ধরিতেই মা তাঁহার কোলে শুইয়া পড়িলেন। এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের বাসায় তিনি থাকেন (ক্ষেত্রী), সেই বাসায়ই একটা স্থানে সৎসঙ্গ হয়। মেয়েরা মিলিয়া করেন। মাকে আজ তথায় নিয়া যাওয়ার কথা। কাল তাহারা বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন আজ তাহারা মাকে নিতে আসিয়াছেন। আমরা কয়েকজন মার সঙ্গে চলিলাম। গিয়া দেখি প্রকাণ্ড একটা হলে অনেক মেয়েরা বসিয়াছেন। যোগবাশিষ্ট পাঠ হইল পরে ভজন হইল। কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়া আমরা যতীশ গুহদের বাসায় আসিলাম। আজ সন্ধ্যা ৭টায় দীনেশ ঠাকুর আসিয়া মাকে কীর্ত্তন শুনাইবেন কথা আছে। মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিবার পর দীনেশঠাকুর আসিয়া পৌঁছিলেন। যতীশ দাদাদের হলে লোক ধরেনা বলিয়া জন্মোৎসবের জন্য তাহারা একটী প্যাণ্ডেল তৈয়ার করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। সন্ধ্যার পর হইতেই তথায় কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। কোনদিন দীনেশ ঠাকুর, কোনদিন মন্মথনাথ নাথ, কোনদিন নিবারণ সমাজপতি প্রভৃতি আসিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। রাত্রি ১২টা ১২৷৷৹টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হয়। তারপর মাকে হলে নিয়া যাওয়া হয়। তথায়ও আনন্দ উৎসবে বহুক্ষণ কাটিয়া যায়। রাত্রি প্রায় ২টা ২৷৷৹টায় শিবমন্দিরে ফিরিয়া আসা হয়। আজও তাহাই হইল। সন্ধ্যার সময় যতীশদাদাদের হলে মাকে বসাইলেন। প্রত্যহ ছবির কাছে আরতি হয়। আজ মা স্বশরীরে তথায় উপস্থিত। তাহাদের এতদিনের সাধনা সফল হইল। আজ মাকে ক্ষিতীশদাদার মেয়ে আরতি করিল। প্রতিদিনের মত একটু ভজন হইল। দিলীপ রায় তাহার কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু নিয়া মার কাছে আসিয়াছেন। মার গলায় মালা স্তূপাকার হইলে খুলিয়া সকলকে দেওয়া হয়—আজও তাহা হইতেছে। কখনও কখনও মা নিজ হইতেও কাহাকেও কাহাকেও মালা পরাইয়া দেন। মা দিলীপ রায়কে মালা পরাইয়া দিলেন; তিনি খুবই আনন্দিত হইলেন। সংজ্ঞাদেবী আসিয়াছেন। দিলীপ রায়কে বলিলেন,—"মাকে একটু কীর্ত্তন শুনাইয়া যাও।" তিনি রাজি হইলেন। আরতির পর লোকের অসম্ভব ভীড় দেখিয়া মাকে প্যাণ্ডেলে নিয়া যাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। দিলীপ রায় ২।৩টী গান করিলেন। দীনেশঠাকুরও অনেক গান করিলেন। একটা গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া নিবারণ সমাজপতি দীনেশঠাকুরকে জড়াইয়া ধরিলেন। পরে ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলীও কীর্ত্তন করিলেন। ১২টায় কীর্ত্তন শেষ হইলে মাকে ভোগ দিবার জন্য যতীশদাদাদের হলে নিয়া যাওয়া হইল। হলটী বাস্তবিকই যেন "মার মন্দির।" এ বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা প্রত্যহই এখানে মার নাম কীর্ত্তন, মার আরতি, ভোগ ইত্যাদি করিয়া মার স্মৃতিতে ঘরটী যেন পবিত্র দেব-মন্দির করিয়া তুলিয়াছে। তাই বোধ হয় জগজ্জননী আর কোন ঘরে কোন বাসায় না গেলেও এই ঘরটীতে আসিয়া বসেন। গত কয়েকবার আর আসেন নাই। আবার এবার ভক্তবৎসলা ভক্তের আহ্বানে এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। রাত্রি ১২টায় মার ভোগ হইয়া গেল। ভ্রমর গিয়া এককোণে বসিয়া মেয়েদের নিয়া নাম ধরিল। মাও হলে খরতাল (পাঞ্জাবীরা দিয়া গিয়াছে) বাজাইতে আরম্ভ করিতেই উপস্থিত ভক্তবৃন্দ আবার নামে মাতিয়া উঠিলেন। আনন্দময় পুরুষ ভোলানাথও এই দলে যোগ দিলেন। রাত্রি প্রায় ১॥০টা অবধি চলিল। পরে মন্দিরে ফিরিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বহুলোক। সকলেই শিবের বারান্দায় মার পাশে শয়ন করিবার আশায় আসিয়াছে। রাত্রি প্রায় ৩টায় সকলে শয়ন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৪শে বৈশাখ, শুক্রবার।

বেলা প্রায় ৭টায় মাকে যতীষদাদাদের বাসায় নিয়া যাওয়া হইল। কারণ ভোরে তাহারা হলে মার প্রতিমূর্ত্তির কাছে বসিয়া নাম করার পরে মার স্তোত্রাদি পাঠ করা হয়, সেই সময় মা উপস্থিত থাকেন, এই তাহাদের আন্তরিক কামনা। প্রায় ৯টা অবধি তথায় থাকিয়া আবার মা মন্দিরে আসিলেন। ত্রিপুরার রাজ-পরিবারের মেয়ে, নেপালের রাজ-পরিবারের পুত্রবধূ মার কাছে আসিয়াছেন। ইহারা স্বামী-স্ত্রী সর্ব্বদাই মার কাছে আসেন। তাহারা মার সঙ্গে একান্তে কথা বলিতে বসিলেন। তারপর সি আর দাশের স্ত্রী ও কন্যা অপর্ণা দেবী মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। ধীরে ধীরে আরও অনেকে আসিতেছেন।

প্রফেসার, উকিল, মুন্সেফ কত আসিতেছেন। কেহ কেহ ভাবের আবেগে কাঁদিতেছেন। সকলেই নিজের নিজের মোটরে মাকে নিবার জন্য কতই না আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। ইহারা সকলেই প্রায় প্রথম প্রথম আসিয়া মার সঙ্গে নানাভাবে আলাপ আরম্ভ করেন; নানা প্রশ্ন করেন। পরীক্ষা করিয়া নিবার ভাবটা বেশ বোঝা যায়, কিন্তু শেষে আর কাহারও সেই ভাবটা থাকেনা—সকলেই মার কথায় ও দৃষ্টিতে মুগ্ধ হইয়া মার কাছে শরণ নিয়াছেন। গতকল্য মা যখন রাত্রি ১২টায় যতীশদাদাদের হলে কীর্ত্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরম্ভ করাইলেন, তখন হাইকোর্টের একটি উকিল ভাবাবেগে অস্থির হইয়া পড়িলেন। পরে হাতজোড় করিয়া মার দিকে চাহিয়া চণ্ডী হইতে স্তোত্রাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। মাকে সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া পুনঃ পুনঃ সম্বোধন করিতে লাগিলেন। নরেশবাবু প্রফেসার মার কাছে এইবার প্রথম আসিয়াছেন। তিনিও প্রথম প্রথম অনেক কথা বলিতেছিলেন, আজ ২দিন যাবৎ চোখের জলই পড়িতেছে। আজ বলিতেছিলেন,—"মা! তোমার এইরূপ মানুষ খাওয়া বিদ্যা কবে হইতে হইল?" মা হাসিয়া বলিলেন—"একজন বলেছিল, গুরুমারা বিদ্যা—তুমি আবার বলিতেছ মানুষ খাওয়া বিদ্যা।" আমার দিকে মা চাহিয়া বলিলেন,—"শুনিয়াছ ত কি বলিতেছে? আমার বলে মানুষ খাওয়া বিদ্যা আছে।" আমি বলিলাম,—"কতটা খাইয়াছেন।" ভদ্রলোকটী বলিলেন,—"সবটাই গিলিয়া ফেলিয়াছেন।" মা বলিলেন—"সবটা খাইলে আর কথা থাকিতনা। তখন নীরব হইয়া যায়।" আমি বলিলাম, "মা বলেন ষোল আনা না হইলে কিছুই হয় না। খাওয়া এখনও পুরাপুরী হয় নাই—এতটুকুতে মার হয়না।" সকলেই এ কথায় হাসিলেন, মাও হাসিয়া উঠিলেন। যাক্ আজ দুপুরে আবার মা ভোগে যতীশদাদাদের বাড়ী গেলেন। উৎসব উপলক্ষে বহুলোক প্রসাদ পাইতেছে। শচীবাবু এই উৎসবে অনেক খরচ দিতেন, অল্প বয়সে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর আর

১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবাহ করেন নাই। বৃদ্ধা মা আছেন। পরিবারে অনেকেই আছেন। ইনি ইনকমট্যাক্স এ্যাসিস্টেণ্ট কমিশনারের পদে আছেন। ইনি বলেন—"৪৯ বৎসর বয়সে মার সহিত দেখা হয়—আজ ৫২ বৎসর বয়স। ৪৯ বৎসর বয়সে কত পড়িলাম কত দেখিলাম, তাহাতে জীবনে যে উন্নতি না হইয়াছে, আজ ৩ বৎসর মার সঙ্গ করিয়া তার চেয়ে অনেক বেশী উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; মার সঙ্গের যে কত প্রভাব তাহা বলিতে পারিনা। আমি তাহা খুবই অনুভব করিয়াছি ও করিতেছি।" মা সকলের ভাবেই যোগ দিতে পারেন তাই সকলেই মার কাছে রস পায়—সঙ্গ করিতে সকলেই আনন্দ পায়। আজ যতীশদাদাদের বাড়ী ভোগের পর মা বৈকালে সুরেশবাবুদের বাসায় গেলেন। মা যখনই যেখানে যাইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ৪।৫ মোটর ভর্ত্তি লোক যাইতেছে। কারণ অল্প সময়ের জন্যও কেহ সঙ্গ ছাড়িতে রাজি নয়। সুরেশবাবু চৌতালার উপর মার জন্য একটু স্থান রাখিয়াছেন সেখানেই আনন্দোৎসব চলিল। সন্ধ্যার পর আবার মা প্যাণ্ডেলে আসিয়া বসিলেন। ব্যারিষ্টার শরৎবাবু প্রভৃতি এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লোক মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। বহু লোক একত্র হইয়াছে। ভীড়ের জন্য দাঁড়াইবার উপায় নাই। মাকে একখানা চৌকির উপর বসান হইয়াছে। সেই চৌকিখানার চারিদিকেই বিশেষ ভীড়। অনেক চেষ্টায়ও সেখান হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোক সরান যাইতেছে না। ব্রজেন্দ্রবাবু এবং আরও অনেকে কীর্ত্তনাদি করিলেন। কীর্ত্তনের পর রাত্রি ১১টায় মাকে হলে নিয়া যাওয়া হইল। সেখানে আবার কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এইভাবে লীলা আনন্দে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত থাকিয়া মা মন্দিরে ফিরিলেন। বহুলোক একখানি চাদর কি একখানি সতরঞ্চি কি একখানি মাতুর নিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সকলেই গিয়া মন্দিরের বারান্দায় মার কাছে স্থান নিল। রাত্রি প্রায় ৪টায় সকলে শয়ন করিল।

২৫শে বৈশাখ, শনিবার।

সকালে যতীশ গুহদের বাড়ী মাকে নিয়া গেলেন। সেখানে হলে প্রভাতের কার্য্য—কীর্ত্তন ও স্তোত্রাদি পাঠ আরতি হইল। পরে বাল্যভোগ হইল। মাকে আজ ভ্রমর তাহাদের স্কুলে নিয়া যাইবে স্থির হইয়াছে। বেলা প্রায় ৮টায় বহুলোক সঙ্গে মা স্কুলে চলিলেন। সেখানে পৌছিতেই ফুলের মালা প্রভৃতি গিয়া মেয়েরা মায়ের অভ্যর্থনা করিল। পরে কীর্ত্তন, স্তোত্র, পাঠাদি হইল। মা মেয়েদের মধ্যে বসিয়া পড়িয়াছেন। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ মায়ের আগমনে স্কুল ধন্য হইল বলিয়া খুবই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। মেয়েদের একটু কিছু উপদেশ দিয়া যাইবার জন্য সকলেই মাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মা তাঁহার স্বাভাবিক মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন—"আমি ত কিছু জানিনা, তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি তোমাদের কাছে এই ভিক্ষা চাই, তোমরা যেমন নিয়মিত লেখাপড়া শিক্ষাকর তেমন একটু একটু ভগবানের নাম নিও। তাহাতে আনন্দ ও শান্তি বাড়িয়া যায়।" ১০ মিনিটের নামের কথাও একটু বুঝাইয়া বলিলেন। বেলা প্রায় ১০৷৷০টায় আমরা স্কুল হইতে কুমার সুরেশ সিংহের বাড়ী এবং আরও ২।১ বাড়ী হইয়া মন্দিরে ফিরিলাম। আজ বেলা ১১টায় দিলীপ রায় মার সঙ্গে একান্তে দেখা করিতে আসিবেন। মহেন্দ্র সরকারও মার সঙ্গে একটু একান্তে কথা বলিতে আসিবেন। আমরা মন্দিরে পৌঁছাইবার একটু পরেই দিলীপ রায় ২।১ জনকে সঙ্গে নিয়া আসিলেন। তিনি বলিতেছেন—"আপনাকে দেখিয়া আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছে।" তিনি সোমবার প্রাতে এই মন্দিরে আসিয়া মাকে গান শুনাইবেন বলিয়া গেলেন। বলিতেছেন—"বাড়ী বাড়ী গান অনেক করিয়াছি। এই সুন্দর স্থানে বসিয়া মাকে একদিন গান শুনাইবার ইচ্ছা হইয়াছে।" অনেকক্ষণ মার কাছে বসিয়া রহিলেন। তিনি উঠিতেই মহেন্দ্রবাবু সপরিবারে আসিয়া মার কাছে বসিলেন। তার সঙ্গেও অনেক কথা হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি উপস্থিত থাকিতে পারি নাই। মহেন্দ্রবাবু খুবই আনন্দিত হইলেন। আগামীকল্য আবার আসিবেন বলিয়া গেলেন। বেলা প্রায় ২টায় মাকে ভ্রমরদের বাড়ী নিয়া যাওয়া হইল। আজ সেই বাড়ী মায়ের ভোগের আয়োজন হইয়াছে। উঠানের মধ্যে একটু ছায়া করা হইয়াছে—মার বসিবার জন্য। বেলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রায় ৬টায় ভোগের পর তথা হইতে মাকে আরও কয়েক বাসায় নিয়া গেল। রাত্রি প্রায় ৮৷৷০টায় মা যতীশদাদাদের বাড়ী পৌঁছিলেন। নিবারণ সমাজপতি ও ব্রজেন্দ্রবাবু কীর্ত্তন করিলেন। প্রতিদিনের মত আজও রাত্রি প্রায় ১২৷৷০ টায় কীর্ত্তন শেষ হইল, পরে মাকে হলে নিয়া যাওয়া হইল। আজ মিনু (প্রাণকুমার বাবুর ছোট ছেলে) এবং মেয়েরা একত্র হইয়া ফুলের মুকুট ও ফুলের অন্যান্য গহনা দিয়া মাকে সাজাইল। পরে চারিদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। মাও তাঁহার নূতন পাওয়া খরতাল নিয়া "জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ" নাম উঠাইলেন। মহানন্দে সকলে সেই ফুলের সাজে সজ্জিতা দেবীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইল—আবার সেই মধুর কণ্ঠের নাম শুনিয়া আরও মুগ্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভাবে বিভোর হইয়া সকলেই নাম করিতে লাগিল। এইভাবে রাত্রি ২টা অবধি তথায় কাটাইয়া সেই ফুলের সাজেই মাকে মন্দিরে নিয়া যাওয়া হইল। নরেশ চক্রবর্ত্তী (প্রফেসার) এবং আর একটি বড় ব্যবসায়ী নগেনবাবু এবার নূতন মাকে দেখিয়াছেন। তাহারা মোটর নিয়া দাঁড়াইয়া থাকে—মাকে নিজের মোটরে নিয়া যাইবে। প্রায় সব সময়ই ইহারা সঙ্গে সঙ্গেই আছে।

নরেশবাবু বলিতেছেন "দেখুন, আমার খুব অহঙ্কার ছিল—আমার যে ধর্ম্মের সংস্কার আছে, তাহা কেহ খণ্ডন করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিবেনা—কিন্তু মা তাহা সব চুরমার করিয়া দিয়াছেন। আমার যে অবস্থা মা করিয়াছেন, কাজকর্ম্ম করা কষ্টকর। আমি উৎসবে ঢাকা যাইব।” ইনি মার সঙ্গে অনেক আলাপ করিয়াছেন। এখন চোখে জল লাগিয়াই আছে। আজ রাত্রি প্রায় ৩টায় সকলে বিশ্রাম করিতে শুইয়া পড়িলেন। উপেন ঘোষের (উকিল) মেয়ে অমলা, ডাক্তার গিরিন্দ্র মিত্রের মেয়ে সাবিত্রী, ইনকম্‌টেক্স কমিশনার, সুরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের কন্যা ননী সর্ব্বদাই মার সঙ্গে সঙ্গে আছে রাত্রিতেও তাহারা মায়ের কাছে শুইয়া থাকে। ইহাঁরা কেহই কখনও আত্মীয়দের ছাড়িয়া, নিজেদের বাড়ীঘর ছাড়িয়া এইভাবে থাকে নাই, মায়ের এতই আকর্ষণী শক্তি। অভিভাবকেরা আজ ইহাদের এইভাবে ছাড়িয়া দিতে কিছুই চিন্তা করেন নাই, মার সঙ্গে দিয়াছে এই তাহাদের আনন্দ। বাস্তবিকইতো কুলের গৌরব নিয়া বসিয়া থাকিলে আর তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

২৬শে বৈশাখ, রবিবার।

পূর্ব্বের মত বহুলোক সকালে মন্দিরে আসিয়াছেন। বেলা প্রায় ৮টায় মাকে যতীশদাদাদের বাড়ী নিয়া যাওয়া হইল। আরও ২।৩ বাসায়ও মাকে নিয়া গেল। দুপুরবেলা বিশেষ ভোগের বন্দোবস্ত হইয়াছে। আজ রবিবার, তাই অনেইকেই উপস্থিত আছেন। সকালে জনার্দ্দন গোষ্ঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাহিল। বেলা প্রায় ১২টা অবধি গোষ্ঠগান হইল। তারপর অনেক চেষ্টায় মাকে একটু একান্ত করিয়া দেওয়া হইল— অনেকে একান্তে কথা বলিবেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা সম্পূর্ণভাবে করা যাইতেছেনা। এর মধ্যেই সকলে কথা বলিতেছেন। বেলা প্রায় ২টায় ভোগ হইল। কুমারীরা সব মায়ের কাছে হলে খাইতে বসিয়া গেল। অনবরতই একটা এতবড় জনসঙ্ঘের মধ্যে থাকিয়া বিনা কাজেও অনেকে হায়রাণ হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু মা আমার স্থিরা, ধীরা, আনন্দময়ী মূর্ত্তির একটুও পরিবর্ত্তন নাই। ভোগের পর মাকে প্যাণ্ডেলে নিয়া বসান হইল। বেলা প্রায় ৫টায় স্কুলের মেয়েরা আসিয়া মাকে মাথুর গাইয়া শুনাইল। মাথুর শেষ হইতেই মাকে ঢাকুরিয়া পিসীমার বাড়ী নিয়া গেল। সেখান হইতে ভোলাগিরি মহারাজের আশ্রমে মাকে নিয়া যাওয়া হইল। গঙ্গাচরণবাবু (প্রিন্সিপাল) গিরি মহারাজের শিষ্য, তিনি এবং তার আরও কয়েকজন গুরুভাই মাকে নিয়া গেলেন। মার এই অনুপস্থিতে পেণ্ডেলের জনসঙ্ঘ অস্থির হইয়া উঠিল। দরজায় মোটরে মোটরে ভরিয়া গিয়াছে। এক বিরাট ব্যাপার চলিতেছে। মা রাত্রি ৯।৯॥০টায় ফিরিয়া আসিলেন। আবার কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। আন্দুলের একদল আছে তাহারা কালী কীর্ত্তন করে। তাহারা একরকম পোষাকে সকলে সাজিয়া কীর্ত্তন করিতে বসিয়াছে। একটি মা আসিয়াছেন। ইনি নাকি শ্মশানে শ্মশানে থাকেন। মা তাহাকে নিজের কাছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসাইয়াছেন। তাহার কমণ্ডলু, ত্রিশূল নিয়া কত কৌতুক করিতেছেন, সর্ব্বশেষে আবার ব্রজেন্দ্রবাবু কীর্ত্তন করিলেন। আজও রাত্রি ১২।১২॥০টায় পেণ্ডেলের কীর্ত্তন শেষ হইলে মাকে হলে নিয়া যাওয়া হইল। আজ আবার মার নূতন ফুলের সাজ আসিয়াছে। ফুলের মুকুট, ফুলের বালা, ফুলের অনন্ত, ফুলের হার, পায় ফুলের নুপুর পরাইয়া মাকে সাজাইয়া দেওয়া হইল। মা সেই ছোট খরতাল বাজাইয়া বাজাইয়া সমস্ত ঘর ঘুরিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলে নাম করিতেছে। মনে হইতেছে দেবী প্রতিমা বুঝি আজ যতীশদাদাদের ঘরময় ঘুরিতেছেন। সম্মুখেই দেয়ালে মার বড় বড় প্রতিমূর্ত্তি ফুল দিয়া, লাইট দিয়া সাজান রহিয়াছে। যতীশদাদাদের এই ঘরখানিতে জপ করিতে বসিয়া অনেক সময় নাকি মা হাটিতেছেন দেখিতে পান। বাড়ীর সকলে মিলিয়া যে একইভাবে এই ঘরখানিতে মার সাধনা করিয়া আসিয়াছেন, আজ যেন তাহা সার্থক হইল। মা ছেলেদের একটু সরাইয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে মেয়েদের নিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মেয়েরা নাচিয়া নাচিয়া কীর্ত্তন করিলেন। মা একজনের হাতে, পাখা, একজনের হাতে পঞ্চপ্রদীপ, একজনের হাতে ধূপ, একজনের হাতে ফুল, একজনের হাতে কাপড় দিয়া সকলকে আরতি করিতে বলিলেন। এই আরতি আরও শোভা বাড়াইয়া দিল। মার যে কতই নিত্য-নূতন লীলার ভাব খেলে আমরা দেখিয়া শেষ করিতে পারিতেছিনা। লীলাময়ীর লীলার কি কেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনও শেষ করিতে পারিয়াছে? তাহা যে নিত্য নূতন নূতন ভাবে আসিতেছে। কীর্ত্তন শেষ হইতে মেয়েরা মায়ের জয়ধ্বনি দিল। অমনি মা মুখে আঙ্গুল দিয়া ইসারায় সকলকে চুপ করিয়া বসিতে বলিলেন। এতগুলি স্ত্রীলোক চোখ বুজিয়া ধ্যানে বসিয়া গেল। অমনি মা দরজা খুলিয়া ছেলেদের ডাকিয়া বলিলেন—এবার তোমরা আসিয়া দেখ আমাদের কেমন কীর্ত্তন। ছেলেরা এই সময়টুকুর জন্য মার সঙ্গ ছাড়া হওয়ায় খুব দুঃখ করিতেছিল। এবার দরজা খোলা পাইয়া সকলে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। রাত্রি প্রায় ৩টা বাজে। মা তাড়াতাড়ি সকলকে নিয়া মন্দিরে চলিলেন। যাহারা মন্দিরে যাইবেন না, তাহারা আহার করিতে বসিবেন। খাওয়া দাওয়া যে সকলের কোথায় গিয়াছে—ঘুম নাই, এই এক নেশায় চলিয়াছে। যে সব মেয়েরা মার সঙ্গে সঙ্গে আছে—মা মন্দিরে গিয়া বলিলেন—"ইহাদের কিছু ফল দেও।" তাহারা ২।১টি কলা কি কমলালেবু খাইল—বলিল খাইতে কাহারও ইচ্ছা নাই। এই সব সুখে প্রতিপালিত মেয়েরা যে এইভাবে আছে তাহাতেও তাহাদের কোনরূপ ক্লান্তি নাই। দিনরাত মার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। এক শক্তিতে যেন সকলকে জাগাইয়া রাখিয়াছে। মা বলিতেছেন, "যদি বাস্তবিক এই ভাবটা নিয়া বেশী সময় থাকা যায়, তবে শরীরও ভাল হয়, মনেরও একটা স্থায়ী পরিবর্ত্তন আসে।" রাত্রি ৩টায় সকলে শয়ন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টাদশ অধ্যায়

—:0:—

২৭শে বৈশাখ সোমবার।

কলিকাতা হইতে বাইশারী ও বরিশাল যাত্রা।

আজ মা বাইশারী রওনা হইবেন। ৩টার গাড়ীতে যাইবেন। কাজেই ভোরবেলা হইতেই বহুলোক মন্দিরে আসিয়াছে। সিন্দূরে মাকে পুনঃ পুনঃ লাল করিয়া দিতেছে, মধ্যে মধ্যে ধোয়াইয়া পরিষ্কার করিয়া দিতেছি। বেলা প্রায় ৮টায় দিলীপ রায় মাকে গান শুনাইতে আসিলেন। সঙ্গে তাঁহার সহোদর ভগ্নী, মামাত ভগ্নী, কাকিনার রাজকুমারী এবং আরও কয়েকজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা ছিলেন। কিছুক্ষণ গান শুনাইয়া গান বন্ধ করিয়া দিলীপ রায় বলিতেছেন, "মা এখন আপনি কথা বলুন। আপনার কথা শুনিতেই এরা সকলে আমার সঙ্গে আসিয়াছেন। আপনার কথা শুনিতে আমার বড়ই মিষ্টি লাগিয়াছে—তাই আমি ইহাদিগকে বলিয়াছি। মা হাসিয়া বলিলেন—"তোমাদের কাণ মিষ্টি তাই আমার কথা মিষ্টি শোন।" মা নিজের স্বাভাবিক শিশুর মত হাসিয়া হাসিয়া মিষ্টিভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক একটি কথা শুনিয়া সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিতেছে, সকলে যেন একটা আনন্দের স্রোতের মধ্যে। ঢাকার রেণুকা সেনও আসিয়াছে। তাহার ভগিনী বেরিলীর প্রফেসার দাস গুপ্তের স্ত্রী। বেরিলীতেই মার সহিত বিশেষ পরিচিতা হইয়াছিলেন; তিনি কলিকাতা আসিয়াছেন, তাই বোনদের নিয়া মার কাছে আসিয়াছেন। দিলীপ রায় বলিলেন, "মা রেণুকা খুব সুন্দর গায়। তুমি একটা গান শোন।" এই বলিয়া তাহাকে ডাকিয়া গান করাইতে বসিলেন। ২।১টি গান করিল। আরও একটি শান্তিনিকেতনের ছাত্রী বেশ গায়, সেও মাকে গান শুনাইল। সময় হইয়া যাইতেছে, তবুও কেহ অফিসে যাইতে পারিতেছে না। মুগ্ধ হইয়া বসিয়া আছে। মহেন্দ্র সরকারও সস্ত্রীক আসিয়াছেন, মাকে কাপড় ইত্যাদি দিলেন। দীঘাপাতিয়ার রাণী মার জন্য কাপড়, ফল কত কি নিয়া আসিয়াছেন। জিনিষের দামের জন্য লিখিতেছিনা—তাহাদের যে আগ্রহ দেখিতেছি—কাপড়খানা মাকে পরাইতে পারিবেন কিনা সেজন্য তিনি কতই না ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছেন। সকলেরই যেন প্রাণটা মা কাড়িয়া নিতেছেন। যদিও শত বাধায় তাহা বদ্ধ তবুও যেটুকু নিতেছেন তাহাই আশ্চর্য্য। সব সংসারীলোক নিয়াইতো মার বেশীরভাগ কারবার। কিন্তু সাময়িকের জন্য হইলেও মা এই বদ্ধ সংসারীদেরও যেন কোন এক প্রেমের রাজ্যে নিয়া যাইতেছেন। শত সাধনায়ও হয়তো তাহা সম্ভব হইত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। এক ভদ্রলোক তাহার স্ত্রী তাহার কাছে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা দেখাইতে আনিয়াছেন। আমি পড়িলাম। স্ত্রী স্বামীকে লিখিতেছে—"আমি মাকে যদি আর একবার পাই, তবে কিন্তু মার সঙ্গে চলিয়া যাইব। তখন যে কর্ত্তব্যের দোহাই দিবে তা কিন্তু হইবে না। আমি আর সংসারে থাকিতে পারিবনা। তোমাকে বা তোমার ছেলেমেয়ে কাহাকেও আমার আর ভাল লাগিতেছে না। মা বলিয়াছিলেন ধীরে ধীরে মন শান্ত হইবে। কিন্তু একমাস হইল মাকে ছাড়া হইয়াছি, কিন্তু এখনও যে এই ভাবেই চলিতেছে। আমি খাইতে, শুইতে মাকেই যেন দেখি। রাক্ষুসী মা আমাকে একটু স্থির থাকিতে দিতেছেনা—নিজে সরিয়া গিয়া আমাকে এই যন্ত্রনা দিতেছে ইত্যাদি, ইত্যাদি।" তবেই দেখাযায় এক মাসের পরও মার সঙ্গের প্রবল প্রভাব সংসারীদের উপরেই কি ভাবে ক্রিয়া করিতেছে। যাক্, দিলীপ রায় বসিয়া আছেন। বেলা প্রায় ১১টায় সি, আর দাসের স্ত্রী এবং কন্যা অপর্ণাদেবী আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়া মাকে কীর্ত্তন শুনাইতে আসিয়াছেন। জায়গা হয় না। দিলীপ রায়ের সঙ্গে যারা ছিলেন তাহাদের নিয়া মার নিকট হইতে উঠিয়া গেলে মার কাছে আবার অপর্ণাদেবীর দল কীর্ত্তন করিতে বসিলেন। বাসন্তীদেবী মাকে বুকে নিয়া বসিলেন। মা কিছুই খান নাই—বাসন্তীদেবী মাকে একটু দুধ খাওয়াইয়া দিলেন। সুন্দর কীর্ত্তন হইল। সময় নাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া বেশী সময় হইতে পারিল না। মা ফিরিয়া আসিলে আবার কীর্ত্তন শুনাইবেন বলিয়া দিলেন। অপর্ণাদেবীর স্বামী সুধীরবাবুর অসুখ। অপর্ণাদেবী বলিতেছেন—"যখনই ওঁর অসুখ হয় আমি মাকে স্বপ্নে দেখি যেন মা সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। ইহা দেখিলেই উঁনি ভাল হইয়া ওঠেন। এবারও আমি মাকে দেখিয়াছি, কাজেই আমার বিশ্বাস এবারও ইনি ভাল হইবেন।" এইসব কথাবার্ত্তার পর আমরা উঠিব দেখিয়া তাঁহারা উঠিয়া গেলেন। আজও কয়েকজন দীক্ষা নিতেছেন, মাকে কাছে বসিয়া থাকিবার জন্য ভোলানাথ ডাকিয়া পাঠাইলেন। মা গিয়া দীক্ষার ঘরের দরজায় বসিলেন। সেখানেও মার কাছে যত লোক পারিল গিয়া দাঁড়াইল।

ধীরে ধীরে দীক্ষার কার্য্য শেষ হইল। মাকে প্রাণকুমার বাবু বাসায় নিতে আসিয়াছেন সেখানে মার ভোগ হইবে। সেখানে মার ফটো তোলা হইল। প্রাণকুমার বাবুর মেয়ে মাকে দুধ দিয়া স্নান করাইল। পরে আমি স্নান করাইয়া দিলাম। ভোগে মা ও ভোলানাথ বসিলে বহুলোক প্রসাদ পাইতে বসিয়া গেল। তাড়াতাড়ি করিয়া সকলে খাওয়া দাওয়া করিয়া ষ্টেশনের দিকে চলিল। বাইশারী হইতে গিরিজাবাবুর ভাইপো মাকে নিতে আসিয়াছে। গিরিজাবাবু প্রায় ৪।৫ বৎসর যাবত তাহাদের গ্রামে মার একটি আশ্রম করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু মা এদিকে না থাকায় আর প্রতিষ্ঠা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা হয় নাই। এবার তাহা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। দলে দলে সকলে ষ্টেশনে আসিয়াছেন। যথা সময়ে গাড়ী ছাড়ীয়া দিল। কেহ কেহ স্থির ভাবে পাথরের মত দাঁড়াইয়া মার দিকে চহিয়া রহিল। কেহ কেহ গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। বহরমপুর হইতে অবনীবাবু প্রভৃতি আসিয়াছেন। আমরা রাত্রি ৮টায় ষ্টীমারে উঠিয়া ২৮শে মঙ্গলবার ভোরে তুলারহাট পোঁছিলাম। বেলা ৯টা পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া আবার ষ্টীমারে চলিলাম। মা বেশী সময়ই শুইয়া আছেন। বেলা ১২টায় আমরা ষ্টীমার হইতে নামিলাম। ষ্টীমার ঘাটে লাগিতেই "আনন্দময়ীর" জয়ধ্বনি উঠিল। ঢাকা হইতে সুবোধ প্রভৃতি আসিয়াছে। ষ্টীমার হইতে নামিয়া নৌকায় প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিলাম। নৌকা লাগিতেই ছেলের দল মার আগমনী সঙ্গীত গাহিয়া গাহিয়া মাকে উঠাইয়া নিতে আসিল। মা ও ভোলানাথকে সহ আমাদের নিয়া কীর্ত্তনের দল একটু হাঁটিয়া গিরিজাবাবুদের আশ্রমে পোঁছিল। গিরিজাবাবু বেশ সুন্দর একখানি কোঠা তৈয়ার করিয়াছেন। এত বৎসর যাবত তিনি কতই আগ্রহে মার আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন, আজ তাহার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইল। মাও ভোলানাথকে তিনি মন্দিরে নিলেন। অনেকক্ষণ কীর্ত্তন চলিল। পরে সকলের আহারের ব্যবস্থা করা হইল। মা ও ভোলানাথের ভোগের পর সকলে প্রসাদ পাইলেন। আশ্রমটীর পাশেই একটি পুকুর, খোলা জায়গা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধ্যার পর আবার কীর্ত্তন আরম্ভ হইবে। দুপুরে মা বসিয়াছেন। ছোট ছোট মেয়ের দল মাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। কাহারও মার কাছে যাওয়ার উপায় নাই। তাহারা মার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাতে একজন আর একজনকে চুপি চুপি বলিতেছে, "কি সুন্দর কোমল হাত দেখিয়াছ?" মার মাথায় হাত বুলাইতেছে বলিতেছে, "চুল গুলি কি সুন্দর নরম।" সবই যেন তাহাদের কাছে সুন্দর লাগিতেছে।

আমি হাসিয়া মাকে বলিলাম, "তোমার নিকট হইতে ভীড় কমিবে কি করিয়া? তুমি শরীরের স্পর্শ দিয়া, মিষ্টি কথা দিয়া, হাসি দিয়া, চোখের চাহনী দিয়া সকলকে আকর্ষণ করিতেছ। মানুষ করিবে কি? তবু যে সরিয়া যায় এইতো আশ্চর্য্য! মা হাসিয়া বলিলেন, "বাঃ, আমি আবার কি করিলাম। আমি কি গায় হাত দিতে বলিয়াছি?" এরপর সকলকে সচ্চিদানন্দ খেলায় বসাইয়া দিলেন। সন্ধ্যার সময় মা ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বসিলেন। দলে দলে হিন্দু মুসলমান মাকে দেখিতে আসিয়াছে। কীর্ত্তন হইতেছে, তাই মার সহিত কাহারও কথায় সুবিধা হইতেছেনা—কীর্ত্তনের সময় কথা বলা মা নিষেধ করেন। কীর্ত্তনের পর সকলের সঙ্গে আলাপ হইল। একটি কথা উঠিল, মন ও প্রাণ কাহাকে বলে? মা বলিলেন, "আমিতো বলি গাছ যে বড় হয় এই যে ক্রিয়াশক্তি ইহাই ধর মন—আর যাহাকে আশ্রয় করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রিয়াশক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তাহাই প্রাণ। প্রাণ না থাকিলে ক্রিয়ার প্রকাশ কোথা? মন আছে তাই তোমরা খণ্ড খণ্ড ভাবে সব দেখিতে পাইতেছ। মনের স্বভাব একটা মেনে নেওয়া আবার না মানা। যা কিছু দেখিতেছ ভোগ করিতেছ—বাসনা কামনা সবই মনের রাজ্যের। স্তব্ধ মনের খেলা। আবার অন্য রকম যেন। প্রাণতো মহাপ্রাণই প্রাণ, তিনিই স্বয়ং প্রাণরূপে তিনিই আবার এ সব সর্ব্বরূপে। আমিতো কিছু জানিনা, তোমাদের শাস্ত্রে কি বলে?" কথাবার্ত্তার পর আবার কীর্ত্তন চলিল। গিরিজাবাবু প্রাণপণে মার ও মার সঙ্গীয় সকলের সেবা করিতেছেন। তিনি রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন—মার আসিবাব খবর সেই সময়ই পাইলেন। মাকে এই কথা বলায় মা হাসিয়া বলিলেন, "আমরা আসিব বলিয়াই ভগবান তোমাকে বাঁচাইয়া উঠাইয়াছে—নতুবা আমরা আসিব কি করিরা?" খুব আনন্দ চলিতেছে। রাত্রি প্রায় ১টায় আমরা শয়ন করিলাম।

২৯শে বৈশাখ, বুধবার।

ভোরে মা একটু হাঁটিয়া আসিলেন। আসিয়া আশ্রমের বারান্দায় বসিয়াছেন। ধীরে ধীরে লোক আসিতেছে। গিরিজাবাবুর ছেলেটি মার কাছে বলিল, "মা, সবইতো ভগবান করেন, তবে আমাদের অপরাধ হয় কেন?" মা বলিলেন, "ভগবানই সব করেন এই কথা বলিবার অধিকার নাই, কারণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

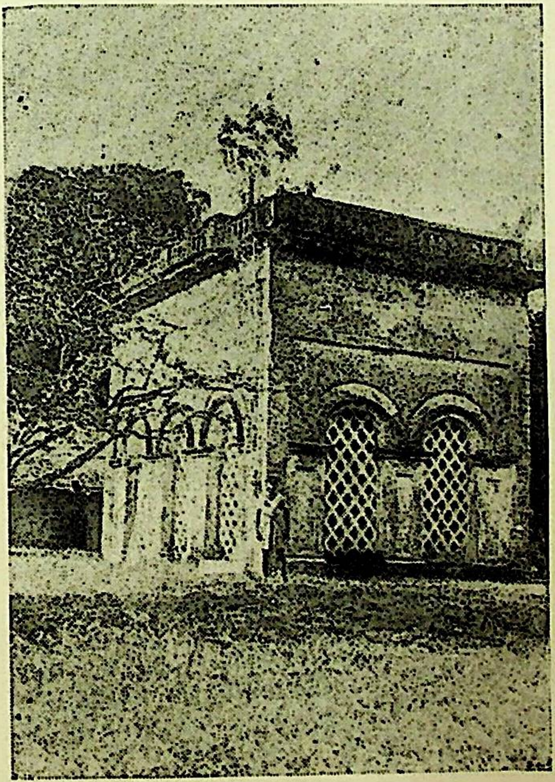

ঢাকা শাহবাগ আশ্রম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাস্তবিক তো তাহাকে জানো না। তাই কর্ম্ম করিতে হয়, কর্ম্ম করিয়া করিয়া তাঁহাকে জানিবার অধিকার হয়। যেমন এই শিশু ছেলেকে এম-এ পাশের কথা বুঝাইলে সে কিছুই বুঝিবেনা—শোনা কথা কিছু বলিতে পারে মাত্র।" ছেলেটি বলিতেছে—"আমরা সৎকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিলেও যে পারি না—কি করিব?" মা বলিতেছেন, "এটা সর্ব্বদাই খেয়াল রাখিবে। যখন দেখিবে একটা কর্ম্ম করিয়া আনন্দ পাইতেছ, তখনই বুঝিবে সেই কর্ম্মে আবার কর্ম্ম সৃষ্টি করিল। আর যখন দেখিবে একটা কাজ করিতে চাহিতেছনা, হয়তো খারাপ বলিয়া বুঝিতেছ, কিন্তু তোমাকে সেই কাজ করিতে বাধ্য করিতেছে; তখন বুঝিবে তোমার পূর্ব্বের কর্ম্মের এমন কোন সংস্কার ছিল, তাহার ফলে ইহা হইতেছে। সেই কাজে তোমার কোন আনন্দ আসিতেছে না, সেইসব হইল 'প্রারব্ধ ভোগ' হইয়া যাইতেছে। ইহা মনে করিয়া ভগবানের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কর্ম্মটি করিয়া যাইবে, সেই কাজে আর কর্ম্ম সৃষ্টি করিবেনা।" একদিন নৈনিতালে যতীশদাদা বলিতেছিলেন, "মা এমন কি অবস্থা হইতে পারে যে জাগতিক সম্বন্ধের কিছুই থাকে না। স্বামী, স্ত্রী ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু ধরুন মা, ছেলে, এই সম্বন্ধ কি যাইতে পারে? শরীরতো থাকে।" মা বলিলেন, হাঁ, এমন অবস্থা হয়,—যে

যে কাজ করিয়া আনন্দ হয়, তাহাতে নূতন কর্ম্ম সৃষ্ট হইল। যে কাজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও করিতে হয়, তাহাতে বুঝিতে হইবে প্রারব্ধ ভোগ হইয়া যাইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীর পর্য্যন্ত বদলাইয়া যায়।" তখন যতীশদাদা বলিলেন, "তা যদি বলেন, তবে হইতে পারে।" আজ আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা শরীর বদলাইয়া যায় ইহা কিরূপ?" মা বলিলেন, "যেমন আলুটা সিদ্ধ হইয়া যায়। চাউলগুলি মুড়ি হইয়া যায়। সেই রকম আর কি?" বরিশালের প্রফেসার এবং আরও কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন—মার সঙ্গে কিছু কিছু কথা হইল।

৩০শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার।

আজ উদয়াস্ত কীর্ত্তন চলিল। লোকে লোকারণ্য। সন্ধ্যার পর কীর্ত্তন শেষ হইল। রাত্রি প্রায় ১২টায় সকলে বিদায় হইল। আজ মহোৎসব হইল। মা সকলের মধ্যে খাইতে বসিলেন। মাকে মুকুট ও মালা দিয়া একজন সাজাইয়া দিলে মা শিশুর মতো দেখাইয়া দেখাইয়া হাসিতে লাগিলেন।

৩১শে বৈশাখ, শুক্রবার।

আজ বরিশাল যাওয়ার কথা। মা সকালে উঠিয়া প্রায় সমস্ত গ্রামটা ঘুরিয়া আসিলেন। বেলা ১২টায় খাওয়া দাওয়া করিয়া আমরা ষ্টীমারে রওনা হইব। সকলেই কাঁদিতেছে,—"আজ আমরা মাতৃহারা হইব। আশ্রমের দিকে যে চাওয়াই দায় হইবে। শিশু, বৃদ্ধ, যুবক সকলের মুখেই এই কথা। লোকের ভীড়ে মার দর্শন দুর্লভ হইয়া উঠিল। যাওয়ার সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল—এর মধ্যেই মাকে ২।৩টি বাড়ী নিয়া গেল। ভোগের পর যখন মা রাস্তায় বাহির হইয়াছেন, তখন ক্রন্দনের রোল উঠিল। কেহ কেহ চরণে লুটাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। গ্রাম্যলোক সরল প্রকৃতির—তাহাদের এইভাবে অবাক হইতে হয়। তিন দিন তো মার সঙ্গ করিয়াছে। দলে দলে লোক মার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। একটা দেখা গেল—মা এক চেহারার লোক হইলেই বন্ধুত্ব পাতাইয়া বা ভাই সম্বন্ধ করিয়া দিতেছেন। অথচ বলিতেছেন, ইহা কিন্তু পূর্ব্বে নিশ্চয়ই কোন সংযোগ ছিল। গিরিজাবাবু ও সুবোধের চেহারায় দৃশ্য আছে বলিয়া বলিলেন, "সুবোধও এই বংশের ছেলে। ইহারা ভাই হইল।" আমরা নৌকায় গিয়া ষ্টীমার ধরিলাম—বহুলোক সঙ্গে সঙ্গে ষ্টীমারে উঠিল—এক ষ্টেশন পরে তাহারা নামিয়া যাইবে। অর্থের অভাব তাই বলিতেছে—'যেটুকু পারি মার সঙ্গ করিয়া নেই'। জ্যোতিশদাদাদের জ্ঞাতি জমিদার ক্ষিরোদবাবুদের এক ওস্তাদজী সথানাথবাবুর বাড়ী বরিশাল। জ্যোতিষদাদা খবর দেওয়ায় তিনি মাকে দেখিতে আসিয়াছেন। লোকটা বড় স্পষ্টবক্তা—চেহারায় ও ভাবে সে যে কাহাকেও গ্রাহ্য করে মনে হয় না। সে মাকে দেখিয়াই সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বলিতেছে—"দাঁড়াও দেখি তোমার মূর্ত্তি দেখি।" কিছুক্ষণ দেখিয়া বলিতেছে, "বাঃ, দেবী-মূর্ত্তিই বটে, আমি অনেক সুন্দরী স্ত্রীলোক সাজ-সজ্জার সহিত দেখিয়াছি, কিন্তু এমন সুন্দর মূর্ত্তি আমি আর দেখি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই।" আমরা রাত্রি প্রায় ৯টায় বরিশাল পৌঁছিয়া ষ্টীমার ঘাটেই গাছতলায় মার সঙ্গে বসিলাম। কেহ মার আসিবার খবর জানেনা! ভোলানাথ চিন্তাহরণবাবুর ভাই মনোরঞ্জন-বাবুকে খবর দিতে তাহাদের বাড়ী গিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়—দেখিতে দেখিতে মার চারি দিকে লোকের ভীড় হইয়া পড়িল। সকলেই দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। ষ্টেশনের সুপারীন্টেণ্ডেন্টও কয়েকটি দল লইয়া মাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। যখন মনোরঞ্জনবাবু ভোলানাথের সহিত মাকে নিতে আসিলেন, তখন সেখানে অনেক লোক। মার সঙ্গেও অনেক লোক আছেন। আমরা কয়েকজন মার সহিত চিন্তাহরণবাবুর বাসায় গিয়া তাঁহার মণ্ডপঘরে স্থান নিলাম। সঙ্গীয় কয়েকজন মার পুরাতন ভক্ত পূর্ণ সরকারের সহিত তাহার বাসায় গেলেন।

বরিশাল আগমন।

১লা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার।

বরিশালে মনোরঞ্জনবাবুর বাসায় আছি। খুব বেশী লোক মার আসার খবর পায় নাই। আজই রাত্রি ২টায় ষ্টীমারে আমরা চাঁদপুর যাইতেছি। তথা হইতে মার জন্মস্থানে যাওয়ার কথা। একজন জিজ্ঞাসা করিতেছে,—"মা, শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি কি নিত্য? আর তাহার একটা স্থান আছে ইহাও কি সত্য?" মা বলিলেন,—"**নিশ্চয়ই, সবই সত্য, নিত্য।**"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতুলঠাকুর বলিলেন,—"মা এ কেমন কথা হইল—শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি নিত্য ?" মা বলিলেন,—"সত্যইতো তাই। তিনি বলিলেন,—"মূলে যে ইহা সত্য নয়, তাহাত বলা উচিত।" মা বলিলেন,—"যখন মূল বলিতেছে, কথা হইতেছে—তখন এ সবই সত্য। তুমি যে নিজের কথা বলছ, শুনতে চাইছ, কথা হচ্ছে,—এই মূল অমূলের কোন প্রশ্ন নাই। তখন ভাষাই থাকিবে না।" আবার কথায় কথায় বলিতেছেন,—"জগত মানে গতাগতি, যতক্ষণ দৃষ্টি, ততক্ষণ সৃষ্টি,—বেদন্ত হইয়া শিশুটি ছিলে, আবার পরে বেদন্ত ; মধ্যে কয়দিনই দন্ত নিয়া মারামারি, কি বল বাবা ?" এইসব কথা বলিয়া শিশুর মত হাসিতেছেন। সন্ধ্যাবেলা কীর্ত্তন হইল। অশ্বিনী দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ভোলাগিরি আশ্রমের কয়েকজন মার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। গিরি মহারাজের আশ্রিত ভদ্রলোকেরা বলিতেছেন—"মা, আমরা কি তোমার সন্তান নই, এত অল্প সময় এখানে থাকিয়া কেন চলিয়া যাইতেছ ?

শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি নিত্য ও সত্য।

আমরা এইমাত্র খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছি। এত অল্প সময় মাকে পাইয়া কি কাহারও তৃপ্তি হয় ? মা আবার কবে আসবে বলিয়া যাও।" মা শিশুর মত হাসিয়া বলিতেছেন,—"বাবার কি মেয়েকে দেখিয়া তৃপ্তি হয় ? তোমরা যখনই শরীরটাকে আনিবে তখনই আসিব। তোমাদের উপরইত ভার। এই মেয়েটাত ঘুরিয়া ফিরিয়া থাকে, কখন আসিয়াছি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—বাবা খবর না নিলে কি করিব?” তাহাদের মধ্যে একজনের চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। অনেকেই আসিয়াছেন। যাই যাই করিয়াও কেহ যাইতে পারিতেছেনা। আমরা রাত্রি ২টার ষ্টীমারে চাঁদপুর রওনা হইলাম।

২রা জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।

চাঁদপুর আসিয়া কসবা হইয়া খেওড়া যাত্রা।

আজ বেলা ১২টায় চাঁদপুর পৌঁছিয়া কসবা রওনা হইলাম। ৩৷৷৹টার গাড়ীতে রওনা হইয়া রাত্রি প্রায় ৮টায় আমরা কসবা পৌঁছিলাম। রাস্তায় কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে অনেক লোক মা এই ট্রেণে কসবা যাইতেছেন, খবর পাইয়া মার চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বৃষ্টি নামিল, আমরা সেই রাত্রি ষ্টেশনেই রহিলাম।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঊনবিংশ অধ্যায়।

—ঃ0ঃ—

৩রা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার।

ভোরে আমরা ৫খানা পাল্কি ও ১খানা ডুলি নিলাম এবং অনেকে হাঁটিয়াই খেওড়া মার জন্মস্থান দেখিতে রওনা হইলাম। প্রায় ৫মাইল পথ। আমরা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই খেওড়া গ্রামে পৌঁছিলাম। কিন্তু ভয়ানক বৃষ্টি আসিল। তবুও গ্রামের লোক মাকে দেখিতে একত্র হইল। মার জন্ম ও বিবাহ এই গ্রামেই হয়। বিবাহের দুই বৎসর পর বিদ্যাকূট যাওয়া হয়। কাজেই প্রায় ১৫বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মা এই গ্রামেই কাটাইয়াছেন। মা যে স্থানে খেলা করিয়াছেন যে পুকুরে স্নান করিয়াছেন, সব দেখাইতে লাগিলেন। ছোট বেলার লীলার সঙ্গীরা সব জুটিয়া পূর্ব্ব কথা সব বলিতে লাগিলেন। একটা বিশেষ কথা ইহার মধ্যে লক্ষ্য করিলাম। গ্রামের সকলেই প্রায় বলিতে লাগিলেন, "নির্ম্মলা আমাদের বাড়ীতেই বেশী থাকিত কত খেলা করিয়াছি।" কেহ বলিতেছে "নির্ম্মলা আমাদের

জন্মস্থান খেওড়ায় আগমন ও বাল্যজীবনের স্নেহ-ভালবাসার স্মৃতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত পাক করিয়া দিয়াছে—সর্ব্বদাই আমাদের বাড়ী আসিত। সকলের স্নেহেই যে মার বাল্যজীবন কাটিয়াছে—তাহা বুঝিলাম। মা ও সকলকেই মিষ্ট ভাষায় কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং কাহার সঙ্গে কিরূপ ভালবাসা ছিল তাহা বর্ণনা করিয়া তাহাদের আনন্দ দিতে লাগিলেন। যাহারা উপস্থিত নাই, তাহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় বৃদ্ধা আত্মীয়ারা ও চরণে পড়িয়া মাকে প্রণাম করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছে না। বলিতে গেলে মার এই অবস্থায় এই প্রথম তাহারা মাকে দেখিলেন।

একবার আমরা অল্প সময়ের জন্য গিয়াছিলাম সেবার কাহারও সহিত দেখা হয় নাই। প্রথম জগদানন্দ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী হইয়া অন্য বাড়ী যাওয়া হইল। জন্মস্থান দেখা হইল, সুবোধ মার ফটো নিল। সেখান হইতে ফিরিয়া ভোলানাথ তখনই কসবা ফিরিতে চাহিলেন। আমরা তাড়াতাড়ি জল খাইয়া নিব ভাবিলাম। মা বলিলেন, "চল জগদানন্দ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী, সেখান হইতে রওনা হওয়া যাইবে।" আমরা সে বাড়ী গেলাম গিয়া শুনিলাম জগদানন্দের ভগ্নী বলিতেছেন, "তুমি আসিয়াই চলিয়া গেলে তাই আমি নারায়ণের নিকট মাথা কুটিয়া বলিতেছিলাম—"চণ্ডী ঘরে আসিয়াই চলিয়া গেল আমি একটু সেবা করিতে পারিলাম না।" আমি বলিলাম, "দেখুন আরও ২।১ বাড়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিবার কথা হইয়াছিল কিন্তু মা আপনার বাড়ীই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।" সে বাড়ীতে জল খাওয়া হইল। মা বলিলেন, "যখনই এই বাড়ীতে আসিতাম ইনি (জগদানন্দের ভগ্নী) দুধ চিড়া না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিত না।" আশ্চর্য্যের বিষয় আজও তাহার ঘরে দুধ ও অল্প চিড়া ছিল, তাহা দিয়াই জল খাইতে দিলেন। দেখিতে দেখিতে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে স্ত্রীলোকেরা মার জন্য মুড়ি, আম, নাড়ু নিয়া আসিতে লাগিলেন। মেয়েরাই কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। খাইতে বসিয়াছেন পর মার বিশেষ পরিচিতা লক্ষ্মীচরণ ভট্টাচার্য্যের মেয়ে ভোলানাথকে থাকিবার জন্য বলায় তিনি তখনই একদিন থাকিবার জন্য রাজি হইলেন। এই বিষয়ের একটু ইতিহাস আছে। প্রথম হইতেই ভোলানাথ এখানে থাকিতে রাজি ছিলেন না, তারপর হইতে তিনি গিয়াই চলিয়া আসিবেন এইরূপই বলিতেছিলেন। এখানে গিয়া ও সেই ভাষাই প্রকাশ পাইতেছিল—তিনি তখনই চলিয়া আসিবেন বলায় আর রান্নার বন্দোবস্ত করা হইল না। জগদানন্দের বাড়ী জল খাইয়া আমরা রওনা হইয়া আসিব স্থির হইল, জগদানন্দের বাড়ী যাইয়া সকলে বসিলেন। কিন্তু অনেকেরই ইচ্ছা একদিন তথায় থাকিয়া আসে কিন্তু বাবাজী কিছুতেই রাজী না হওয়ায় আর কেহ কিছু বলিতে সাহস পাইতেছেনা; পাগলবাবার যখন ঝোঁক ওঠে তখন আর কেহ কিছু বলিতে সাহস পায় না। আমি সকলের ইচ্ছা দেখিয়া মাকে বলিলাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মা—পাগল ভোলানাথের ঝোঁক উঠিয়াছে যাইবেই—তাই কেহ কিছু বলিতেছেনা, তুমি একটু বাবাজীর মতটা ফিরাইয়া দেও না, তবেইত হয়।" আমিও হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিয়াছি। কার্য্যত কিছু হইবে সে বিশ্বাস ও বাস্তবিক আমার ছিল না। কথার কথা বলা মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় একটু পরেই মা ও বাবাজী জল খাইতে বসিয়াছেন।

গ্রামস্থ লোকেরাও থাকিবার জন্য অনেকবারই বলিতেছিল কিন্তু কিছুতেই থাকা হইবেনা স্থির হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ দেখি জল খাইতে খাইতে বাবাজী আমার আঙ্গুল দিয়া ইসারা করিয়া দেখাইতেছেন—একদিন থাকিবেন। এত যে কথাবার্ত্তা হইতেছে মা কিন্তু একেবারে সেই বিষয়ে চুপ, যাহা হইবে তাহাতেই তিনি রাজী। যাওয়া স্থির হইয়াছে তাই তাড়াতাড়ি জল খাইতে বসান হইল—তাই করিলেন। হঠাৎ বাবাজীর এই মত পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমার তখনও কিছু খেয়াল হয় নাই। পরে আমার প্রার্থনার কথা মনে পড়িয়াছে। বাবাজীই আবার তখন উল্টা বলিতেছেন,—"জন্মোৎসবের সময় এখানে আসিয়া এখনই চলিয়া যাইব ?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "বেশতো দেখি, আপনিই এখন একেবারে উল্টা কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।" বাবাজীর সরল প্রাণ, তখন আবার সকলকে নিয়া বেশ আনন্দ করিতে লাগিলেন। গ্রামের লোকেরাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হঠাৎ এই পরিবর্ত্তনে আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইল। লক্ষ্মীচরণ ভট্টাচার্য্যের মেয়ে গিয়া তাহাদের বাড়ী ভোগের বন্দোবস্ত আরম্ভ করিল। কিছু পরেই ভয়ানক বৃষ্টি আসিল। শুনিলাম এখানে বৃষ্টির জন্য একটা হাহাকার উঠিয়াছিল। তাহারা বলিতে লাগিল, "মা পা দিতে না দিতেই সকলকে ঠাণ্ডা করিলেন।" সব স্থানেই এইরূপ ঘটনা। জামসেদপুরেও ভয়ানক গরম—বৃষ্টি নাই। ভক্তেরা এত করিয়া মার আসন সাজাইয়াছে। মা গিয়া ভক্তদের দেওয়া আসনে বসিলেন—কীর্ত্তন হইল। পরে যেই মাকে ভোগের জন্য উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে অমনি ভয়ানক ঝড় বৃষ্টিতে সব ওলট পালট করিয়া দিল। কলিকাতায় সকলেই গরমে অস্থির, তাহারা মনে করিতেছিল, মা ঠাণ্ডা স্থান হইতে আসিতেছেন, এখানে যদি বৃষ্টি হইত একটু ঠাণ্ডা হইত, তবে বড়ই ভাল হইত। কলিকাতা পা দিতেই বৃষ্টি হইয়া বেশ ঠাণ্ডা হইল।

বাইশারীতেও তাই। সকলেই বলিতে লাগিল, "মার পাদস্পর্শে সব দেশ ঠাণ্ডা হইতেছে।" যাক্, আমরা জগদানন্দের বাড়ী হইতে লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর মণ্ডপে মাকে নিয়া গেলাম। মা বলিতে লাগিলেন, "এ বাড়ীতে পূজা হইত, আমাকে পূজার ৪ দিনের জন্য প্রত্যেক বছরই নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিত। ছোটবেলায় প্রতি পূজাতেই ৪ দিন এই বাড়ীতে থাকিতাম।" আজও এই বাড়ীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকা স্থির হইল। কীর্ত্তনাদি হইল; মেয়েরাও মিলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারা কীর্ত্তন করিয়া মাকে শুনাইল। বাড়ী বাড়ী মাকে নিয়া গেল। মা এতবছর পরও সকলকেই চিনিতে পারিতেছেন—বলিতেছেন, "বহু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।" এই গ্রামের ইটের কারবারই ছিল না—এখন দালান উঠিয়াছে, টিনের ঘরতো প্রায় কয় বাড়ীতেই দেখিতেছি। গ্রামের যথেষ্ট উন্নতি দেখিতেছি।" আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা মার চরণ স্পর্শ করিল। গুরুজন ব্যক্তি বলিয়া মার চরণ স্পর্শ করিতে কেহই দ্বিধাবোধ করিল না। মুসলমান স্ত্রীলোকেরা ও পুরুষেরা আসিয়া মাকে পূর্ব্বকথা সব বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিল। মাও সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের আনন্দ দিতে লাগিলেন। মার বাল্যজীবনের সব স্মৃতি দেখিয়া আমরাও আনন্দ পাইতেছিলাম। রাত্রি প্রায় ২॥০টা পর্য্যন্ত সকলে মাকে নিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন।

মার মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই আনন্দ পাইতেছেন। "পূর্ব্বে কত খাতির এঁর সঙ্গে ছিল, ওঁর সঙ্গে কত খেলিয়াছি, এঁর বাড়ীতে ঠেকা হইলে আমাকে রাঁধিবার জন্য নিয়া আসিত"—এইসব পূর্ব্ব কথা বলিয়া বলিয়া সকলকেই আনন্দ দিতে লাগিলেন। কারণ, সকলেই দেখিতেছেন আজ মা এতবড় হইয়াও তাহাদের কথা ভুলিয়া যান নাই। মার সঙ্গে ১৪।১৫ জন এত পাল্কি, ডুলি করিয়া কেহ কখনও হয়তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক ছোট্ট গ্রামখানিতে আসে নাই। যাহারা মার আধ্যাত্মিক উন্নতির কিছু বোঝেননা তাহারাও ভাবিতেছেন—এত ঐশ্বর্য্য যাহার তিনি আমাদের সঙ্গে এইভাবে মিলিতেছেন—তাহাতেও তাহারা কৃতার্থ হইতেছে। এইভাবে লীলাময়ী জন্মস্থানে একদিন কাটাইলেন। আগামী কল্য ভোরে আমাদের রওনা হইবার কথা স্থির হইল।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার।

ভোরেই আমরা কসবার দিকে চলিলাম ; ৮টায় ট্রেণ ধরিতে হইবে। গ্রামের লোক অনেকদূর অবধি সঙ্গে সঙ্গে চলিল। যখন আমরা কসবা পৌঁছিলাম, তখনও ট্রেণের দেরী ছিল। মার সঙ্গে সকলেই কসবার কালীবাড়ী চলিলাম। এই সেই স্থান যেখানে মার পিতামহী পৌত্রের কামনা করিতে গিয়া পৌত্রীর প্রার্থনা জানাইয়া গিয়াছিলেন। সে প্রার্থনায়ই মার জন্ম। আমরা কিছু সময় কালীবাড়ী কাটাইলাম। পরে ষ্টেশন মাষ্টারের বাসায় মাকে নিয়া গেলেন। যথাসময়ে ট্রেণ আসিলে আমরা চাঁদপুর রওনা হইলাম। বেলা প্রায়

খেওয়া হইতে চাঁদপুর হইয়া ঢাকা যাত্রা।

১২টায় চাঁদপুর পৌঁছিলাম। গিরিজা দাদা (ভোলানাথের ভাগিনের) তাঁহার বাসায় মাকে নিয়া গেলেন। মাকে ডাক্তারখানায় রাখিলেন। ইনিও মার খুব ভক্ত। মার ভোগের পর প্রচুর পরিমাণে সকলে প্রসাদ পাইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেহের কালীবাড়ী যাওয়ার কথা হইয়াছিল—কিন্তু মা আরও ২।৩ বার তথায় গিয়াছেন, আর যাইবেন না। ভক্তেরা মাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিলেন না—তাই আর কাহারও যাওয়া হইলনা। বৈকালে নৌকায় পূর্ণ সেনের বাসায় যাওয়া হইল। সেখান হইতে ফিরিয়া ডাক্তারখানায়ই বসা হইল। অনেকেই মার দর্শনে আসিলেন। রাত্রি ১০টায় আমরা ঢাকা ষ্টীমারে উঠিলাম।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার।

ভোর ৫টায় ষ্টীমার ছাড়িয়া বেলা ১০টায় নারায়ণগঞ্জ পৌঁছিল। ষ্টীমার ভিড়িবার পূর্ব্বে মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমরা অনেকক্ষণ ষ্টীমারেই অপেক্ষা করিলাম। মায়ের সঙ্গীদের মধ্যে (গোদাবরী, আলমোড়া নিবাসী স্ত্রীলোকটী) এবং খরাশ (করাচীর একটি ছেলে জামসেদপুরে কাজ করে, সে ভোলানাথের কাছে দীক্ষা নিয়া, কয়েকদিনের ছুটি নিয়া মার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে) এই প্রথম ঢাকা দেখিবে—তাহাদের তাহাতেই আনন্দ। ভূপতিদাদা নারায়ণগঞ্জে মাকে নিতে আসিয়াছেন। বৃষ্টি একটু কমিলেই আমরা গাড়ীতে উঠিয়া ঢাকা রওনা হইলাম। যথাসময়ে গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিতেই ভক্তবৃন্দ মার ও ভোলানাথের জয়ধ্বনি দিল। মাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া নিয়া ফুলের মালায় মালায় ভরিয়া দিল। এত বছর পর জন্মোৎসবে মাকে পাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঢাকা বাসীর আনন্দ ধরে না। প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী তাহার গাড়ীতে মাকে উঠাইয়া নিলেন। সত্যেন ভদ্রের মোটরে অন্যান্য সকলে চলিল। শুনিলাম গতকল্য আমরা পৌঁছিব কথা ছিল, তাই গতকল্য বহুলোক ষ্টীমার ঘাটে ছিল, কারণ, বরিশাল হইতে মা আসিবেন স্থির ছিল। হঠাৎ যে আমরা খেওড়া গিয়াছি, তাহা কাহারও জানা ছিলনা।—কাল রাত্রিতে টেলিগ্রাম পাইয়াছে। মার মোটর ধীরে ধীরে চালাইয়া সকলে আশ্রমে আসিলেন। মঙ্গলঘট দরজায় বসান হইয়াছে।

মা আসিতেছেন—তাই জটু প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ কত যত্ন করিয়া আশ্রম সাজাইয়াছে। নাম ঘরের চারিদিকে "মা" নাম লিখিয়া দিয়াছে। মার এক আসন "মা, মা" লিখিয়া তৈয়ার করিয়াছে। মাকে নিয়া নাম ঘরে বসান হইল। আনন্দে স্ত্রীলোকেরা হুলুধ্বনি দিল। অখণ্ড নাম চলিতেছে—২৫দিন চলিবে। লোকে লোকারণ্য। মার ভোগ হইল—প্রসাদ বিতরণ হইল। রাত্রি প্রায় ২টায় মা মেয়েদের নিয়া নাম ঘরের এক পাশেই শুইয়া পড়িলেন।

ঢাকা আগমন।

কলিকাতা হইতে গিরীন ডাক্তারের মেয়ে সাবিত্রী, যতীশ গুহের মেয়ে লতিকা, যুথিকা ও ছেলে গৌর, প্রাণকুমারবাবুর মেয়ে অন্য ও ভাগিনেয়ী সুমতিকে নিয়া প্রাণকুমারবাবুর ছেলে মিনু আসিয়াছে। মানিকও কলিকাতায় ছিল সেও এই সঙ্গে আসিয়াছে। এইসব বড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড় মেয়েদের যে এইভাবে পাঠাইয়াছে দেখিয়া সকলেই, মার প্রতি মায়েদের বাপ মায়ের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। কোন মান অপমানের দিকে না চাহিয়া তাহারা মার সঙ্গ করিবার জন্যই মেয়েদের এইভাবে পাঠাইয়া দিয়াছে। মাও ঢাকাবাসীদের বলিলেন—"দেখ ঢাকার মেয়েদের ওরা দেখাইল যে তাহারা যাইতে পারে না, উহারা আসিতে পারিয়াছে। বাস্তবিকইতো কুলের গরব না ছাড়িলে তাঁকে পাওয়া যায় না। আমরা যে সব বজায় রাখিয়া মার কাছে যাই; তাই কিছুই পাই না বলিয়া দুঃখ করি। যতটুকু খালি করি ততটুকু মা ভরিয়া দেনই, ইহাতে সন্দেহ নাই। তিনি য়ে দিতেই বসিয়া আছেন আমরা নেই কই?

৬ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার।

বিশেষ লিখিবার কিছুই নাই—আনন্দোৎসব চলিতেছে। বেলা প্রায় ৭টায় মা মাঠে বাহির হইলেন। গাছতলায়ই বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন—"এই স্থানই বেশ। তোমরা মাকে আশ্রমের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাও। শুধু মন্দিরেই প্রণাম কর—যেন আর কোথাও তিনি নাই।" এই বলিয়া মধুর হাসি হাসিতে লাগিলেন। কিছুদিন হইতেই মার শুষ্ক চেহারা ফিরিয়া গিয়াছে—এখন যেন রূপ ছড়াইয়া পড়িতেছে—শুষ্ক চেহারা আর নাই। আবার যেন পূর্ব্বের মত ঢলঢল চেহারা হইয়াছে। সিদ্ধেশ্বরীর সেই অসুখেরপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

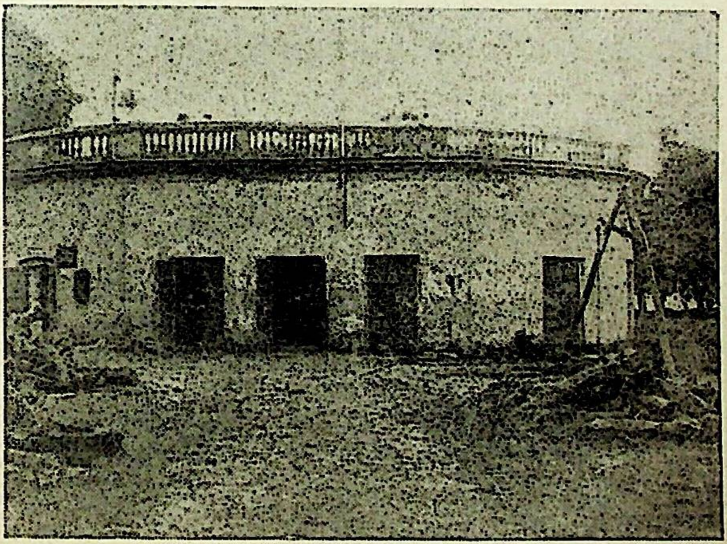

ঢাকা শাহবাগের আশ্রম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার আর এমন চেহারা হয় নাই। শুকনা চেহারা ছিল। আমি দুঃখ করিলে অনেক সময়ই বলিতেন—"রাখনা আবার মোটা হইব।" আমি অনেকদিন দেখিয়া দেখিয়া বলিতাম—"আর হইয়াছ তুমি মোটা।" মা আবারও বলিতেন, "দেখনা হই কিনা।" বাস্তবিকই এখন যেন পূর্ব্বাপেক্ষাও ভাল চেহারা হইয়াছে। খাওয়া কিন্তু একদিন পর পর খাইয়াও পরিমাণে যেটুকু ছিল তাহাও নাই। এখন কখনও ২।১ গ্রাস ভাত, কখনও সুজি সিদ্ধ করিয়া ২।৩ খানা রুটি, কখনও আটার রুটি ২।১ খানা তরকারী দিয়া খান। নিজের শরীর দেখাইয়া নিজেই কতবার বলেন, "দেখ, কত মোটা হইয়া গিয়াছি।" হাত পায়ের তলা লালই থাকে। এখন বলিতেছেন, "দেখ, কত রক্ত হইয়াছে, হাত লাল টক্‌টক্ করিতেছে।" এই বলিয়া নিজেও হাসেন উপস্থিত সকলেও হাসে। সন্ধ্যাবেলায় আরতির সময় মা গিয়া মন্দিরের বারান্দায় বসিলেন—মেয়েরাও গিয়া মাকে ঘিরিয়া বসিল। আরতির পর মা আমাকে বলিতেছেন, "ও দেশ (U P) হইতে যেসব গান লিখিয়া আনিলে তাহাকি বাক্সবন্ধ করিবার জন্য? আরতির গানটা এখনই গিয়া আন।" আমি তাই করিলাম। মা হিন্দি গান তাহাদের সুরে গাইতে লাগিলেন—সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও ধরিল। আজ রাত্রিতে মা মন্দিরের ভিতর শুইবেন বলিলেন। মাকে মন্দিরে কম্বল বিছাইয়া দিলাম। আমাকে

উৎসবে কীর্ত্তন ও আনন্দ।

২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতেছেন, "তুমি মেয়েদের নিয়া, কাল আমি যেখানে সকলকে নিয়া শুইয়াছিলাম, সেখানে গিয়া শোও।" অল্প বয়সের মেয়েদের খবর করিতে বলিতেছেন। আবার বলিতেছেন—"অন্নদাবাবুর বিধবা মেয়েটি—কিন্তু আছে দেখ সে কোথায়? তহোকে তোমার কাছে শোওয়াইও—তাহাকে জল খাইতে দেও গিয়া।" জগজ্জনীর কোন দিকেই ত্রুটি নাই, সব দিকেই লক্ষ্য আছে। সাবিত্রী ও যুথিকাকে ঘরে শুইতে বলিলেন। অন্য মেয়েরা তাহাদের আত্মীয়ের বাসায় গিয়াছে, সব ব্যবস্থা যেন নিপুণ, নিখুত। রাত্রি প্রায় ১২টায় শুইয়া পড়িলেন।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।

ভোর ৫টায় উঠিয়া মা মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া শুইলেন। ব্রহ্মচারীদের বলিলেন, "তোমরা এখন মন্দির পরিষ্কার করবেতো? আমি বারন্দায় যাই।" একটু পরেই উঠিয়াই মাঠে বেড়াইতে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে ভূপতিদাদার স্ত্রী একান্তে কথা বলিবেন বলিয়াছিলেন, বলিলেন, "এখনই চল।" তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া আসিয়া অখন্দানন্দজীর কুটীরে মা শুইয়া পড়িলেন। দর্শনার্থীরা সেই দরজায় ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। মা কাপড় মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছেন। আজ নবাব বাড়ীর ইসমাইল আসিয়া মাকে দর্শন করিল। বলিল, "আমি আজ খুবই ধন্য হইলাম।" শুনিলাম সে নাকি এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফকিরের কাছে গিয়াছে, "তোমরা ঢাকার আনন্দময়ীর কাছে যাইতে—তিনি খুব উচ্চ স্তরে আছেন, আমার কাছে আসিয়াছ কেন ?" এই কথার পর যোগেশ ঘোষের নিকট খবর করিয়া ইস্‌মাইল মিঞা আসিয়াছে। আজই রাত্রিতে মেয়েদের কীর্ত্তন সারারাত চলিবে। মা ফুল ও চন্দনের যোগাড় করিতে বলিয়াছেন। মা মন্দিরে কিছুক্ষণ পড়িয়া ছিলেন। রাত্রি প্রায় ১০টায় মেয়েদের কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। লীলাময়ী কত লীলা আরম্ভ করিলেন। মাকে সকলে কৃষ্ণ সাজাইল। মাও কুমারীদের একধারে আনিয়া সকলকে সাজাইতে বসিলেন। পরে কুমারীদের নিয়া মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত ভাবে কীর্ত্তনানন্দ করিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব ভাবের খেলা চলিল। শেষে কুমারীরা হাত ধরাধরি করিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল—মা মধ্যখানে ঘুরিতেছেন। বলিলেন, "সধবা, বিধবা সকলকে এক্ এক করিয়া আন।" মা কুমারীদের নিয়া আনন্দ করিতেছেন। বোধহয় তাহাতে বিবাহিতাদের প্রাণে আঘাত লাগিয়াছিল—তাই করুণাময়ী এক এক করিয়া তাহাদের নিয়া ও আনন্দ করিলেন। সকলে কৃতার্থ হইল।

এইভাবে লীলাচ্ছলে সকলকে কৃপা করিলেন। কোন কোন স্ত্রীলোকের মার স্পর্শে ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া পড়িল। কি আনন্দে যে নেশাখোরের মত হইয়া পড়িল। পুরুষ সকলকে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সব দিকেই মার বিশেষ লক্ষ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারারাত ঝম্‌ঝম্ কীর্ত্তন চলিল। রাত্রি ৩টা অবধি মা কাহাকেও বসিতে দিলেন না। খুবই আনন্দ হইল। সকালে কীর্ত্তন শেষ করা হইল। পরে ভোগ হইল।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার।

উপস্থিত সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া মা একটু শুইয়াছেন। একটু পরেই প্রমথবাবু আসিয়া মাকে ডাকিতেছেন। মা চোখ বুজিয়াই বলিতেছেন, "আমি এখন কিছুতেই উঠিব না। আমি যখন বসিয়া থাকি তখন আসোনা, আর শুইলেই আসিয়া উপস্থিত।" প্রমথবাবু বলিলেন, "তুমি এত অল্প সময়ের জন্য আস কেন? বেশী দিন থাক তোমাকে শুইয়া থাকিতে খুব বেশী করিয়া দিব।" এই শোয়ার কথার উত্তরে মা পরে বলিয়াছেন, "তোমাদের সঙ্গে যেমন কথাবার্ত্তা বলি শুইয়াও আমি কিন্তু কথাবার্ত্তা বলি, তবে তাহাদের তোমরা দেখিতে পাও না।" একটু পরেই মা উঠিয়া নামঘরে গেলেন। কারণ মেয়েরা মাকে কিছুতেই শুইয়া থাকিতে দিলেন না। দুপুরে ভোগের পর মা গিয়া মন্দিরে পড়িয়া রহিলেন। বৈকালে লোকের ভীড়ের জন্য মাকে নিয়া মাঠে বসান হইল। বিশেষ কোন উপদেশ বাহির হইল না। আনন্দময়ী সকলের সঙ্গেই নানাকথা বলিয়া আনন্দ করিতেছেন। অনেক রাত হওয়া সত্ত্বেও কেহই সেই মিষ্টি কথা ও সেই অপরূপ রূপ দেখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফেলিয়া যাইতে পারিতেছে না। ১০টার পর মা ভিতরে আসিয়া মন্দিরের বারান্দায় বসিলেন। রাত্রি প্রায় ২॥০টায় মন্দিরে শুইতে গেলেন। কিন্তু অহরহ নাম চলিতেছে, কাহারও শুইবার উপায় নাই।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।

আজও সেই রকমই চলিতেছে। আজ রাত্রিতে বৃদ্ধেরা সারারাত নাম রক্ষা করিলেন। ভূদেববাবু প্রশ্ন করিলেন, "আপনি ভগবতী তবে আপনার স্পর্শে আমরা মুক্ত হইব না কেন?" মা বলিতেছেন, "মেয়েকে এইরূপ বলে নাকি? আমিত তোমাদের সবচেয়ে ছোট মেয়ে, খাই, দাই, ঘুরি, ফিরি।" তাহারা পুনঃ পুনঃ ঐ প্রশ্ন করায় মা বলিলেন, "এই শরীরটার কথা ছাড়িয়া দেও মায়েরা সকলেইত ভগবতী।" নরেশবাবু (প্রফেসার) বলিতেছেন, "তবে আমরা কি?" মা বলিলেন, "তোমরা শিবজী।" নানা কথার পর মা বলিলেন, "এই শরীরটার কথা ছাড়িয়া দাও, কিন্তু বাস্তবিক যে ফল পাওনা তাহার কারণ সেই বিশ্বাস কই? যতটুকু বিশ্বাস ততটুকু কাজ ও হয়। তবে তোমরা বলিতে পার 'আগুন না জানিয়া ধরিলেওত তাহার ক্রিয়া একই হয়।' একথার উত্তরে এই বলা যায়—এত ঠাণ্ডা, যে ভিতরে গরম প্রবেশ করিতে সময় লাগে। তবে ফল নিশ্চয়ই হয়। বৃথা কিছু যায় না; তাই সাধু সঙ্গ ইত্যাদি করা দরকার।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০ই জৈষ্ঠ্য, সোমবার।

আজ ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেরা সারারাত্রি কীর্ত্তন করিল।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার।

আজ সারারাত্রি মা মেয়েদের নিয়া কীর্ত্তন করিলেন। অমূল্যদাদার স্ত্রী হঠাৎ কেমন হইয়া পড়িল। মা তাহাকে বুকে জড়াইয়া নিয়া স্থির করিলেন। মার যেন সমস্ত শরীর দিয়া আনন্দ বাহির হইতেছে, সকলে তাহা দেখিয়া আনন্দে ভরপুর। কাহারও বিশেষ খেয়াল নাই। আরও ২।৩টি স্ত্রীলোকের ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। ভূদেববাবুর স্ত্রীও নাম করিতে কয়িতে কেমন হইয়া পড়িয়াছিল। মা অমূল্যদাদার স্ত্রীকে নিজের বিছানায় কম্বল পাতিয়া শোওয়াইয়া দিতে বলিলেন। সেই কম্বল তাহাকে দিয়া দিলেন।

১২ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার।

ভোরে গত রাত্রির কীর্ত্তনান্তে অখিলবাবুর বাসার কাছে বাগানের পুকুরে গিয়া মা মহানন্দে মেয়েদের নিয়া স্নান করিলেন। দলে 'দলে স্ত্রীলোকেরা যখন মার সঙ্গে সারারাত্রির কীর্ত্তনের পর স্নান করিতে চলিল এবং স্নান করিয়া ফিরিল—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। পরে আশ্রমে আসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাল্যভোগ হইল। ১টার সময় মাকে ভক্তদের বাড়ী বাড়ী নিয়া গেল। ঢাকেশ্বরীবাড়ীর পূজারীরা আসিয়া মাকে মায়ের মন্দিরে নিয়া গেল। সেখানে একটি ঘটনা হইল। একজন মার কাছে নিজের অসুখের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইতেছে। মার হাত দুইখানি ধরিয়াছে, মার হাতে একটা গোলাপফুল ছিল, সকলের অলক্ষিতে আপনা হইতেই সেই ফুলটি মার হাত হইতে সেই স্ত্রীলোকটির হাতে পড়িল— কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সে তাহা দেখিয়াও দেখিলনা—ফুলটি মাটিতে পড়িয়া গেল আমি দেখিয়াছিলাম। হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম—"কি আশ্চর্য্য।" মা আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। পরে আমি ফুলটি কুড়াইয়া আনিলাম। বাড়ীতে ফিরিবার সময় মা বলিলেন, **"দেখিলেত, দিলেও নিতে পারে না, কাজেই আমি বলি যাহা হইবার হইবেই, তোমরা অনর্থক পীড়াপীড়ি কর।"** আমিও একথার সত্যতা অনুভব করিলাম। তবে অহেতুক কৃপার ফল পাওয়া যায় সত্য। আশ্রমে ফিরিয়া মা মন্দিরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বৈকালেও ভক্তদের বাড়ী বাড়ী মাকে নিয়া গেল। ২৭দিন অখণ্ড নাম চলিবে—মার জন্ম তারিখ হইতে জন্ম তিথি পর্য্যন্ত। লোকের ভীড়ে মার শরীর রক্ষা করা দায়। আজ সকলে মিলিয়া সারারাত্রি খুব জোর কীর্ত্তন চালাইল। রাত্রি প্রায় ২টায় মা একটু বিশ্রাম করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার।

ভোরে ছেলেদের নিয়া মা পুকুরে স্নান করাইতে গেলেন। পরে দই ইত্যাদি দিয়া বাল্যভোগ হইল। মনমোহন ঘোষ আশ্রমে কখনও যান না। কিন্তু প্রাণটা ভাল, আশ্রমের যথাসাধ্য সাহায্য করেন। আজ মাকে মনমোহন ঘোষের বাড়ী নিয়া গেল। তিনি মাকে রুদ্রাক্ষের মালা দিলেন। শুনিলাম, তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন—মা বলিতেছিলেন "তুই আয়, তুইতো আমাদেরই লোক।" আজ রাত্রিতে মনমোহনবাবু আশ্রমে আসিলেন।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।

আজ প্রভাতবাবু মাকে ভোগ দিবার জন্য আনন্দ আশ্রমে নিয়া গেল। তথায় চারুশীলা দেবী (আশ্রমের কর্ত্রী) মাকে চন্দন দিয়া সাজাইয়া দিলেন। কীর্ত্তন হইল। সকলে মিলিয়া খুব আনন্দ করা হইল। তথা হইতে সুরেন মুখার্জ্জির বাসায় গেলেন—তথায় কীর্ত্তনাদি হইল। তথা হইতে সত্যেন ভদ্রের বাসায় গেলেন—সেখানে সকলে মিলিয়া খুব আনন্দ হইল। তথা হইতে আশ্রমে ফিরিলেন। মাকে ধানকোড়ার বাসায় নিয়া গেলেন। আরও ২।১ জন ভক্তের বাড়ী ঘুরিয়া মা আশ্রমে ফিরিলেন। অনেকেই ভোলানাথের কাছে দীক্ষিত হইতেছেন। রোজই প্রায় ২।৩ জন দীক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিতেছেন। আজ গহ্বরের কালীপূজা, রাত্রি ১২টার সময় হইবে। পরে মার তিথি পূজা হইবে। আজ দৈনিক পূজার পর মন্দিরের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। সর্ব্বসাধারণের জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে আজ মন্দিরে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পর দরজা বন্ধ করা হয়। তখন কালীর দরজা খোলা হইল। অভিষেকাদি করিয়া রাত্রি ১২টায় পূজা হইল। পরে রাত্রি ৩টায় মার তিথি পূজা হইবে। দুপুরে ভোলানাথ যজ্ঞ করিলেন। যাহারা ১০ মিনিটের ব্রত নিয়াছেন তাহাদের আত্মার উন্নতির জন্য আজ যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইল। লোকের ভীড় দিনে দিনে বাড়িতেছে।

মাকে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে নেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। একজনের উপর সকলের সমান দাবী হওয়াতে মতের পার্থক্য ও একটু আধটু মনোমালিন্য হওয়া স্বাভাবিক তাহাও হইতেছে। আবার যাহাদের সঙ্গে কোনও পরিচয় ছিলনা, মার কাছে আসিয়া তাহাদের শুদ্ধ ভাবের মিলনও খুব চমৎকার ভাবে হইতেছে; তাহাও দেখিবার জিনিষ। মাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া আরতি কীর্ত্তন চলিতেছে। স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া ভাই-বোন, ভাসুর-ভাদ্রবৌ, বাপ-ছেলেমেয়ে, মা-মেয়ে সব মিলিয়া হাততালি দিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। অনেকেই নাম করিতে করিতে অসাড় হইয়া পড়িতেছে। কি একটা ভাবের নেশায় সব ভরপুর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার।

আজ মাকে অনেকে বাসায় নিয়া গেল। আমাদের আগামী সোমবার মার সহিত ঢাকা ছাড়িবার কথা হইয়াছে। দিন রাত সকলের কোথা দিয়া যাইতেছে খেয়াল নাই। কলিকাতা হইতে প্রফেসার নরেশবাবু, নগেনবাবু, নবতরুবাবু সব আসিয়াছেন। গুহ পরিবারের ও প্রাণকুমারবাবুর মেয়েরা, গিরীন ডাক্তারের মেয়ে সব কলিকাতা হইতে গিয়াছে। বাপ, মা, কাহারও সঙ্গে নাই, মার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছে। মা আমাকে বলিতেছেন, "মেয়েদের কিন্তু সর্ব্বদা দেখিয়া রাখিও।" মার আমার কোনদিকেই ত্রুটি নাই। আজও রাত্রিতে মা মেয়েদের নিয়া কীর্ত্তনে কাটাইলেন।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।

ভোরে মেয়েদের নিয়া মা স্নান করিলেন, পরে বাল্যভোগ হইল। আজও মাকে বাড়ী বাড়ী নিয়া গেল। আশ্রমে এত ভীড় যে লোক মারা যাওয়ার অবস্থা। মাকে মধ্যে মধ্যে মাঠে নিয়া যাওয়া হইতেছে। আজ মহোৎসব। মা মন্দিরে আছেন। ভীড়ের জন্য মধ্যে মধ্যে মাকে বাহিরে নিয়া যাইতে হইতেছে। মা মন্দিরের ভিতরে বসিয়া সকলের সহিত কথা বলিতেছেন। কখনও বা শুইয়া পড়িয়া আছেন। দুপুর বেলা হইতেই ভয়ানক বৃষ্টি। কিছু কিছু লোক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাওয়া হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তারপর আর বসান গেলনা। লীলাময়ী আর এক লীলা করিলেন। আমাকে বলিলেন, "চল একটু বাহিরে বেড়াইয়া আসি।" আমি বলিলাম, "এত বৃষ্টিতে যাইবে, দরকার নাই।" একটু পরে মা বলিলেন, "চল স্নানের ঘরে যাইব।" আমি মাকে নিয়া স্নানের জায়গায় গিয়া দেখি সেখানে কয়েকজন ভগ্নীরা মিলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে। মা কিছু পরে তাহাদের বলিলেন, "তোমরা এখানে থাক আমি একটু আসি।" এই বলিয়া আমাকে নিয়া মাঠের দিকে চলিলেন। ভয়ানক বৃষ্টি। মাঠে বাহির হইয়া দেখি পূর্ব্বোক্ত মনমোহনবাবু বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। মাকে দেখিয়াই দৌড়াইয়া গিয়া প্রণাম করিলেন।

মা বলিলেন, "বাবা, তোমার জন্যই এখানে আসিয়াছি।" মা সমস্ত মাঠ ঘুরিয়া ঘুরিয়া আশ্রমে ঢুকিলেন। দলে দলে লোক মাকে ভিজিতে দেখিয়া বৃষ্টিতে নামিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মাও মহানন্দে হাততালি দিতেছেন। ছোট্ট শিশুটির মত আনন্দে জলে খেলিতেছেন। আশ্রমে ঢুকিতেই ভোলানাথও নামিলেন। ভাবের আবেগে ভোলানাথ কাদার ভিতর গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সকলে ধরাধরি করিয়া উঠাইয়া নিয়া গেল। কিছু সুস্থির হইয়া আবার তিনি নামিলেন। স্ত্রী-পুরুষ নিজেদের ভুলিয়া নাম-কীর্ত্তনে মাতিয়া উঠিল। মাকে মাঝখানে বসিবার জন্য চারিদিকে সকলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাহারও খাওয়া হয় নাই। মা খিচুড়ী বাহির করিয়া যেই নিজের হাতে ২।১ জনকে দিয়াছেন, অমনি মার হাতের খিচুড়ী নিবার জন্য এমন ঠেলাঠেলি স্বুরু হইল যে আর মার দেওয়া সম্ভব হইল না। ভোলানাথকে দিতে বলিলেন। খিচুড়ী তরকারী সব মাঠে নিয়া যাওয়া হইল। মা বলিলেন, "সকলে আঁচল পাতিয়া খিচুড়ী নেও।" তাই হইল। সকলে মার এই কথা শুনিতে পায় নাই। ভূদেববাবু প্রভৃতি ২।১ জন কাপড়ে খিচুড়ী নিতে একটু আপত্তি করিতেই মা আমাকে বলিলেন, কোঁচা খুলিয়া দিয়া দেও।" মার আদেশ জানিয়া ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ সকলে মিলিয়া আঁচল পাতিয়া খিচুড়ী নিল এবং বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে তাহা খাইতে লাগিল।

অপূর্ব্ব দৃশ্য। মা ভূদেববাবুকে বলিলেন, "এই ভিক্ষার স্মৃতি রাখিবার জন্য এই কাপড়খানি রাখিয়া দিও।" বহুক্ষণ এইভাবে কাটিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মা ভোলানাথের সহিত ছেলেদের স্নান করিতে কালীবাড়ীর পুকুরে পাঠাইয়া দিলেন— পরে মেয়েদের নিয়া মা পুকুরে স্নান করিলেন। স্নানের পর মন্দিরে বসিয়া মা সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭ই জ্যেষ্ঠ, সোমবার।

আজ মা কলিকাতা রওনা হইবেন। সঙ্গে সুরেশবাবুর স্ত্রী, যতীনবাবুর স্ত্রী, সাধনা ও নগেনদাদার মেয়েটি কলিকাতা চলিল। আরও অনেকে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সকলেরই মন খারাপ—মা যাইতেছেন, আবার কবে আসিবেন কে জানে, এই আশঙ্কায় সকলেরই প্রাণ কাঁদিতেছে। মাকে সকলে কত মালা পরাইতেছে। কত ভাল ভাল খাবার আনিয়া মার কাছে দিতেছে, মা একটু মুখে দিয়া দিতেছেন—পরে বিতরণ হইতেছে।

ঢাকা হইতে কলিকাতা যাত্রা।

সকলেই নিজ নিজ ভাবে মায়ের সেবা করিতেছেন—মাকে আদর করিয়া যেন তাহাদের তৃপ্তি হইতেছে না। মা আনন্দময়ী হাসিতেছেন—অনেকেই চোখ মুছিতেছে। মা তাহাদের আদর করিয়া বলিতেছেন, "আচ্ছা দেখতো, যে হাসে তাহার জন্য তোমরা কাঁদ কেন বলিতে পার?" এইরূপে নানা ভাবে নানা কথায় মা সকলের প্রাণে এই বিষাদের মধ্যেও আনন্দ দিতেছেন। মা যে কিছু পরেই চলিয়া যাইবেন, একথা সকলেই ভুলিয়া যাইতেছে। মার সঙ্গ জনিত আনন্দে তখনও সকলে ভরপুর। মা বলিতেছেন, "দেখ সৎসঙ্গের গুণ কি জান? যেমন একটী পাখী অনেক দিন খাঁচায় বন্ধ থাকিতে থাকিতে উড়িতে ভুলিয়াই গিয়াছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাঁচার দরজা খুলিলেও সে আর উড়িয়া যায় না। হঠাৎ একদিন একদল পাখী আসিয়া জুটিল। অমনি দেখা গেল, সেই পাখীটিও তাহাদের সঙ্গে উড়িয়া পালাইল। সেই রকম যদিও জীব নিজের স্বরূপ ভুলিয়া আছে,—কিন্তু যদি সে একজনকে মুক্ত পুরুষ বলিয়া মনে করে—অমনি তার ঐ ভাবের সাময়িক দেখাইলেও একটা উন্মাদনা হয়, কিন্তু সাময়িক যদিও দেখায়, কিন্তু ছাপ রেখে যায়। বৃথা কিছুই যায় না। ইহাও সৎসঙ্গের গুণ, সৎসঙ্গে বিশেষ লাভ মনে রেখো।" আবার বলিতেছেন, "দেখ যে জিনিষের স্বাদ যে কখনও পায় নাই সে জিনিষ পাইবার জন্য সে কখনও ইচ্ছুক হইতে পারে না। এই যে সকলে স্থায়ী একটা আনন্দ পাইতে চায়, তাহার কারণই হইল, স্থায়ী আনন্দ তাহার আছেই, তার উপর চাপা পড়িয়াছে তাই ছট্‌ফট্ করিতেছে তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহার পূর্ণশান্তি আসিতেছে না।"

সিদ্ধেশ্বরীর ফণিবাবু জজের স্ত্রী বলিতেছেন, (ইনি এবারই মার কাছে আসিয়াছেন) "আমি মাকে কখনও দেখি নাই, কিন্তু মায়ের ছবি পূজা করিতাম। একদিন দেখি মা হাসিতেছেন। আমি বলিলাম, (ছবির নিকট) মা, আমি বুঝিনা—আর ছবি ভাল লাগেনা—এখন যদি শরীর নিয়া দেখা না দেও—তবে ছবি সব ছিঁড়িয়া ফেলিব।" তার কয়েকদিন পরই একজন আসিয়া খবর দিল—মা রাজমোহন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবুর বাসায় আসিয়াছেন—চলুন দেখিতে যাইবেন। মা সেবার একদিনের জন্য ঢাকা গিয়া সিদ্ধেশ্বরীতে রাজমোহন বাবুর বাসায় অল্প সময়ের জন্য গিয়াছিলেন। আরও অনেকেই কেহ স্বপ্নে, কেহ জাগ্রত অবস্থায় জপ করিতে করিতে মার কি আদেশ সব পাইয়াছে—বলিতে লাগিল।

আমরা সকলের উপর মার এই সব কৃপার কথা জানিয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। ফণিবাবুর স্ত্রী ভীড় পছন্দ করেন না—তিনি রোজই বলিতেন, "মা, আমি তোমার এই হুজুকে যোগ দিতে কিন্তু আসিব না—নির্জ্জনে পূজাই আমার ভাল লাগে।" কিন্তু রোজই আবার আসিয়া উপস্থিত হইতেন। বলিতেন, "এই কি মা, আমি ত কখনও এমন ছিলাম না—আমাকে তুমি এমন নাচাইতেছ কেন? আমি যে ঘরে থাকিতে পারি না।" যাক্ সকলের কাছে বিদায় নিয়া মা কলিকাতা চলিলেন। মা কিন্তু বলেন, "আমিত তোমাদের ছাড়িয়া যাই না—আমি ত তোমাদেরই কাছেই আছি।" নারায়ণগঞ্জ দ্বিগেন্দ্রবাবুর বাসায় মা অল্প সময়ের জন্য গিয়াছিলেন, সেখানে এর মধ্যেই সকলে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। কি করিয়া খবর হইল জানিনা। অনেকেই নারায়ণগঞ্জ হইতে মার আশ্রমে গিয়া উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার।

কৈলাশ যাত্রার পথে কলিকাতায় আগমন।

আমরা আজ কলিকাতা পৌঁছিতেই ভক্তেরা মাকে নিবার জন্য ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছে দেখিলাম। মাকে নিয়া বির্লার মন্দিরে যাওয়া হইল। বির্লা নিজেও মার কাছে সর্ব্বদা আসেন। আজ রাত্রিতে ৩টা অবধি নগেন-দাদা যজ্ঞাদি করিয়া ছাদে একান্তে মার পূজা করিলেন। পূজান্তে কেমন যেন হইয়া গেলেন।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার।

আজ ত্রিগুণাদাদার আহ্বানে শ্রীরামপুর বেলা ১২টায় যাওয়া হইল। বৈকালে মা সকলকে নিয়া গঙ্গার পার বসিলেন। সন্ধ্যার পর সকলকে নিয়া মা কলিকাতা ফিরিলেন। রাত্রি প্রায় ১টা পর্য্যন্ত মার কাছে ভীড় চলিল। তারপর অনেকে বিদায় নিলেন। বহুলোক মার চারিপাশে মন্দিরের বারান্দায়ই পড়িয়া রহিলেন।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার।

মা বির্লার মন্দিরেই আছেন। কথায় কথায় মা বলিতেছেন, "অখণ্ড নাম না হইলে অখণ্ড দর্শন হয় না।" আজ অপর্ণা দেবীর বাড়ীতে মাকে কীর্ত্তনে নিয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেয়েদের নিয়া অপর্ণা দেবী মার কাছে কীর্ত্তন করিলেন। আসিবার সময় ভয়ানক বৃষ্টি। মাকে নিয়া বাসন্তী দেবী ও অপর্ণা দেবী ভিজিয়া কীর্ত্তন করিতে চাহিলেন—মাও প্রস্তুত। ভোলানাথ বাধা দেওয়ায় মা আর নামিলেন না। আমরা মন্দিরে ফিরিলাম। রাত্রি প্রায় ১টায় মেয়েদের নিয়া মা ছাদে শয়ন করিলেন।

অখণ্ড নাম না হইলে অখণ্ড দর্শন হয় না।

২১শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।

আজ নৈনিতাল রওনা হইব। সকালেই সকলে আসিয়াছেন, বাসন্তী দেবী, অপর্ণা দেবীও আসিয়াছেন। মা বাসন্তী দেবী ও অপর্ণা দেবীকে খরতাল দিলেন। তাঁহারা আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন। অপর্ণা দেবী বলিলেন, "আমি আজ হইতে কীর্ত্তনের সময় এই করতাল নিজের হাতে রাখিব।" কীর্ত্তন চলিতেছে। রাত্রি ১০টার গাড়ীতে আমরা বেরিলী চলিলাম। তথা হইতে নৈনিতাল, আলমোড়া হইয়া কৈলাশ যাওয়ার কথা। গারবিয়ানের মেয়েরা গতবার মাকে কৈলাশ নিয়া যাইবার জন্য বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। ভোলানাথের খুবই আগ্রহ। তাই কথা হইয়াছে কৈলাশ যাওয়া হইবে। পাহাড়ী মেয়েরা বলিয়াছে, "মা আমাদিগের দেশে একবার চল। তুমি না পারিলে আমরা তোমাকে পিঠে করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়া যাইব। বরফ সরাইয়া রাস্তা করিব।” মা কৈলাশ যাইবেন। খুব উদ্যোগ চলিতেছে। অনেকে সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু রাস্তার ভয়ে সকলকে নিষেধ করা হইয়াছে। ভক্তদের জয়ধ্বনি ও চোখের জলে সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার।

আজ কাশী, ফয়জাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের ভক্তদের দর্শন দিয়া রাত্রি ১১টায় মা বেরিলী পৌঁছিলেন। ভক্তরা মাকে নিবার জন্য সব ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছে। মার গাড়ী আসিতেই, জয়ধ্বনি দিল। ফুলের মালায় মালায় মাকে ভরিয়া দিল—বারবার মার চরণ স্পর্শ করিল। সকলে মাকে নিয়া ষ্টেশনের নিকটের ধর্ম্মশালায় চলিল। রাত্রি প্রায় ২টা অবধি সকলে আনন্দ করিয়া বাসায় ফিরিল।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।

আজ দিল্লী হইতে নরেনবাবু সপরিবারে, দেরাদুন হইতে হরিরাম, নরসিং, মন্মথবাবু সব আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কীর্ত্তন চলিতেছে। মা রাত্রিতে ছাদে ছিলেন। মা উঠিবার পূর্ব্বেই মালা ও ফুল নিয়া সকলে হাজির। কখন মা উঠিবেন সেই আশায় বসিয়া আছেন। সারা দুপুর মা সকলকে নিয়া কত আনন্দ করিলেন। কত ভাবে ফটো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোলা হইল। আজ সন্ধ্যায় মাকে নিয়া মোটরে আমি মহারতন ও বেহারীবাবুর স্ত্রী কৈলাসের পথের আবশ্যকীয় জিনিষপত্র কিনিয়া লইলাম। অনেক রাত অবধি বাজারে কাটাইলাম।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার।

আজও সমস্তদিন মাকে নিয়া সকলে আনন্দ করিলেন। রাত্রি ১২টায় গাড়ীতে মা নৈনিতাল চলিলেন।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার।

ভোরে মা কাঠগুদাম পৌঁছিলেন। পরে মোটরে ২ঘণ্টায় নৈনিতাল পৌঁছিলাম। মা জননী পাহাড়ের ভক্তদের নিয়া কীর্ত্তন ও কথাবার্ত্তায় খুব আনন্দ করিতেছেন। বেরিলী হইতে পণ্ডিত দ্বারকা প্রসাদের স্ত্রী মায় সঙ্গে আসিয়াছেন। ইনকমট্যাক্স অফিসার অবতার কিষণ বেরিলীতে মাকে দেখিয়াছিলেন, মাকে নিজের বাড়ীতে নিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহারা সম্প্রতি নৈনিতাল আছেন। সকলেই মাকে পাইয়া মহা আনন্দ করিতেছেন।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার।

বেলা ১২টায় মা আলমোড়া রওনা হইলেন। কিন্তু মোটরের গোলমালে রাত্রিতে রাণীক্ষেত পৌঁছিয়া অপেক্ষা

CC0, In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা হইল। সঙ্গে অনেক স্ত্রী পুরুষ। সকলে মাকে নিয়া একটা বড় ঘরে শুইলেন।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার।

প্রাতে ৭টায় আলমোড়া রওনা হইয়া বেলা ১০টায় পৌঁছিয়া নন্দাদেবীর মন্দিরে মার অবস্থান। কৈলাস যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে সকলেই ব্যস্ত। পাহাড়ী মেয়েরা এখান হইতে সঙ্গে যাইবে। দুর্গম রাস্তা, বাঙ্গালী ভক্তেরা মাকে পাঠাইতে খুবই নারাজ। আনন্দে দিন কাটিয়া গেল।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।

মা সকালে একটু হাঁটিয়া আসিলেন। কৈলাস যাত্রার কথাই চলিতেছে। আগামী রবিবার কৈলাস যাত্রার দিন স্থির হইয়াছে। আজ রবিঠাকুরের পুত্রবধু মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার।

আজও যাত্রারই আয়োজন চলিতেছে। মা নিজে বসিয়া আমাকে দিয়া সব ঠিক করাইলেন। এতদিন আমি এত জিনিষ ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না—আজ মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব ঠিক করাইলেন। আগামী রবিবার আমরা রওনা হইব স্থির হইয়াছে।

কৈলাস যাওয়ার পূর্ব্বে যখন কলিকাতা হইয়া যাই, তখন ভ্রমর ও ননী আমাদের সঙ্গে কৈলাস যাওয়ার জন্য খুবই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহাদের যাওয়া হয় নাই। ভ্রমর বিশেষতঃ ননী (রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা, ননীর ভিতর বেশ একটা ত্যাগের ভাব আছে ; মা কলিকাতা গেলে ননী দিনরাতই প্রায় মার সঙ্গে সঙ্গে থাকে) ; খুব দুঃখিত হইল।

মা আলমোড়া আসিয়া কৈলাস রওনা হইবার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে আমাকে বলিতেছেন, "ননী ও ভ্রমরকে লিখিয়া দাও তাহারা স্মৃতিরূপে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।" আমি তাহাই লিখিয়া দিলাম। আমার সেই পত্র পাইবার পূর্ব্বেই নাকি ননী পূজার ঘরে বসিয়া দেখিয়াছে—মা বলিতেছেন, "তুমি কৈলাস যাইতে চাহিয়াছিলে, যাইতে পার নাই বলিয়া দুঃখ হইয়াছে। আমার ডাণ্ডির মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া চল আমার সঙ্গে কৈলাসে"—এই বলিয়া মার বুকের কাপড়ের মধ্যে তাহাকে জড়াইয়া লইলেন।

মাকে গণেশজননী রূপে স্বপ্নে দর্শন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu. Trust. Funding by MoE-IKS

এরপরে ননী আরও একটী সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছিল। স্বপ্নটির কথা সে যাহা বলিয়াছে, তাহা এই—"বায়স্কোপের মত স্পষ্ট দেখিতেছি—প্রথম দেখিলাম, উজ্জ্বল একটা আলো—সেই আলোর ভিতর মা বসিয়া আছেন,—কোলে একটি ছোট শিশু; ধীরে ধীরে দেখিতেছি, সেই মূর্ত্তিতে গণেশের মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। মা গণেশ-জননীরূপে গণেশকে কোলে নিয়া বসিয়া আছেন। আবার ধীরে ধীরে গণেশের মূর্ত্তি পূর্ব্বের মত শিশুর মূর্ত্তি হইল; ধীরে ধীরে আলোর মধ্যে মার ও শিশুর মূর্ত্তি মিলাইয়া গেল।"

—:*:—

চতুর্থ ভাগ সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ী আশ্রম

১। কিষণপুর, দেরাদুন
২। রায়পুর ,,
৩। ডোঙ্গা ,,
৪। উত্তর কাশী, টৈহরি, গাড়ওয়াল
৫। পাতালদেবী, আলমোড়া
৬। অষ্টভুজা পাহাড়, বিন্ধ্যাচল
৭। বি ২।২৪ ভদৈনী, বেনারস
৮। ভীমপুরা, নর্ম্মদাতীর, চান্দোদ্, গুজরাট
৯। ৪।৫ একডালিয়া রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা
১০। স্বর্গদ্বার—সমুদ্রতীর, পুরী
১১। রমণা, ঢাকা
১২। সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা
১৩। খেওড়া, ত্রিপুরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে গ্রন্থাবলি—

সদ্‌বাণী, (বাংলা)—৺ভাইজী	১৲
ঐ (গুজরাটি অনুবাদ)	১৲
ঐ (ইংরাজী অনুবাদ)	১৲
মাতৃদর্শন,	২৲
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, (১ম ভাগ)—গুরুপ্রিয়া দেবী	২৲
(৩য় ভাগ)	১।০
(৪র্থ ভাগ)	৩৲
(২য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ও ৭ম ভাগ)	(যন্ত্রস্থ)
ঐ হিন্দি অনুবাদ—ডাঃ পান্নালাল	২৲
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ,—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত ১ম ভাগ, ২য় ভাগ প্রত্যেকটি	১৲
মা আনন্দময়ীর আগমনে,—শ্রীঅরুণ প্রকাশ বন্দোপাধ্যায়	။৵০
মা আনন্দময়ীর বাণী,—অভয়	॥০
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর লীলা-কথা, ১ম খণ্ড,—অভয়	১॥০
মা আনন্দময়ীর কথা ”	॥০
Ma Anandamoyee—by Devotees	৩॥০
মা—(মায়ের ৬খানি দুই বর্ণ চিত্র সম্বলিত বাংলা এলবাম্)	২৲
MA— ৬খানি দুই বর্ণ চিত্র সম্বলিত ইংরাজী এলবাম্)	২৲

প্রাপ্তিস্থান :—ব্রহ্মচারী কুসুমকুমার,
আনন্দময়ী আশ্রম, বি ২।৭৪ ভদৈনী, বেনারস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Sri „ Rabindranātha [illegible]
Sommanātha [illegible] 9 A

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi